অথ য ইমে গ্রাম ইষ্টাপূর্ত্তে দত্তমিত্যুপাসতে ... অথ 'এতয়োঃ' পথোর্যথোক্তয়োরর্চিরাদিলক্ষণয়োঃ 'ন' 'কতরেণ' অন্যতরেণ 'চন' নাপি যন্তি। 'তানি ইমানি ক্ষুদ্রাণি' দংশমশককীটাদীনি 'অসকৃদাবর্ত্তীনি ভূতানি ভবন্তি' উভয়মার্গপরিভ্রষ্টাঃসকৃৎ 'জায়স্ব ম্রিয়স্ব ইতি' জননমরণলক্ষণেন কালযাপনঃ ভবতি। 'এতৎ তৃতীয়ং স্থানং' পঞ্চাগ্ন্যপেক্ষ্য স্থানং সংসরতাং। ,তেন অসৌ লোকঃ ন সম্পূর্য্যতে'। 'তস্মাৎ জুগুপ্সেত' এবম্বিধাঃ সংসারগতিঃ বাভৎসেত ঘৃণীভবেৎ। 'তৎ' এতস্মিন্নর্থে 'এষঃ শ্লোকঃ' পঞ্চাগ্নিস্তুতয়ে ॥ ৮॥

আর এই উভয় পথের কোন পথেই যাহারা যায় না, তাহারা এই সকল ক্ষুদ্র মশকাদি কীট হইয়া জন্মগ্রহণ করে। তাহারা জন্মে এবং মরে। ইহাই তৃতীয় স্থান। এই কারণে ঐ লোক পূর্ণ হয় না। এই জন্য সংসারগতি ঘৃণিত। ... এই শ্লোক আছে॥ ৮॥

স্তেনোহিরণ্যস্য সুরাং পিবংশ্চ গুরোস্তল্পমাবসন্ ব্রহ্মহা চৈতে পতন্তি চত্বারঃ পঞ্চমশ্চাচরংস্তৈরিতি॥ ৯॥

'স্তেনঃ হিরণ্যস্য' সুবর্ণস্য হর্ত্তা। 'সুরাং পিবন্ চ' ব্রাহ্মণঃ সন্। 'গুরোঃ' 'তল্পং' দারাং আবসন্' 'ব্রহ্মহা' ব্রাহ্মণস্য হন্তা 'চ' 'এতে পতন্তি চত্বারঃ'। 'পঞ্চমঃ চ আচরন্ তৈঃ ইতি' ॥ ৯॥

যে সুবর্ণ চুরি করে, যে সুরাপান করে, যে গুরুপত্নী হরণ করে, যে ব্রহ্মহত্যা করে এই চারি জনেরা পতিত হয়। আর পঞ্চম যাহারা তাহাদের সঙ্গে আচরণ করে তাহারাও পতিত হয়॥ ৯॥

অথ হ য এতানেবং পঞ্চাগ্নীন্ বেদ ন সহ তৈরপ্যাচরন্ পাপ্মনা লিপ্যতে শুদ্ধঃপূতঃ পুণ্যলোকোভবতি য এবং বেদ য এবং বেদ॥ ১০॥

'অথ হ যঃ' 'এতান্ এবং' যথোক্তান্ 'পঞ্চাগ্নীন্ বেদ' 'সঃ হ' 'তৈঃ' মহাপাতকিভিঃ সহ 'আচরণ্' 'ন পাপ্মনা' লিপ্যতে 'শুদ্ধঃ' এব। 'পূতঃ পুণ্যলোকঃ ভবতি' 'যঃ এবং বেদ যঃ এবং বেদ' ॥ ১০॥

আর যে এই বর্ণিত পঞ্চাগ্নি জানে সে তাহাদের সহিত আচরণ করিয়াও পাপের লিপ্ত হয় না। সে শুদ্ধ, সে পবিত্র পুণ্য লোক প্রাপ্ত হয়। যে এই রূপ জানে, যে এই রূপ জানে॥ ১০॥

শান্তিপুর ব্রাহ্মসমাজের উনবিংশ সাম্বৎসরিক মহোৎসব।

২৫ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার ১৮০৪ শক।

সায়ংকাল।

সরলতা ও উদারতা আত্মার অতি উজ্জ্বল ভূষণ। ঈদৃশ উজ্জ্বলতর অলঙ্কার আর কোন জীবেরই দৃষ্ট হয় না। পৃথিবীর অপরাপর প্রাণী, কেবল আপনার আপনার লইয়াই ব্যস্ত। সমুন্নত মানবাত্মা আপনার সরলতা ও উদারতা-প্রভাবে জগতের সুখ-শান্তি কল্যাণ-সাধনেই দিন যামিনী নিযুক্ত রহিয়াছে। আপনার সুখ শান্তি, আপনার সম্পদ-সৌভাগ্য ব্যাঘাতের প্রতি তাহার দৃষ্টি নাই; তাহার দৃষ্টি পৃথিবীর স্থায়ী ও সার্ব্বভৌমিক মঙ্গলেরই প্রতি। জন-সাধারণের দুঃখনাশ ও সুখসমৃদ্ধি-বৃদ্ধিরই জন্য তাহার যত্ন-চেষ্টা উদ্যোগ উদ্যম সর্ব্বদাই দৃষ্ট হইয়া থাকে। বৃক্ষ যেমন জল-রৌদ্র মস্তকে ধারণ করিয়া তলশায়ী জনগণকে আশ্রয় প্রদান করে, মানব আত্মাও তেমনি দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তার তীব্র যাতনা, সকল প্রকার দুঃখ-ক্লেশের কঠোর কশাঘাত সহ্য করিয়া অটলভাবে মনুষ্য-সাধারণের জ্ঞান-ধর্ম্ম সাধনের জন্য নিয়তই অগ্রসর রহিয়াছে। ইতর জন্তুদিগের মধ্যে ঈদৃশ উচ্চভাব কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। এই জন্যই মনুষ্য পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। এই যে অসামান্য সরলতা এই যে অনুপম উদারতারূপ সমুজ্জ্বল ভূষণ, ইহা সেই পরমকল্যাণকর ঈশ্বর, তাঁহার আদরের ধন—তাঁহার স্নেহের পুত্তলিকা জীবাত্মাকে তিনি প্রদান করিয়াছেন। সেই

মহানের পুত্র হইয়া যিনি সেই অনন্ত উচ্চ আদর্শ ঈশ্বরকে অন্তশ্চক্ষুর সম্মুখে রাখিয়া ইহার উৎকর্ষ সাধনে নিযুক্ত হয়েন, তাঁহার অনুরাগ জ্যোতিতে যিনি ইহাকে অনুরঞ্জিত করিতে পারেন, তিনি যথার্থ ভাগ্যবান। আর যিনি এই অনন্ত অলঙ্কার লাভ করিয়া ইহা হইতে বঞ্চিত থাকেন। ইহাকে মলিন ও কলঙ্কিত করেন তিনি যার পর নাই কৃপাপাত্র। আত্মা যদি সারল্য ও ঔদার্য্য-ভূষণে বিভূষিত না হইত, তাহা হইলে তাহার সুরম্য নিকেতন, তাহার দ্রুতগামী বাহন, ... সকল সৌন্দর্য্যই মলিন ও নিষ্প্রভ হইত। অতএব, সকল গৌরব খর্ব্ব হইয়া পড়িত।

করুণার সাগর পরমেশ্বর তাঁহার সৃষ্ট সকল আত্মাকেই এই অমূল্য ভূষণ প্রদান করিয়াছেন। তাহার উজ্জ্বলতা ও উৎকর্ষ সাধনের প্রতি সকলের সমান যত্ন চেষ্টা না থাকাতেই পৃথিবীর এই ভয়ানক দুর্গতি, মনুষ্যের এই বিষমতর অধোগতি উপস্থিত হইয়াছে। নতুবা ইহা স্বর্গোপম আনন্দ ধাম হইয়া উঠিত। মনুষ্যের যতদূর জড় শরীরের সঙ্গে যোগ, ততদূর সে জড় ভাবাপন্ন, যতদূর সে রিপুকুলের উত্তেজনায় সঞ্চালিত হয়, ততদূর তাহার পশুভাব। তাহার আত্মার কার্য্যেই কেবল তাহার যথার্থ দেবভাব প্রদর্শিত হইয়া থাকে। মনুষ্য যখন আত্মার লক্ষ্য, আত্মার অধিকার বিস্মৃত হইয়া পৃথিবীতে সঞ্চরণ করে, তখন তাহাকে পশু হইতে কোনরূপেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয় না। তখন তাহাকে অন্নপানের জন্য পশুর ন্যায় বিবাদ বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত থাকিলেই দুষ্ট ইন্দ্রিয়-সুখসাধন বিষয়ে ইতর জন্তুদিগের ন্যায় উন্মত্ত ও হতজ্ঞান বলিয়াই বোধ হয়। তখন স্বার্থসাধনই তাহার সর্ব্বস্ব হইয়া উঠে। তখন অন্যের সহিত একোজ্য-পানীয় বিভাগ করিয়া পান ভোজন করা—সকলের সুখ-শান্তি রক্ষা করিয়া নিজের বিষয়-বিত্ত বিস্তার করা দূরে থাকুক, তখন অন্যের যাহা হয় হউক, আপনার উদর পূর্ণ হইলেই সে পরিতৃপ্ত হয়। অন্যের সর্ব্বস্বান্তেও তাহার দুঃখ নাই, আপনার বিষয়-বিত্ত বর্দ্ধিত হইলেই সে মহা আনন্দিত। আপনার উপার্জ্জিত ধনে অন্যকে পোষণ করা দূরে থাকুক, তখন সে স্বীয় সহোদরকেও পিতৃপিতামহ সঞ্চিত ন্যায্য প্রাপ্য বিষয়-বিত্ত প্রদানেও সম্মত হয় না। প্রদান করা দূরে থাকুক, তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, তৎসমূহ প্রাপ্তির ইচ্ছা অভিলাষ বা প্রার্থনা করিলে সে তাহার শিরশ্ছেদনে উদ্যত হয়।

মনুষ্য যখন আত্মার প্রতি দৃষ্টিপাত করে, আত্মার বলবীর্য্য আশা-অধিকার প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া শুভবুদ্ধি ও ধর্ম্মের আদেশে পরিচালিত হয়, তখনই তাহার চিন্তায় বাক্যে ও কার্য্যে দেবভাব প্রকাশ পাইতে থাকে, তখনই মেঘমুক্ত শশধরের ন্যায় তাহার সরলতা ও উদারতার বিকাশ হইতে আরম্ভ হয়। তখনই তাহার রতিমতি সেই শান্তি-মঙ্গলের অনুপম আদর্শ ঈশ্বরের প্রতি নিয়োজিত হয়। তখন সে ঘোর তমসাচ্ছন্ন অকূল ভবসাগরের মধ্যে সেই ধ্রুবতারককে প্রাপ্ত হইয়া—সেই দিক্ দর্শনের একমাত্র শলাকা সেই "একায়নং" পরব্রহ্মকে লাভ করিয়া কল্যাণ-পথে শান্তি-সোপানে—অমৃতধামে গমন করিবার শক্তি সামর্থ্য লাভ করে। তখনই সে দেব-প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া যথার্থই পৃথিবীর ভূষণ, মর্ত্ত্যের অলঙ্কার হইয়া উঠে। তখন সেই মহানকে দেখিয়া তাহার আশা প্রশান্ত ও উদারভাব ধারণ করে, তাহার কার্য্যে কেবলই সরলতা প্রকাশ পায়। তখন সেই উন্নত আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া তাঁহারই ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য সংসাধনে সে প্রবৃত্ত হয়। এই

জন্যই সাধারণ মনুষ্য হইতে ধার্ম্মিক মহাপুরুষগণের চিন্তা বাক্য এবং কার্য্যগত এত প্রভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এই কারণেই এক জনকে ইন্দ্রিয়ের দাস, বিষয়ের কীট, সংসারের কণ্টক বলিয়া প্রতীয়মান হয়, আর একজনকে জিতেন্দ্রিয় জগতের প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী সত্যব্রত ধর্ম্মজীবী ভূদেব বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে। বিষয়ী যেন কেবল আপনারই জন্য, আপনার পশুভাব চরিতার্থ করিবারই নিমিত্ত ভূমিষ্ঠ হইয়াছে; ধার্ম্মিক যেন কেবল স্বার্থ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক জগতের হিতের নিমিত্ত——ঈশ্বরের ইচ্ছা উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় সংসিদ্ধ করিবার কারণই পৃথ্বীতলে আগমন করিয়াছেন বলিয়া প্রত্যক্ষ প্রকাশ পায়। বিষয়ী যেখানে ক্ষুধার্ত্ত তৃষ্ণার্ত্তকে এক কপর্দ্দক অর্পণ করিতে পারে না, ধার্ম্মিক সেখানে অকাতরে যথাসর্ব্বস্ব দান করিয়া লোকের দারিদ্র-দুঃখ বিমোচনে তৎপর হইয়া থাকেন। বিষয়াসক্ত ব্যক্তি যেখানে জ্ঞান-ধর্ম্ম-বিস্তার বিষয়ে যৎসামান্য সাহায্য দানেও কুণ্ঠিত হয়, ঈশ্বর-প্রেম-পিপাসু ব্যক্তি সেই স্থলেই বহু শিক্ষা-সাধন-লব্ধ অক্ষয় অমূল্য জ্ঞানধর্ম্মরত্ন অম্লান বদনে অযাচক ব্যক্তিকেও স্নেহ বিনয় সহকারে আহ্বান করত দান করিয়া থাকেন। স্বার্থপর মনুষ্য যে স্থলে সামান্য স্বার্থনাশ করিয়া অপরের দুঃখ দরিদ্রতা বিদূরিত করিতে সাহসী হয় না, ধার্ম্মিক সেখানে জীবন-সর্ব্বস্ব দান করিয়া সমগ্র মনুষ্যসমাজের দুঃখ দুর্দ্দশা পরিহারের জন্য কৃতসংকল্প হয়েন। ধনগর্ব্বিত বিষয়ী যেখানে অন্যকে আপনার সহযোগী বা প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে দেখিলে ঈর্ষা-বশে তাহার অনিষ্ট সাধনে প্রবৃত্ত হয়, ধার্ম্মিক সেই স্থলে আপনাপেক্ষা জ্ঞান ধর্ম্মে বিশ্বাস কার্য্যে কোন শ্রেষ্ঠতর মহত্তর সাধুকে সন্দর্শন করিলে, তখনই তাঁহার শরণাগত পদানত হইয়া পড়েন। ধর্ম্ম-বিদ্বেষী বিষয়-মুগ্ধ ব্যক্তি যে স্থলে দম্ভ মাৎসর্য্য প্রদর্শন করিয়া অন্যের হৃদয়ে নিদারুণ মর্ম্মবেদনা প্রদান করেন, ধার্ম্মিক ব্যক্তি সেই স্থলেই আপনার সরলতা উদারতা প্রকাশ করিয়া সকলের মনে শান্তি সদ্ভাব বিস্তার করিয়া থাকেন।

আত্মার সরলতা উদারতাই দিব্য অলঙ্কার। সেই সরলতা উদারতা হইতেই পৃথিবীতে দিন দিন জ্ঞান-বিজ্ঞানের বহুল প্রচার দৃষ্ট হইতেছে। সেই আত্মার সরলতা উদারতা হইতেই নিগূঢ় জ্ঞান-বিজ্ঞান তত্ত্ব, সকলের সম্মুখে আনীত হইয়েছে। ... শিক্ষা, কি ভূতত্ত্ব মনস্তত্ত্ব, কি চিকিৎসাতত্ত্ব প্রাণিতত্ত্ব, কি পদার্থতত্ত্ব কি জ্যোতির্বিজ্ঞান, কি সব ... তত্ত্ব সকল, মানব আত্মার সরলতা ও উদারতা দ্বারা মনুষ্যসমাজে প্রচারিত হইয়া জগতের প্রকৃত মঙ্গল সাধন করিতেছে। বহু অনুসন্ধান, বহু পরীক্ষা, বহু শিক্ষা সাধন তপস্যার ফল, লোকে অনায়াসে সম্ভোগ করত আত্মোন্নতি সাধন করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছে। করুণাময় পরমেশ্বর আত্মাকে এই উজ্জ্বল স্বর্গীয় ভূষণে বিভূষিত না করিলে, পৃথিবী অন্ধকারময় হইয়া থাকিত। অপরাপর বিষয়ের কথা দূরে থাকুক ধর্ম্ম সম্বন্ধে এই কারণে ... সরলতা ও উদারতায় মনুষ্যের প্রকৃতি এমনই উচ্চ-ভাবে নির্ম্মিত যে, সে যে কোন সূত্রেই কেন যে কোন সত্য মঙ্গল ও জ্ঞান লাভ করুক না, যতক্ষণ না সে অন্যের নিকট তাহা ব্যক্ত করে, অন্যের সহিত বিভাগ করিয়া তাহা সম্ভোগ করিতে সমর্থ হয়, ততক্ষণ সে তৃপ্তিলাভ, শান্তিলাভ করিতে পারে না। সে তাহা প্রকাশ ও প্রচার করিবার জন্য উন্মত্ত, সে তাহা বিতরণ ও বণ্টন করি-

বার নিমিত্ত যত্নবান হইয়া পরিভ্রমণ করে। এ কেবল বর্ত্তমান সময়েরই সাধু সজ্জনদিগের কার্য্য নয়, সেই আদিম কালে যখন মনুষ্য পৃথিবীতে প্রথম পদার্পণ করে, সেই সময়েই এই দেব-প্রকৃতি লইয়া সে এখানে আগমন করিয়াছে। সমুদায় ভূমণ্ডলের অপেক্ষা ভারতের ধর্ম্মতত্ত্বই অতীব পুরাতন, সমগ্র পৃথিবীর ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ইতিহাস অপেক্ষা ভারতের ধর্ম্ম-ইতিবৃত্তই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীনতম। সেই পুরাকালে, যখন বসুন্ধরার অপরাপর স্থান ঘোর অন্ধকারে পরিপূর্ণ ছিল, যখন ভারতেও অক্ষর প্রভৃতি লিখন-উপাদানের সৃষ্টি হয় নাই তখনও জ্ঞান-বৃদ্ধ তপঃ-সিদ্ধ ঋষিগণ আপনারদিগের সাধনলব্ধ সত্য সকল, শিষ্যদিগের সান্নিধানে সরল ও উদার ভাবে ব্যক্ত করিতেন। শিষ্যগণ তাহা বংশপরম্পরা ক্রমে স্মরণ করিয়া রাখিতেন। লোকে সেই সকল জ্বলন্ত সত্য শুনিয়া শুনিয়াই শিক্ষা করিত, সেই জন্যই, সেই ঋষিবাক্য, সেই সকল উজ্জ্বল ধর্ম্মতত্ত্ব অদ্যাপি শ্রুতিবাক্য বলিয়া অভিহিত হইতেছে। তাহার কত কাল পরে অক্ষরের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার কতদিন পরে তাহা বৃক্ষপত্র প্রভৃতিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। সাধুগণের এরূপ সরলতা উদারতা না থাকিলে কি আজকাল ব্রহ্মবিদ্যা ব্রহ্ম-জ্ঞান নির্জীব বঙ্গবাসীদিগের হৃদয়ে এরূপ প্রাণ সঞ্চার করিতে পারিত? না রোগ শোক জরা মৃত্যু নিবন্ধন নিরানন্দময় বঙ্গভূমিতে ঈদৃশ স্বর্গীয় আনন্দ উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়া আত্মার আশা উদ্যম বর্দ্ধিত হইত? না ভারতের জ্বলন্ত ব্রহ্মজ্ঞান-জ্যোতি নদ নদী সিন্ধু, গিরি কানন উল্লঙ্ঘন করিয়া পৃথিবীর দেশ-প্রদেশ-নিবাসী জনগণের মনের অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া সকলকে কল্যাণ-পথে গমন করিতে সাহসী করিয়া তুলিত? সাধু সদাশয় ব্যক্তিগণের আত্মার সরলতা উদারতা হইতেই ভূমণ্ডলের জ্ঞান-ধর্ম্মের এরূপ অসম্ভাবিত উন্নতি। এই যে আজ আমরা এখানে সকলে ব্রহ্মানন্দপান করিয়া পরিতৃপ্ত হইতেছি, এখানকার কোন না কোন ভগবদ্ভক্ত সদাশয় ব্যক্তির সরলতা উদারতাই তাহার অব্যর্থ কারণ। তিনি বা তাঁহারা আপনা আপনি ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করত পরিতৃপ্ত না হইয়া সকলের সহিত তাহা বণ্টন পূর্ব্বক সম্ভোগ করিবেন এই উদ্দেশেই এই অবারিত উৎসব-দ্বার সকলের জন্য উদ্ঘাটিত করিয়াছেন। কুসুমগুচ্ছ সকল, যেমন সুগন্ধ বিস্তার করিয়া মধুমক্ষিকাগণকে আহ্বান করে, তেমনি এখানকার সাধক উপাসক-বৃন্দের সরলতা উদারতাই এই সকল ভগবৎ-প্রেম পিপাসু জনগণকে এখানে একত্রিত করিয়াছে।

ধন্য ধন্য ঈশ্বরের কৌশল। ধন্য তাঁহার জ্ঞান ধর্ম্ম বিস্তারের পদ্ধতি। তিনি কি অভাবনীয় কৌশলে আমারদিগের আত্মাকে পোষণ করিতেছেন। এই উৎসব ক্ষেত্রে তাঁহার স্নেহ করুণা, প্রীতি প্রেম উজ্জ্বলতর রূপে প্রতীতি করিয়া তাঁহারই যশোগানে রসনাকে নিয়োগ কর। তাঁহার প্রতি চির-কৃতজ্ঞ চির অনুরক্ত থাকিয়া তাঁহারই সত্য প্রচার কর। তাঁহারই লক্ষ্য সাধন কর।

হে পরমাত্মন্! যে উদারমতি সদাশয় ভাগ্যবান ব্যক্তির সুরম্য আলয়ে আজ আমরা তোমার পুত্র কন্যা সকল একত্রিত হইয়া তোমার উপাসনা করিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম; তোমার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া রসনাকে সার্থক করিলাম, তুমি তাঁহার মঙ্গল বিধান কর। তোমার অনন্যপরায়ণ সাধকবৃন্দ সম্মিলিত হইয়া যেমন আজ এই গৃহের বাহ্য-শোভা বর্দ্ধন করিয়াছেন, তেমনি তুমি এই গৃহপতির স্ত্রী পুত্র পরিবারগণের আত্ম-নিকেতনে প্রকাশিত হইয়া অন্তর-আলয়ের চির-

সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন কর। তুমিই জগতের সার, তুমিই স্বর্গের ভূষণ। যে ধনী ব্যক্তি তোমা সম অমূল্য ধন লাভ করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ ভাগ্যবান্। যে জ্ঞানী তোমাকে অর্জ্জন করিতে সমর্থ হয়েন, তাঁহারই জ্ঞানের সার্থকতা। যে দুঃখী দরিদ্র ব্যক্তির হৃদয়ে তুমি বিরাজমান, তাহারই আত্মাতে চিরসুখ চিরশান্তি। যেখানে তোমার পবিত্র নাম উচ্চারণ হয় না, সেখানে সহস্র বর্ত্তিকা প্রজ্জ্বলিত হইলেও তাহা নিরানন্দময়। যাঁহারদিগের দ্বারা তোমার পূজা ও তোমার প্রিয় কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় না, জ্ঞান বিজ্ঞানে সম্পদ সৌভাগ্যে মহা উন্নত হইলেও তাঁহারা অতিশয় কৃপাপাত্র।

হে করুণানিধান! তোমাকে—শুদ্ধ তোমাকেই যাহাতে আমরা, আমারদের আত্মার নেতা নিয়ন্তা করিয়া এই ভয়াবহ সংসারে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে পারি, তোমার আদেশ উপদেশের বশবর্ত্তী হইয়া যাহাতে অটল উৎসাহের সহিত তোমার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে সমর্থ হই; তুমি এরূপ ধর্ম্মবল ও শুভবুদ্ধি আমারদিগকে অর্পণ কর। বিনীত ভাবে তোমার সন্নিধানে এইমাত্র প্রার্থনা করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ক্ষনীশ ঋষি।

জগদ্বিখ্যাত মেসিডোনীয় বিজয়ী বীর আলেকজেণ্ডার ভারতে উপনীত হইয়া তত্ত্বজ্ঞানী আর্য্য ঋষিদিগের বৃত্তান্ত শ্রবণে তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাত করিবার জন্য নিতান্ত কুতূহলী হইয়াছিলেন। তক্ষশিলায় অবস্থানকালে তিনি শ্রবণ করেন যে, নগরপ্রান্তে উপবনমধ্যে মহর্ষি দন্দমীশ ও তাঁহার শিষ্যগণ বাস করিতেছেন। ওনিসিক্রতাস নামে জনৈক গ্রীক দার্শনিক আলেকজেণ্ডারের সহিত ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি সেই দার্শনিক অমাত্যকেই দন্দমীশকে আহ্বান করিবার জন্য প্রেরণ করিলেন।

ওনিসিক্রতাস মহর্ষি দন্দমীশের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া বলিলেন "হে ব্রাহ্মণ, জুপিটার দেবের পুত্র সমস্ত মানবমণ্ডলীর ঈশ্বর মহারাজাধিরাজ আলেকজেণ্ডার তোমাকে আহ্বান করিয়াছেন। তুমি অবিলম্বে তাঁহার সমক্ষে উপস্থিত হও। তুমি তাঁহার নিকট গমন করিলে, তিনি তোমাকে ধনরত্ন দ্বারা পুরস্কৃত করিবেন। আর তাঁহার নিকট উপস্থিত না হইলে রাজাজ্ঞা অবহেলন করিয়াছ বলিয়া তোমার মস্তকচ্ছেদ হইবে।"

জনৈক বিলাসী কুশ-শয্যায় শয়িত মহর্ষি দন্দমীশকে এই সকল বাক্য অনুবাদ করিয়া শুনাইয়াছিলেন।

মহর্ষি এই সকল বাক্য শ্রবণে হর্ষ কিম্বা বিষাদ কিছুই প্রকাশ করিলেন না। প্লুতার্ক বলেন যে মহর্ষি দন্দমীশ এই মাত্র বলিয়াছিলেন যে, "আলেকজেণ্ডার কি জন্য এতদূর আসিয়াছেন।" মেগস্থিনিস বলেন এই বাক্যের উত্তর মহর্ষি দন্দমীশ যাহা দিয়াছিলেন তাহাতেই গ্রীক বীরের হৃদয় স্তম্ভিত হইয়াছিল।

মহর্ষি দন্দমীশ কুশ-শয্যায় শয়িত থাকিয়া ওনিসিক্রতাসকে বলিলেন জগৎপতি জগদীশ্বর অমঙ্গলের নিদান নহেন। তিনি তেজ, জল, শান্তি, দেহ, জীবন এবং আত্মা সৃষ্টি করিয়াছেন। যখন মৃত্যু এই সকলকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয় তখন তিনি তাহা পুনর্ব্বার গ্রহণ করিয়া থাকেন। তিনি কোনও রূপ অমঙ্গল বাঞ্ছা করেন না। সেই একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরই আমার ঈশ্বর। তিনি কোন ও জীবকে অস্ত্রাঘাতে খণ্ড খণ্ড করেন না।

কিম্বা যুদ্ধক্ষেত্র জীব-রুধিরে প্লাবিত করেন না। আলেকজেণ্ডার ঈশ্বর নহেন। তিনি জরা মৃত্যুর অধীন একজন সামান্য মানব। তিনি অদ্যাপি পৃথিবীকে এক ছত্রের অধীন করিতে পারেন নাই তবে তিনি কিরূপে "সমস্ত মানবমণ্ডলীর ঈশ্বর" বলিয়া পরিচয় দেন। সূর্য্যের গতিরেখা তিনি অতিক্রম করিতে পারেন নাই. পূর্ব্বদেশবাসী মানবগণ অদ্যাপি তাঁহার নামও শ্রবণ করে নাই। যদ্যপি তাঁহার বিজয়াশা পরিতৃপ্ত না হইয়া থাকে, তিনি গঙ্গা অতিক্রম করুন, তাহা হইলে তাঁহার আশার নিবৃত্তি হইবে। আলেকজেণ্ডার আমাকে যে সকল বস্তু দিতে প্রস্তুত হইয়াছেন, সেই সকল বস্তুতে আমার কোনও প্রয়োজন নাই। জীবনধারণ জন্য আমার যাহা প্রয়োজন তাহা এই গৃহের চতুষ্পার্শ্বে প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে। জগদীশ্বরের ইচ্ছায় তরুগুল্ম সকল আমার খাদ্য যোগাইতেছে, স্রোতস্বতী পানীয় যোগাইতেছে। আলেকজেণ্ডার আমাকে যে সকল দ্রব্যের প্রলোভন দেখাইয়াছেন, যাহারা ঐ সকল দ্রব্যের অধিকারী তাহাদের হৃদয়ে কখনও শান্তি থাকিতে পারে না। ফল মূল ভক্ষণ করিয়া আমি জীবন রক্ষা করিতেছি। কিন্তু যে দ্রব্য পাইলে আমাকে শান্তি ও নিদ্রা বিসর্জ্জন করিয়া নিয়ত তাহার ধ্যান ও চৌকিদারি করিতে হইবে, আমি এমন দ্রব্য পাওয়ার প্রার্থনা করি না। পৃথিবী আমাকে মাতার ন্যায় সকল দ্রব্য যোগাইতেছেন। আমি স্বচ্ছন্দে বিচরণ করি। এ জগতে এমন কোন দ্রব্য আমার নাই, যাহাতে আমাকে আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্য পথে লইয়া যাইতে পারে। আলেকজেণ্ডার যদি আমার মস্তকচ্ছেদ করেন, তাহা হইলে আমার আত্মা কখনই বিনষ্ট হইবে না। আমার জিহ্বা নীরব হইবে, কিন্তু আমার আত্মা, পরিত্যক্ত ছিন্ন বসনের ন্যায়, এ মাটির দেহ মাটিতে ফেলিয়া ঈশ্বরের নিকট গমন করিবে। আমার ক্ষীণ জ্যোতি জ্যোতির্ম্ময়ে মিশাইবে।

জগদীশ্বরের নিকট অবশ্যই শুভাশুভ কর্ম্মের বিচার হইবে। উদ্ধত প্রকৃতি দুর্ব্বৃত্তদিগকে বিচারের সময় অবশ্যই দুষ্কর্ম্মের দণ্ড ভোগ করিতে হইবে।

যাহারা মৃত্যুকে ভয় করে কিম্বা ধনরত্নের অভিলাষী আলেকজেণ্ডার তাহাদিগকে ভয় ও প্রলোভন দেখাইতে পারেন। কিন্তু তাঁহার এই অস্ত্রদ্বয় আমার কিছুই করিতে পারিবে না। আলেকজেণ্ডারকে যাইয়া বল, দন্দমীশ তোমার নিকট আসিতে প্রস্তুত নহে। তোমার কোনও প্রয়োজন থাকিলে তুমি তাঁহার নিকট যাইতে পার।"

আলেকজেণ্ডার, ওনিসিক্রিতাসের নিকট এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি দন্দমীশকে দেখিবার জন্য নিতান্ত ব্যগ্র হইলেন। বাহুবল ধর্ম্মবলের নিকট পরাজয় স্বীকার করিল।

মেগস্থিনিস লিখিয়াছেন :—Alexander, on receiving from Onesikrates a report of the interview, felt stronger desire than ever to see Dndamis, who, though old and naked, was the only antagonist whom he, the conqueror of many nations had found more than this match."

আলেকজেণ্ডার মহর্ষি দন্দমীশকে স্বদেশে লইয়া যাইবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিস্তর প্রলোভন দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, মহর্ষি কোন মতেই ভারতভূমি পরিত্যাগ করিয়া ম্লেচ্ছদেশে যাইতে সম্মত হইলেন না।

ফনীশ্ব নামে দন্দমীশের একজন শিষ্য ছিলেন। তিনি আলেকজেণ্ডারের প্রলোভনে

মুগ্ধ হইয়া তাঁহার সহিত গমন করেন। গ্রীকগণ তাঁহাকে "কল্যাণ" বলিত। তদনুসারে কোনও কোনও গ্রন্থে তিনি কল্যাণ আখ্যায় পরিচিত রহিয়াছেন।

ভারত পরিত্যাগ কালে ফনীশ স্বীয় সহচরবর্গ দ্বারা তিরস্কৃত হইয়াছিলেন। উত্তরকালে তিনি মেগস্থেনিস দ্বারাও অবজ্ঞাত হন। মেগস্থেনিস লিখিয়াছেন "যে ব্যক্তি ঈশ্বরের সেবা পরিত্যাগ করিয়া নরসেবা করিতে গিয়াছিল, অবশ্যই তাহার আত্মসংযমের ক্ষমতা ছিল না

গ্রীকগণ ফনীশ ঋষিকে যথোচিত সমাদর করিত। আলেকজেণ্ডার তাঁহাকে প্রচুর পরিমাণ ধনরত্ন উপহার অর্পণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অতি অল্পকালই অকিঞ্চিৎকর সুখভোগ করিতে পারিয়াছিলেন। পারস্যে উপনীত হইয়া তিনি রোগাক্রান্ত হন। গ্রীকগণ রোগনিবারণোপযোগী ঔষধ ফনীশকে প্রদান করিয়াছিল। সেই সময় ঋষির হৃদয় অনুতাপানলে দগ্ধ হইতেছিল। তিনি সেই সকল ঔষধ দূরে নিক্ষেপ করিয়া আলেকজেণ্ডারকে বলিলেন "আমাকে একটী চিতা প্রস্তুত করিয়া দেও, আমি অনলে জীবন পরিত্যাগ করিব।" আলেকজেণ্ডার তাঁহাকে এই কার্য্য হইতে নিরস্ত করিবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন মতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অবশেষে চন্দনকাষ্ঠের চিতা প্রস্তুত হইল, অগ্নি ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। ফনীশ ঋষি আলেকজেণ্ডার-প্রদত্ত ধন রত্ন দীন দুঃখীকে বিতরণ করত সামগান করিয়া প্রজ্বলিত চিতায় প্রবেশ করিলেন। গ্রীকগণ অদৃষ্টপূর্ব্ব আশ্চর্য্য ঘটনা দর্শনে বিস্মিত হইলেন।

রোম সম্রাট আগষ্টাসের সময়ে এথেন্সে এরূপ আরও একটী ঘটনা ঘটিয়াছিল। মগধেশ্বর আগষ্টাসের নিকট যে দূত প্রেরণ করেন, তাহার সহিত এক ব্যক্তি গমন করিয়াছিলেন। গ্রীকগণ তাঁহাকে "শর্ম্মনাচার্য্য" কিম্বা "শ্রমণাচার্য্য" লিখিয়াছেন। তিনি বৈদিক ঋষি কি বৌদ্ধ শ্রমণ তাহা নাম পাঠ করিয়া স্থির করা কঠিন। গ্রীকগণ যেরূপ ফনীশকে কল্যাণ আখ্যা প্রদান করিয়াছেন তদ্রূপ শর্ম্মণাচার্য্য কিম্বা শ্রমণাচার্য্যও এক ব্যক্তির নাম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

তিনি কোনও অপ্রকাশ্য কারণে এথেন্সে উপস্থিত হইয়া প্রজ্বলিত চিতায় প্রবেশ করিয়াছিলেন। এথেন্সবাসীগণ তাঁহার সেই অদ্ভুত কার্য্য দর্শনে বিস্মিত হইয়া সেই শ্মশানক্ষেত্রে একটী সমাধি-মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে লিখিয়া দিলেন, "এস্থানে ভারতবাসী শর্ম্মনাচার্য্য শায়িত রহিয়াছেন। ইনি ভৃগুগচ্ছ * হইতে এখানে আসিয়া ভারতবর্ষীয় প্রাচীন প্রথা অনুসারে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন।"

Here lies the Indian Sarman Chee from Barygaze who sought immortality after the old custom of the Indians

---

পাতঞ্জল দর্শন।

পূর্ব্বের অনুবৃত্তি।

ভাষ্য। উপায়প্রত্যয়োযোগিনাং ভবতি।

১ পাঃ। সূঃ ২০।

শ্রদ্ধা-বীর্য্য-স্মৃতি প্রজ্ঞা-পূর্ব্বক ইতরেষাম্॥

ভাষ্য। শ্রদ্ধা চেতসঃ সংপ্রসাদঃ। সা হি জননীব কল্যাণী যোগিনং পাতি। তস্য হি শ্রদ্দধানস্য বিবেকার্থিনোবীর্য্যমুপজায়তে। সমুপজাতবীর্য্যস্য স্মৃতিরুপতিষ্ঠতে। স্মৃত্যুপস্থানে চ চিত্তমনাকুলং সমাধীয়তে। সমাহিতচিত্তস্য প্রজ্ঞাবিবেক উপাবর্ত্ততে।—যেন যথাবদ্বস্তু জানাতি। তদভ্যাসাত্তদ্বিষয়াচ্চ বৈরাগ্যাদসংপ্রজ্ঞাতঃ সমাধির্ভবতি॥২০॥

---

* আমাদের ভৃগুগচ্ছ, টলেমির বারিগজা, বর্ত্তমান বোরোচ।

'উপায় প্রত্যয়' অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি একমাত্র যোগিগণেরই হইয়া থাকে। সেই সকল উপায়ই বা কি? শ্রদ্ধা, বীর্য্য, স্মৃতি ও প্রজ্ঞা এই চতুর্ব্বিধ। ইহাদের মধ্যে উত্তরোত্তর উপায়, পূর্ব্ব পূর্ব্ব উপায় পূর্ব্বক হয়। সুতরাং শ্রদ্ধাদি ক্রমে প্রজ্ঞা পর্য্যন্ত উপায় সকল লাভ না হইলে যথার্থ বস্তু অবগত হওয়া যায় না। অতএব ঐরূপে উপায় সকল লাভ পূর্ব্বক যথার্থ বস্তু * অবগত হইয়া, অনন্তর সেই যথার্থ বস্তু বিষয়েও যখন বৈরাগ্যের লাভ হয়, তখন যোগিগণের অনায়াসেই 'অসংপ্রজ্ঞাত সমাধি' লাভ হয় এবং তখন তাঁহারা তাহাতে অনায়াসে সিদ্ধি [illegible]

ভাষ্য। তে খলু নবযোগিনো মৃদুমধ্যাধিমাত্রোপায়া ভবন্তি। তদ্ যথা,—মৃদূপায়ো মধ্যোপায়োঽধিমাত্রোপায় ইতি। তত্র মৃদূপায়োঽপি ত্রিবিধঃ। মৃদুসংবেগো মধ্যসংবেগস্তীব্রসংবেগ ইতি তথা মধ্যোপায়স্তথাধিমাত্রোপায় ইতি। তত্রাধিমাত্রোপায়ানাং।

সূত্র। তীব্রসংবেগানামাসন্নতমঃ। ২১ সূ

ভাষ্য। সমাধিলাভঃ সমাধিফলঞ্চ ভবতি ইতি।

সত্য বটে শ্রদ্ধাদি চারিটি যোগোপায়, কিন্তু সকলের সমান ফল হয় না কেন কাহারও বহু কাল পরে, কাহারও বা তদপেক্ষা অল্পকালে আবার কাহারো কাহারো অতি শীঘ্রই সমাধি লাভ ও সমাধিসিদ্ধি হইতেছে। কি আশ্চর্য্য! সহজেও দেখিতে গেলে স্পষ্টই প্রতীত হইবে, ইহারা সকলেই সমানযোগী। যোগের তারতম্য অর্থাৎ উপায় সকলের আশ্রয় করায় বৈষম্য কাহারও কিছু মাত্র দৃষ্ট হইবে না। তবে কেন ফলের বেলা এত বৈষম্য? সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখ। এ কথার উত্তর সূক্ষ্মদর্শীরা অনায়াসে দিবেন। সূক্ষ্মদর্শীরা বলেন "সত্য বটে আশ্রিত শ্রদ্ধাদি উপায় সকল যোগিরই সমান, এবং তাঁহাদের উপায় সকলের আশ্রয় করাও সমান, কিন্তু তাঁহাদের পরস্পরের অদৃষ্ট ত সমান নহে। প্রাক্তন অদৃষ্টের তারতম্য বশতই ফলের বেলাও এরূপ তারতম্য ঘটিয়া থাকে। অর্থাৎ কাহারও আশ্রিত উপায় সকল মৃদু হইয়া পড়ে। কাহারও বা মধ্য হইয়া যায় আবার কাহারও বা অধিমাত্রও হইয়া থাকে। সমস্তই অদৃষ্ট বশতঃ।। এইরূপে বৈরাগ্যেরও স্ব স্ব অদৃষ্টবশতঃ মৃদু মধ্যাদি ভাব আছে। যোগিগণ সংক্ষেপে নববিধ তারতম্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। যথা-

১ মৃদূপায়। ২ মধ্যোপায়। ৩ অধিমাত্রোপায়।

ইহারা প্রত্যেকে আবার ত্রিবিধ যথা—

১। মৃদুসংবেগমৃদূপায়।
২। মধ্যসংবেগমৃদূপায়।
৩। তীব্রসংবেগমৃদূপায়।
৪। মৃদুসংবেগমধ্যোপায়।
৫। মধ্যসংবেগমধ্যোপায়।
৬। তীব্রসংবেগমধ্যোপায়।
৭। মৃদুসংবেগঅধিমাত্রোপায়।
৮। মধ্যসংবেগঅধিমাত্রোপায়।
৯। তীব্রসংবেগঅধিমাত্রোপায়।

১। মৃদুসংবেগমৃদূপায়।

যাঁহাদের অদৃষ্টবশত আশ্রিত বৈরাগ্য মৃদু অর্থাৎ ধীরে ধীরে ফল দিতেছে তাঁহাদের আশ্রিত শ্রদ্ধাদি উপায় সকলকে 'মৃদুসংবেগ মৃদূপায়' কহে। ১

২। মধ্যসংবেগমৃদূপায়।

যাঁহাদের উপায় সকল মৃদু এবং বৈরাগ্য না মৃদু না তীব্র (কিন্তু মধ্য) তাঁহাদের আশ্রিত উপায় সকলকে "মধ্যসংবেগমৃদূপায়" কহে। ২

৩। তীব্রসংবেগমৃদূপায়।

উপায় সকল মৃদু কিন্তু বৈরাগ্য তীব্র এ

* যথার্থবস্তু বলিতে বিবেকজ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের ভেদদর্শন জন্য বুদ্ধিতত্ত্ব।

† মৃদু ভাবে (ধীরে ধীরে) ফল দেয় এই জন্য "মৃদু," মধ্য ভাবে (না মৃদু না তীব্র) ফল দেয় এই হেতু "মধ্য" এবং অধিমাত্র ভাবে (তীব্র ফল) দেয় এই কারণে "অধিমাত্র," উপায় সকলের নামবিশেষ

অবস্থায় সেই সকল উপায়কে "তীব্রসংবেগ মৃদূপায়" কহে। ৩

৪। মৃদুসংবেগমধ্যোপায়।

বৈরাগ্য মৃদু, উপায় সকল মধ্য এ অবস্থায় সেই সকল উপায়কে 'মৃদুসংবেগ মধ্যোপায়' কহে। ৪

৫। মধ্যসংবেগমধ্যোপায়।

বৈরাগ্য মধ্য উপায় সকলও মধ্য এ অবস্থায় সেই মধ্যবৈরাগ্যযুক্ত উপায় সকলকে 'মধ্য সংবেগ মধ্যোপায়' কহে। ৫

৬। তীব্রসংবেগমধ্যোপায়।

বৈরাগ্য তীব্র উপায় সকল মধ্য এ অবস্থায় উপায় সকলকে 'তীব্রসংবেগ মধ্যোপায়' কহে। ৬

৭। মৃদুসংবেগ অধিমাত্রোপায়।

বৈরাগ্য মৃদু এবং উপায় সকল তীব্র হইলে উপায় সকলকে 'মৃদুসংবেগ অধিমাত্রোপায়' কহে। ৭

৮। মধ্যসংবেগ অধিমাত্রোপায়

বৈরাগ্য মধ্য এবং উপায় সকল তীব্র হইলে উপায় সকলকে 'মধ্যসংবেগ অধিমাত্রোপায়' কহে। ৮

৯। তীব্রসংবেগ অধিমাত্রোপায়।

বৈরাগ্য তীব্র এবং উপায় সকল তীব্র অর্থাৎ উভয়ই যাঁহাদের তীব্র হয় সেই সকল শুভাদৃষ্টশালী যোগিগণের আশ্রিত শ্রদ্ধাদি উপায় সকলকে 'তীব্রসংবেগ অধিমাত্রোপায়' কহে। ৯

উপায় সকল নববিধ সুতরাং যোগিগণও নববিধ। ইহাঁদের মধ্যে আদ্য যোগীই সর্ব্বাপেক্ষা শুভাদৃষ্টশালী শ্রেষ্ঠ। কেন না তাঁহাদের, তদিতর অষ্টবিধ যোগিগণ অপেক্ষা সমাধি লাভ ও সমাধি সিদ্ধি শীঘ্র হয়। ২১

(১ পাং। ২২ সূং)

মৃদুমধ্যাধিমাত্রত্বাৎ ততোঽপি বিশেষঃ।

ভাষ্য। মৃদুতীব্রোমধ্যতীব্রোঽধিমাত্রতীব্র ইতি। ততোঽপি বিশেষঃ—মৃদুতীব্রসংবেগস্যাসন্নঃ ততোমধ্যতীব্রসংবেগস্যাসন্নতরঃ তস্মাৎ অধিমাত্রতীব্রসংবেগস্যাধিমাত্রোপায়স্যাপ্যাসন্নতমঃ সমাধিলাভঃ সমাধিফলঞ্চেতি। ২২

তীব্র সংবেগেরও * আবার মৃদু মধ্য অধিমাত্র (তীব্র) বিশেষে ত্রিবিধ তারতম্য আছে। অর্থাৎ তীব্র বৈরাগ্যও কাহারও মৃদু ভাবে হয়, কাহারও বা মধ্য ভাবে কাহার ওবা আবার তীব্র ভাবে হয়। তীব্রের আবার তীব্রত্ব কি? অতিতীব্রত্বই তীব্রের তীব্রত্ব।

ফলতঃ এইরূপ পর্য্যবসন্ন হইল। উপরিউক্ত নববিধ মধ্যে যে অন্ত্য, অর্থাৎ 'তীব্রসংবেগ অধিমাত্রোপায়' উহা সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইলেও উহাতেও যখন তারতম্য আছে তখন অগ্রে সেই তারতম্য প্রদর্শিত হউক পরে যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহা স্বয়ংই প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে।

১ মৃদু। তীব্রসংবেগ অধিমাত্রোপায়। (শ্রেষ্ঠ)

২ মধ্য। তীব্রসংবেগ অধিমাত্রোপায়। (শ্রেষ্ঠতর)

৩ অধিমাত্র। তীব্রসংবেগ অধিমাত্রোপায়। (শ্রেষ্ঠতম)

এই ত্রিবিধ মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা পর পর উপায় সম্পন্ন যোগিগণের সমাধিলাভ ও সমাধিসিদ্ধি শীঘ্র হয় এই জন্য ইহাঁরা পূর্ব্ব পূর্ব্ব অপেক্ষা পর পর শ্রেষ্ঠ। অর্থাৎ প্রথমটি শ্রেষ্ঠ ২য় শ্রেষ্ঠতর ৩ য় শ্রেষ্ঠতম। ২২

ভাষ্য। কিমেতস্মাদেবাসন্নতমঃ সমাধির্ভবতি? অথাস্য লাভে ভবত্যন্যোঽপি কশ্চিদুপায়োনবেতি?

পাং। ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা। ২৩ সূং।

ভাষ্য। প্রণিধানাদ্—ভক্তিবিশেষাদ্, আবর্জ্জিত ঈশ্বরস্তমনুগৃহ্ণাতি—অভিধ্যানমাত্রেণ। তদভিধ্যানমাত্রাদপি যোগিনঃ আসন্নতরঃ সমাধিলাভঃ সমাধিফলঞ্চ ভবতীতি ॥২৩॥

অতি শীঘ্র সমাধি লাভ কি এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ

* সংবেগ শব্দে বৈরাগ্য

উপায় * দ্বারাই হয়, অথবা ইহার লাভার্থ কোনো সুলভ অন্য উপায়ও আছে? অবশ্যই আছে। তাহা এক মাত্র ঈশ্বরপ্রণিধান। ভক্তিবিশেষ দ্বারা (প্রেম ভক্তি দ্বারা) অভিধ্যাত ঈশ্বর, অভিধ্যাতাকে অনুগ্রহ করিয়া থাকেন। সুতরাং যোগিগণের "অধিমাত্র তীব্রসংবেগ অধিমাত্রোপায়" উপায়ের ন্যায় প্রেমভক্তি সহকারে কেবল ঈশ্বরধ্যানও দ্বিতীয় উপায়। ইহা দ্বারাও তাঁহাদের অতি শীঘ্র সমাধিলাভ ও সমাধি-সিদ্ধি হইয়া থাকে ॥২৩॥ ¶

ভাষ্য। অথপ্রধানপুরুষব্যতিরিক্তঃ কোঽয়মীশ্বরো-নামেতি?

১ পাং। ২৪ সূং।

ক্লেশকর্ম্ম-বিপাকাশয়ৈরপরামৃষ্টঃ পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।

সাংখ্য শাস্ত্রে প্রধান ও পুরুষ এই দুই পদার্থ প্রসিদ্ধ, তুমি যে ঈশ্বরের নাম করিলে এই দুই পদার্থ হইতে অতিরিক্ত কি না? অতিরিক্তই বটে—কিন্তু সেটি কি, জানিতে অভিলাষ করি। এতদুত্তরে—

যিনি ক্লেশ কর্ম্ম বিপাক ও আশয় দ্বারা অপরিশুদ্ধ (নির্লিপ্ত বা অসংযুক্ত) হন নাই ‡ সেই পুরুষ বিশেষ (চেতন পদার্থ বিশেষ) ই ঈশ্বর ॥।

ভাষ্য। অবিদ্যাদয়ঃ ক্লেশাঃ। কুশলাকুশলানি কর্ম্মাণি। তৎফলং বিপাকঃ। তদনুগুণা বাসনা আশয়াঃ। তে চ মনসি বর্ত্তমানাঃ পুরুষে ব্যপদিশ্যন্তে। সহি তৎফলস্য ভোক্তেতি। যথা জয়ঃ পরাজয়োবা যোদ্ধৃষু বর্ত্তমানঃ স্বামিনি ব্যপদিশ্যতে। যো হ্যনেন ভোগেনাপরামৃষ্টঃ স পুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ।

ক্লেশ অবিদ্যাদি পঞ্চ * কর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম সকল। বিপাক—ধর্ম্মাধর্ম্মের ফল। আশয়—বিপাকানুগুণ বাসনা। এই সকল থাকে মনে কিন্তু পুরুষে (জীবে) ব্যবহার হয়। অর্থাৎ পুরুষ নিজের বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন। সুতরাং তিনিই তৎতৎ ফলের উপভোক্তা। যেমন জয় বা পরাজয় প্রকৃত পক্ষে হয় সৈনিকগণের কিন্তু ব্যবহার হয় তাহাদের অধিনায়ক রাজার তদ্রূপ যিনি এই রূপ পরের ভোগে কখনও লিপ্ত নহেন সেই পুরুষ-বিশেষ (চেতন পদার্থ বিশেষ) ই ঈশ্বর।

ভাষ্য। কৈবল্যং প্রাপ্তাস্তর্হি সন্তি চ বহবঃ কেবলিনঃ। তে হি ত্রীণি বন্ধনানি ছিত্বা কৈবল্যং প্রাপ্তাঃ ঈশ্বরস্য চ তৎসম্বন্ধো ন ভূতো ন ভাবী। যথা মুক্তস্য পূর্ব্বাবন্ধকোটিঃ প্রজ্ঞায়তে নৈবমীশ্বরস্য, যথা বা প্রকৃতিলীনস্যোত্তরা বন্ধকোটিঃ সম্ভাব্যতে নৈবমীশ্বরস্য,—সতু সদৈব মুক্তঃ সদৈবেশ্বর ইতি।

ঈশ্বরের যদি এরূপ লক্ষণ হয় তবে কৈবল্যপ্রাপ্ত মুক্ত পুরুষগণও ঈশ্বর হইল। তাঁহারা একটি দুইটি নহেন সংখ্যাতেও অনেক। তাঁহারা প্রাকৃত বৈকারিক ও দাক্ষিণিক এই তিন বন্ধন ছেদন করিয়া কৈবল্য লাভ করিয়াছেন। সেই সকল যোগী পুরুষগণও এখন ঈশ্বর হইলেন। কেন না, এখন তাঁহারাও ত ক্লেশ কর্ম্মাদি বিবর্জ্জিত? এরূপ সন্দেহ করিও না, যেহেতু কেবলিগণের ক্লেশাদির সম্বন্ধ এখন বর্ত্তমান অবস্থায় নাই একথা সত্য—কেবল, কেবলিগণ কেন, প্রকৃতিলীন পুরুষগণেরও বর্ত্তমান অবস্থায় ক্লেশাদির সম্বন্ধ নাই—কিন্তু ইহাঁদের দেখ কাহারও বা অতীতকালে সম্বন্ধ ছিল আবার ভবিষ্যতেও হইবে। অতএব আমার সেই পুরুষই ঈশ্বর যাঁহার অতীত কালেও ক্লেশাদির সম্বন্ধ ছিল

---

* অর্থাৎ "অধিমাত্রতীব্র সংবেগ অধিমাত্রোপায়" নামক শ্রদ্ধাদি উপায়।

† সাধন পাদের ৪৫ সূত্র ও ঠিক্ এইরূপ। যথা—"সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ"।

‡ হন নাই, হইতেছেন না, হইবেনও না—তিন কালেই বুঝিয়া লইতে হইবে।

¶ ক্রমশ সমস্ত বিশদ হইতেছে। ধৈর্য্য আবশ্যক।

* সাধন পাদে ৩য় সূত্র এবং ৫। ৬। ৭। ৮। ৯ এই কয়েক সূত্রে স্পষ্ট হইবে। অবিদ্যা ১ অস্মিতা ২ রাগ ৩ দ্বেষ ৪ অভিনিবেশ ৫। এই পাঁচ।

না, এবং ভবিষ্যতেও কখনও সম্বন্ধ হইবে না। কেবলিগণের বর্ত্তমানে এবং ভাবিকালে নাই সত্য কিন্তু অতীত কালে ছিল। এইরূপে প্রকৃতিলীন পুরুষগণেরও দেখিতেছি, কেবল বর্ত্তমানে নাই কিন্তু ভূতেও ছিল আবার ভবিষ্যতেও হইবে। কিন্তু আমাদের ঈশ্বর এরূপ নহেন, তিনি সর্ব্বদাই মুক্তিপ্রাপ্ত—মুক্তস্বরূপ। তিনি সর্ব্বদাই ঐশ্বর্য্যযুক্ত ঈশ্বরস্বরূপ।

ভাষ্য। যোঽসৌ প্রকৃষ্টসত্ত্বোপাদানাদীশ্বরস্য শাশ্বতিক উৎকর্ষঃ স কিং অনিমিত্তঃ আহোস্বিৎ নির্নিমিত্ত ইতি। তস্য শাস্ত্রং। শাস্ত্রং পুনঃ কিং নিমিত্তং। প্রকৃষ্টসত্ত্বনিমিত্তং। এতয়োঃ শাস্ত্রোৎকর্ষয়োরীশ্বরসত্ত্বে বর্ত্তমানয়োরনাদিঃ সম্বন্ধঃ। এতস্মাদেতদ্ভবতি—"সতু সদৈবেশ্বরঃ সদৈব মুক্ত" ইতি। তচ্চ তস্যৈশ্বর্য্যং সাম্যাতিশয়বিনির্ম্মুক্তং ন তাবদৈশ্বর্য্যান্তরেণ তদতিশয্যতে।—যদেবাতিশয়ি স্যাত্তদেব তৎস্যাৎ। তস্মাদ্ যত্র কাষ্ঠাপ্রাপ্তিরৈশ্বর্য্যস্য স ঈশ্বরঃ। ন চ তৎসমানমৈশ্বর্য্যমস্তি। কস্মাৎ। দ্বয়োরেকস্মিন্ যুগপৎ কামিতেঽর্থে নবমিদমস্তু পুরাণমিদমস্ত্বিতি একস্য সিদ্ধৌ ইতরস্য প্রাকাম্যবিঘাতাদূনত্বং প্রসক্তং। দ্বয়োশ্চ তুল্যয়োর্যুগপৎ কামিতার্থপ্রাপ্তির্নাস্তি অর্থস্য বিরুদ্ধত্বাৎ। তস্মাৎ যস্য সাম্যাতিশয়বিনির্ম্মুক্তমৈশ্বর্য্যং স ঈশ্বরঃ স চ পুরুষবিশেষঃ ইতি। ২৪

ঈশ্বর অনুগ্রহ করিয়া উৎকৃষ্ট বুদ্ধি গ্রহণ করেন। ঈশ্বরের উৎকৃষ্ট বুদ্ধির গ্রহণ জন্য তাঁহাতে ত্রৈকালিক এক অসাধারণ ঔৎকর্ষ আছে—যাহা আর অন্য কোনো জীবে সম্ভব হয় না। সেই এই অনাদি ঔৎকর্ষ কি কেবল যুক্তিমূলক না আরও কিছু প্রমাণ আছে? বেদবাক্যই ইহাতে প্রধান প্রমাণ। বেদের প্রামাণ্য করে কে? ঈশ্বরের এই শাশ্বতিক উৎকৃষ্ট বুদ্ধিই বেদের প্রামাণ্য করিতেছে *। ফলতঃ বেদ এবং ঔৎকর্ষ এদুটি ঈশ্বরবুদ্ধিতে অনাদি সম্বন্ধে অবস্থিত। অর্থাৎ বেদ অগ্রে কি ঈশ্বরের বুদ্ধিগ্রহণ অগ্রে, ইহা বীজাঙ্কুরবৎ অনির্ণেয়। অতএব ইহা স্থিরই বটে "তিনি সকল কালেই সমান ঐশ্বর্য্যযুক্ত, এবং তিনি সকল কালেই সমান মুক্ত।" ঈশ্বরের এই শাশ্বতিক ঐশ্বর্য্য অসাধারণ কেননা লোকে তৎসমানও দেখা যায় না এবং তাহার অধিকও দৃষ্ট হয় না। ফল কথা এমন কোন ঐশ্বর্য্য নাই যে তাহাকে ক্ষুদ্র করে। যে ঐশ্বর্য্য সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও নিত্যকালস্থায়ী তাদৃশ ঐশ্বর্য্য যাঁহার তিনিই আমাদের ঈশ্বর শব্দে অভিপ্রেত। প্রসঙ্গক্রমে ইহা বলিয়া রাখি, তাঁহার সমান ঐশ্বর্য্যও অকল্পনীয়। যেহেতু জগতে তৎসমান ঐশ্বর্য্য স্বীকার করা ও দুই ঈশ্বর স্বীকার করা সমান কথা। হউক, তাহাতেই বা কি ক্ষতি? বিশেষ ক্ষতি আছে! দুই ঈশ্বর হইলে এককালে কেহ বা নূতন হউক, কেহ বা পুরাতন হউক এইরূপ বিরুদ্ধ অভিলাসও করিতে পারেন। সে অবস্থায় দুইই কখনও হইবে না। একটি হইবে না। একটি হইবে, হয় পুরাতন, না হয় নূতন। এখন দেখ, এ অবস্থায় একজন ঈশ্বরের ইচ্ছা পূর্ণ এবং অপর জন ঈশ্বরের ইচ্ছা নষ্ট হইল একথা অবশ্য বলিতে হইবে। সুতরাং যাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হইল না তাঁহার কাজে কাজেই পূর্ণেচ্ছ ঈশ্বরাপেক্ষা ন্যূনত্ব যখন হইল তখন সমান ঐশ্বর্য্য থাকিল কোথায়? অতএব একথা স্থিরই থাকিল,—যাঁহার ঐশ্বর্য্যের সমানও নাই এবং অধিকও নাই তিনিই ঈশ্বর। সেই ঈশ্বরই পুরুষবিশেষ অর্থাৎ তিনি প্রকৃতির ন্যায় জড় পদার্থও নহেন এবং জীবগণের ন্যায় ক্লেশাদি সম্বন্ধ চেতনও নহেন কিন্তু ক্লেশাদি হইতে নিত্য বিনির্ম্মুক্ত চেতন পদার্থ বিশেষ। সুতরাং ইহাতে প্রেমভক্তি করিলে অতিশীঘ্রই সমাধিলাভ ও সমাধিসিদ্ধি হইয়া থাকে, একথা অভ্রান্ত সত্য ॥২৪॥

ক্রমশঃ।

---

* অর্থাৎ বেদ ঈশ্বরগৃহীত বুদ্ধি হইতে নির্গত সুতরাং প্রমাণ। এতদ্বিষয়ে অনেক যুক্তি ও অনুমান আছে। সে সকল একারণ পরিত্যক্ত হইল।

স্রোত।

জগত-স্রোতে ভেসে চল',
 যে যেথা আছ ভাই!
চলেছে যেথা রবি শশি
 চলরে সেথা যাই!
কোথায় চলে কে জানে তা'
 কোথায় যাবে শেষে!
জগত-স্রোত বহে গিয়ে
 কোন্ সাগরে মেশে!
অনাদি কাল চলে স্রোত
 অসীম আকাশেতে,
উঠেছে মহা কলরব
 অসীমে যেতে যেতে।
উঠিছে ঢেউ, পড়ে ঢেউ,
 গণিবে কেবা কত!
ভাসিছে শত গ্রহ তারা,
 ডুবিছে শত শত!
ঢেউয়ের পরে খেলা করে
 আলোকে আঁধারেতে,
জলের কোলে লুকাচুরি
 জীবনে মরণেতে!
শতেক কোটি গ্রহতারা
 যে স্রোতে তৃণ প্রায়,
সে স্রোত মাঝে অবহেলে
 ঢালিয়া দিব কায়!
অসীম কাল ভেসে যাব'
 অসীম আকাশেতে,
জগত কল-কলরব
 শুনিব কান পেতে।
দেখিব ঢেউ, উঠে ঢেউ,
 দেখিব মিশে যায়!
জীবন-মাঝে উঠে ঢেউ
 মরণ গান গায়।
দেখিব চেয়ে চারিদিকে,
 দেখিব তুলে মুখ,
কতনা আশা, কত হাসি,
 কতনা সুখ দুখ,
বিরাগ দ্বেষ ভালবাসা,
 কত না হায়-হায়,
তপন ভাসে, তারা ভাসে
 তা'রাও ভেসে যায়!
কতনা যায়, কত চায়,
 কত না কাঁদে হাসে,
আমিত শুধু ভেসে যাব
 দেখিব চারি পাশে!

অবোধ ওরে, কেন মিছে
 করিস্ আমি, আমি!
উজানে যেতে পারিবি কি
 সাগর-পথ-গামি!
জগত-পানে যাবিনেরে,
 আপনা পানে যাবি,
সে যে রে মহা মরুভূমি
 কি জানি কি যে পাবি!
মাথায় কোরে আপনারে,
 সুখ দুখের বোঝা,
ভাসিতে চাস্ প্রতিকূলে
 সে ত রে নহে সোজা!
অবশ দেহ, ক্ষীণ বল,
 সঘনে বহে শ্বাস!
লইয়া তোর সুখ দুখ
 এখনি পাবি নাশ!

জগত হয়ে রব আমি
 একেলা রহিব না।
মরিয়া যাব একা হলে
 একটি জল কণা।
আমার নাহি সুখ দুখ
 পরের পানে চাই,
যাহার পানে চেয়ে দেখি
 তাহাই হ'য়ে যাই।

তপন ভাসে, তারা ভাসে,
আমিও যাই ভেসে,
তাদের গানে আমার গান,
যেতেছি এক দেশে !
প্রভাত সাথে গাহি গান
সাঁঝের সাথে গাই,
তারার সাথে উঠি আমি
তারার সাথে যাই !
ফুলের সাথে ফুটি আমি,
লতার সাথে নাচি,
বায়ুর সাথে ঘুরি শুধু
ফুলের কাছাকাছি।
মায়ের প্রাণে স্নেহ হয়ে
শিশুর পানে ধাই,
দুখীর সাথে কাঁদি আমি
সুখীর সাথে গাই।
সবার সাথে আছি আমি
আমার সাথে নাই,
জগত-স্রোতে দিবানিশি
ভাসিয়া চলে যাই !

ব্যাখ্যান মঞ্জরী।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের
ব্যাখ্যান মূলক পদ্য।

ষষ্ঠ ব্যাখ্যান।

যাঁহারে নয়ন না করে দর্শন, যোগী তাঁরে পান ধ্যানে।
তিনি আত্ম-ধন, আত্মাতে মনন, কর তাঁরে সাবধানে ॥

জিজ্ঞাসেন শিষ্য "গুরো মহান্ ঈশ্বর,
যাঁহার মহিমা গায় এই চরাচর,
সাধুর শরণ যিনি অমৃত অভয়,
যাঁহার প্রসাদে ধন্য সাধুর হৃদয়,
যাঁর নাম ভক্তিভরে করিলে গ্রহণ,
ভবের বন্ধন হয় অচিরে মোচন,
যাঁরে পেয়ে সাধু সদা আনন্দে মগন,
কেমনে করিব আমি তাঁহারে মনন ?
বল বল কিবা হয় তাঁহার স্বরূপ ?
কেবা প্রকাশিবে তাঁর অপরূপ রূপ ?"
গুরু কন "বৎস ! কেবা প্রকাশিবে তাঁরে ?
চন্দ্র সূর্য্য তারাগণ নাহি যাহা পারে ॥
জ্বলে যদি সৌদামিনী দীপ্ত হুতাশন।
তাঁরে প্রকাশিতে নারে তারা কদাচন ॥
কিন্তু অন্ধ কোটি রবি তারকা যথায়।
আত্মার নিভৃত আলো বিকাশে তথায় ॥

মনে কর রবি শশী হলো তিরোধান।
বাহিরের যত আলো হইল নির্ব্বাণ ॥
আত্মার গহনে তবে করহ সন্ধান।
আছয়ে তথায় এক আলো বিদ্যমান ॥
উজলিলে সেই আলো আত্মার কন্দরে।
দেখিতে পাইবে তুমি পরম ঈশ্বরে ॥
আত্মার কারণ তিনি সুহৃৎ আশ্রয়।
পালেন আত্মারে তিনি স্নেহে অতিশয় ॥

হও শুদ্ধচিত্ত তাঁরে ডাক বার বার।
প্রেমরূপে থাকি তিনি হৃদি অনিবার ॥
আত্মার কলুষ রাশি করিয়া মোচন।
করিবেন তাঁর দিকে তাহারে চালন ॥
থাকিবেন তোমা সহ জীবনের পথে,
দেখিবেন নাহি পড় শ্রেয়ের বিপথে ॥
জীবাত্মা তরু যে তাঁর যতনের ধন.
পেয়ে তাঁর কৃপা বারি মোহন কিরণ,
তাঁহার উদ্যান মাঝে ক্রমিক বাড়িবে,
বিকশিবে প্রেমপুষ্প—অমৃত ফলিবে ॥
বহুক তাহাতে ঝড়—দুঃখ, প্রলোভন।
করিবেন তিনি তাহা সতত রক্ষণ ॥
হেথা তার বিঘ্ন দূর করি—অতঃপরে।
রাখিবেন নিজধামে চিরকাল তরে ॥

হে জীব ! এখানে তাঁরে করহ অর্জ্জন।
আত্মার অন্তরে তাঁরে কর অন্বেষণ ॥
যাঁহার মহিমা রাজে এই চরাচরে।
প্রেমরূপে সদা তিনি তোমার অন্তরে ॥
যিনি তব অন্নপান করেন বিধান।
সুনির্ম্মলা শান্তি তিনি করেন প্রদান ॥

কত যে তোমারে দয়া করেন বর্ষণ।
স্মরিয়া তাঁহার লও একান্তে স্মরণ॥
আত্মাকাশে পরমাত্মা জীবাত্মা উভয়,
প্রাতে যথা রবি সহ শশির উদয়॥
রবিই শশিরে দেয় সুমোহন কর।
আত্মার দেহই যাঙ্গা দেন মহেশ্বর॥
প্রেমদাতা যেনি তব মুক্তির কারণ।
বলিছেন তাঁর পথে যেতে অনুক্ষণ॥
কর কর তাঁর প্রতি জীবন অর্পণ,
তাঁরে ছাড়ি অন্য কেন ভজ অকারণ?
হোক্ খর ভানু তব হৃদি সমুদিত।
চন্দ্রমার প্রভা তবে হবে তিরোহিত॥
ছাড়ি নিজ ক্ষুদ্র ভাব তাঁর পানে চাও।
ত্যজ সংসারের পথ, তাঁর পথে যাও॥
ইন্দ্রিয় নিগ্রহ কর করহ স্মরণ,
ঈশ্বর দেখেন তুমি যা কর যখন॥
ঈশ্বর শোনেন তুমি কথা যেবা কও।
জানেন কি ভাবে তুমি মৌন হয়ে রও॥
মৃত্যু তোমা জাগরিত করিবার আগে,
জাগ—দেখ—মজিতেছ কার অনুরাগে।
যে অনিত্য ধন হেথা পড়িয়া থাকিবে।
তার তরে আয়ুঃক্ষয় কেন বা করিবে?
নিত্য ধন যাহা তাহা করহ সঞ্চয়।
তিনিই যে নিত্য ধন জানিহ নিশ্চয়॥
তাঁর প্রতি অনুরাগে মজিলে হৃদয়।
আপনার প্রতি আর প্রীতি নাহি রয়॥
পৃথিবীর সুখভোগে নাহি থাকে আশা।
স্বরগের অন্নপানে বাড়য়ে পিপাসা॥
ঐহিকের ধন মান ছাড়ি সমুদয়।
তাঁরে লাভ করিবারে শুধু ইচ্ছা হয়॥
কিন্তু ঈশ্বরেতে প্রীতি তাঁহাতে যাইয়া।
বিশুদ্ধ হইয়া পুনঃ মরতে ফিরিয়া
আসে যবে, তার ভাব কিবা চমৎকার।
তাঁর জন্য প্রিয় হয় জগৎ সংসার।
তাঁহার প্রেমেতে মাতি, করিয়া যতন,
করি দারা সুত আত্ম জনেরে পালন।
তাঁর প্রেম বার্তা পেয়ে ছাড়িয়া সংসার।
কত মহাজন তাঁরে করেন প্রচার॥
তাঁহার প্রীতিতে সাধু হইয়া মগন।
পর হিতে আপনারে করেন অর্পণ॥
এক বিন্দু তাঁর জলে হৃদি আবির্ভাব।
পরিবর্ত্ত হয় কিবা জীবনের ভাব॥
বিদ্যুৎ সমান তাহা ক্ষণিক প্রকাশি,
মায়া মোহ দুরাশার আঁধার বিনাশি,
সুধাময় তাঁর পথ করে আবিষ্কার।
যে পথে চলিলে হয় আনন্দ অপার॥
ক্ষণিক প্রকাশে যার এত সুখোদয়।
সেই ভাব নিরন্তর যাঁর হৃদি রয়।
কি সম্পদ লাভ তাঁর ভেবে দেখ মনে।
স্বরগ আস্বাদ পান তিনি এ জীবনে॥
ঈশ্বর ভজন তিনি করেন নিয়ত।
বাক্য মন তাঁর ভাবে সতত সংযত॥
তাঁর কার্য্য করিবারে একান্ত কামনা।
স্বার্থ সাধিবারে আর নাহিক বাসনা॥
ঈশ্বরে তাঁহার বাস, ঈশ্বরে জীবন।
ঈশ্বর স্মরণ করি বলেন বচন॥
ঈশ্বর সমক্ষে রাখি, জীবিকা অর্জ্জন,
করেন আহার পান বিশ্রাম শয়ন॥
ঈশ্বর তাঁহারে দেন ক্ষণ আলিঙ্গন।
কিন্তু আশ্বাসিয়া তাঁরে বলেন বচন।
অবিরাম থাকিবেন তিনি তাঁর সনে।
পাবেন ঈশ্বরে তিনি অনন্ত জীবনে॥

প্রার্থনা।

দয়াময়! তুমি নাথ সত্যের ঈশ্বর!
তুমি যাহা দাও আশা হইবে সুসার!
তুমি যবে বলিতেছ—হবে সহবাস
তব সনে, চিরকাল—বিদ্যুতের ন্যায়
ক্ষণিক তোমারে দেখা—হেথাকার মত—
থাকিবেনা আর—কত আশ্বাস হৃদয়ে!
চিরকাল তোমারেই করিব সম্ভোগ!
তব কাছে থাকি পাব অমৃত—আনন্দ।
তোমার শরণ লতে আসিয়াছি নাথ।
দুর্ব্বল আমারে তুমি করহ সবল;
পাপ তাপ মলিনতা হর কৃপাকরি।
তব সহবাসে যেন থাকি নিরন্তর,
পুর এই আশ! তব বলে সংসারের
নিঠুর আঘাত যেন অতিক্রম করি।
অনিমেষ স্নেহ-আঁখি তব মম প্রতি।
দেখি যেন সেই আঁখি গলি প্রেম ভরে,
তুমি যে ইচ্ছা তব দিকে লয়ে যাও,
কর হে আমারে নাথ! একান্তে তোমার।

ইতি ষষ্ঠ ব্যাখ্যান সমাপ্ত।

THE ESSENTIAL RELIGION
BY
RAJNARAIN BOSE.

He whose feet all the Vedas worship and whom all austerities proclaim.

Kathopanishad.

I (God) devote myself to any man of any place who betaketh himself to me.

Bhagavatgita.

Thou art, O God! the goal of all men who follow paths, straight or devious, according to their different tastes and inclinations as of rivers is the sea.

Mahimnastava (Sanscrit Hymn daily chanted by Brahmins.)

Verily I believe there is no respect of persons with God but in every nation he that feareth (loveth) him and worketh righteousness is accepted with him.

New Testament.

Your religion is one religion, but ye have rent the affair of your religion into various sects, each delighting in that which he followeth.

Koran.

Weary of all this wordy strife,
These notions, forms and modes and names,
To thee, the Way, the Truth, the Life.
Whose love my simple heart inflames
Divinely taught at last I fly
With Thee and Thine to live and die.

Charles Wesley.

Strengthening the bonds of union between men of all religious persuasions, and creeds.

Rammohun Roy's Trust Deed of the Adi Brahmo Samaj.

Love of God and love of Man constitute the essence of religion. It is time that men's attention should be drawn from the non-essentials or the husk of religion to its essentials which form its kernel. Nothing has done so much mischief to the world as religious bigotry and dogmatism on non-essential points of religion. Nothing has led so much to bloody wars and fiery persecutions as the same.

What constitutes the essence of religion becomes at once evident to us when we put the question to ourselves: If a man love God and man with all his heart, all his mind and all his strength but cherishes certain erroneous notions in point of doctrine, will he not be saved i. e. obtain God? We at once get the answer from within ourselves that he will undoubtedly be saved. Even the firmest believers in any of the prevailing religions such as the late Dr. Pusey was in Christianity, are constrained to admit this truth. The Persian poet Attar relates a beautiful story illustrating the same: "One night Gabriel, from his seat in Paradise, heard the voice of God sweetly responding to a human heart. The angel said : "Surely this must be an eminent servant of the Most High whose spirit is dead to lust and lives on high." The angel hastened over land and sea to find this man but could not find him in the earth or heavens. At last he exclaimed : "O Lord ; show me the way to this object of thy love." God said : "Turn thy steps to yon village and in that pagoda thou shalt behold him." The angel sped to the pagoda and there he found a solitary man kneeling before an idol. Returning he cried: "O Master of the World ! hast thou looked with love on a man who invokes an idol in a pagoda ?" God said: "I consider not the error of ignorance, this heart, amid its darkness, hath the highest peace." The moral of this story applies to followers of such idolatrous religions as inculcate the love of God or piety and love of man or morality and not to those of immoral idolatrous religions though, with regard to even these religions, we might remark with Parker that "men are better than their creeds." Many followers of those religions, in spite of their immoral teachings, have been observed to lead in practice pure and blameless lives. On the whole however those religions can not be included in the category of religion. Excluding them, all religions, whether polytheistic or monotheistic that inculcate the love of God and the love of man, are paths to salvation, straight or devious, according to the amount of religious truth which each contains. Napoleon I. said: "Paradise is a central spot where the souls of all mankind arrive by different roads. Each sect has its own particular path." Parker says: "As many men so many theologies but religion is one. As there is only one ocean so there is only one religion" and what is this One Religion but Love of God and Love of Man? In fact creed or dogma is nothing compared with love. Compared with the knowledge which God has of

religious truth, the difference between the knowledge of the greatest philosopher and that of the rudest savage sinks into the greatest insignificance. Why then fight so much about dogma? It is no doubt our duty to bring over other men to what we consider to be the true religion but we should do it by means of argument and gentle persuasion instead of displaying the least *odium theologicum.*

There is an astonishing agreement between the pious sayings of pious men of all ages and countries but innumerable differences of opinion in point of doctrine between them Those pious sayings meet with greater response from our souls than their particular opinions on particular points of religious doctrine. Their songs and prayers to God under whatever name addressed, and their lessons on the moral duties of man invariably find a ready way to our hearts, but not so all their opinions on points of religious doctrine. The pious sayings of even such pious idolators as Ramprasad of Bengal Tulsidas of Upper India and Tukaram of Maharashtra invariably meet with response from our hearts but not so all expositions of mere creed or doctrine by preachers of monotheistic religions.

We should regulate our conduct by keeping a constant eye upon the essentials of religion. We are apt to lose sight of them in the mists of sectarian prejudice, partiality and passion. We are apt to forget them in the heat of religious discussion, in the distraction of philosophical speculation, in the excitement of religious delight and in the engrossment of ceremonial observances. We are apt to forget them in the heat of religious discussion. We are so bent upon thrusting our own particular opinions on non-essential points of religion on others that we consider them to be essentially necessary for salvation. We are apt to forget that we ourselves are not infallible, that our own opinions on all subjects of human interest were not exactly the same twenty years ago as they are now nor will they be exactly the same twenty years afterwards as they are now. We are apt to forget that all the members of our own sect or party, if they frankly reveal their whole minds, do not hold exactly the same opinions on all subjects concerning religion as we do. We are apt to forget that the religious opinions of man are subject to progress and they will not be the same a century afterwards as they are now. We, Theists, have as much right to say that men of other religions, less advanced in religious knowledge than we are, will not be saved as Theists who will live centuries hence will have of saying that we, the present Theists, will not have been saved on account of our errors. Fallible man cannot with good grace be a dogmatist. We should be more mindful of performing our religious and moral duties and drawing men's attention to those duties than dogmatically thrusting our particular opinions on particular points of religious doctrine upon others.

Learned dissertations on theology and controversies on the subject of religion are useful in their own way but true religion before the Lord does not consist in them. It consists in a man's "visiting the fatherless and the widow in their affliction and keeping himself unspotted from the world," that is, from vice. We are apt to lose sight of the essentials of religion in the distractions of philosophical speculation. If we intend not to satisfy our spiritual thirst with prayer and devotion before ascertaining the foundations of religion, we would act like the fool who resolves not to satisfy his thirst before finding out the springs of a river. We are apt to lose sight of the essentials of religion in the excitement of religious delight. Some people consider processions, festivals and religious music as the be-all and end-all of religion. They are no doubt useful in their own way but they are not the be-all and end-all of religion. Life is the be-all and end-all of religion. We are apt to lose sight of the essentials of religion in the engrossment of ceremonial observances. Every church organization, even the most free from forms and ceremonial observances such as Theistic churches not excepted, must have some forms and ceremonies. Men in general of every religion lay undue stress on the observance of these forms and ceremonies. Certain forms are no doubt necessary for every religion and church organization but we must not consider them to be the be-all and end-all of religion. The really pious of all ages and countries, even pious poly-theists and idolators such as Ramprasad of Bengal, Tukaram of Maharashtra and Tulsidas of Upper India are very much

against laying undue stress on forms and ceremonies. They are vehement in their denunciation of overfordness for such observances. There is an astonishing agreement between the really pious of all ages and countries in this respect. In short, even once thinking of God amidst worldly business, speaking even a single truth when we are strongly tempted to speak untruth, restraining even once anger or any other passion under strong provocation, going even once to the hovel of a poor man to do him good is infinitely better than writing thousand learned dissertations on theology, conducting thousand controversies on the subject of religion, performing thousand religious ceremonies and attending thousand religious festivals and processions.

We should not only regulate our own conduct by an eye to the essentials of religion but, while propagating the religion we profess, we should draw men's attention more to love of God and love of man than doctrinal points. We are morally culpable before God if we lay greater stress on the husk instead of the kernel of religion.

The Essential Religion does not admit of church organization. There can be no such sect as the Essential Religionists. The Essential Religion is not the exclusive property of any particular sect or church. It is the common property of all sects and churches. The members of all sects and churches should regulate their conduct according to its dictates. A man is pious in proportion as he does so. There is astonishing agreement between the really pious of all denominations in their sayings and acts but no agreement between the pious and the impious of the same denomination. The pious of all sects and churches, true servants of the Lord under whatever strange name or disguise they may be concealed, form an ideal universal church by themselves. There can therefore be no sect in the Essential Religion. Besides, a number of men, banded together and calling themselves Essential Religionists, must have a particular conception of the Deity and future state and follow a particular mode of worship. This particular conception and particular mode of worship would at once determine them as a sect. These particular conceptions of God and future state and modes of worship give rise to religious sects among mankind. Every individual man cannot avoid joining a sect according to his own particular convictions.

Differences of religion must always exist in the world. To quote Parker again. "As many men so many theologies.' As it is impossible to obliterate differences of face and make all faces exactly resemble each other, so it is difficult to obliterate distinctions of religion. Differences of religion have always existed in the world and will exist as long as it lasts. It is impossible to bring over men to one and the same religion. A certain king remarked: "It is impossible to make all watches go exactly alike. How is it possible to bring over all men to my own opinion ?" Various flowers would always exist in the garden of religion, each having a peculiar fragrance of its own, Theism being the most fragrant of them all. Bearing this in mind, we should tolerate all religions though at the same time propagating the religion which we consider to be true by means of argument and gentle persuasion. We should tolerate even such agnostical religions as Vedantism and Buddhism as they inculcate the doctrine of the existence of God though the followers of these religions believe Him to be impersonal, * the doctrine of *Yoga* or communion with Him to which men must be impelled by love of God, and the doctrine of love of man or morality. Some people speak of Buddhism as an atheistical religion. Even if it were true that Buddhism is a system of pure atheism which it is not the phrase "atheistical religion" cannot apply to it. The expression "atheistical religion" is a contradiction in terms. There can be no religion if divorced from God. We should tolerate all religions. We should look upon all religions, every one of which contains greater or less truth, as God himself looks upon them, rejoicing in the truth which each contains and attributing its errors to human imperfection.

All religions are merely helps to the Essential Religion. They are valuable in proportion to their power to deepen and strengthen our love of God and love of man by

*Later resoaches have proved that Buddhism is not without the idea of a God as was formerly supposed.

giving us correct notions of the Godhead and of our moral duties and increasing the fervor of our devotion. Taken in this point of view, Theism, the religion which we Theists profess, is the greatest help to the Essential Religion. Theism is the truest religion that has yet appeared in the world and is therfore the straightest path to salvation compared with other religions. Theism, as the highest and most developed form of religion, entertains ideas of God, future state and morality far superior to other religions and thereby facilitates the attainment of salvation in an eminent degree. Pious Theists would obtain salvation sooner and in an easier way than the pious of other religions. It is for this reason we are Theists and propagate our dearly beloved Theism to the best of our power. This we do by presenting its intrinsic beauty to men instead of assuming an aggressive attitude to other religions. We do not now publish pamphlets against Hindoo idolatry such as the "Pouttalik Prabodh" or against Christianity such as the "Rational Analysis of the Gospel" as we did in the infancy of Brahmoism or Hindoo Theism.

বিজ্ঞাপন ।

যে সকল গ্রাহক মহাশয়ের নিকট তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য বাকি আছে তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক শীঘ্র তাহা প্রেরণ করিবেন ও যাঁহাদিগের অগ্রিম মূল্য নিঃশেষিত হইয়াছে তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক বর্ত্তমান বৎসরের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া উপকৃত করিবেন ।

মফস্বলস্থ যে সকল ব্রাহ্মসমাজ ও বিশেষ ব্যক্তিকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বিনা মূল্যে প্রদত্ত হয় তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক বর্ত্তমান বৎসরের ডাক মাশুল পাঠাইয়া দিবেন ।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ।
সম্পাদক ।

আগামী ২০ শে বৈশাখ, বুধবার, শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজের বিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে প্রাতে ৭ ও সন্ধ্যা ৭॥০ ঘটিকার সময় নন্দনবাগানস্থ মৃত বাবু কাশীশ্বর মিত্র মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে ।

আয় ব্যয় ।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৪৩ ।

ফাল্গুন ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ ।

আয়	৪৩৯ /৩
পূর্ব্বকার স্থিত	২৮৭৩৸৵৯
সমষ্টি	৩৩১৩৲
ব্যয়	৫৯৭৸৶৩
স্থিত	২৭১৫ ৲৯

আয় ।

ব্রাহ্মসমাজ	১২।/৫
দান প্রাপ্তি ।	
শ্রীযুক্ত বাবু হরিমোহন রায় }	
" " প্যারীমোহন রায় }	১
" " বনমালী চন্দ্র ...	১৲
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয়	১।/৬
	১২।/৬
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	৯২॥৹
পুস্তকালয় ...	৭১৵৬
যন্ত্রালয় ..	২৪২। ৩
গচ্ছিত ...	২০৸/০
সমষ্টি	৪৩৯ /৩

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	২৯।৶৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা.. ...	৭০ ৵৩
পুস্তকালয়	২৭॥/০
যন্ত্রালয়	৪৩০ /০
গচ্ছিত	৪০॥৶৩
সমষ্টি	৫৯৭৸৶৩

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক ।
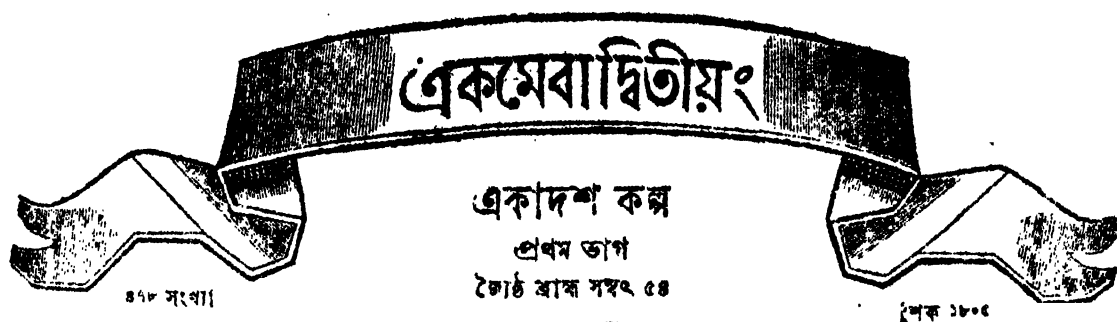
Registerd NO 52.

একাদশ কল্প
প্রথম ভাগ
জ্যৈষ্ঠ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৪
৪৭৮ সংখ্যা
শক ১৮০৫

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বর্ষশেষ ব্রাহ্মসমাজ।

৩০ চৈত্র বৃহস্পতিবার ১৮০৪ শক।

আজ এই ভারতের ধর্ম্মক্ষেত্রে বর্ষশেষ-দিন উপলক্ষে কত দান-ধর্ম্মের ব্রত-কর্ম্মের অনুষ্ঠান হইতেছে। আর্য্য-সন্তান সকল এই পুণ্য দিনে কত শত পুণ্যকার্য্য সম্পাদনে নিযুক্ত হইয়াছেন। বঙ্গে এমন আর্য্য-গৃহ-পরিবার নাই, যেখানে কোন না কোন রূপে ধর্ম্মের জয়ঘোষণা না হইতেছে। আজ ধর্ম্মপ্রিয় জনগণের মুখমণ্ডলে শ্রদ্ধাভক্তি-প্রীতি-অনুরাগ-চিহ্ন প্রকাশ পাইতেছে। বর্ষ-শেষ দিবস যে কেবল ধার্ম্মিকদিগেরই পক্ষে পুণ্যতম তাহা নহে, বিষয়-নিপুণ বণিক-ব্যবসায়ীদিগের সন্নিধানেও এই শুভ দিনের বিশেষ সম্মান সমাদর। ভগবদ্ভক্ত সাধু সজ্জন-সকল এই বর্ষ-সেতু উল্লঙ্ঘন করিয়া ক্রমে আনন্দধাম অমৃতধামের সন্নিহিত হইলেন বলিয়া যেমন হর্ষ উল্লাসে উৎফুল্ল হইতেছেন, বণিক ব্যবসায়ী সকলও তেমনি সম্পদ-সৌভাগ্য-লাভ-জনিত বিষয়-রাজ্যে—কর্ম্ম-ভূমিতে অধিকতর খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়া মহাস্ফূর্ত্তি উদ্যম প্রকাশ করিতেছেন। আজ এই ভারতবাসী বঙ্গবাসীদিগের আয়ব্যয়—ক্ষতিলাভ গণনার দিন। আজ বিষয়-রাজ্যে বণিক ব্যবসায়ী সকল শশব্যস্ত হইয়া সংসারের বিষয়-বিত্তের ক্ষতিলাভ গণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যে ধন সম্পদের সহিত মনুষ্যের অতি অচির অস্থায়ী সম্বন্ধ, যাহার উপরে শঠ প্রবঞ্চক প্রতারক, দস্যু তস্করের বিশেষ কোপ-দৃষ্টি, দীন দুঃখী প্রতিবেশিমণ্ডলীর এবং আশ্রিত অনুগত জনের যাহার উপরে প্রলোভন প্রত্যাশা; প্রজা-পালক সর্ব্বাচ্ছাদক নৃপতিগণেরও যাহার প্রতি সস্পৃহ নেত্র নিপতিত রহিয়াছে, সেই ধন সম্পদ উপার্জ্জনের জন্য লোকের কত যত্ন চেষ্টা, উদ্‌যোগ উদ্যম। যে ধন, উপার্জ্জনে কষ্ট ক্লেশ, রক্ষণে ভয় দুশ্চিন্তা, যাহার নাশে দুঃখ যন্ত্রণার আর পরিসীমা থাকে না, তাহারই নিমিত্ত জনসাধারণ কতই না পর্য্যটন পরিশ্রম স্বীকার করিতেছে। লোভান্ধ হইয়া সময়-বিশেষে স্থল-বিশেষে সেই অক্ষয় ধর্ম্ম-ধন-বিনিময়ে অকিঞ্চিৎকর পার্থিব ধন উপার্জ্জনেও মনুষ্য প্রবৃত্ত হইয়া থাকে।

দুঃখনাশ ও সুখ-সমৃদ্ধি-বৃদ্ধি করাই অর্থ উপার্জ্জনের প্রধান উদ্দেশ্য। মনুষ্য সুখের প্রার্থী, স্বচ্ছন্দতার অভিলাষী, শান্তির

ভিখারী বলিয়াই কায়মনোবাক্যে অর্থলাভের জন্য সচেষ্ট হইয়া থাকে। পার্থিব ধন-সম্পদে সেই প্রকৃত প্রার্থিত সুখ লব্ধ হয় কি না, শান্তি স্বচ্ছন্দতা উপভোগে সমর্থ হওয়া যায় কি না, তৎপ্রতি বিশেষ অনুসন্ধান না করিয়া রজত-কাঞ্চনের বাহ্য চাক্‌চিক্য সন্দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া তৃষ্ণাতুর মৃগের মরীচিকায় ধাবিত হওনের ন্যায় ধন-লিপ্সু ব্যক্তিগণ বিষয়-দাবানলের প্রতি ঊর্দ্ধশ্বাসে গমন করিয়া থাকে। সেই অকিঞ্চিৎকর ধনসম্পদের ক্ষতিলাভ গণনায় অধিকাংশ লোকই আজ ব্যস্ত বিব্রত হইয়া উঠিয়াছেন।

হে ব্রহ্মপরায়ণ সুধীর সজ্জন সকল! অদ্যকার দিনের সঙ্গে তোমারদিগের কি কোন উচ্চতর নিগূঢ়তর যোগ, নিকটতর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নাই? অদ্যকার পুণ্য দিনে কি তোমরা দানধর্ম্মের অনুষ্ঠান বিষয়ে হস্ত সঙ্কোচ করিয়া থাকিবে? ধর্ম্মব্রত পরিপালনে কি তোমারদিগের হৃদয় মন আত্মা উৎসাহ-উদ্যম-বিহীন হইয়া রহিবে? যাঁর নিত্য উদার সদাব্রতে এক দিন নয়, দুই দিন নয়, পূর্ণ এক বৎসর কাল অন্নপানে, জ্ঞানধর্ম্মে শরীর মন আত্মাকে পোষণ করিলে, যাঁর প্রেমালিঙ্গনের মধ্যে থাকিয়া বহুবিধ দুর্লক্ষ্য বিপদরাশি হইতে বিমুক্ত হইলে, তাঁর প্রতি কি আজ শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি নিয়োজিত হইবে না? কৃতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে কি সেই বিদ্যা-সম্পদ-বুদ্ধিবিধাতা ঈশ্বরের উপাসনায়—তাঁর প্রিয়কার্য্য সাধনে তোমারদিগের কি অধিকতর যত্নানুরাগ প্রকাশ পাইবে না? তোমারদিগের কি আজ কোনরূপ ক্ষতি-লাভগণনার প্রয়োজন নাই? তোমরা কি আজ কোন আয়াস আয়োজনের আবশ্যকতা অনুভব করিতেছ না? লোকে যদি নশ্বর বিষয়-বিত্তের ক্ষতি-লাভের জন্য শশব্যস্ত হয়, অবিনশ্বর অক্ষয় ধনের ক্ষতিলাভ গণনায় তোমারদিগের আরো যে অধিকতর যত্ন অনুসন্ধানের প্রয়োজন। বিষয়ী যদি বিষয়-রাজ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অধিক হয়তো তাহাকে সাংসারিক দুঃখ দরিদ্রতায় নিপতিত হইতে হইবে। বণিক ব্যবসায়ী সকলের যদি লাভের পরিবর্ত্তে ধনক্ষয় হইয়া থাকে, তাহা হইলে হয় তো তাহারদিগের বাণিজ্য ব্যবসায় স্থগিত হইয়া যাইবে, মান সম্ভ্রমের বৈষয়িক সুখ সচ্ছন্দতার ব্যাঘাত হইবে। কিন্তু তোমরা যে ধন-উপার্জ্জনে ব্রতী হইয়াছ, যদি তাহা সম্বৎসর কাল মধ্যে যথারীতি অর্জ্জন করিতে অসমর্থ হইয়া থাক, তাহা হইলে সামান্য ক্ষতি নয়, উন্নতির পরিবর্ত্তে অবনতি প্রাপ্ত হইতে হইবে—মনুষ্যত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইতে হইবে, নিদারুণ অনুতাপ-অনলে অন্তর দগ্ধ হইয়া যাইবে। যাহারা আলোক অন্ধকারের, হীরক অঙ্গারের, সুধা গরলের মৃত্যু অমৃতের প্রকৃত প্রভেদ না জানিয়া কার্য্য করে, তাহারদিগের দুঃখ দুর্দ্দশা এক প্রকার; আর যাহারা অনিত্য অস্থায়ী সাংসারিক ধন সম্পদের অসারত্ব প্রত্যক্ষ প্রতীতি করিয়া ধনের সার, মর্ত্ত্যের দুর্লভ, অমরের আরাধ্য, অমৃতধনের যথার্থ মূল্য মর্য্যাদা অবগত হইয়া তল্লাভে প্রবৃত্ত হওত যদি কৃতকার্য্য হইতে না পারে, তাহারদিগের অবনতি দুর্গতি অন্য প্রকার। বিষয়ী যদি বিষয়-কার্য্যের ক্ষতি-লাভের গণনা করিয়া আজ জয়ী হইতে পারেন, তাহা হইলে না হয়, তিনি হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে আগামী বর্ষে আরো বিস্তৃত আকারেই বিষয়-ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইবেন। সেই পার্থিব ধন-সম্পদ-প্রভাবে তিনি এই সমুদ্র-বলয়-বেষ্টিত ভূমণ্ডলের মধ্যেই না হয় সম্মান সংভ্রমের সহিতই ঘূর্ণিত হইবেন। পৃথিবীর সীমা অতিক্রম করিয়া—এক পদও অগ্রে বা একবিন্দু ঊর্দ্ধে গমন করিতে সমর্থ হইবেন না। যদি ক্ষতিগ্রস্ত হন, দুঃখ যন্ত্র-

গার সহিত ভূপৃষ্ঠেই নিপতিত হইয়া হৃদয়-ভেদী আর্ত্তনাদে অস্থির ও অবসন্ন হইতে থাকিবেন। কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্মধন অর্জ্জনে নিযুক্ত রহিয়াছেন, তাঁহারা এই বর্ষশেষ-নিশায় সম্বৎসর-কালের জীবন-পুস্তক পাঠ করিয়া যদি ক্ষতির পরিবর্ত্তে, কেবল লাভেরই ভাগ অধিক দেখিতে পান, তাহা হইলে তাঁহার-দিগের কেবল আশা অধিকারই বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে, কেবল আধ্যাত্মিক বলেরই আধিক্য হইবে, সেই দেবদুর্ল্লভ অমৃতখনির সন্নি-হিত হইতে থাকিবেন। পৃথিবীর উচ্চ পদ-বীতে নয়, তাঁহারদিগের আত্মা, দেবলোক ব্রহ্মলোকেরই দিকে হর্ষ উৎসাহের সহিত অগ্রসর হইতে থাকিবে। যদি কেহ যথা-যোগ্যরূপে পরমার্থ-সাধনে অপারগ বা অস-মর্থ হইয়া থাকেন, তাঁহার আশা অধিকার উদ্যম উৎসাহ খর্ব্ব হইয়া যাইবে। তিনি সেই রত্ন-খনি হইতে বহুদূরে নিপতিত হই-বেন। কোথায় সাধুসজ্জন-সহবাসে অধি-কার প্রাপ্ত হইবেন, কোথায় দেবতাদিগের সংসর্গ-লাভে সমর্থ হইয়া আত্ম প্রসাদ ও ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিবেন, না তৎপরিবর্ত্তে দুর্গতি অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া অসাধু-সঙ্গ-লাভে প্রবৃত্তি, পৈশাচিক আমোদ প্রমোদ-স্পৃহা বর্দ্ধিত হইবে। অনুতাপ ও আত্ম-গ্লানির তীব্র অনলে অন্তর্দাহ হইতে থাকিবে।

সামান্য অর্থ ও পরমার্থের যেমন অন্ধকার ও আলোক-সদৃশ প্রভেদ, তেমনি তল্লাভ তজ্জনিত মনুষ্যের পার্থিব ও স্বর্গীয় সুখশান্তি, স্বচ্ছন্দতা ও পবিত্রতা লাভেরও অধিকতর ইতর বিশেষ বিদ্যমান রহিয়াছে। অর্থ পরমার্থের যেমন গুরুত্বের অমূতত্বের তারতম্য আছে, তেমনি আবার তাহারদিগের অসঞ্চয় অসঙ্গতি-নিবন্ধন দুঃখ দরিদ্রতার, কষ্ট ক্লেশে-রও সবিশেষ ন্যূনাতিরেক দৃষ্ট হইয়া থাকে। অর্থাভাব বা অর্থক্ষয় হইলে শরীরেরই কষ্ট, অধিক হয়ত মনেরও ক্লেশ উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু পরমার্থসাধন বা উপার্জ্জনে অসমর্থ হইলে, মনুষ্যের অবনতি এবং তন্নি-বন্ধন শরীর মন আত্মা তিনেরই যার পর নাই অপকার ও অনিষ্ট সংঘটিত হইবে। গৃহী রুগ্ন ভগ্ন দুর্ব্বল ও নিঃসম্বল হইলে, যেমন গৃহের শ্রী সৌন্দর্য্য রক্ষা পায় না, তেমনি আত্মা ধর্ম্মবলে বলীয়ান ধর্ম্ম-জ্যোতিতে জ্যোতিষ্মান, ব্রহ্মতেজে তেজীয়ান ও ব্রহ্ম-বান্ না হইলে তাহার নিজস্ব নিকেতন এই শরীর, রোগ ক্লেশে শ্রীহীন, মন শোক তাপে জর্জ্জরিত ও প্রভাহীন, এবং পাপ-গ্লানিতে ম্রিয়মান ও মলিন হইয়া পড়ে। পরমার্থ-বলে শরীর মন আত্মা তিনই সুরক্ষিত হয়, পরমার্থ সাধনে ঐহিক পারত্রিক উভয়েরই শান্তি মঙ্গল সংসাধিত হইয়া থাকে।

ধনমদ অর্থমদে বিষয়ী স্ফীত হইয়া লো-কের প্রতি অন্যায় অত্যাচার, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য প্রদর্শনে প্রবৃত্ত হইতে পারেন। ভোগ ও বিলাস-লালসায় উন্মত্ত হইয়া ধনবান ব্যক্তি হিতাহিত জ্ঞান বিসর্জ্জন পূর্ব্বক পশুভোগ্য সুখে আসক্ত হওত মনুষ্যত্ব হইতে ভ্রষ্ট হইতে পারেন, কিন্তু যিনি পরমার্থ লাভে সমর্থ হয়েন, তাঁহার প্রকৃতি উন্নত, তাঁহার হৃদয় প্রশস্ত হইয়া এক জন নয়, দুই জন নয়, সুবিস্তৃত ভূমণ্ডলের সমগ্র মনুষ্যজাতিকে তিনি ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করেন, সকলের দুঃখে দুঃখী ও সুখে সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। তিনি নতকে উন্নত, পাপীকে ধর্ম্মরত করি-বার জন্যই যত্নশীল হয়েন। তিনি সেই পরমার্থ-প্রভাবে আত্মারই সৌন্দর্য্য সাধন, আত্মার ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি সকলেরই সাধু কামনা পরিপূরণ বিষয়ে ধৃতব্রত হইয়া দেবাধিকারই প্রদর্শন করেন, পশুভোগ্য সুখের জন্য লালায়িত ও ব্যাকুল হয়েন না। পরমার্থ-বলে আত্মা পরলোক ব্রহ্মলোকের প্রতি

অগ্রসর হয়,—উন্নত আত্মা দেবতাদিগের সহবাস ও সংসর্গ লাভে সমর্থ হইয়া থাকে

বিষয়ীর পতন হইলে, তাহার প্রায়ই আর উত্থানের আশা থাকে না। ধনী একবার হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া পড়িলে, আবার শীঘ্র উন্নত হইবার সম্ভাবনা থাকে না, বণিক ব্যবসায়ী সকলের একবার মান সম্ভ্রম বিনষ্ট হইলে বাণিজ্য-ক্ষেত্রে আর তাহারদিগকে কেহ বিশ্বাস করে না, বা আশ্রয় দেয় না। কিন্তু ধর্ম্মক্ষেত্রে পতিত হইলেও আবার পাতকীর উদ্ধারের আশা আছে, অবনত হইয়া পড়িলে আবার উন্নত হইবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। বিষয়-বাণিজ্য রাজ্যে অর্থই উন্নতি অবনতির কারণ। ধর্ম্মক্ষেত্রে ধর্ম্মরাজ ঈশ্বরই ধার্ম্মিকের উন্নতির এবং পতিত পাতকীর উদ্ধারের একমাত্র উপায়। পথহারা অবনত আত্মার সৎপথ লাভের—উন্নতি সদ্গতি প্রাপ্তির একমাত্র হেতু।

অর্থ অযাচকের নিকটে উপস্থিত হয় না, করুণানিধান পরমেশ্বর নিদ্রিত আত্মাকে জাগ্রত ও পরমার্থলাভে তাহার ইচ্ছা স্পৃহাকে উদ্দীপ্ত করিয়া আপনাকে দিয়া তাহার তৃষ্ণা নিবারণ করেন। ধনহীন ব্যক্তি কাতর-প্রাণে দিনযামিনী চিৎকার করিলেও তাহার ধন সম্পদ হস্তগত হয় না, ধর্ম্ম-ধনহারা মনুষ্য, ধর্ম্মের জন্য—ঈশ্বরের জন্য ব্যাকুল অন্তরে অশ্রুপাত করিলে ধর্ম্ম, নিঃশব্দে—ঈশ্বর সঙ্গোপনে তাহার হৃদয় কুটীরে আবির্ভূত হইয়া তাহার আধ্যাত্মিক দুঃখ বিদূরিত করিয়া তাহাকে ব্রহ্মবান করিয়া তোলেন। সেই পাতকীতারণ, নিখিল বিশ্বরঞ্জন হৃদয় রঞ্জন ঈশ্বর তাঁহার সকল পাপ তাপ মার্জ্জনা করিয়া—তাহার বিপদের কাণ্ডারী, আত্মার অবলম্বন হইয়া সঙ্গে সঙ্গেই অবস্থান করেন। প্রাণরূপে—হৃদয়-বন্ধুরূপে আত্মাতে থাকিয়া তাহাকে ধর্ম্মবল ও শুভবুদ্ধি প্রদান করিতে থাকেন। কেবল ইহলোকে সুখশান্তি নয়, পরলোকে ব্রহ্মলোকে উন্নতির পর উন্নতিতে—স্বর্গের পর কল্যাণতর স্বর্গলোকে লইয়া তাহাকে পোষণ করেন।

ধন সম্পদের জন্য বিষয়-ক্ষেত্রে কত আয়োজন, উপকরণের আবশ্যক, কত লোকেরই সাহায্য সহায়তা প্রয়োজন। ধর্ম্ম-ধন—সেই অমৃতধনের নিমিত্ত কাহারও দ্বারস্থ হইতে হয় না, অন্যের উপাসনা, অন্যবিধ পার্থিব উপাদানের আবশ্যকতা নাই। কেবল আত্ম-চেষ্টা আত্ম-যত্নের প্রয়োজন। দেব-প্রসাদ তো সর্ব্বক্ষণই অনুকূল হইয়া রহিয়াছে। ধর্ম্মরাজ ঈশ্বরতো অমৃত ধন বিতরণের জন্য সদাব্রত-দ্বার দিনযামিনী উদ্ঘাটিত করিয়া রাখিয়াছেন। তিনি তো সর্ব্বদাই যাচকের কামনা পূর্ণ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছেন, যে জন দেখে না চাহে না, তাহাকেও তিনি কৃপাদান করিতেছেন।

অদ্যকার এই বর্ষশেষ-রজনীতে সম্বৎসরের ক্ষতিলাভ গণনা করিয়া দুর্ভাগ্য বশতঃ হে সুধীর সজ্জন সকল! যদি আমরা কেহ পরমার্থ সাধনে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকি, তবে জড়তা দীর্ঘসূত্রতা পরিত্যাগ করিয়া নিরাশ ও নিরুদ্যমতা দূরে নিক্ষেপ করিয়া আইস একবার কাতর প্রাণে সেই পতিত-পাবন অকিঞ্চন-ধন ঈশ্বরের শরণাপন্ন হই, তাঁহারই নিকটে অনুতপ্ত হৃদয়ে রোদন করি। আমাদের সেই পুত্রবৎসলা স্নেহময়ী জননী সন্তানের রোদনে বধীর থাকিবার নয়! এখনই দেখিবে, প্রত্যক্ষ অনুভব করিবে যে, অখিলমাতা তাঁহার অমৃতময় শীতল ক্রোড়ে স্থান দান করিয়া সন্তাপ-অশ্রু মোচন করত সান্ত্বনা বিধান করিবেন। এখনই অমৃতধারা বর্ষণ পূর্ব্বক আমারদের গ্লানি-জর্জ্জরিত মৃতকল্প আত্মার পাপ-মলিনতা প্রক্ষালিত

করিয়া নবজীবন প্রদান করিবেন। যদি সংসার-সমরে জয়যুক্ত হইয়া থাক, তবে উচ্চৈঃস্বরে তাঁরই জয়ঘোষণা করিয়া তাঁহাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রীতি কৃতজ্ঞতা অর্পণ পূর্ব্বক অধিকতর উদ্যম উৎসাহের সহিত, তাঁহার উপাসনায়, তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে অগ্রসর হইবার জন্য আবার নবতর কল্যাণতর সাহায্য প্রার্থনা কর।

করুণানিধান পরমেশ্বর! সম্বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া—তোমার প্রদত্ত অন্ন-পানে জ্ঞান ধর্ম্মে শরীর মন আত্মাকে পোষণ করিয়া আজ এই বর্ষশেষ-রজনীতে তোমার দ্বারে কৃতজ্ঞতা-উপহার লইয়া সকলে সম্মিলিত হইয়াছি। তোমার অতুলন স্নেহ-প্রেমের আমরা কি প্রতিক্রিয়া করিব। তোমার স্নেহঋণ অপরিশোধ্য, তোমার প্রেম-সিন্ধু অতলস্পর্শ। তোমার দ্বারের নিত্য ভিখারী হইয়া তোমাকে কি দিয়া আর মনঃক্ষোভ নিবারণ করিব। হৃদয়নাথ! তুমি হৃদয়ে থাকিয়া আমারদের অন্তরতম প্রদেশ পর্য্যন্ত অবলোকন করিতেছ। এ শরীর মন আত্মা তোমারই, তোমাকেই অর্পণ করিতেছি, তুমি তাহা গ্রহণ কর যে কৃতার্থ হই।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং

ব্রহ্মসঙ্গীত।

রাগিণী পূরবী—তাল আড়াঠেকা।

বর্ষ ওই গেল চলে।

কত দোষ করেছি যে, ক্ষমা কর, লহ কোলে।
শুধু আপনারে ল'য়ে সময় গিয়েছে ব'য়ে,
চাহিনি তোমার পানে, ডাকি নাই পিতা
বোলে!
অসীম তোমার দয়া, তুমি সদা আছ কাছে
অনিমেষ আঁখি তব মুখপানে চেয়ে আছে;
স্মরিয়ে তোমার স্নেহ, পুলকে পূরিছে দেহ,
প্রভুগো তোমারে কভু আর না রহিব ভুলে।

নববর্ষের ব্রাহ্মসমাজ।

প্রথম উপদেশ।

১ বৈশাখ ১৮০৫ শক শুক্রবার।

অদ্য নব বর্ষের আরম্ভ। অদ্য সেই প্রাণদাতা করুণাময় পিতা যাঁহার প্রসাদে আমরা বিগত বর্ষে কত সুখে নির্ব্বিঘ্নে জীবন যাপন করিয়াছি আজ সকলে মিলিয়া তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করিবার জন্য আমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি। ব্রাহ্মগণ! একবার আলোচনা করিয়া দেখ তাঁহার করুণার মনোহর আলোকে আমাদিগের জীবনের প্রত্যেক অংশ কেমন অনুরঞ্জিত হইয়াছে। গত বর্ষের একটী মুহূর্ত্তও কি এমন হইয়াছিল যাহাতে তাঁহার করুণার জ্যোতি আমাদিগের প্রতি সম্পূর্ণরূপে নিপতিত হয় নাই? আমাদিগের শরীরকে তিনি কেমন যত্নে অসংখ্য প্রকার বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছেন। তিনি আমাদিগের অন্নপান বিধান করিয়া আমাদিগকে সুস্থ ও সবল রাখিয়াছেন। তিনি যে আমাদিগের শরীরকে কেবল রক্ষা করিতেছেন এমত নহে তিনি আমাদিগের আত্মাকে কত প্রকার বিঘ্ন হইতে মুক্ত করিয়া তাঁহার অমৃত পথে কেমন অল্পে অল্পে লইয়া যাইতেছেন। যখন আমরা মোহবশতঃ তাঁহাকে ভুলিয়া বিষয়ের পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছি তখন তিনি আমাদিগের মনে এই সত্য প্রদীপ্ত করিয়াছেন, যে তাঁহাকে ছাড়িয়া সুখ নাই, শান্তি নাই, কেবলই বিষাদের ঘন অন্ধকার। তিনি কত সময়ে আমাদিগের হৃদয়ের মোহ-কবাট ভেদ করিয়া আমাদিগের আত্মাতে প্রকাশিত হইয়াছেন ও আমাদিগের নির্জ্জীব মনকে সজীব করিয়া তাঁহার প্রেম-রসে রঞ্জিত করিয়াছেন—তিনি নিয়তই আমাদিগের মনে এরূপ উন্নত ভাব প্রেরণ করিতেছেন, যাহাতে আমরা সমুদয় কামনা আশা ভরসা বিষয় হইতে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া কেবল তাঁহাতেই

অর্পণ করি, কেবল তাঁহার কার্য্য বলিয়া বিষয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া বিষয়-বাসনা বিষয়-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হই ও নির্ম্মল শান্তি-সুখ ভোগ করি। তাঁহার করুণা আমরা বিপদ সময়েও অনুভব করিয়াছি। তিনি যদিও আমাদিগকে কখন কখন বিপদে পাতিত করিয়াছেন কিন্তু তাহা এই নিমিত্ত যে আমরা তাঁহাকে ডাকি ও তাঁহার আশ্রয় লাভ করি ; তিনি বিপদ-তরঙ্গে আপনি কাণ্ডারী হইয়া তাঁহার অভয় কূলে উত্তীর্ণ করিয়াছেন। তাঁহার করুণার কথা আর কি বলিব ? তিনি আমাদিগের পরম করুণাময় পিতা মাতা, পরম সুহৃদ, পরম আশ্রয়, পরম ধন ও পরম সুখের প্রস্রবণ। তিনি আমাদিগের অন্তিম পরম গতি ; তিনি আমাদিগের চিরকালের সম্বল। হা ! আমরা কি তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিব ? এখন যখন আমরা তাঁহাকে জানিয়াছি তখন তাঁহাকে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া তাঁহার প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা কি আমাদিগের অত্যন্ত উচিত নহে ? আমরা অনন্ত পিতা মাতার করুণা অনুভব করিয়াও যদি তাঁহাকে কায়মনোবাক্যে ভক্তি ও প্রীতি না করি তবে কি আমরা তাঁহার অকৃতজ্ঞ পুত্র বলিয়া পরিগণিত হইব না ? হে ভ্রাতৃগণ ! বিগত বর্ষে আমরা যে সকল অপরাধ করিয়াছি, আইস, সকলে মিলিয়া দয়াময় পরম পিতার নিকট একান্তে অনুতাপিত হৃদয়ে তজ্জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি ও মনের সহিত প্রার্থনা করি যেন আগামী বর্ষে কি আর কখন তাদৃশ অপরাধে আর অপরাদ্ধ না হই। আইস সকলে মিলিয়া অনুতাপিত মনে ও প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার পদতলে নিপতিত হই ! তিনি দয়াময়, তিনি অনুতাপিত জনকে আপন ছায়া দান করিয়া আপন ক্রোড়ে স্থানার্পণ করেন।

আগামী বর্ষে যেন তিনি আমাদিগের মনে জাগরূক থাকেন, যেন তাঁহাকে আর বিস্মৃত না হই। তাঁহার অপার মহিমা ও গুণ-গরিমা যথাশক্তি কীর্ত্তন করি, তাঁহাকে প্রীতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা সহকারে নমস্কার করি ও তাঁহার নিকট বিনীত ভাবে এই প্রার্থনা করি, আমাদিগের মন যেন তাঁহার প্রতি প্রেমে একান্ত অনুরক্ত হয়, আমরা যখন যে কিছু চিন্তা করি, যাহা কিছু মনন করি কিম্বা যে সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হই সকল সময়েই যেন তিনি আমাদিগের অন্তঃকরণে জাগরূক থাকেন, যেন আমাদিগের কর্ম্ম ও মন নির্ম্মল ও পরিশুদ্ধ হয়।

যদি আমরা সম্পদ লাভ করি যেন তাহা তাঁহার প্রেরিত জানিয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হই ও সম্পদের যথার্থ ব্যবহার করি। যদি বিপদে পতিত হই তবে তাঁহাকে ডাকি ও তাঁহার অভয় শরণ লই। আমরা যেন সকলে মিলিয়া তাঁহার আরাধনায় তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনে সতত নিযুক্ত থাকি ও আমাদের মধ্যে ভ্রাতৃভাব যেন নিয়তই বিরাজমান থাকে। এক্ষণে আইস সকলে মিলিয়া করযোড়ে সেই মঙ্গলময়ের নিকট প্রার্থনা করি যিনি আমাদের শুভ ইচ্ছা সকল অবশ্যই সংরক্ষণ করিবেন ও শুভফলে পরিণত করিবেন। হে পরম বন্ধু ! তুমি গত সম্বৎসরকাল আমাদিগকে তোমার প্রীতি-সুধা পান করাইয়া জীবিত রাখিয়াছ ও তোমার প্রীতি নূতন রূপে সম্ভোগ করাইবার জন্য অদ্য অভিনব বর্ষে আমাদিগকে পদার্পণ করাইতেছ। তোমাকে অগণ্য নমস্কার। হে করুণাময়! তোমার করুণা-সূর্য্য যেন আমাদের হৃদয়-পদ্মকে সততই বিকসিত করে ও তাহা তোমার প্রতি প্রীতিরূপ গন্ধ যেন নিয়তই প্রদান করে। অদ্য তোমাকে এই খানে প্রত্যক্ষবৎ দেখিয়া আমাদিগের হৃদয় আনন্দভরে উদ্বেল হইতেছে। মনে হই-

তেছে যে তোমাকে চিরদিন হৃদয়ে রাখিব, আর কখন তোমাকে ছাড়িব না, তোমার প্রদর্শিত পুণ্য-পথ আর কখনই পরিত্যাগ করিব না। হে অমৃত-নিকেতন! তুমি আমাদিগের মনের এই দৃঢ়তা রক্ষা কর। আমরা তোমার একান্ত শরণাপন্ন হইতেছি তুমি আমাদিগের পরম গতি পরম আনন্দ সম্পাদন কর।

দ্বিতীয় উপদেশ।

১ বৈশাখ শুক্রবার ১৮০৫ শক।

সেই আদি দিনের পবিত্র নির্ম্মল উষাকালে যে শোভা বিদ্যমান ছিল, আজ নববর্ষের প্রথম মুহূর্ত্তেও সেই শোভা আমাদের সম্মুখে বিরাজমান। মস্তকের উপর নীল বিমল অনন্ত আকাশ সেই অনন্ত ঈশ্বরের ভাবকে হৃদয়ে প্রস্ফুটিত করিতেছে। বাহিরে বসন্তের সমীরণ যেমন শরীরকে শীতল করিতেছে, অন্তরে সেই প্রাণসখার প্রেম-নীর আত্মাকে তেমনি অভিষিক্ত করিতেছে। বাহিরে কুসুমরাশি প্রস্ফুটিত হইয়া পৃথিবীকে শোভার ভাণ্ডার করিতেছে, অন্তরে ভক্তি-পুষ্প বিকসিত হইয়া বিভু-পদে বিকীর্ণ হইতেছে। বিহঙ্গমকুলের সুমধুর সংগীতে দিগ্‌বিদিক পরিপূরিত, এমন সুরম্য ও পবিত্র কালে—নববর্ষের এই প্রথম মুহূর্ত্তে আমরা মনুষ্য হইয়া কি নিস্তব্ধ থাকিতে পারি? এখন রসনা আপনা হইতেই প্রচার করিতেছে,

"তুমি কিগো পিতা আমাদের,
ঐ যে নেহারি মুখ অতুল স্নেহের।
ঐ যে নয়নে তব অরুণ-কিরণ নব,
বিমল চরণ-তলে ফুল ফুটে প্রভাতের॥
ঐ কি স্নেহের রবে, ডাকিছ মোদের সবে,
তোমার আসন ঘেরি দাঁড়াব কি কাছে গিয়া।
হৃদয়েরি ফুলগুলি, যতনে ফুটায়ে তুলি,
দিবে কি বিমল করি, প্রসাদ-সলিল দিয়া"

এখন হৃদয় অতি গভীর প্রেমে নিমগ্ন হইয়া উদাসভাব ধারণ করিয়াছে। যাঁর এই হৃদয়-সিংহাসন, তিনি কৃপা করিয়া আজ ইহাকে অধিকার করিয়াছেন। দেখ ব্রাহ্মগণ—

"নয়ন খুলিয়ে দেখ, করুণা-নিধান, পাপ-তাপ-হারী।
হৃদয়-কবাট খুলি দেখ রে যতনে প্রেমময় মূরতি জন-চিত্তহারী॥

হা! আমরা তাঁহাকে হৃদয়ের ভিতর পাইয়া, এক আশ্চর্য্য অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছি—এক মনোহর দৃশ্য অবলোকন করিতেছি। দেখিতেছি যে আমাদের বিষাদময় অন্ধকারময় হৃদয় তাঁর কিরণস্পর্শে এক অপূর্ব্ব জ্যোতি ধারণ করিল—দেখিতেছি আমাদের নীরস দগ্ধ আত্মা যেন সরস ও শান্তিপূর্ণ হইল—দেখিতেছি যেন মাতৃক্রোড়ে আসিয়া এক আশ্চর্য্য স্পর্শ-সুখ ও অভয় প্রাপ্ত হইতেছি। হায়! এ সৌভাগ্য কাহার করুণা-বলে উদয় হইল? যাহার কৃপায় কোটি কোটি দেবলোক অমৃত লাভ করে, একি তাঁহারি করুণা বলে নহে?

তিনি আমাদিগকে ক্ষুদ্র কীট বলিয়া পরিত্যাগ করেন নাই। তাঁর অমৃতময় ক্রোড় দেবগণের জন্য যেমন প্রসারিত, এই মলিন মানবগণের জন্যও তেমনি প্রসারিত।

কি আমি বলিব তোমারে, ক্ষুদ্র কীট আমি—তুমি অনাদি পুরাণ—অবিনাশী সারাৎসার
আকাশের উচ্চ তুমি—দেখ তবু কৃপা চক্ষে মলিন মানবে।"

আমরা যে তাঁর কৃপায় সময়ে সময়ে বিদ্যুতের ন্যায় তাঁহাকে লাভ করি, ইহা অপেক্ষা আমাদের আর কি সুখ-সৌভাগ্য

হইতে পারে? যদিও এখানে কঠিন হইতে কঠিনতর দুঃখ আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিতেছে—তথাপি তাঁহাকে কিয়ৎ ক্ষণের জন্য প্রেমের সহিত হৃদয়ে ধারণ করিয়া আমরা ঐ সকল দুঃখ-দারিদ্র্যকে কি পরাজয় করিতে পারি না? তাঁহাকে হৃদয়ে পাইলে কোথায় শোক তাপ—কোথায় বিরহ-যন্ত্রণা—আর কোথায় বা মৃত্যুপীড়া। তাঁর প্রেমে যে হৃদয় অনুরঞ্জিত সে কি পৃথিবীর ক্ষণস্থায়ী প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া কখন মলিন হয়—সেই প্রেমের অক্ষয় কবচে যে হৃদয় রক্ষিত সে কি বিপদের তীক্ষ্ণ বাণে ক্ষত বিক্ষত হয়? হা! সে প্রেমের তুলনা কোথায়!—আমরা আজ সেই প্রেমের ভিখারী—যে প্রেম দুঃখকে সুখে—অন্ধকারকে আলোকে ও মৃত্যুকে অমৃতে পরিণত করে। সেই প্রেমের ভিখারী যে প্রেমের গুণে—মাতৃভক্তি—পিতৃভক্তি—গুরুভক্তি অপত্য-স্নেহ—ভ্রাতৃস্নেহ, দাম্পত্য প্রণয় এবং স্বদেশানুরাগ অটল হয়।

এই পবিত্র মুহূর্ত্তে সেই প্রেম ভিক্ষার নিমিত্ত আজ আমরা তোমার মলিন সন্তান সকল তোমার চরণের নিকট উপস্থিত হইয়াছি।

কোথা হে অনাথ-শরণ—দুর্ব্বলের বল—অসহায়ের সহায়—এখন যেমন বিদ্যুতের ন্যায় আমাদের হৃদয়ে সময়ে সময়ে প্রকাশিত হইয়া তোমার প্রেমনীরে আমাদিগকে অভিষিক্ত করিতেছ—এমনি কৃপা করিয়া স্থির সূর্য্যের ন্যায় চির দিনের জন্য তুমি আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া ইহাকে প্রেমময় ও মধুময় কর। কৃপানাথ! আমরা ব্যাকুল হইয়া তোমার সন্নিধানে এই প্রার্থনা করিতেছি, যেন তোমার দর্শনলাভে ও তোমার প্রেম-সুধাপানে, মুহূর্ত্তের জন্যও আমরা বঞ্চিত না হই। তোমার প্রেম আজ আমাদিগকে এমন করিয়া ভোগ করিতে দেও, যেন জীবনের অবশিষ্ট কাল তাহার বলে সকল প্রকার দুর্ঘটনা ও পাপ তাপের প্রতিকূলে যাইতে ক্ষমবান হই। যাহাতে সেই শেষ দিনে যখন—গৃহে হায়! হায়! শব্দ সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ দৃষ্টিহীন নাড়ী ক্ষীণ হিম কলেবর—যখন এখানকার সকল স্নেহের বন্ধন ছিন্ন ভিন্ন হইবে—যখন চক্ষুর দুই খানি কবাট জন্মের মত পড়িয়া যাইবে—যখন চতুর্দ্দিকে এক ঘন অননুভূতপূর্ব্ব অন্ধকার আসিয়া উপস্থিত হইবে তখন যেন আমরা তোমার এই প্রেমের আলোকে শান্তি লাভ করিয়া সংসারের পরপার ব্রহ্মলোকের মনোহর দৃশ্য অবলোকন করিতে করিতে তথায় উপনীত হইতে পারি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

রাগিণী টোড়ী—তাল একতালা।

সখা, তুমি আছ কোথা,

সারা বরষের পরে জানাতে এসেছি ব্যথা!

কত মোহ, কত পাপ, কত শোক, কত তাপ,

কত যে সহেছি আমি, তোমারে কব সে কথা।

যে শুভ্র জীবন তুমি মোরে দিয়েছিলে সখা,

দেখ আজি কত তাহে পড়েছে কলঙ্ক-রেখা

এনেছি তোমারি কাছে, দাও তাহা, দাও মুছে,

নয়নে ঝরিছে বারি, সভয়ে এসেছি পিতা!

দেখ, দেব, চেয়ে, দেখ, হৃদয়েতে নাহি বল,

সংসারের বায়ুবেগে করিতেছে টলমল,
লহ সে হৃদয় তুলে, রাখ' তব পদমূলে,
সারাটি বরষ যেন নির্ভয়ে রহেগো সেথা!

রাগিণী আলাইয়া—তাল আড়াঠেকা।

প্রভু এলেম কোথায়!
কখন্ বয়স গেল, জীবন বহে গেল, কখন কি যে হল জানিনে হায়!
আসিলাম কোথা হতে, যেতেছি কোন্ পথে, ভাসি যে কাল-স্রোতে তৃণের প্রায়!
মরণ-সাগর পানে চলেছি প্রতিক্ষণ, তবুও দিবানিশি মোহেতে অচেতন!
এ জীবন অবহেলে আঁধারে দিনু ফেলে, কত কি গেল চলে, কত কি যায়!
শোকে তাপে জর জর অসহ যাতনায়, শুকায়ে গেছে প্রেম, হৃদয় মরু প্রায়—
কাঁদিয়া হলেম সারা, হয়েছি দিশাহারা, কোথাগো ধ্রুব তারা, কোথাগো হায়।

পাতঞ্জল দর্শন।

পূর্ব্বের অনুবৃত্তি।

ভাষ্য। কিঞ্চ—

১ পাঃ) তত্র নিরতিশয়ং সর্ব্বজ্ঞবীজম্ (২৫ সূ।

ভাষ্য। যদিদ মতীতা নাগত প্রত্যুৎপন্ন প্রত্যেক সমুচ্চয়াতীন্দ্রিয় গ্রহণ মল্লং বহ্বিতি সর্ব্বজ্ঞবীজং। এতদ্ বিবর্দ্ধমানং যত্র নিরতিশয়ং স সর্ব্বজ্ঞঃ। অস্তি কাষ্ঠা-প্রাপ্তিঃ সর্ব্বজ্ঞবীজস্য সাতিশয়ত্বাৎ পরিমাণবৎ ইতি যত্র কাষ্ঠাপ্রাপ্তি র্জ্ঞানস্য স সর্ব্বজ্ঞঃ সচ পুরুষবিশেষ ইতি। সামান্যমাত্রোপসংহারে কৃতোপক্ষয় মনুমানং ন বিশেষপ্রতিপত্তৌ সমর্থ মিতি। তস্য সংজ্ঞাদি বিশেষপ্রতিপত্তি রাগমতঃ পর্য্যন্বেষ্যা। তস্যাত্মানুগ্রহাভাবেঽপি ভূতানুগ্রহঃ প্রয়োজনং। জ্ঞান ধর্ম্মোপদেশেন কল্প প্রলয় মহাপ্রলয়েষু সংসারিণঃ পুরুষানুদ্ধরিষ্যামীতি। তথাচোক্তং—আদিবিদ্বান্ নির্ম্মাণচিত্ত মধিষ্ঠায় কারুণ্যাদ্ ভগবান্ পরমর্ষি রাসুরয়ে জিজ্ঞাসমানায় তন্ত্রং প্রোবাচেতি॥ ২৫॥

ঈশ্বর উৎকৃষ্ট বুদ্ধি (অনুগ্রহ করিয়া) গ্রহণ করেন। সুতরাং তাঁহাতে ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি আছে। এতদ্বিষয়ে 'স্বয়ং বেদই প্রমাণ' বলা হইল, এক্ষণে 'অনুমান প্রমাণও আছে,' বলিতেছেন।—সর্ব্বজ্ঞতা যাহাতে থাকে সেই সর্ব্বজ্ঞ। সর্ব্বজ্ঞ, ও জ্ঞান ক্রিয়াশক্তি বিশিষ্ট একই কথা। অতএব সেই পুরুষবিশেষকে (ঈশ্বরকে) এক্ষণে অনুমান দ্বারা সর্ব্বজ্ঞ স্বরূপ করা যাউক। অতীত অনাগত ও বর্ত্তমান এই কালত্রয়ে এক একটি বা সমুদায়রূপে অবস্থিত অতীন্দ্রিয় বিষয় সকলের যে বোধ, উহা কাহারও অল্প কাহারও বা অধিক,—ইহাই ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতার মূল। অর্থাৎ জাগতিক এই তরতম (নূনাধিক) জ্ঞান যেখানে গিয়া শেষ সীমা প্রাপ্ত, তিনিই সর্ব্বজ্ঞ। এতদ্বিষয়ে অনুমান এইরূপ,—সর্ব্বজ্ঞ মূল এই তরতম জ্ঞান, অবশ্য কোনোখানে না কোনোখানে শেষ সীমা প্রাপ্ত, যেহেতু ইহাতে তরতমভাব আছে। যেমন পরিমাণ। অতএব জ্ঞানোন্নতির শেষসীমা প্রাপ্তবান্ পুরুষই পুরুষ বিশেষ এবং তিনিই সর্ব্বজ্ঞ। যৎ তৎ শব্দ ঘটিত হওয়াতে ইহা সামান্য আকার অনুমান হইল। হউক, তাহাতে আর ক্ষতি কি। ঈশ্বরের বিশেষ বিশেষ গুণ জানা আবশ্যক, তাহা তাঁহার সংজ্ঞাবিশেষ দ্বারা অবগত হও। সংজ্ঞাবিশেষ অবগতির জন্য অনুমানের আবশ্যক কি, বেদ স্মৃত্যাদি অনেকানেক আগম শাস্ত্র আছে, সেই সকল অন্বেষণ করিয়া লও। এক্ষণে একটি সন্দেহ আছে। ঈশ্বর সৃষ্টির জন্য উৎকৃষ্ট বুদ্ধি গ্রহণ করিয়াছেন একথা যদি বিশ্বাস্য হয় তবে তিনি কাজে কাজেই জ্ঞান ক্রিয়া শক্তি যুক্ত (সর্ব্বজ্ঞ)। কিন্তু আদৌ তাঁহার উৎকৃষ্ট বুদ্ধি-গ্রহণই নির্যৌক্তিক বলিয়া বোধ হইতেছে, যেহেতু তিনি সর্ব্বকাম। সর্ব্বকামের স্পৃহা কৈ? স্পৃহা (প্রয়োজন) অভাবে তাঁহার বুদ্ধি-গ্রহণ কিরূপে সম্ভব হইবে? সত্য বটে,

তিনি নিস্পৃহ, নিজ স্বার্থ তাঁহার কিছুমাত্র নাই কিন্তু তিনিত করুণাময়। করুণাময়, করুণা করিয়া প্রাণিগণের উদ্ধারার্থ জ্ঞান ক্রিয়া-শক্তি স্বীকার করিয়াছেন। প্রাণিগণের উদ্ধার তাঁহার প্রয়োজন। কল্প প্রলয়ে এবং মহাপ্রলয়ে সংসারী জীবগণকে জ্ঞানধর্ম্মোপ-দেশ দ্বারা * উদ্ধার করিব ঈদৃশ তদীয় ইচ্ছা তাঁহার উৎকৃষ্ট বুদ্ধি গ্রহণের প্রবর্তক। ফলতঃ ঈশ্বরের কথা দূরান্তাং করুণাপ্রযুক্ত জ্ঞান ধর্ম্মোপদেশ তদীয় অবতার মধ্যেও প্রসিদ্ধ আছে। যথা—"আদিবিদ্বান্ পর-মর্ষি ভগবান কপিলদেব, কৈবল্য লাভে নি-স্পৃহ হইয়াও করুণা করিয়া নির্ম্মাণ চিত্ত অবলম্বন পূর্ব্বক তত্ত্বজিজ্ঞাসু আসুরিকে জ্ঞান ধর্ম্মোপদেশক শাস্ত্র উপদেশ করেন।" ॥ ২৫ ॥

ভাষ্য। স এষঃ—

১ পাঃ ২৬ সূঃ।

পূর্ব্বেষামপি গুরুঃ কালেনানবচ্ছেদাৎ।

ভাষ্য। পূর্ব্বে হি গুরবঃ কালেনাবচ্ছিদ্যন্তে। যত্রাবচ্ছেদার্থেন কালো নোপাবর্ত্ততে স এষঃ পূর্ব্বেষা-মপি গুরুঃ। যথাস্য সর্গস্যাদৌ প্রকর্ষগত্যা সিদ্ধস্ত-থাতিক্রান্তসর্গাদিষ্বপি প্রত্যেতব্যঃ॥ ২৬॥

ব্রহ্মাদি সৃষ্টিকর্ত্তারাও প্রকৃত স্রষ্টা ন-হেন। যেহেতু জীবগণের ন্যায় তাঁহারাও কালের অধীন। ফলতঃ সেই প্রকৃত স্রষ্টা যা ঈশ্বর যেখানে কাল সমীপস্থ হইতে পারে না। ‡ বর্ত্তমান সৃষ্টির প্রথমে যেমন ঈশ্বর প্রকৃষ্ট বুদ্ধি (জ্ঞান ক্রিয়াশক্তি) গ্রহণ করেন স্থির হইল তদ্রূপ তৎপূর্ব্ব পূর্ব্ব সৃষ্টি সম্বন্ধেও ব্যবস্থা আছে জানিবে। অর্থাৎ সৃষ্টিও অনন্ত

* ঈশ্বর প্রণীত বেদকে 'জ্ঞান ধর্ম্মোপদেশ' কহে।

† কপিলকে ঈশ্বরের পঞ্চম অবতার বলিয়া ভা-গবতাদি পুরাণে স্বীকার করা হইয়াছে। পঞ্চ শিখা-চার্য্য তাহা স্বীকার করেন না, সেই জন্যই তদীয় উক্তিতে এইরূপ প্রকাশ পাইল।

‡ অর্থাৎ আমাদের ন্যায় ব্রহ্মাদি দেবগণেরও পরিমিত আয়ু আছে, কিন্তু ঈশ্বর অপরিমিত আয়ু অর্থাৎ জীবন কাল নির্দ্দিষ্ট নাই। নিত্য জীবন।

ঈশ্বরের বুদ্ধিসত্ত্ব গ্রহণও অসংখ্য, অগণনীয়। মহা প্রলয়ে বুদ্ধিসত্ত্ব প্রধানে লীন হয় কেবল প্রণিধান বাসনা * টুকু থাকিয়া যায়। সুত-রাং মহাপ্রলয়ের পর যে প্রথম সৃষ্টি, ঈশ্বরীয় বুদ্ধিসত্ত্ব সেই সময়ে তাঁহার নিকট অভিব্যক্ত হয়। অকস্মাৎ অভিব্যক্ত হয় না। প্রণি-ধান বাসনাই তখন বুদ্ধিসত্ত্বরূপে পরিণত হয়॥ ২৬॥

১ পাঃ) তস্য বাচকঃ প্রণবঃ (২৭ সূঃ

ভাষ্য। বাচ্য ঈশ্বরঃ। প্রণবস্য কিমস্য সংকেত-কৃতং বাচ্যবাচকত্বং অথ প্রদীপপ্রকাশবদবস্থিতমিতি। স্থিতোঽস্য বাচ্যস্য বাচকেন সহ সম্বন্ধঃ সঙ্কেতস্ত্বীশ্বরস্য স্থিতমেবার্থমভিনয়তি। যথাবস্থিতঃ পিতাপুত্রয়োঃ সম্বন্ধঃ সঙ্কেতেনাবদ্যোত্যতে—অয়মস্য পিতা অয়মস্য পুত্র ইতি। সর্গান্তরেষ্বপি বাচ্যবাচকশক্ত্যপেক্ষ-স্তথৈব সঙ্কেতঃ ক্রিয়তে॥ ২৭ ॥

প্রণব (ওঁ) সেই ঈশ্বরের বাচক। ঈশ্বর প্রণবের বাচ্য। প্রণব ও ঈশ্বরের পরস্পর বাচ্য বাচক ভাব সম্বন্ধ আছে। এই দুয়ের বাচ্যবাচক ভাব কি ঈশ্বরের সঙ্কেত জন্য, অথবা সঙ্কেত, স্থিত অর্থের প্রদীপ প্রকাশ-বৎ প্রকাশক মাত্র, সুতরাং তদ্দ্বারা ঈশ্বর ও প্রণবের বাচ্যবাচক ভাবটি প্রকাশিত হয় এই মাত্র? শেষ পক্ষই ঠিক। অতএব ইহা স্থির হইল যে, ঈশ্বররূপ বাচ্যের ওঁকার রূপ বাচক শব্দের সহিত সম্বন্ধ (বাচ্যবাচক ভাব) নিত্য, তবে ঈশ্বর, সৃষ্টির আদিতে অন্যান্য

* জাগ্রৎ অবস্থায়, শয়ন সময়ে "আমি আজ ৪ টা রাত্রিতে উঠিব" এইরূপ প্রণিধান করিয়া শয়ন করিলে (এই শয়ন অর্থাৎ সুষুপ্তিকাল মহাপ্রলয়ের দৃষ্টান্ত স্থানা-পন্ন) প্রণিধান নষ্ট হয় সত্য, কিন্তু তাহার বাসনা, পুরুষে থাকে, সেটুকু আর যায় না; সুতরাং সে ঠিক সেই সম-য়েই উঠিয়া থাকে। সেইরূপ মহাপ্রলয় সময়ে প্রণি-ধান পর্য্যন্ত লীন হইলেও ঈশ্বরে তাহার বাসনা থাকে উহাই পুনঃ সৃষ্টির আদিতে বুদ্ধিসত্ত্বরূপে পরিণত হয়। ঈশ্বর তাহা গ্রহণ করিয়া সৃষ্টি করেন। ঈশ্বরের প্রণি-ধান কি? "আমি মহাপ্রলয়ের পর আবার সৃষ্টি করিয়া কষ্ট দুঃখিত জীবগণকে জ্ঞান ধর্ম্মোপদেশ দ্বারা উদ্ধার করিব' ঈদৃশ ইচ্ছার গ্রহণই ঈশ্বরের প্রণিধান। এস্থলে বহুতর বিচার আছে। বাহুল্য ভয়ে আলোচনা করি-লাম না। লেঃ

ঘটপটাদি শব্দের ন্যায় ওঁ শব্দেও সংকেত করেন অর্থাৎ "অমুক শব্দ হইতে অমুক অর্থ অবগত হও" এইরূপ ইচ্ছা করেন, কিন্তু ঘটপটাদি শব্দ ও ঘটপটাদি অর্থ সকলের পরস্পর যেমন বাচ্যবাচক ভাব তদ্দ্বারা (সংকেত দ্বারা) নূতন সৃষ্টি করেন তদ্রূপ ওঁ শব্দ ও তদর্থ সম্বন্ধে ঐরূপ বাচ্যবাচক ভাব, সংকেত দ্বারা নূতন কিছু সৃষ্টি করেন নাই। (প্রদীপ যেমন স্থিত বস্তুর প্রকাশ মাত্র করে নূতন প্রস্তুত করে না, সেই রূপ) কেবল প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র। যেমন অজ্ঞাত-পুরুষকে তৃতীয় ব্যক্তি যদি পিতা পুত্র সম্বন্ধ যুক্ত ব্যক্তিদ্বয়কে সঙ্কেত দ্বারা সম্বন্ধটি বুঝাইয়া দেয় অর্থাৎ ইনি ইহাঁর পিতা এবং উনি ইহাঁর পুত্র এইরূপ সঙ্কেত অবগত করাইয়া দেয় তাহা হইলে সে অবস্থায় অবশ্য বলিতে হইবে পিতাপুত্রের সম্বন্ধ সঙ্কেতদ্বারা কিছু নূতন সৃষ্ট হয় নাই কিন্তু প্রদীপ প্রকাশবৎ স্থিত সম্বন্ধের প্রকাশ হইয়াছে মাত্র, তদ্রূপ এখানেও বুঝিতে হইবে। ফলতঃ প্রলয় হইলে অন্যান্য শব্দার্থ সকলের বাচ্যবাচক ভাব নষ্ট হয় কিন্তু ওঁ শব্দের বাচ্যবাচক ভাব নষ্ট হয় না। প্রতি সৃষ্টিতেই সমান থাকে। সুতরাং প্রতি সৃষ্টিতেই ঈশ্বরে ওঁশব্দের সংকেত উহাদের বাচ্যবাচক শক্তি সাপেক্ষ থাকিল। অর্থাৎ সকল সৃষ্টিতেই বাচক প্রণব ও বাচ্য ঈশ্বরের পরস্পর বাচ্যবাচকতা শক্তি সঙ্কেত দ্বারা প্রকাশ হয় মাত্র। প্রসঙ্গ ক্রমে ইহা বলা অসঙ্গত নহে যে, আগমিক (বৈদিক পণ্ডিত) গণ সকল শব্দার্থেরই সম্বন্ধকে (বাচ্যবাচক ভাব) নিত্য বলেন কিন্তু সেটি ব্যবহার পরম্পরার সৌসাদৃশ্য মূলক মাত্র, কুটস্থ নিত্যতা মূলক নহে॥ ২৭॥

ভাষ্য। বিজ্ঞাতবাচ্যবাচকত্বস্য যোগিনঃ।—

১ পাঃ) তজ্জপস্তদর্থ ভাবনম্ (২৮ সূঃ

ভাষ্য। প্রণবস্য জপঃ, প্রণবাভিধেয়স্য চেশ্বরস্য ভাবনম্। তদস্য যোগিনঃ প্রণবং জপতঃ প্রণবার্থঞ্চ ভাবয়তশ্চিত্ত মেকাগ্রং সম্পদ্যতে; তথাচোক্তং "স্বাধ্যায়াদ্ যোগ মাসীত, যোগাৎ স্বাধ্যায় মামনেৎ। স্বাধ্যায় যোগসম্পত্ত্যা পরমাত্মা প্রকাশতে' ইতি॥ ২৮॥

যোগির উচিত প্রথমে প্রণব ও ঈশ্বরের বাচ্যবাচক ভাব জ্ঞাত হওয়া, অনন্তর তাঁহাদিগকে প্রণবের জপ এবং প্রণব-বাচ্য ঈশ্বরের ভাবনা করিতে হইবে। এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে চিত্ত একাগ্র হয়। এবিষয়ে বৈয়াসিকী গাথা, এরূপ আছে যথা—"প্রণবের জপ করিয়া ঈশ্বরের ভাবনা করিবে। ঈশ্বরের ভাবনার পর পুনশ্চ প্রণব জপ করিবে। এইরূপে পর্য্যায়ক্রমে একবার জপ ও একবার তদর্থ চিন্তন করিতে করিতে পরমাত্মা প্রকাশিত হইয়া থাকেন"॥ ২৮॥

ভাষ্য। কিঞ্চাস্য ভবতি?

১পাঃ। ২৯ সূঃ

ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়া ভাবশ্চ॥

ভাষ্য। যে তাবদন্তরায়াঃ ব্যাধিপ্রভৃতয়স্তে তাবদীশ্বরপ্রণিধানান্ন ভবন্তি। স্বরূপদর্শন মপ্যস্য ভবতি। যথৈবেশ্বরঃ পুরুষঃ শুদ্ধঃ প্রসন্নঃ কেবলো ঽনুপসর্গঃ, তথায় মপি বুদ্ধেঃ প্রতিসংবেদী যঃ পুরুষ এব মধিগচ্ছতি॥ ২৯॥

প্রণবজপ ও প্রণবার্থের পুনঃ পুনঃ চিন্তন করিলে যোগির কি লাভ হয়? জীব-স্বরূপের জ্ঞান এবং যোগ বিঘ্ন সকলের নিবৃত্তি এই দুইটি। ব্যাধি স্ত্যান প্রভৃতি যোগ-বিঘ্ন কর কতিপয় অন্তরায় (বিঘ্ন) আছে, ঈশ্বর প্রণিধান বলে সে সকল আর নিকটস্থ হইতে পারে না। এবং যোগীগণ আপন আপন প্রকৃত স্বরূপ অনায়াসে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। অর্থাৎ যেমন ঈশ্বর, পুরুষ শুদ্ধ প্রসন্ন কেবল (ধর্ম্মাধর্ম্মমুক্ত) ও অনুপসর্গ (অসঙ্গ) তদ্রূপ আমিও (জীবও) পুরুষ, শুদ্ধ প্রসন্ন কেবল ও অনুপসর্গ এইরূপ প্রত্যক্ষ হয়। আমি কে? যিনি বুদ্ধি-গত

কর্ত্তৃত্বাভিমানী হইয়া ঈশ্বরোপাসনায় প্রবৃত্ত ॥ ২৯ ॥

ভাষ্য। অথ কে অন্তরায়াঃ? যে চিত্তস্য বিক্ষেপকাঃ। কে পুন স্তে, কিয়ন্তো বা? ইতি—

সেই সকল অন্তরায় কাহারা? যাহারা চিত্তের চাঞ্চল্য জন্মায়. তাহারা। তাহাদের নাম কি এবং সমুদয়ে তাহারা কিয়ৎ সংখ্যক? এতদুত্তরে—

পাং। ৩০ স

ব্যাধিস্ত্যানসংশয়প্রমাদালস্যাবিরতিভ্রান্তিদর্শনালব্ধভূমিকত্বানবস্থিতত্বানি চিত্তবিক্ষেপকা স্তেঽন্তরায়াঃ ॥

ভাষ্য। নবান্তরায়াশ্চিত্তস্য বিক্ষেপাঃ। সহৈতে চিত্তবৃত্তিভির্ভবন্তি। এতেষামভাবে ন ভবন্তি পূর্ব্বোক্তাশ্চিত্তবৃত্তয়ঃ। ব্যাধি র্ধাতুরসকরণবৈষম্যং (১) স্ত্যানং অকর্ম্মণ্যতা চিত্তস্য (২) সংশয়ঃ উভয়কোটিস্পৃগ্ বিজ্ঞানং—স্যাদিদ মেবং নৈবং স্যাদিতি (৩) প্রমাদঃ সমাধিসাধনানা মভাবনং (৪) আলস্যং কায়স্য চিত্তস্য চ গুরুত্বা দপ্রবৃত্তিঃ (৫) অবিরতি শ্চিত্তস্য বিষয়সংপ্রয়োগাত্মা গর্দ্ধঃ (৬) ভ্রান্তিদর্শনং বিপর্য্যয়জ্ঞানং (৭) অলব্ধভূমিকত্বং সমাধিভূমে রলাভঃ (৮) অনবস্থিতত্বং যল্লব্ধায়াং ভূমৌ চিত্তস্যাপ্রতিষ্ঠা সমাধিপ্রতিলম্ভে হি সতি তদবস্থিতং স্যাদিতি (৯) এতে চিত্তবিক্ষেপাঃ নব যোগমলা যোগপ্রতিপক্ষা যোগান্তরায়া ইত্যভিধীয়ন্তে ॥ ৩০ ॥

চিত্তের চাঞ্চল্যকারী নয়টি অন্তরায়। ইহারা পূর্ব্বোক্ত চিত্তবৃত্তির সহভাবী। ইহাদের অভাবে পূর্ব্বোক্ত চিত্তবৃত্তি সকল প্রাদুর্ভূত হয় না।

(১) ধাতু রস ও করণগণের বৈষম্যই ব্যাধি। শরীরাশ্রয় বাত পিত্ত শ্লেষ্মা এই তিনটি মূল ধাতু। তদিতর মেদ মজ্জা শুক্র প্রভৃতি কতিপয় শরীরাশ্রিত ধাতু আছে, সে সকলও গ্রহণ করিতে পার। ভুক্ত ও পীত আহারের যে প্রথম পরিনাম তাহাকে রস কহে। করণ ইন্দ্রিয়। এই সকলের শরীরোপযুক্ত অবস্থানই সাম্য এবং তদ্বিপরীততাই বৈষম্য। এই বৈষম্যই ব্যাধি নামক অন্তরায়। অর্থাৎ বিঘ্ন।

২ স্ত্যান। চিত্তের অকর্ম্মণ্যতাকে স্ত্যান কহে। অকর্ম্মণ্যতা—কর্ম্মকরণাসামর্থ্য।

৩ সংশয়। যে জ্ঞান বিরুদ্ধ পক্ষদ্বয় আশ্রয় করে, অর্থাৎ ইহা হইবে কি না এইরূপ ভাবাভাবাবগাহি হয় তাহাকে সংশয় কহে।

৪র্থ প্রমাদ। সমাধি-সাধন ক্রিয়া সকলের অননুষ্ঠানকে প্রমাদ কহে

৫ম আলস্য। শরীর ও চিত্তের গুরুত্ব(*) জন্য সমাধিকার্য্যে অপ্রবৃত্তি।

৬ষ্ঠ অবিরতি। চিত্তের বিষয় ভোগার্থ তৃষ্ণা।

৭ম ভ্রান্তিদর্শন। বিপর্য্যয় জ্ঞান। †

৮ম অলব্ধ ভূমিকত্ব। সমাধি অবস্থার অলাভ।

৯ম অনবস্থিতত্ত্ব। "মধুমতী" "মধুপ্রতীকা" "বিশোকা" ও "জ্যোতিষ্মতী" এই সকল সমাধির ভূমি অর্থাৎ এক একটি পর পর অবস্থা বিশেষ। এই সকল অবস্থার মধ্যে বহুকষ্টে প্রথমটি লাভ হইলেও দ্বিতীয়টী লাভার্থ চিত্তের ব্যাকুলতাতে যে প্রথমটিরও অলাভ তাহাকে অনবস্থিতত্ব কহে। ফলতঃ সমাধি লাভ হইলে চিত্ত যে অবস্থা প্রাপ্ত হইবে সেই অবস্থাতেই থাকিবে।

এই নয়টি, চিত্ত বিক্ষেপক, যোগমল, যোগপ্রতিপক্ষ, এবং যোগান্তরায় নামে শাস্ত্রে অভিহিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ চিত্তের চাঞ্চল্য জন্মায় এইহেতু চিত্তবিক্ষেপক, যোগের মলস্বরূপ সুতরাং যোগমল যোগের প্রতিবন্ধ করে তজ্জন্য যোগপ্রতিপক্ষ এবং যোগের অন্তরায় (বিঘ্ন) স্বরূপ এই জন্য যোগান্তরায় নাম হইয়াছে ॥ ৩০

* গুরুত্ব আহারাদির বৈষম্য নিবন্ধন তমোগুণের আধিক্যবশত হইয়া থাকে।

† বিপর্য্যয় মিথ্যা জ্ঞানকে কহে। ইহা পূর্ব্বে নিরূপিত হইয়াছে।

পরলোক তত্ত্ব।

হিন্দু শাস্ত্রমূলক।

প্রথম অধ্যায়।

স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ শরীর।

॥ ১ ॥ শাস্ত্রের মধ্যে এমন অনেক তত্ত্ব আছে যাহা প্রকৃতি বিষয়ক জ্ঞান ব্যতীত বুঝা যায় না, অতএব প্রকৃতির যে অংশের জ্ঞানলাভ হইলে যে তত্ত্ব সহজে বুঝা যায় অগ্রে সেই অংশের সংক্ষেপ মর্ম্ম জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন। "স্থূল সূক্ষ্ম কারণ শরীর" এ সমস্ত নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিবার অগ্রে প্রকৃতি-ঘটিত যে সকল কথা জানা উচিত তাহা নিম্নে বলিতেছি।

প্রকৃতি ঈশ্বরেরই সৃষ্টিশক্তি। শাস্ত্রে তাঁহার দুই পক্ষ গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে "সদ-সদাত্মিকা" বিশেষণ দিয়াছেন। তিনি সৃষ্টি-কালে যখন ব্যক্ত হন তখনই তাঁহার "সৎ" পক্ষের আবির্ভাব হয় এবং প্রলয়কালে যখন পুনঃ অব্যক্তাবস্থা লাভ করেন তখনই তিনি "অসৎ" পক্ষ অবলম্বন করেন।

তাঁহার "সৎ" পক্ষ প্রকটিত-দ্রব্য ধাতু বিশিষ্ট,উজ্জ্বল ও চঞ্চল গুণযুক্ত। এই সমস্ত জগৎ সেই পক্ষের পরিণাম। আকাশাদি ক্রমে পঞ্চভূত, তদন্তর্গত সূর্য্য চন্দ্র তারাগণ বিনির্ম্মিত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, জীবের মনঃ সহিত একাদশ ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি, পঞ্চপ্রাণ, স্থূলশরীর এবং তৎসমূহের দীপ্তিদাতা দেবগণ এ সমস্তই দ্রব্য ধাতুবিশিষ্টা প্রকৃতির বিকার।

তাঁহার "অসৎ" পক্ষ অপ্রকটিত দ্রব্য ধাতু বিশিষ্ট, ঐ সমস্ত পদার্থের অব্যক্ত বীজ স্বরূপ, নিরাকার, বাক্য মনের অগোচর, তমঃস্বভাব বিশিষ্ট এবং সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের লয়স্থান

ঐ উভয়পক্ষই দ্রব্য ধাতুবিশিষ্ট। প্রলয় কালে সমস্ত পদার্থ সমস্ত ইন্দ্রিয়, সমস্ত দেবগণ, তাঁহাতে অব্যক্তরূপে অবস্থিতি করে। সৃষ্টিকালে তাহারা ব্যক্ত হয়। সুতরাং প্রলয় সময়েও কোন ভূতের বা ইন্দ্রিয়ের দ্রব্যত্ব তিরোহিত হয় না কেবল অব্যক্ত থাকে এই মাত্র। সেই দ্রব্য ধাতু কখনও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না; কেন না, প্রলয়-প্রলয়ান্তে তাহা হইতে ব্রহ্মাণ্ড পুনঃ পুনঃ অঙ্কুরিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া থাকে।

ফলতঃ অবস্থা বিশেষে ঐ দ্রব্য ধাতুর আত্যন্তিক বিনাশ হইয়া থাকে। সেরূপ বিনাশ সার্ব্বভৌমিক নহে। সুতরাং তা-হাতে সৃষ্টির আত্যন্তিক উচ্ছেদ হয় না। কোন্ অবস্থায়,কাহার সম্বন্ধে, কিরূপ ফলের সহিত ঐ সৃষ্টি-বীজস্বরূপ দ্রব্য ধাতুর বিনাশ হয় তাহা বলা যাইতেছে।

সৃষ্টি সম্বন্ধে প্রকৃতি যেমন সদসদাত্মিকা ও দ্রব্য ধাতু বিশিষ্টা, জ্ঞানের দৃষ্টিতে তিনি সেইরূপ একেবারেই পূর্ণ অসদাত্মিকা এবং মায়ামাত্র। জ্ঞান প্রকৃতির বিনাশক।

॥ ২ ॥ শাস্ত্রানুসারে জীবের ভোগের নিমিত্তে এই সৃষ্টি রূপ ঐশ্বর্য্য বিস্তৃত হয়। কি বাহ্য জগত, কি ইন্দ্রিয় প্রাণ, কি মান-বিক প্রকৃতি সমস্তই জীবের ভোগ্য প্রাকৃ-তিক মহৈশ্বর্য্য বিশেষ।

যদি ভোক্তাস্বরূপ জীব না থাকিত এবং ভোগের প্রয়োজন না হইত তবে ঈশ্বরীয় শক্তিস্বরূপিণী প্রকৃতি নাম্নী পরমমাতা স্থূল সূক্ষ্ম বসনে ভূষিত হইয়া সূর্য্য চন্দ্র খচিত, তেজ বায়ু বারি মৃত্তিকাবিরচিত, ধনধান্য পূর্ণ অপূর্ব্ব ব্রহ্মাণ্ডরূপে পরিণত হইতেন না এবং জীবের হৃদয়াকাশেও মানসিক প্রকৃতি-রূপে সূক্ষ্মাকারে অধিষ্ঠান করিতেন না।

প্রকৃতি অনাদি অনন্ত, জীবও অনাদি অনন্তকালে বিদ্যমান। জীবের সন্নিধানে প্রকৃতি রূপ পরমৈশ্বর্য্য অনাদিকাল হইতে উপস্থিত থাকায় জীবেতে তদ্ভোগার্থ বাস-

নার উদয় হয়। সে বাসনাও প্রকৃতির সূক্ষ্ম রূপান্তর মাত্র

সেই বাসনাকে চরিতার্থ করিবার নিমিত্তে প্রকৃতির নিয়ামক পরমেশ্বরের নিয়মে প্রকৃতির গর্ভ হইতে এই অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য-যুক্ত ব্রহ্মাণ্ড আবির্ভূত হয়। তাহা পঞ্চভূত, অন্ন, জল, বল, বীর্য্য, মন, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয় প্রভৃতিদ্বারা জীবের সেবা করিয়া থাকে

॥৩॥ উক্ত প্রকৃতি স্বরূপিণী রাজলক্ষ্মীকে সম্ভোগদ্বারা জীবের বাসনা নিবৃত্তি হইলেই প্রকৃতির কর্ম্ম সমাধা হয়। তখন যেমন ভোগসাধিনী কুলটা নারী সম্ভোগে অসক্ত বৃদ্ধ পতিকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্রে প্রস্থান করে, সেইরূপ অনাদি কাম কর্ম্ম বীজ স্বরূপিণী প্রকৃতি ঐ নিষ্কাম পুরুষকে অবাধে ত্যাগ করিয়া থাকেন।

তখন ঐ পুরুষের মানসিক প্রকৃতি ভর্জ্জিত বীজবৎ অঙ্কুরোৎপাদনে অসমর্থ হয়। সুতরাং যতদিন এ সংসারে জীবিত থাকেন, ততদিন সন্ন্যাসীর ন্যায় কালাতিপাত করেন। কালপ্রাপ্তে তাঁহার দেহারম্ভক ভূতগণ বাহ্য প্রকৃতিতে লীন হয় এবং বাসনাশূন্যতা বশতঃ আন্তরিক প্রকৃতি ইন্দ্রজালবৎ তিরোহিত হইয়া যায়।

তিনি চান না বলিয়া আর তাঁহার প্রকৃতি ভোগ হয় না, সংসারে আসিতে হয় না, সুতরাং আর জন্ম হয় না। তাঁহার সম্বন্ধে এই সৃষ্টি বিলুপ্ত হয়, সকল বন্ধন ক্ষয় হয়, হৃদয় গ্রন্থির ভেদ হয়। তিনি কেবল পরমাত্মস্বরূপ লাভ করেন।

॥৪॥ মহামায়াস্বরূপিণী পরমা প্রকৃতির ঐ পর্য্যন্তই উদ্দেশ্য। তিনি জীবকে মাতার ন্যায় প্রতিপালন পূর্ব্বক, স্ত্রীর ন্যায় তোষণ পূর্ব্বক জলদবিস্ফারিত সৌদামিনীর ন্যায় অন্তর্ধান করেন। জীব তখন পরমাত্মস্বরূপ স্বাধীনতা লাভ করিয়া থাকেন। তাহারই নাম ব্রহ্মলাভ।

এইরূপ স্বাধীনতা, যে জীবের পক্ষে উপস্থিত হয় সেই জীবমাত্র মুক্ত হন। প্রকৃতি কেবল তাঁহাকেই ত্যাগ করেন; কিন্তু সে সময়ে অন্যান্য জীবের পক্ষে তাঁহার প্রভাব সম্পূর্ণ বিদ্যমান্ থাকে। তাঁহারদের পক্ষে অনাদি অনন্ত এবং প্রবাহ রূপে নিত্য সৃষ্টিক্রিয়া চলিতে থাকে। যদ্রূপ রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া এক ব্যক্তির জ্ঞান ও তাদৃশ জ্ঞান জন্য রজ্জুতে সর্পভ্রম নিবারিত এবং তজ্জন্য ভয় বিগত হইলেও, অন্যান্য ব্যক্তি তখনও সেই রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভাবিতে পারে এবং তাদৃশ ভ্রম দৃশ্য হইতে তাহাদের ভয় জন্মিতে পারে, সেইরূপ কোন এক ব্যক্তির পক্ষে প্রকৃতির বন্ধন রহিত হইলেও অপর সকলের পক্ষে তাহা রহিত হয় না।

যাঁহার পক্ষে রহিত হয় তাঁহারই ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন মুক্তিপদ লাভ হয়। ঐ পদ ভূলোকাবধি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত স্থূল সূক্ষ্ম সৃষ্টি প্রবাহের পরপারে এবং প্রকৃতির অনন্ত মায়াচক্রের উপরিভাগে প্রতিষ্ঠিত। ঐ স্থানে উখানই জীবের শেষগতি এবং নির্ব্বাণাখ্য পরমপদ। ঐ অবস্থায় অলৌকিক প্রেমানন্দযুক্ত একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানই জীবকে আশ্রয় করে।

॥৫॥ ঐ জ্ঞানরূপ মিহিরের উদয়ে প্রকৃতি তাঁহার সমগ্র শক্তি ও আবির্ভাবের সহিত বিগত হন। তাঁহার বিরচিত বুদ্ধি, বিদ্যা, জ্ঞান, ধর্ম্ম, পুণ্য, পাপ এবং অদৃষ্ট নিঃশেষে বিনষ্ট হইয়া যায়। এই অবস্থা উপলক্ষে শাস্ত্রে প্রকৃতিকে পরমার্থতঃ মিছা-মায়া বলেন। এবং তাঁহার সৃষ্ট্যুপযোগী দ্রব্যত্ব প্রভৃতি গুণ সমূহ যাহা কিছুদিন সত্যের ন্যায় দেখা যায়, তাহাকে স্বরূপতঃ

ইন্দ্রজাল বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। এই ভাবের ভাবুক হইয়া শাস্ত্র অনেক স্থলে "ভৌতিক প্রস্থান" ত্যাগ পূর্ব্বক "আহঙ্কারিক প্রস্থানের" পক্ষপাতী হইয়াছেন।

আহঙ্কারিক প্রস্থানের তাৎপর্য্য এই যে, কিছুই প্রকৃত ভৌতিক বা দ্রব্য ধাতু বিশিষ্ট নহে। প্রকৃতি জীবের বাসনাস্থানে থাকিয়া ভোগায়তনরূপ স্থূল সূক্ষ্ম দেহ এবং ভোগ জন্য এই মায়াময় জগৎ রচনা করিতেছে। সে সমস্ত অহঙ্কারবশতঃ অর্থাৎ দ্বৈতজ্ঞানাত্মক "অহং" ও "ইদং" ভাব সমুদ্ভূত বাসনাধিকারে সত্যের ন্যায় দেখা যাইতেছে। জ্ঞানোদয়ে ইন্দ্রজালবৎ তিরোহিত হইবেক।

॥ ৬ ॥ এতদূরে স্থূল সূক্ষ্ম কারণ শরীর বুঝিবার সুবিধা হইবে বিবেচনায় নিম্নে তাহার বিবরণ দেওয়া যাইতেছে।

পূর্ব্বে বলা গিয়াছে যে, জীবেতে যে প্রকৃতি জনিত বাসনা থাকে তাহাও প্রকৃতির রূপ। সেই বাসনা সুসিদ্ধি জন্য জীব কর্ম্মদ্বারা যে ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ চরিত্র উপার্জ্জন করেন তাহাও প্রকৃতির রূপান্তর। সেই রূপান্তরিত প্রকৃতিই অদৃষ্ট। সেই অদৃষ্ট জৈবিক প্রকৃতি নামে এবং স্থূলতর দ্রব্য ধাতু বিশিষ্ট প্রকৃতি বাহ্য প্রকৃতি নামে কথিত হয়।

"অন্নাৎ প্রাণোমনঃ সত্যং লোকাঃ কর্ম্মসুচামৃতং" (১ম মণ্ডুকে ৮)

অব্যাকৃত অন্নস্বরূপিণী প্রকৃতিই "প্রাণ" অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ; মনঃ অর্থাৎ জৈবিক প্রকৃতি, "সত্য" অর্থাৎ পঞ্চভূত, "লোকাঃ" অর্থাৎ পঞ্চভূত বিরচিত ভূরাদিলোক মণ্ডল, "কর্ম্ম" অর্থাৎ সেই সকল লোক মণ্ডলের অধিবাসীগণের বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম এবং "অমৃত" অর্থাৎ সেই সমস্ত কর্ম্মের ফল প্রভৃতিরূপে যথাক্রম কারণতা অবলম্বন পূর্ব্বক পরিণত হয়েন। তাহার এই স্থূল সূক্ষ্ম মহিমা সর্ব্বশাস্ত্র একতানে গান করিয়া থাকেন।

যখন প্রলয়দ্বারা জগৎসংসার সূক্ষ্মাৎসূক্ষ্ম অব্যাকৃত মূল প্রকৃতিতে বিলীন হয় তখন জৈবিক প্রকৃতি ও বাহ্য প্রকৃতি উভয়েই স্ব স্ব আপেক্ষিক স্থূল সূক্ষ্ম আকৃতি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক তাহাতে লয় পাইয়া থাকে। জৈবিক প্রকৃতি নিরুদ্ধ বৃত্তিতে এবং বাহ্য প্রকৃতি অব্যক্তভাবে তাহাতে লীন হয়। ভেদজাত সকল বিনষ্ট হইয়া ঐ উভয় ধর্ম্মবিশিষ্টা একমাত্র প্রকৃতি ভাবি সৃষ্টির বিশেষ বিশেষ বীজের সহিত অব্যক্তভাবে অবস্থিতি করেন।

পুনর্ব্বার সৃষ্টিকালে জীব সকল যেমন স্ব স্ব অদৃষ্ট অর্থাৎ জৈবিক প্রকৃতির সহিত প্রকটিত হন, সেইরূপ বাহ্য প্রকৃতিও দ্রব্যরূপে প্রকটিত হইয়া ভোগ্যবস্তু স্বরূপে পরিণত হয়েন। তাহাতে ইন্দ্রিয়াদি সম্পন্ন দেহ ও তদ্ভোগ্য অন্নাদি জন্মে।

॥ ৭ ॥ এস্থলে প্রকৃতিই অদৃষ্টরূপে সৃষ্টির উত্তেজিকা এবং প্রকৃতিই ভোগ্যবস্তুরূপে সৃষ্টির উত্তর সাধিকা। প্রলয়দ্বারা জগৎসংসার অদৃশ্য হইলে সেই প্রকৃতিরূপ বীজের ধ্বংস হয় না। সুতরাং প্রকৃতিই সর্ব্বভূতের কারণ শরীর। কেন না, সর্ব্বভূতের কারণতা তাঁহাতেই অবস্থিতি করে।

যতদিন বাসনামূলক জৈবিক প্রকৃতি থাকিবেক ততদিন প্রকৃতি শরীরও ভোগ সংঘটন করিবেই করিবে। কোটি কোটি মহাপ্রলয় হইলেও ঐ কারণশরীর ধ্বংস হইবে না।

অতএব এ কথা বলা যাইতে পারে যে আমাদের কারণশরীর আমাদেরই অন্তরে আছে। প্রকৃতি সেইখানে সমস্ত ভাবিদেহের বীজ স্বরূপে অবস্থিতি করিতেছেন।

যেমন স্বপ্নবস্থায় স্থূল শরীরের ব্যবহার নিবৃত্তি পায়, কেবল মন, বুদ্ধি, প্রাণ ও

ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা সৃষ্টি বিরচিত হয়, এবং যেমন সুষুপ্তি অবস্থায় সে সূক্ষ্মদেহ ও সূক্ষ্মসৃষ্টির ব্যবহার নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ মৃত্যুদ্বারা জীবের স্থূলদেহ বিনষ্ট হইলেও মনাদি সূক্ষ্মদেহ জীবিত থাকে ও প্রলয়ে মনঃ প্রভৃতি সূক্ষ্মদেহ নিরুদ্ধবৃত্তি লাভ করিলেও, প্রকৃতি তৎসর্ব্বভূতের কারণ স্বরূপে বর্ত্তমান থাকেন। অতএব পণ্ডিতেরা যুক্তিযুক্তরূপেই তাঁহাকে কারণ শরীর বলেন।

॥ ৮ ॥ সৃষ্টিকালে সেই প্রকৃতিরূপ বীজ হইতে একদিকে জীবের বাসনা ও কর্ম্ম উদ্ভব হয়, অন্যদিকে দশবিধ ইন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, মনঃ ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ সূক্ষ্মশক্তি যুক্ত অঙ্গ ও তত্তদঙ্গের স্থূলাবির্ভাব স্বরূপ স্থূলদেহ সংঘটিত হয়। অপরদিকে তাহাদের ভোগ্য বাহ্য বস্তু সকল যথোপযুক্ত রূপে প্রকটিত হইয়া থাকে।

উপরিউক্ত সপ্তদশ সূক্ষ্ম অঙ্গ সমষ্টিভাবে সূক্ষ্ম শরীর শব্দের বাচ্য। বাহ্যতঃ স্থূলদেহে সংলগ্ন যে কর্ণ ত্বচ, চক্ষু, রসনা, নাসা, হস্ত, পদ, মুখ, পায়ু ও জননেন্দ্রিয় দৃষ্ট হয় তাহা প্রকৃত প্রস্তাবে ইন্দ্রিয় নহে এবং তাহাকে সূক্ষ্ম অঙ্গ বলাও উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু তত্তদিন্দ্রিয়গোলককে দীপ্তিমান শব্দ স্পর্শ রূপাদি গ্রহণের যে সূক্ষ্ম শক্তি বিদ্যমান আছে তাহাকেই ইন্দ্রিয় ও সূক্ষ্মাঙ্গ বলা উদ্দেশ্য। উক্ত দশ ইন্দ্রিয় ও তৎসহিত পঞ্চ প্রাণ, মন, ও বুদ্ধি, এই সপ্তদশ অঙ্গকে সূক্ষ্ম শরীর কহে। সৃষ্টিকালে কারণশরীর স্বরূপিণী জৈবিক ও ভৌতিকধর্ম্মী প্রকৃতি হইতে ঐ সমস্ত সূক্ষ্ম অবয়ব বিশিষ্ট সূক্ষ্মশরীর অঙ্কুরিত হইয়া জীবকে আশ্রয় করে এবং যথা অদৃষ্ট জীবকে তদনুযায়ী স্থূলদেহরচনা করিয়া দেয়। অতএব কারণশরীর যেমন সূক্ষ্মদেহের অব্যবহিত কারণ, সূক্ষ্ম দেহ সেইরূপ স্থূলদেহের অব্যবহিত কারণ।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে আমাদের কারণশরীর আমাদের অন্তরেই আছে, সুতরাং সূক্ষ্মদেহের বীজও সেইখানে। ঐ কারণরূপি বীজ ও তাহার অঙ্কুর স্বরূপ সূক্ষ্মদেহ মহাসূক্ষ্ম দ্রব্য ধাতু বিশিষ্ট। জ্ঞানের তে তাহা ইন্দ্রজাল হইলেও সৃষ্টিরক্ষার নিমিত্তে তাহা সুসূক্ষ্ম দ্রব্যময় ধাতুস্বরূপ। পঞ্চভূতের সূক্ষ্মাংশ তাহাতে বিদ্যমান আছে। তথা প্রকৃতির ভৌতিক ধর্ম্মই উপাদান, পরিণামী বা সমবায়ী কারণ এবং অদৃষ্ট তাহাকে অঙ্কুরিত করণার্থ জলসেক স্বরূপ

মহর্ষি কপিল কহেন "সপ্তদশৈকং লিঙ্গং" (৩৯)

লিঙ্গদেহ সপ্তদশ অঙ্গের সমষ্টি। এই সপ্তদশ অঙ্গের মধ্যে পঞ্চতন্মাত্র নামক সূক্ষ্ম ভূতাংশ আছে। অতএব সূক্ষ্মদেহ দ্রব্য ধাতুতে বিনির্ম্মিত। প্রকৃতির ভৌতিক ধর্ম্মই তাহার উপাদান কারণ।

"প্রকৃতেরাদ্যোপাদানতান্যেষাং কার্য্যশ্রুতেঃ"। (৬।৩২)

প্রকৃতি আদ্য উপাদান, তাহা হইতে মনাদি ইন্দ্রিয়গণ জন্মিয়াছে। অদৃষ্ট তাদৃশ উপাদান কারণ নহে।

"নকর্ম্ম উপাদানত্বাযোগাৎ" (১।৮১)

কর্ম্ম অথবা কর্ম্ম নিষ্পন্ন অদৃষ্ট উপাদান কারণের যোগ্য নহে। তবে নিমিত্ত বা অসমবায়ী কারণ বটে। যদিও কপিল ইন্দ্রিয়গণকে আহংকারিক বলেন কিন্তু সূক্ষ্ম শরীরটি সিদ্ধ করিবার নিমিত্তে তাহার ভূতত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাহার ভৌতিকত্ব অতি সূক্ষ্ম। তাহা পঞ্চভূতের সর্ব্বোৎকৃষ্ট তেজোময় ধাতু সমূহ দ্বারা বিরচিত। এ নিমিত্তে তাহাকে তৈজস কহে। ভূতগণের আদ্যউপাদান ও অন্তিম সংশোধিত পরিণাম স্বরূপ যে তেজঃ-শক্তি সমূহ তাহাই সূক্ষ্মদেহের উপাদান। সে শক্তি মহত্তত্ত্ব

সম্পন্ন অতি সূক্ষ্মা প্রকৃতি স্বরূপিণী। সুতরাং প্রকৃতিই তাহার উপাদান এবং জৈবিক প্রকৃতিজঃ অহংকার তাহার নিমিত্ত কারণ

মনু কহিতেছেন

"ভাবেবভূতমাত্রা সুপ্রলীয়ন্তে বিভাগশঃ" (১২।১৭)

স্থূল শরীর নাশে সূক্ষ্মদেহ তদীয় আরম্ভকভূতাংশে বিলীন হইয়া অবস্থিতি করে। সুতরাং সূক্ষ্মদেহ ভূতমাত্রা বিনির্ম্মিত।

ব্যাসদেব কহিয়াছেন "অন্তরাবিজ্ঞানমনসিক্রমেণ তল্লিঙ্গানিচেন্ন বিশেষাৎ" (২।৩।১৫)

প্রাণ মন প্রভৃতি ভূতজ। ইন্দ্রিয়গণও ভূতজ। বেদান্তসারে আছে—

"এতেভ্য সূক্ষ্মশরীরাণি স্থূলভূতানি চোৎপদ্যন্তে"।

সূক্ষ্মভূত সকল হইতে অর্থাৎ আকাশ, বায়ু, তেজ, অপ ও ক্ষিতির স্বত্ত্ব, রজঃ প্রভৃতি সুসূক্ষ্ম তেজোময় ভাগ বিশেষ হইতে সূক্ষ্মদেহ ও তাহারদের পঞ্চীকৃত অর্থাৎ পরস্পর মিলিত স্থূলতর ভাগ বিশেষ হইতে স্থূলভূতগণ জন্মে।

সূক্ষ্মশরীর তৈজস পদার্থ বটে, এবং চর্ম্ম চক্ষুর অগোচর, কিন্তু তাহাই স্থূলদেহের বীজ। বটকণিকাতে যেমন অদৃশ্যভাবে ভাবি প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপাদনের বীজশক্তি বিলীন থাকে, তদন্তর্গত সেই অদৃশ্য শক্তি যেমন মৃত্তিকা ও জলসহযোগে ক্রমে উত্তুঙ্গতরুবর রূপে পরিণত হয়, ঐ সূক্ষ্মদেহরূপ অদৃশ্যবীজশক্তি সেইরূপ অদৃষ্টরূপ ভূমি এবং অনাদি বিষয় তৃষ্ণা নিবারণোপযোগী চেষ্টারূপ জলসেক সহকারে অঙ্কুরিত ও ভাবি স্থূলদেহরূপে অভ্যুদিত হয়। অতএব স্থূল উৎপাদনের বীজত্ব ঐ সূক্ষ্মেতে আছে।

পূর্ব্বকালে আশঙ্কা হইয়াছিল যে জীব পরলোক গমন সময়ে সূক্ষ্মভূত স্বরূপ স্থূলদেহের বীজ-যুক্ত হইয়া গমন করেন কি গম্য স্থানে সূক্ষ্মভূতের সুলভত্ব হেতু ভূত সংসর্গ বিহীন হইয়া যান? এই আশঙ্কা দূর করিবার জন্য মহর্ষি ব্যাসদেব শারীরক মীমাংসায় (৩।১।১—৭) বিচার করিয়াছেন যে,

তদন্তর প্রতিপত্তৌরংহতি সম্পরিষ্বক্তঃ প্রশ্ননিরূপণাভ্যাং"

জীব পরলোক গমন সময়ে দেহারম্ভক পঞ্চসূক্ষ্মভূত সঙ্গে লইয়া যান। তাহাই তাঁহার ভাবি দেহের অপ্রকটিত বীজ স্বরূপ। এস্থলে বহু বিচারের পর আচার্য্যেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে

"তস্মাৎ বীজৈর্ব্বেষ্টিত এব পরলোকং গচ্ছতীতি"

অতএব জীব স্বীয় ভাবিজন্মের স্থূল শরীরের বীজের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া পরলোকে গমন করে। তাহা অদৃষ্ট স্বরূপ প্রকৃতিনিষ্পন্ন বীজ। তাহারই নাম ধর্ম্মাধর্ম্ম, তাহা সঙ্গের সম্বল, সুতরাং পরলোকে তাহা সুলভ নহে। এজন্য তাহা সঙ্গে সঙ্গেই গিয়া থাকে। সূক্ষ্মদেহ সেই বীজের দ্বারা অনুস্যূত। ভাবার্থ এই যে মৃত্যুর পর জীব যে কোন লোকে যে কোনরূপ শরীর ধারণ করেন তাহা বস্তুতন্ত্র † নহে। তাহা কেবল তাঁহার স্বীয় কর্ত্তৃতন্ত্র * ফলভোগ স্বরূপ। সুতরাং শাস্ত্রে তাহা মায়িক বলিয়া উক্ত হয়।

॥ ৯ ॥ মৃত্যু সময়ে স্থূল দেহ পড়িয়া থাকে। সূক্ষ্মদেহ জীবের সঙ্গে সঙ্গে পরলোকে গিয়া জীবের অদৃষ্টানুযায়ী অন্য স্থূলদেহ সম্পাদন করে।

সূক্ষ্মদেহ যেন প্রতিজন্মের স্থূলদেহের মেরুদণ্ড ও পঞ্জর স্বরূপ। জীবের সুকৃতি দুষ্কৃতি অনুসারে ঐ সূক্ষ্মদেহের আধ্যাত্মিক আকার যেরূপ বিরচিত হয় স্থূল পঞ্চভূত সেই মূল আকৃতির উপরি তদনুযায়ী স্থূলদেহ বিন্যস্ত করিয়া থাকে।

† Objective.
* Subjective.

জীব শুভ দৃষ্ট জন্য যদি স্বর্গবাসী হন তবে তাঁহার সূক্ষ্মদেহের পবিত্রতা অনুসারে উৎকৃষ্ট তেজোময় এবং স্বচ্ছ শরীর লাভ হইয়া থাকে। তিনি তথা তাহার উপযুক্ত ভোগ্য বিষয় লাভ করেন। যদি দুরদৃষ্ট জন্য নরকযন্ত্রণায় পতিত হন তবে তাঁহার তদবস্থাপন্ন সূক্ষ্মদেহের মালিন্যানুরূপ যাতনাসহ কোনরূপ স্থূলদেহ জন্মে।

কাঠকে (৫।৭)। "যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ। স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথা কর্ম্ম যথা শ্রুতং"।

এই শ্রুতির পূজ্যপাদ ভাষ্যকার সম্মত অর্থ এই। মরণের পর আত্মা যেরূপ প্রকারে শরীর ধারণ করে হে গৌতম! তাহা শ্রবণ কর। অবিদ্যাবন্ত মূঢ় জনেরা শুক্রবীজ সমন্বিত হইয়া শরীর গ্রহণার্থ যোনিদ্বার যোগে দেহীদিগের গর্ব্ভে প্রবেশ করে। আর অত্যন্তাধমঃ জন সকল মৃত্যুর পর বৃক্ষাদি স্থাবর ভাব লাভ করে। যে ব্যক্তি যেমন কর্ম্ম এবং যেমন বিজ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছে সে তদনুরূপ শরীর প্রাপ্ত হয়।

দ্বিতীয়মুণ্ডকে ১১। তপঃ শ্রদ্ধে যেহ্যুপবসন্ত্যরণ্যে শান্তা বিদ্বাংসো ভৈক্ষচর্য্যাং চরন্তঃ। সূর্য্য দ্বারেণ তে বিরজাঃ প্রয়ান্তি যত্রামৃতঃ সপুরুষোহ্যব্যয়াত্মা।"

যে সকল জ্ঞানযুক্ত বানপ্রস্থগণ আশ্রমবিহিত তপস্যা ও শ্রদ্ধা অর্থাৎ হিরণ্যগর্ব্ভাদি-ঐশ্বর্য্য বিদ্যার সেবা করেন তাঁহারা বিরজ হইয়া তেজোপথদ্বারা সত্যলোকাদিতে গমন করেন। তাঁহারদের সূক্ষ্মদেহ যেমন পবিত্র ও নির্ম্মল এবং তথাকার ঐশ্বর্য্য যেমন সূক্ষ্ম তাঁহারদের তদনুরূপ নির্ম্মল ভোগায়তন শরীর লাভ হয়। ফলতঃ এ সমস্ত ভোগই কর্ত্তৃতন্ত্র। কেবল অদৃষ্টনিষ্পন্ন। উহার কিছুই বস্তুতন্ত্র সত্যপদার্থ নহে।

ক্রমশঃ

ব্যাখ্যান মঞ্জরী।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ব্যাখ্যান মূলক পদ্য

সপ্তম ব্যাখ্যান।

তারকা তপন, চন্দ্রমা পবন, সকলের তিনি প্রাণ।
ভূধর সাগরে, আত্মার অন্তরে, তিনিই বিরাজমান॥

পরম ঈশ্বর যিনি, করিতে তাঁহার উপাসনা।
জগতের প্রাণ তিনি, মনে এই করহ ধারণা॥
তপন তারকা শশী, ভ্রমিতেছে তাঁর অধিষ্ঠানে।
বিতরিছে মেঘ বারি, বায়ু বহে, তিনি বিদ্যমানে॥
ফুল করে গন্ধ দান, পাখী সুললিত গান করে।
শিশির নিঃশব্দে পড়ে, তরু কি রসাল ফল ধরে॥
জগতের প্রাণ যিনি, আত্মারও তিনি হন প্রাণ।
অমৃত রূপেতে তাঁর আত্মধামে হয় অধিষ্ঠান॥
হইলে অসাড় আত্মা, করেন তাহার সঞ্জীবন।
সংসারে আত্মার মৃত্যু, তিনি করিছেন নিবারণ॥
কিবা হয় আত্ম-মৃত্যু? ঈশ্বর নিয়ত বিস্মরণ।
আপন আপন করি হেথাকার বস্তু অন্বেষণ॥
মৃত্যু-পাশে বদ্ধ সদা মৃত্যুভয়ে থাকিবে হে জীব!
অমৃত শরণ লও, মৃত্যু ভয় যাবে, পাবে শিব॥
ঈশ্বর চাহেন তুমি কর তাঁরে আত্ম সমর্পণ।
তাঁর অনুরাগ ভরে করহ হৃদয় সম্পূরণ॥
অবিচ্ছেদে দাও তাঁরে তোমার সমস্ত মনঃপ্রাণ।
প্রীত মনে প্রতিগ্রহ করিবেন তিনি সেই দান॥
হইবেন তিনি রাজা তোমার হৃদয় সিংহাসনে।
প্রবৃত্তির নির্য্যাতন, থাকিবে না তাঁহার শাসনে॥
বন্ধুরূপে থাকি তিনি তোমার হৃদয়ে অনিবার।
নাশিবেন পাপ তাপ অমঙ্গল যা আছে তাহার॥
হেথাকার ধন মানে থাকিবে না তোমার কামনা।
হইবে তোমার ইচ্ছা করিবারে তাঁহার সাধনা॥
প্রাণরূপে হৃদি থাকি করিছেন মঙ্গল মহৎ।
জীবন্ত দেবতা তিনি চরাচরে সদাই জাগ্রৎ॥
কেমনে ভজিবে তাঁরে? দেখ তাঁর প্রেমের নয়ন।
তাঁর চক্ষু তব চক্ষু, উভে যবে হইবে মিলন॥
দেখিয়া তাঁহারে যবে, ভক্তি ভরে করিবে প্রণাম।
প্রেমে গদ গদ হয়ে স্মরিবে তাঁহার গুণগ্রাম॥

করিবে না তাঁর কাছে ঐহিকের ধন মান আশ।
অথবা দেহাবসানে আত্মসুখ স্বর্গের বিলাস ॥
চাও শুধু হেথা হয়ে সহচর তাঁর অনুচর।
করিবে তাঁহার কার্য্য তাঁর মুখ চাহি নিরন্তর ॥
তাঁর কিবা কায তরে করেছেন তোমারে প্রেরণ।
সে কায সাধনে বল তাঁর কাছে করহ যাচন ॥
অমৃতের পুত্র কন্যা নর নারী সবে।
ভজ তাঁরে অমৃতের আশা পূর্ণ হবে ॥
অমৃত-আশ্রয় যিনি করুণা আধার।
দিয়াছেন তোমাদের কিবা অধিকার ॥
শুদ্ধ হয়ে চাও দেখি তাঁহারে দেখিতে।
পাইবে তাঁহার দেখা আপনার চিতে ॥
অন্তরে তাঁহার সনে সদা বিহরিবে।
সংসারের মোহপাশ তা হলে কাটিবে ॥
ভ্রমিবে মোহের পথে ইহ যত দিন।
তত দিন হবে সবে মৃত্যুর অধীন ॥
কেমন মৃত্যুর ছবি হয় এ সংসার।
দেবভাব নাশ যথা হয় বার বার ॥
প্রলোভনে মাতে যথা ইন্দ্রিয় সকল।
মিছা ধন উপার্জ্জনে বাসনা প্রবল ॥
কিন্তু তুমি লও দেখি ঈশ্বর-শরণ।
সংসারের মৃত্যু ভাব হইবে খণ্ডন ॥
যতই করিবে তুমি ইন্দ্রিয় দমন।
দেবভাব তত তব হইবে বর্দ্ধন ॥
ত্যাগিয়া আপনা হও তাঁর কাযে রত।
অমৃত দিবেন তিনি হৃদে অবিরত ॥
সংসারে মৃত্যুর ভাব দেখ অনিবার।
তিনিই অমৃত ধাম, সংসারের পার ॥
যে এখানে মনঃ প্রাণ সঁপেছে তাঁহারে
অমৃতের স্বাদ পায় মৃত্যুর আগারে ॥
এই তাঁর উপাসনা এই আরাধনা।
শান্ত সমাহিত হয়ে করহ সাধনা ॥
পিতা মাতা বলি তাঁরে কর নমস্কার।
দেখ না স্নেহের ধন তুমি যে তাঁহার ॥
নাহি দেন যদি তিনি ঐহিকের ধন।
আপনারে দিয়া তাহা করেন পূরণ ॥
অভয় শরণ তিনি পিতা জ্ঞান দাতা।
পরম সুহৃদ্ বন্ধু স্নেহময়ী মাতা ॥
তিনি গুরু শিষ্য তুমি ভেবে দেখ মনে।
কতই নিগূঢ় জ্ঞান শিখান যতনে ॥
কি আনন্দ এই সব ভাবের মিলনে।
ভক্তিভরে নমি যবে তাঁর শ্রীচরণে ॥
নূতন জীবন তবে পাই তাঁর ঠাঁই।
সর্ব্বত্র মহিমা তাঁর দেখিবারে পাই ॥
দেখি তাঁর হস্ত-চিহ্ন নদী বৃক্ষ পত্রে।
ভূধর সাগর কিবা পক্ষীর পতত্রে ॥
তাঁর প্রেমে বিশ্ব দেখি করে টল টল।
প্রেমের সাগর তিনি নিদান মঙ্গল ॥
সংসারের প্রীতি হতে হইলে বঞ্চিত।
রোগেতে কাতর হলে পাপেতে তাপিত ॥
তাঁর কাছে কাঁদি যাই জুড়াইতে প্রাণ।
তিনি তাঁর মাতৃ ক্রোড়ে দেন তবে স্থান ॥
কাঁদিলে তাঁহার কাছে যায় পাপ-ভার।
পাপে তাপে দেন তিনি সান্ত্বনা অপার ॥
তাঁহার শরণ লও সংসার শঙ্কটে।
দিবেন অভয় ছায়া থাকিয়া নিকটে ॥
চাহ জ্ঞান প্রীতি ধৈর্য্য তিতিক্ষার বল।
দয়া করি তিনি তোমা দিবেন সকল।
লভ তাঁরে হবে তব জীবন সফল।
সুমতি সুগতি পাবে অনন্ত সম্বল ॥
তাঁর আরাধনা আমি করি যেইক্ষণ।
কি আনন্দ হয় মনে না হয় ধারণ ॥
কোথা যাই তবে? নহে স্বরগ ভুবন।
সে যে ব্রহ্মলোক, সে যে তাঁর নিকেতন ॥
চারিদিকে শুধু দেখি করুণা তাঁহার।
সেই করুণাতে পূর্ণ জীবন আমার ॥
চল সে পরমলোকে চল ব্রহ্মলোক।
সেখানে কেবল তাঁর প্রেমের আলোক ॥

ইতি সপ্তম ব্যাখ্যান সমাপ্ত।

SERMONS OF MAHARSHI DEVENDRA NATH TAGORE, CHIEF MINISTER OF THE BRAHMA SAMAJ.

(Translated from the Beugali.)

SERMON 11.

25th Sravana, 1782 Sakabda.

আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি।

"Which is manifested as Joy itself and Immortality."

Those self-controlled men, who have reverence for and are devoted wholly to that One, behold everywhere—in the earth heavens, in the sky and in the atmosphere, at dawn and in the evening - that Diety who is manifest of Himself, and who is Bliss itself and Immortality itself. When with the unfolding of the dawn, the sun rises and rouses the lifeless into life, and beautifies forms of without beauty, they behold that All-Manifest adorable Spirit in that shining luminary. With the approach of the dawn His light dawns on the firmament of our hearts. He, who is the Soul of the Sun, the Soul of our Souls and the inner Soul of all beings, does manifest Himself to us with the manifestation

of the world, liberated from darkness. In the light of the young Sun we behold that Light of light. In the beauty of the dawn that Beauty of beauty appears before us. Immediately on unclosing our eyes we find His eyes fixed upon us. Everywhere is His glory. If we have no rest without Him, if we pray to Him with a sincere heart, if without Him our hunger and thirst be not appeased, we see Him manifested in all places within and without, far and near. If we be buried in things unholy, if we make our Souls lifeless and torpid if we do not keep the gates of our hearts open for the Lord to enter, wherever we may go—to the solitary forest or the crowded city, to the place of pilgrimage or the temple of worship—nowhere do we find Him. When we purify ourselves, when we open the doors of our hearts to the Lord, and thirst for Him with eagerness, then do we see Him manifested in the mountain-cave, in the garden, in the forest, in solitude and in crowd. Then we ask the Sun 'where is he?' The Sun points Him out to us. We ask the solitary forest-tree "Where is he?" From it too we find a response. Then we see that सएवाधस्तात् सउपरिष्टात् सपश्चात् सपुरस्तात् सदक्षिणतः सउत्तरतः "He is below He is above, He is behind, He is before,, He is on the south, He is on the north." On the earth and in the heavens is His glory. He manifests Himself everywhere as Bliss itself and as Immortality itself. It is because we keep the gates of our hard hearts closed that we not perceive that Light of light. In the rise of the Sun is He present, in its setting glory too He is present. As in the dawn so in the evening is His gracious image manifest. When the shades of night sink the earth into peace and rest, when the moon rising with its thousand rays sheds its nectareous light, when the stars appear like sentinels of the sleeping world, then whom do we see revealed in them? यश्चन्द्रतारके तिष्ठन् चन्द्रतारकादन्तरो यं चन्द्रतारकं न वेद यस्य चन्द्रतारकंशरीरं यश्चन्द्रतारकमन्तरोयमयति। We see him revealed "who existing in the moon and stars, is different from the moon and stars whom the moon and stars know not, whose body are these moon and stars and who reside in them and regulate them."

In the dawn is That Bliss itself and Immortality itself, manifest; in the evening is that Bliss itself and Immortality itself manifest; in the night is that Bliss itself and Immortality itself manifest. Is he present only in these objects; Is he not present in man? If we can see the beauty of that True, Beautiful and Good in the beauty of the dawn, in the beauty of the evening, and in the beauty of the moon and stars, then, is He not more clearly visible in the beauty of the human face: If you do not see His presence here, where else will you see it? Will you perceive Him only in inanimate objects—the image of death? Will you feel His presence only in the brute creation? Will you not see His beauty in the beauty of the human face? Will you not see His light in the virtuous face lit up with divine love? Would you not see the presence and the manifestation of God in the bright form of His cheerful, virtuous lover, when he sheds tears of love for his Most Beloved? No-where-else is He revealed so much,—no, not in the stupendous mountain nor in the Ocean, nor in the Stars, nor in the Sun. How striking is the outward expression of those virtuous men! How austere is the practice of religion by them; How tender, how pure are their hearts! How cool and pure is the heart of the virtuous man—the heart, which is the favorite abode of the Immortal! How clear is His manifestation there! Nowhere else is God so revealed - neither in the heavens nor on the earth, nor in the Ocean. In the beauty of the countenances of the devoted virtuous saints, does the Deity appear as Bliss itself and Immortality itself. This is that holy place where such virtuous men gather to worship Him. Here the Lord specially manifests Himself as Bliss itself and Immortality itself. In this holy Brahma Samaj is our most beloved Deity specially present. In the light of this place is His holy light shining with greater brightness and grace He is manifest in the heart of every one here present. To day that, we perceive His presence strongly here and feel His grace deeply in our hearts, then let us all offer the united flower of our love at His holy feet and render this our existence as man, which cannot be easily attained, blessed beyond description.

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ছান্দগ্যোপনিষৎ

পঞ্চমপ্রপাঠকে একাদশঃ খণ্ডঃ।

প্রাচীনশাল ঔপমন্যবঃ সত্যযজ্ঞঃ পৌলুষিরিন্দ্রদ্যুম্নো ভাল্লবেয়োজনঃ শার্করাক্ষ্যোবুড়িল আশ্বতরাশ্বিস্তে হৈতে মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়াঃ সমেত্য মীমাংসাঞ্চক্রুঃ কোন আত্মা কিং ব্রহ্মেতি॥ ১॥

'প্রাচীনশালঃ' ইতি নামতঃ উপমন্যোরপত্যং 'ঔপমন্যবঃ' 'সত্যযজ্ঞঃ' নামতঃ পুলুষস্যাপত্যং 'পৌলুষিঃ'। তথা 'ইন্দ্রদ্যুম্নঃ' নামতঃ ভল্লবেরপত্যং ভাল্লবিস্তস্যাপত্যং 'ভাল্লবেয়ঃ' 'জনঃ' ইতি নামতঃ শর্করাক্ষস্যাপত্যং 'শার্করাক্ষ্যঃ' 'বুড়িলঃ' নামতঃ অশ্বতরাশ্বস্যাপত্যং 'আশ্বতরাশ্বিঃ' 'তে হ এতে' 'মহাশালাঃ' মহাগৃহস্থাঃ বিস্তীর্ণাভিঃ শালাভির্যুক্তাঃ সম্পন্নাঃ। 'মহাশ্রোত্রিয়াঃ' শ্রুতাধ্যয়নবৃত্তসম্পন্নাইত্যর্থঃ। তএব সম্ভূয় সন্তঃ 'সমেত্য' ক্বচিৎ 'মীমাংসাং' বিচারণাং 'চক্রুঃ' কৃতবন্ত ইত্যর্থঃ। কথং। 'কঃ' 'নঃ' অস্মাকং 'আত্মা' 'কিং ব্রহ্ম ইতি'॥১

প্রাচীনশাল ঔপমন্যব, সত্যযজ্ঞ পৌলুষি, ইন্দ্রদ্যুম্ন ভাল্লবেয়, জন শার্করাক্ষ্য, বুড়িল আশ্বতরাশ্বি, বড় গৃহস্থ ও বেদাধ্যয়নশীল ঋষিগণ মিলিত হইয়া মীমাংসা করিতে বসিলেন যে আমাদের আত্মা কে এবং ব্রহ্ম কি? ১

[illegible]

তন্দ্ধোহয়মারুণিঃ সম্প্রতীমমাত্মানং বৈশ্বানরমধ্যেতি তং হন্তাভ্যাগচ্ছামেতি তং হাভ্যাজগ্মুঃ॥ ২॥

'তে হ' 'সম্পাদয়াংচক্রুঃ' সম্পাদিতবন্তঃ আত্মনঃ উপদেষ্টারং। 'উদ্দালকঃ বৈ' প্রসিদ্ধো নামতঃ। হে 'ভগবন্তঃ' পূজাবন্তঃ 'অয়ং' 'আরুণিঃ' অরুণস্যাপত্যং 'সম্প্রতি' 'ইমং আত্মানং বৈশ্বানরং' অস্মদভিপ্রেতং 'অধ্যেতি' স্মরতি। 'তং' 'হন্ত' ইদানীং 'অভ্যাগচ্ছাম ইতি' এবং নিশ্চিত্য 'তং হ' অভ্যাজগ্মুঃ তে পূর্ব্বোক্তাঃ॥ ২॥

তাঁহারা সকলে সিদ্ধান্ত করিলেন যে, হে মহাশয়গণ! সম্প্রতি উদ্দালক আরুণি এই বৈশ্বানর আত্মা অধ্যয়ন করিতেছেন, অতএব চলুন আমরা তাঁহার নিকট যাই। এই স্থির করিয়া তাঁহারা তাঁহার নিকটে গেলেন। ২

স হ সম্পাদয়াঞ্চকার প্রক্ষ্যন্তি মামিমে মহাশালা মহাশ্রোত্রিয়াস্তেভ্যোন সর্ব্বমিব প্রতিপৎস্যে হন্তাহমন্যমভ্যনুশাসানীতি॥৩॥

'সঃ হ' আরুণিঃ তান্ দৃষ্ট্বা 'সম্পাদয়াংচকার'। কথং। 'প্রক্ষ্যন্তি মাং ইমে মহাশালাঃ মহাশ্রোত্রিয়াঃ তেভ্যঃ অহং ন সর্ব্বং ইব' পৃষ্টং 'প্রতিপৎস্যে' বক্তুং নোৎসহে। অতঃ 'হন্ত' অহং ইদানীং 'অন্যং' এষাং 'অভ্যনুশাসানি ইতি' বক্তারমুপদেষ্টারং॥ ৩॥

উদ্দালক আরুণি তাহাদিগকে দেখিয়া স্থির করিলেন যে এই মহাশাল মহাশ্রোত্রিয় পঞ্চজনেরা

আমাকে প্রশ্ন করিবেন। তাঁহাদের সকল প্রশ্নের আমি উত্তর দিতে সক্ষম হইব না। অতএব এখন আমি তাঁহাদিগকে অন্যের নিকট যাইতে পরামর্শ দিই। ৩

তান্ হোবাচাশ্বপতির্বৈ ভগবন্তোহয়ং কৈকেয়ঃ সম্প্রতীমমাত্মানং বৈশ্বানরমধ্যেতি তং হন্তাভ্যাগচ্ছামেতি তং হাভ্যাজগ্মুঃ ॥ ৪ ॥

এবং সম্পাদ্য 'তান্ হ উবাচ' 'অশ্বপতিঃ' 'বৈ' নামতঃ 'অয়ং' কেকয়স্যাপত্যং 'কৈকেয়ঃ' 'সম্প্রতি' 'ইমং' আত্মানং 'বৈশ্বানরং' সম্যক্ 'অধ্যেতি' 'তং হন্ত অভ্যাগচ্ছাম ইতি' 'তং হ অভ্যাজগ্মুঃ' ॥ ৪ ॥

অনন্তর তিনি তাঁহাদিগকে কহিলেন হে মহাশয়গণ! অশ্বপতি কৈকেয় সম্প্রতি এই বৈশ্বানর আত্মা অধ্যয়ন করিতেছেন। অতএব এখন আমরা সকলে তাঁহার নিকট যাই। ইহা স্থির করিয়া তাঁহারা সকলে তাঁহার নিকটে গমন করিলেন। ৪

তেভ্যো হ প্রাপ্তেভ্যঃ পৃথগর্হাণি কারয়াঞ্চকার স হ প্রাতঃ সঞ্জিহান উবাচ ন মে স্তেনো জনপদে ন কদর্য্যো ন মদ্যপো নানাহিতাগ্নির্নাবিদ্বান্ ন স্বৈরী স্বৈরিণী কুতো যক্ষ্যমাণো বৈ ভগবন্তোহহমস্মি যাবদেকৈকস্মা ঋত্বিজে ধনং দাস্যামি তাবদ্ভগবদ্ভ্যো দাস্যামি বসন্তু ভগবন্ত ইতি ॥ ৫ ॥

'তেভ্যঃ হ' রাজা 'প্রাপ্তেভ্যঃ' প্রথক্ অর্হাণি কারয়াঞ্চকার' পুরোহিতৈর্ভৃত্যৈশ্চ কারিতবান্। 'সঃ হ' রাজা অন্যেদ্যুঃ 'প্রাতঃ' 'সংজিহানঃ' 'উবাচ' 'ন মে' মম 'জনপদে' 'স্তেনঃ' পরস্বহর্ত্তা বিদ্যতে। 'ন কদর্য্যঃ' অদাতা বিভবে সতি। 'ন মদ্যপঃ' 'ন অনাহিতাগ্নিঃ' 'ন অবিদ্বান্' 'ন স্বৈরী' পরদারেষু গন্তা। অতএব 'স্বৈরিণী কুতঃ' দুষ্টচারিণী ন সম্ভবতীত্যর্থঃ। 'যক্ষ্যমাণঃ বৈ' কতিভিরহোভিরহং 'অহং' হে 'ভগবন্তঃ' 'অস্মি' তদর্থং ক্লৃপ্তং ধনং মা 'যাবৎ একৈকস্মৈ ঋত্বিজে ধনং দাস্যামি' 'তাবৎ' প্রত্যেকং 'ভগবদ্ভ্যঃ' অপি 'দাস্যামি' 'বসন্তু ভগবন্তঃ ইতি' ॥ ৫ ॥

সেই রাজা সেই আগন্তুকদিগকে পৃথক পৃথক স্থান দিয়া সম্মান করিলেন। তিনি পরদিনে প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া তাঁহাদিগকে বলিলেন, আমার জনপদে চৌর নাই, কৃপণ নাই, মদ্যপায়ী নাই, অগ্নিচয়ন করে না এমন ব্যক্তি নাই। অবিদ্বান্ নাই, পরদারগামী নাই, অতএব ভ্রষ্টা স্ত্রী কোথায়? হে মহাশয়গণ! আমি এক্ষণে যজন কার্য্যে ব্রতী আছি। এক এক জন ঋত্বিক্‌কে যে ধন দিব, আপনাদিগের প্রত্যেক্‌কেও তাহাই দিব। অতএব মহাশয়েরা এখানে বাস করুন। ৫

তে হোচুর্যেন হৈবার্থেন পুরুষশ্চরেত্তং হৈব বদেদাত্মানমেবেমং বৈশ্বানরং সম্প্রত্যধ্যেষি তমেব নোব্রূহীতি ॥ ৬ ॥

ইত্যুক্তাঃ 'তে হ উচুঃ' 'যেন হ এব অর্থেন' প্রয়োজনেন যং প্রতি 'পুরুষঃ চরেৎ' গচ্ছেৎ 'তং হ এব' অর্থং 'বদেৎ' 'আত্মানং এব ইমং বৈশ্বানরং সম্প্রতি অধ্যেষি' সম্যগ্‌জানাসি অতঃ 'তং এব' ইমং বৈশ্বানরং 'নঃ' অস্মভ্যং 'ব্রূহি ইতি' ॥ ৬ ॥

তাঁহারা তাঁহাকে বলিলেন যে, যে অর্থের জন্য মনুষ্য যাহার কাছে যান তাঁহাকে তিনি তাহাই বলিয়া থাকেন। আপনি বৈশ্বানর আত্মার বিষয় সম্যক্‌রূপ জানেন। অতএব তাহাই আমাদিগকে বলুন। ৬

তান্ হোবাচ প্রাতর্বঃ প্রতিবক্তাহস্মীতি তে হ সমিৎপাণয়ঃ পূর্ব্বাহ্নে প্রতিচক্রমিরে তান্ হানুপনীয়ৈবৈ তদুবাচ ॥ ৭ ॥

'তান্ হ উবাচ' 'প্রাতঃ বঃ' যুষ্মভ্যং 'প্রতিবক্তা অস্মি ইতি' প্রতিবাক্যং দাতা অস্মি। ইত্যুক্তাঃ 'তে' 'হ' 'সমিৎপাণয়ঃ' সমিৎভারহস্তাঃ অপরেদ্যুঃ 'পূর্ব্বাহ্নে' রাজানং প্রতি 'প্রতিচক্রমিরে' গতবন্তঃ 'তান্ হ' 'অনুপনীয় এব' উপনয়নমকৃত্বৈব 'এতৎ উবাচ' ॥ ৭ ॥

রাজা তাঁহাদিগকে বলিলেন প্রাতে আমি তোমাদিগকে বলিব। ইহাতে তাঁহারা পরদিন পূর্ব্বাহ্নে হোম কাষ্ঠ হস্তে করিয়া রাজার নিকট গমন করিলেন এবং তিনি তাঁহাদিগকে উপনয়ন না করিয়া এই বলিলেন। ৭

নারী-রক্ষা।

পুরুষের পক্ষে নারী-রক্ষা যারপর নাই গুরুতর কার্য্য। কেন না নারী সুরক্ষিত হইলে আত্ম-রক্ষা বংশ-রক্ষা এবং ধর্ম্ম-রক্ষা হয়। নারী-রক্ষায় ঔদাস্য বা অবহেলা করিলে সং-

সার উচ্ছিন্ন, কুল অপবিত্র, বংশ নির্ম্মূল এবং ধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া থাকে। নারীই সংসারের পত্তন-ভূমি, নারীই সংসারের শ্রী, নারীই সন্তান সন্ততি, সুখ-সৌভাগ্যের একমাত্র প্রসূতি। নারী-হীন পরিবারের দুঃখ-দুর্দ্দশা সন্দর্শন করিলে ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষ অনুভূত হইবে যে, যে পরিবারে নারী নাই, সেখানে অতিথি-অভ্যাগতের, আত্মীয় কুটুম্বের সম্মান সমাদর, সেবা শুশ্রূষা নাই, দান ধর্ম্মের বিশেষ অনুষ্ঠান নাই, ভোজন পানাদির ব্যবস্থা নাই, স্নেহ-প্রেম প্রীতি-পবিত্রতার অভিনয় নাই; সে গৃহ-পরিবার শ্মশান-সম নিরানন্দময় মরুভূমি-সদৃশ কঠোর ও নীরস স্থান।

পুরুষ যতদিন নারী গ্রহণ না করেন, তত দিনই তিনি উদাসীন, তত কালই তিনি সংসারে অঙ্গহীন হইয়া বিচরণ করেন। বিবাহিত হইলেই পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েন, কর্ম্মক্ষেত্রে—ধর্ম্ম-ভূমিতে অবতরণ করিয়া জ্ঞান-ধর্ম্ম বিস্তারে প্রজাপতি পরমেশ্বরের প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। নারী দ্বারাই পুরুষের ঔদাসীন্য বিনষ্ট হয়, এবং তাঁহার উদ্ধত রুক্ষভাব প্রভৃতি মন্দীভূত হইয়া তিনি সংসারের উপযোগী হইয়া উঠেন। অতএব নারী-রক্ষায় অবহেলা ও ঔদাস্য করিলে আপনার, সংসারের এবং বংশের মহা অনিষ্ট সংঘটিত হয় সুতরাং তন্নিবন্ধন ধর্ম্মহানিও হইয়া থাকে।

নারী দ্বারা যেমন সংসারের শ্রী-সৌভাগ্য, সুখ-শান্তি বর্দ্ধিত হয়, তেমনি নারী-রক্ষায় অসমর্থ হইলে তদ্বিপরীত দুঃখ-দুর্দ্দশা অসুখ-অশান্তি-পাপ-অপবিত্রতা প্রবেশ করিয়া এককালে গৃহ-পরিবারকে উৎসন্ন করিয়া ফেলে। নারীই সংসারের পত্তন-ভূমি, সেই পত্তন-ভূমি দূষিত হইলে সকলই কলঙ্কিত, সকলই দূষিত হইয়া যায়। নারীই পুত্র কন্যার গৃহ-শিক্ষয়িত্রী, তাহার স্বভাব-চরিত্র, আচার-ব্যবহার, উপদেশ-দৃষ্টান্ত অবিশুদ্ধ হইলে, তাহার সেই অপরিশুদ্ধ আদর্শে সকলেই বিপথগামী, সকলেই স্বেচ্ছাচারী ও পাপাচারী হইয়া গৃহ-পরিবারের মান-মর্য্যাদা ধন-সম্পদ, সুখ-সৌভাগ্য, প্রীতি-পবিত্রতা জ্ঞান-ধর্ম্ম সকলকেই বিনষ্ট করে, এই জন্যই অতি পুরাকাল হইতে আর্য্য-ঋষিগণ নারী-রক্ষা বিষয়ে বিশেষ যত্নবান হইয়াছিলেন। স্ত্রীলোকের অযোগ্য স্বাধীনতা হইতে অশিক্ষা ও অসৎস্বভাব লাভ হয় এবং তন্নিবন্ধন পাপ অপবিত্রতা-জনিত জন-সমাজের ঘোর অনিষ্টাপাতের সম্ভাবনা। একারণ সামাজিকও পারিবারিক সুখ-সম্পদ শান্তি-মঙ্গল প্রীতি-পবিত্রতা-সাধন এবং সুধীর সচ্চরিত্র সন্তান সন্ততি সমুৎপাদনের কারণ-স্বরূপ নারীগণকে সৎশিক্ষা সৎদৃষ্টান্ত এবং সদুপদেশ প্রদান ও সযত্নে প্রতিপালন জন্য কৌমারে পিতা, যৌবনে স্বামী এবং বার্দ্ধক্যে পুত্রগণ রক্ষা করিবেন। কোন অবস্থাতেই তিনি অসহায় ও স্বতন্ত্র থাকিবেন না বলিয়া এই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে যথা "পিতা রক্ষতি কৌমারে ভর্ত্তা রক্ষতি যৌবনে। রক্ষন্তি স্থাবিরে পুত্রা ন স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যমর্হতি।" অদ্যাপি আর্য্য-পরিবারের মধ্যে তাঁহাদিগের সেই অনুসাশন বর্ত্তমান থাকাতেই সহস্রবিধ সমাজ-বিপ্লবে এখনও আর্য্যজাতি উৎসন্ন হয় নাই। এখনও তাঁহারদিগের গৃহ-পরিবার মধ্যে পাপ-স্রোত প্রবেশ করিতে পারে নাই। অতএব পুরুষের নিতান্ত কর্ত্তব্য যে তাঁহার অর্দ্ধাঙ্গ-স্বরূপা নারীকে সর্ব্ব প্রযত্নে রক্ষা করেন। ঊর্দ্ধ বাহুর হস্তের ন্যায় তাঁহার একাঙ্গ যেন কোন রূপেই শুষ্ক ও পাপ-দূষিত হইয়া তাঁহাকে, তাঁহার বংশকে এবং তাঁহার সুখ-সম্পদ জ্ঞান-ধর্ম্মকে বিনষ্ট না করে।

"স্বাং প্রসূতিং চরিত্রঞ্চ কুলমাত্মানমেবচ।
স্বঞ্চ ধর্ম্মং প্রযত্নেন জায়াং রক্ষন্ হি রক্ষতি।"

যিনি যত্ন সহকারে জায়ার চরিত্র রক্ষা করেন, তাঁহার কুল, সন্তান এবং ধর্ম্ম ও আত্ম-রক্ষা হয়।

কেবল নারীকে গৃহ রুদ্ধ করিয়া রাখিলে, অথবা অন্যের সহিত বাক্যালাপ করিতে না দিলে, কিম্বা বস্ত্রাবগুণ্ঠিত করিয়া রাখিলেই যে নারী-রক্ষা হইল, তাহা নহে। তাঁহাকে সর্ব্বপ্রযত্নে অসৎ শিক্ষা, অসৎ চিন্তা, অসৎ দৃষ্টান্ত, অসৎ সঙ্গ, অসৎ বাক্যালাপ প্রভৃতি হইতে দূরে রাখিতে এবং তৎপরিবর্ত্তে সৎশিক্ষা, সৎ চিন্তা, সৎকার্য্য, সৎ দৃষ্টান্ত, সৎসঙ্গ এবং সদালাপে নিয়োগ করিতে পারিলেই নারী রক্ষা বিষয়ে সহায়তা করা হয়। সর্ব্ব প্রযত্নে তাঁহার হৃদয়ের ধর্ম্ম ভাব ও ঈশ্বর-চিন্তা এবং ধর্ম্ম-কার্য্য-অনুরাগ উদ্দীপ্ত করিয়া দেওয়া, পরলোক-দৃষ্টি যাহাতে প্রবল হয়, তজ্জন্য যত্নবান হওয়া, কর্ত্তব্য-জ্ঞানের ধর্ম্ম-বিহিত লজ্জা-ভয়ের উত্তেজনা করাই নারী-রক্ষার প্রশস্ত উপায়। পাপ-প্রবৃত্তি হইতে, যথেচ্ছ ভোজন-পান, যথেচ্ছ গমনাগমন, দুর্জ্জন-সহবাস, আলস্য ও অকাল-নিদ্রা, পর-গৃহে অবস্থান প্রভৃতি বিলাস ও স্বেচ্ছাচার হইতে রক্ষা করাই যথার্থ নারী-রক্ষার উপায়। দূরদর্শী আর্য্য-সমাজপতি মহর্ষিগণ নারীদিগের স্বভাব-চরিত্র দূষিত হওন বিষয়ে এই সকল কারণই নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

"পানং দুর্জ্জনসংসর্গঃ পত্যাচ বিরহোঽটনং।
স্বপ্নোঽন্যগেহবাসশ্চ নারীসংদূষণানি ষট্।"

মদ্যপান, দুর্জ্জন-সহবাস, ভর্ত্তৃবিরহ, ইতস্ততঃ পর্য্যটন, অকাল-শয়ন, পর-গৃহে বাস, এই সকল স্ত্রীলোকের ব্যভিচারাদি দোষের কারণ।

১। মদ্য অতিশয় অনিষ্টকর পদার্থ। মদ্য দ্বারা এমন অসৎ কার্য্য পৃথিবীতে কিছুই নাই, যাহা অনুষ্ঠিত না হইতে পারে। মদ্য পান দ্বারা মনুষ্যের অসৎ প্রবৃত্তি, অসৎভাব অতিমাত্র প্রবল হইয়া থাকে সুতরাং অতি সহজেই মদ্যপায়ীগণ স্বাভাবিক ধর্ম্ম-সেতু লজ্জা-ভয়াদি উল্লঙ্ঘন করিয়া পাপানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। সুরা এমনই অনিষ্টকর ও মাদক পদার্থ যে, তৎসেবনে অতিমাত্র দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ ব্যক্তিরও পদ বিচলিত এবং সর্ব্বাঙ্গকে শিথিল ও অনায়ত্ত করিয়া দেয়, মহাজ্ঞানী সদ বিদ্যাশালী দূরদর্শী বিচক্ষণ লোককেও পশুবৎ আচরণে নিয়োগ করে। মদ্য ধন-নাশ, মনুষ্যত্ব-নাশ, এবং ধর্ম্ম-নাশের হেতু। মনুষ্য-সমাজে যত প্রকার পাপাচরণ হইতেছে, মদ্যকে তাহার একমাত্র প্রবর্ত্তক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। মদ্যই পুরুষকে সতীর দুর্লভ ভূষণ সতীত্ব-রত্ন সংহরণে উত্তেজিত করে, মদ্যই পতি-প্রাণা সাধ্বী স্ত্রীকে লজ্জা-ভয় বিরহিত করিয়া তোলে, মদ্য-প্রভাবেই মনুষ্য, মনুষ্যের কণ্ঠ-ছেদে প্রবৃত্ত হয়। মদ্য-দ্বারাই স্ত্রীহত্যা, ভ্রূণহত্যা এবং আত্ম-হত্যা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে। এই সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ কালকূট হইতে দেব-প্রকৃতি নারী-কুলকে স্বতন্ত্র রাখা একান্ত কর্ত্তব্য। পুরুষ-সমাজ মধ্যে সর্ব্বনাশক সুরা প্রবিষ্ট হইয়া দিন দিন বঙ্গবাসীগণের ধন-প্রাণ বিদ্যা-বুদ্ধি জ্ঞান-ধর্ম্ম প্রভৃতি বিনষ্ট করিয়া যেমন বর্ত্তমানে দুঃখ-দরিদ্রতা অসুখ-অশান্তি বিস্তার করিতেছে, তেমনি ভবিষ্যতের আশা অধিকার এবং উন্নতির পথও অবরুদ্ধ করিয়া দিতেছে। এই ভয়ানক সুরা নারীকুলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে যে দুর্গতির একশেষ হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। নারী-কুল স্বভাবতই দুর্ব্বল, তাহার উপরে সুরার সর্ব্বসংহারক পরাক্রম বিস্তারিত হইলে, এক কালে আর্য্য-সমাজ উচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। ভারত-ভূমি উষ্ণ-প্রধান দেশ, সুরা

প্রভৃতি মাদক দ্রব্য এদেশের নর-নারী উভয়েরই পক্ষে কোন ক্রমেই উপযোগী নহে। নারীকুলের পক্ষে তো ইহা সর্ব্বনাশের হেতু। সুরা-পানের আতিশয্য নিবন্ধন নারীগণের গর্ভ-ধারণ-শক্তি খর্ব্ব বা বিনষ্ট হয়, কোন ক্রমে গর্ভরক্ষা হইলে, বহু স্থলেই বিকলাঙ্গ বা বিকটদেহ অথবা মৃত সন্তান ভূমিষ্ঠ হইয়া থাকে। অনেক স্থানে প্রসব উপলক্ষে প্রসূতি মৃত্যু মুখে নিপতিত হয়। দৈবাৎ নির্ব্বিঘ্নে সন্তান প্রসূত হইলে সে উগ্র উন্মাদ বা পশুও রাক্ষস-স্বভাব অথবা রুগ্ন প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অতএব সুরা প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবন হইতে সর্ব্ব প্রযত্নে নারীগণকে রক্ষা করিবে।

২। দুর্জ্জন-সহবাস নর-নারীদিগের চরিত্র দূষিত ও কলঙ্কিত হইবার বলবৎ কারণ। সৎসঙ্গে যেমন স্বভাব বিশুদ্ধ হয়, অসৎ বা দুর্জ্জন লোকের সহবাসে তেমনি চরিত্র কলঙ্কিত হইয়া থাকে। জল-বায়ু দূষিত স্থানে অবস্থান করিলে যেমন অজ্ঞাতসারে অল্পে অল্পে লোকের স্বাস্থ্য-নাশ ও রোগের সঞ্চার হয়,তেমনি অসৎ-সংসর্গে অবস্থান করিলে ক্রমে ক্রমে মনের অসৎ ভাব অসৎ চিন্তা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে এবং অজ্ঞাতসারে তাহাকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলে, সুতরাং হৃদয় হইতে লোক-লজ্জা ও ধর্ম্ম-ভয় তিরোহিত হইতে আরম্ভ হয়। সঙ্গদোষে অতি সচ্চরিত্র নর-নারীকেও অনতি দীর্ঘ কাল মধ্যেই ঘোর পাপাসক্ত ও দুষ্কর্ম্মী হইতে সর্ব্বদাই দেখা যায়। বিশেষতঃ শিক্ষা ও সমাজের দোষে নর নারীর ইন্দ্রিয়-সুখাভিলাষ অতিমাত্র প্রবল হইতে দৃষ্ট হয়। যৌবন কালে কেবল মাত্র ইন্দ্রিয় সুখ-সাধনই যেন যুবক যুবতীর সর্ব্বস্ব জ্ঞান হইয়া থাকে। অভিভাবক বা রক্ষকগণের একটু যত্ন-শৈথিল্য হইলে, ইহার দ্বারা গরল-ময় ফল সমুৎপাদিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। বিশেষতঃ নারীদিগের দুর্ব্বল প্রকৃতি ও চঞ্চল-স্বভাব-নিবন্ধন ঘোর অনিষ্টপাতেরই আশঙ্কা। একারণ দুর্জ্জন-সহবাস হইতে তাঁহারদিগকে সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য। যৌবন এমনই ভয়ানক কাল, যে সে সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের উপদেশ, ধর্ম্মের অনুশাসন, লোক-লজ্জা এবং সমাজ-ভয় সত্ত্বেও অনেক স্থলে নর-নারী চরিত্র রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। এই কারণেই মানব-প্রকৃতিদর্শী আর্য্য ঋষিগণ মাতা,ভগিনী,কন্যা প্রভৃতির সহিতও পুরুষকে নির্জ্জন গৃহে বাস করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, যথা

> "মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনোভবেৎ।
> বলবানিন্দ্রিয়গ্রামোবিদ্বাংসমপি কর্ষতি।"

ইহলোকে কোন পুরুষ আমি বিদ্বান জিতেন্দ্রিয় মনে করিয়া স্ত্রীলোকের সন্নিধানে বাস করিবেক না, যেহেতু বিদ্বানই হউক, আর অবিদ্বানই হউক, দেহ-ধর্ম্ম বশত কাম ক্রোধের বশীভূত পুরুষকে কামিনীরা (কামিনীগণকে পুরুষেরা) অনায়াসে উন্মার্গগামী করিতে সমর্থ হয়। যথা

> অবিদ্বাংসমলং লোকে বিদ্বাংসমপি বা পুনঃ।
> প্রমদা হ্যুৎপথং নেতুং কামক্রোধবশানুগম্।"

পুরুষ নারী-সমাজে সর্ব্বদা অবস্থান করিলে যদিও কচিৎ কাহারও ইন্দ্রিয়-স্খলন না হয়, তথাচ তাঁহাকে নারী সুলভ গুনরাশি নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হইতে হয়, এবং নারীগণ পুরুষের স্বভাব প্রকৃতি লাভ করিয়া স্বোচিত অমূল্য প্রাকৃতিক ভূষণে বঞ্চিত হইয়া থাকে। নর-নারীর প্রকৃতি-পার্থক্য রক্ষিত না হইলে কদাচ জন-সমাজের কার্য্য-কলাপ সুখ-সম্পদ শান্তি কল্যাণ সম্পাদিত হইবার সম্ভাবনা নাই। পুরুষ সর্ব্বক্ষণ স্ত্রী সংসর্গে অবস্থান করিলে, তাহার স্বাভাবিক পুরুষোচিত উদ্যম উৎসাহ, বলবীর্য্য অধ্যবসায় এবং কর্ম্মা-

নুরাগ-প্রবৃত্তি অন্তরিত হইয়া যায় এবং ভীরুতা নিরুদ্যমতা প্রভৃতি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া এককালে পুরুষত্ব-বিহীন হওত কর্ম্ম-ক্ষেত্রের অযোগ্য ও অনুপযুক্ত হইয়া পড়ে। এবং নারী সর্ব্বদা পুরুষ-সহবাসে অবস্থান করিলে পুরুষ-প্রকৃতি লাভ করিয়া সংসার-ধর্ম্ম সম্পাদনে সম্পূর্ণ রূপে অক্ষম ও অপটু হইয়া ভয়ানক পরিবার-বিপ্লব উপস্থিত করত সংসার আশ্রমের সুখ-সম্পদ শান্তি-সদ্ভাবের বিঘ্ন উৎপাদন করিয়া থাকেন। তদতিরিক্ত দিবা রাত্রি নর নারী একত্র থাকিলে উভয়েরই বল-ক্ষয় আয়ুঃক্ষয় এবং সন্তান সমুৎপাদন ও গর্ভধারণ-শক্তি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইয়া যায়।

৩। ভর্ত্তৃ-বিরহ নারীদিগের দুঃসহ কষ্টের কারণ। যৌবন কালে ভর্ত্তাই নারীর একমাত্র স্বাভাবিক সুযোগ্য রক্ষক। ভর্ত্তাই তাহার শিক্ষা সাধনের, ইচ্ছা অভিলাষ পরিপূরণের একমাত্র সহায়। ভর্ত্তাই তাহার কি ভয়াবহ সংসার-পথের, কি দুর্গম ধর্ম্ম-সোপানের একমাত্র নেতা ও উপদেষ্টা। ভর্ত্তাই নারীর একমাত্র আশ্রয়-তরু। ভর্ত্তাই নারীর দুঃখের প্রশমন, শোকের সান্ত্বনা, বিপদের কাণ্ডারী, সম্পদের সুহৃৎ। যৌবন-কালে ভর্ত্তৃ বিরহ নারীর পক্ষে যার পর নাই কষ্ট ক্লেশ, দুঃখ দুর্গতি, অশিক্ষা অধোগতির কারন। হিংস্র জন্তু-সমাকীর্ণ ভয়ানক স্থানে অসহায় হইয়া গমন করিতে গেলে যেমন পদে পদেই বিপন্ন হইতে হয়, তেমনি আকর্ষণ ও প্রলোভন-পূর্ণ সংসারে যৌবন-কালে —যখন হৃদয়ের ইচ্ছা অভিলাষ, মনের বৃত্তি প্রবৃত্তি স্বতই অসৎ পথে,অসৎ বিষয়ে ধাবিত হইতে থাকে, তখন চির-জীবন-সহায় স্বামীর সহিত বিচ্ছেদ বিরহ, নারীর পক্ষে অতীব অকল্যাণকর। একারণ সর্ব্বপ্রযত্নে ভর্ত্তার সহিত বাস করিতে চেষ্টা করিবে। তৎপ্রতি ঔদাস্য অবহেলা করিলে নারীকে প্রায়ই বিপদগ্রস্ত ও ধর্ম্মভ্রষ্ট হইতে হয়।

৪। নারীর ইতস্ততঃ পর্য্যটন করা চরিত্র দূষিত হওন বিষয়ের অন্যতর কারণ। যৌবন-কালে একাকী যথা তথা গমন করিতে গেলে, দেশ-কাল-পাত্র-দোষে প্রায়ই স্বভাব কলঙ্কিত হইবার সম্ভাবনা। প্রায়ই অসৎ দৃষ্টান্ত, অসৎ-শিক্ষা লাভ হইয়া থাকে। যৎকালে হৃদয় মন স্বভাবতই ইন্দ্রিয়-সুখ, বিষয়-সুখ উপভোগের জন্য উন্মুখ, তৎকালে সেই উপভোগ্য বিষয় হইতে দূরে থাকাই রিপুকুলের আবেগ সম্বরণের একমাত্র প্রশস্ত উপায়। নতুবা তাহারদিগের অনুকূল স্রোতে ভাসমান হইতে গেলেই সহজে ধর্ম্ম-পথ হারা হইতে হয়। ইত্যাদি নানা কারণেই নারীদিগের ইতস্তত পর্য্যটন করা দূষিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

৫। আলস্য ও অকাল-শয়ন দুষ্কর্ম্ম ও দুশ্চিন্তার প্রবল উপাদান। নিষ্কর্ম্মা লোকই সতত পরনিন্দা পরচর্চ্চায় দিনপাত করিয়া থাকে। অলস নর-নারীই ক্রীড়া-কৌতুকে হাস্য-পরিহাসে নৃত্য-গীতে কাল-যাপন করে। কর্ম্মহীন স্ত্রী-পুরুষই ইন্দ্রিয়-সেবায় ঘৃণিত ব্যসনাদিতে অনুরক্ত হয়। নিষ্কর্ম্মা হইয়া শয়ন করিলে সুতরাং অসৎ-ভাব অসৎচিন্তা আসিয়া চিত্তকে দূষিত ও কলঙ্কিত করিয়া ফেলে। সেই জন্য গৃহ-লক্ষ্মী-স্বরূপ নারীগণের পক্ষে অকাল-শয়ন গর্হিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আলস্য-পরিহার ও অসৎ-চিন্তা-পরিবর্জ্জন হেতু নারীগণকে নিম্ন-লিখিত কার্য্যে ব্যাপৃত রাখিতে আর্য্য ঋষিগণ উপদেশ দিয়াছেন। যথা

অর্থস্য সংগ্রহে চৈনাং ব্যয়ে চৈব নিয়োজয়েৎ।
শৌচে ধর্ম্মেহন্নপক্ত্যাঞ্চ পারিণাহ্যস্যবেক্ষণে।

"অর্থের সংগ্রহ, ব্যয়, দ্রব্য সামগ্রীর শুদ্ধি ও আত্ম-শরীর শুদ্ধি, স্থাপিত অগ্নির

শুশ্রূষাদি কার্য্য এবং গৃহের উপকরণাদির অবেক্ষণে ভারার্পণ করিবে। তাহা হইলে কার্য্য-ব্যস্ততা প্রযুক্ত অসৎ চিন্তা অসৎ কার্য্যের অবসর থাকিবে না।”

৬। পর-গৃহ-বাসে নারীদিগের চরিত্র কলঙ্কিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। পিতা ভ্রাতা স্বামী প্রভৃতির ন্যায় আন্তরিক যত্ন চেষ্টা সহকারে কন্যা ভগিনী এবং পত্নীকে যে অন্যে বিশেষ সতর্কতার সহিত রক্ষা করিবে, ইহা কখন প্রত্যাশাই করা যায় না। পর-গৃহে থাকিতে গেলেই সহজে দুঃসঙ্গ লাভ এবং লজ্জাভয়ের অল্পতা হওয়াই সম্ভব, সুতরাং গুরুজন বা স্বাভাবিক অভিভাবকদিগের উপদেশ দৃষ্টান্ত ও অনুশাসন-অভাবে সামান্য-সূত্রেই অসৎচিন্তা এবং অসৎকার্য্য অনুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে এই আশঙ্কায় নারীদিগের পর-গৃহে বাস নিষিদ্ধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। এই জন্যই স্ত্রীরক্ষা বিষয়ে ঈদৃশ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। যথা

"সূক্ষ্মেভ্যোঽপি প্রসঙ্গেভ্যঃ স্ত্রিয়োরক্ষ্যা বিশেষতঃ।
দ্বয়োর্হি কুলয়োঃ শোকমাবহেয়ুররক্ষিতাঃ।"

“স্ত্রীদিগকে অত্যল্প দুঃসঙ্গ হইতেও বিশিষ্টরূপে রক্ষা করিবেক, যেহেতু স্ত্রী সুরক্ষিতা না হইলে, পিতৃকুল ও ভর্ত্তৃকুল উভয় কুলেরই শোকের কারণ হয়েন।”

পুরুষ, নারীরক্ষাবিষয়ে সহস্র উপায়ই অবলম্বন করুন, আর সহস্রবিধ উপদেশই প্রদান করুন, নারী যদি স্বয়ং আত্ম-রক্ষা বিষয়ে বিশেষ যত্নশীলা না হন, তাহা হইলে সে সকলই ব্যর্থ ও নিষ্ফল হইয়া পড়ে। নারী যদি স্বামীর সহিত, পিতৃ-কুল ও ভর্ত্তৃ-কুলের সহিত এবং স্বীয় গর্ভজাত ভবিষৎ বংশের সহিত যে তাঁহার কি দেব-নির্দ্দিষ্ট গুরুতর পবিত্রতর সম্বন্ধ, তাহা প্রত্যক্ষ প্রতীতি করিয়া স্বীয় শরীর মন-আত্মাকে রক্ষা করেন, তাহা হইলেই উভয় কুল উজ্জ্বল হয়, স্বামীর সুখ-সৌভাগ্য বর্দ্ধিত হয়, এবং কুলপাবন সুসন্তান সকল জন্ম গ্রহণ করিয়া সকলের আনন্দবর্দ্ধন ও বংশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে পারে। এই জন্যই কথিত হইয়াছে যে,

"অরক্ষিতা গৃহে রুদ্ধা পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ।
আত্মানমাত্মনা যাস্তু রক্ষেযুস্তাঃ সুরক্ষিতাঃ।"

“বিশ্বস্ত ও আজ্ঞাবহ ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক গৃহ-মধ্যে রুদ্ধা থাকিলেও স্ত্রীরা অরক্ষিতা, যাঁহারা আপনাকে আপনি রক্ষা করেন, তাঁহারাই সুরক্ষিতা।”

নারীর শরীর-রক্ষা একটী গুরুতর কার্য্য। স্বাস্থ্যরক্ষায় ঔদাস্য বা অবহেলা করিলে, তিনি সংসারের নিতান্ত অনুপযোগী এবং আত্মীয়-স্বজনের একান্ত গলগ্রহ হইয়া পড়েন ও পতি-সেবা সন্তান সন্ততির পালন পোষণ প্রভৃতি বহুবিধ গুরুতর পবিত্রতার কার্য্যের বিশেষ ব্যাঘাত সংঘটিত হয়। শরীর রুগ্ন ভগ্ন হইলে গর্ভধারণ-শক্তির বিঘ্ন সংঘটিত হইয়া বংশোচ্ছেদ হইয়া থাকে। রুগ্ন অবস্থায় কচিৎ সন্তান ভূমিষ্ঠ হইলে সেও ক্লিষ্ট বা রোগগ্রস্ত হইয়া পিতা মাতার শোক সন্তাপের কারণ হইয়া উঠে। অতএব গৃহ-পরিবারের, সন্তান-সন্ততির চির-কল্যাণ-কামনায় সর্ব্ব প্রযত্নে দূষিত পান-ভোজন এবং ঘৃণিত স্বেচ্ছাচার ও ব্যভিচারাদি হইতে দূরে থাকিয়া স্বাস্থ্য রক্ষা করা উচিত।

সন্তান সন্ততি যে পিতা মাতার মানসিক ও আধ্যাত্মিক বল-বীর্য্য ও গুণরাশির অধিকারী হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, ইহা প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান বিজ্ঞানসিদ্ধ সত্য। পিতা মাতা অসৎভাব ও অসৎ চিন্তার প্রশ্রয় দিলে, অথবা অসৎ কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকিলে যে, সন্তান সন্ততি তদনুরূপ প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারদিগের চির-মনঃকষ্টের কারণ হইবে, সংসারের কণ্টক ও জগতের অমঙ্গলকারী হইয়া

অধর্ম্ম অত্যাচারে ঈশ্বরের মঙ্গল রাজ্যে অশান্তি অমঙ্গল বিস্তার করিবে, একারণ তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া পিতা মাতার যত্ন-সহকারে আপনাপন চরিত্র রক্ষা এবং মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখা বিশেষ আবশ্যক। তদ্বিষয়ে যত্নশীল না হইলে জীবনের একটী গুরুতর মহত্তর কর্ত্তব্য সাধন এবং ঈশ্বরের পবিত্রতর কল্যাণ-প্রদ ধর্ম্ম-নিয়মের ব্যভিচার-জনিত মহা অপরাধগ্রস্ত হইতে হয় এবং তন্নিবন্ধন দুর্নিবার্য্য দণ্ড ভোগ হইতে কোন ক্রমেই অব্যাহতি পাইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব মানসিক উৎকর্ষতা সাধন এবং আত্মার উন্নতি সম্পাদন নর-নারীর পক্ষে বিশেষ আবশ্যক। মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধনে তৎপর থাকিলে যেমন নর নারী সুখ-শান্তি ও আত্ম-প্রসাদ এবং ব্রহ্মানন্দ উপভোগে সমর্থ হয়েন, তেমনি সন্তান সন্ততিও উন্নত-প্রকৃতি ও সৎস্বভাব লাভ করত বংশ উজ্জ্বল করিবার সামর্থ্য লাভ করে

স্বতন্ত্রতা বা স্বাধীনতা বিষয়-ব্যাপারেই যার পর নাই প্রার্থনীয়। অপরিনত-বুদ্ধি অদূরদর্শী যুবক যুবতীর পান-ভোজন, পরি-ভ্রমণ, শিক্ষা-সাধন এবং সাংসারিক কার্য্য সম্পাদন ও চরিত্র সংরক্ষণাদি পক্ষে স্বেচ্ছাচার কোন রূপেই শ্রেয়ঃকল্প নহে। তদবস্থায় সকল বিষয়ে সুদক্ষ সুপটু বা সক্ষম বিবেচনা করিয়া আকর্ষণ প্রলোভন এবং অসৎ শিক্ষা ও অসৎ দৃষ্টান্ত-পূর্ণ সংসারে নর নারীর স্বাধীনতা অবলম্বন করা কোন ক্রমেই কল্যাণপ্রদ হয় না। সন্তরণ-অপটু ব্যক্তি তরঙ্গপূর্ণ নদ নদী পারে যাইবার চেষ্টা করিতে গেলে, যেমন পদে পদেই বিঘ্ন ঘটিবার সম্ভাবনা, তেমনি সংসার-অনভিজ্ঞ তরল-মতি যৌবনোন্মত্ত নরনারী পিতা মাতা প্রভৃতি দূরদর্শী এবং সংসার-পথের ভুক্তভোগী ও প্রকৃত-কল্যাণ-আকাঙ্ক্ষী গুরুজনের আদেশ উপদেশ বা অনুশাসন উপেক্ষা করিয়া নিরবচ্ছিন্ন আত্ম বুদ্ধি দ্বারা চালিত হইতে গেলে প্রায়ই বিপন্ন হইতে হয়। তদবস্থায় স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিতে গেলে প্রায়ই তাহা স্বেচ্ছাচারিতাতে পরিণত হয়। তন্নিবন্ধন সুখ-শান্তি কল্যাণ লাভ হওয়া দূরে থাকুক প্রত্যুত তদ্দ্বারাই নানা প্রকার রোগ শোক পাপ তাপ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। ভবিষ্যতে দুঃখের কশাঘাতে, যন্ত্রণায় তীব্র তাড়নায়, লজ্জিত দণ্ডিত বা অপ্রতিভ হইয়া প্রত্যাগমন করা অপেক্ষা, সদ্বুদ্ধিশালী সাধু সজ্জন পরিণামদর্শী জনগণের আদিষ্ট ও প্রদর্শিত কল্যাণ-পথে প্রথম হইতে বিনম্র ভাবে পদার্পণ করাই কর্ত্তব্য। বিদ্যালয়ে পাঠাদি-জনিত জ্ঞান এক প্রকার, আর সংসারের অভিজ্ঞতা অন্য প্রকার। অতএব জ্ঞান-মদে গুণ-মদে বা ধন-যৌবন-মদে উন্মত্ত হইয়া দূরদর্শী জীবনের দূর পথবাহী ভুক্ত-ভোগী বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গের আদেশ-উপদেশ সকল অগ্রাহ্য করিয়া যথেচ্ছাচারে প্রবৃত্ত হওয়া কোন ক্রমেই কর্ত্তব্য নহে। পৃথিবীর প্রাচীনতম ভারত-প্রচলিত রীতি-পদ্ধতির গূঢ়গভীর তাৎপর্য্য অনুসন্ধান না করিয়া এককালে তৎপ্রতি তুচ্ছতাচ্ছিল্য প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বেচ্ছাচারী হওয়া কখনই সৎশিক্ষার অনুমোদিত হইতে পারে না। বহু-পরিবর্ত্তন বহু-পরীক্ষার পর, যে সকল নিয়ম আর্য্য-সমাজে প্রচলিত বা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তাহার অবশ্যই সারবত্তা আছে, তাহার আর সন্দেহ নাই। একারণ তাহার উদ্দেশ্য অভিপ্রায় বিশেষরূপে আলোচনা না করিয়া যাহা ইন্দ্রিয়-সুখ-সাধনের এবং বিলাস-ইচ্ছা চরিতার্থ করণের অনুকূল, তাহাই শ্রেয় বিবেচনা করিয়া তদবলম্বনে প্রবৃত্ত হওয়া দূরদর্শিতার সদ্বিদ্যাশালিতার এবং ধর্ম্মানুরাগিতার

অনুমোদিত নহে। স্বাধীনতা অমূল্য ধন বলিয়া কি অল্পবুদ্ধি অপরিণত-বয়স্ক পুত্র কন্যা, পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনীর অবাধ্য হইবে? না পত্নী স্বামীর বিরুদ্ধাচারিণী হইবে? না শিষ্য গুরুর প্রতি অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবে? না স্নেহাস্পদ ব্যক্তিবর্গ সুধীর সজ্জনগণের হিতোপদেশ অগ্রাহ্য করিবে? না প্রজা, রাজার বিদ্রোহী হইয়া উঠিবে? সংসার যে প্রকার স্থান, মনুষ্যের যে প্রকার প্রকৃতি, তাহাতে বাধ্যবাধকতা বা আনুগত্য ও বশীভূততা না থাকিলে, কি গৃহ-পরিবার কি জন-সমাজ কি রাজ্য-সাম্রাজ্য কিছুরই শৃঙ্খলা রক্ষা পায় না, সকলই উচ্ছিন্ন ও বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। এই জন্যই যেমন পৃথিবীর সভ্যতম প্রদেশে রাজা বা রাজ-প্রতিনিধিবর্গ অনেক বিচার অনুসন্ধান করিয়া নিয়ম-প্রণালী সংস্থাপন পূর্ব্বক আবার আপনারাই তাহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া থাকেন এবং বিজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তিগণকে তাহার তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিয়া ও অজ্ঞান নিরক্ষর প্রজাবর্গকে ছল বল কৌশলে তাহার অধীনে আনয়ন করিয়া সামাজিক শৃঙ্খলা এবং রাজ্যের শান্তি রক্ষা করিয়া থাকেন; আর্য্য সমাজেও অতিপূর্ব্বকালে প্রাগুক্ত নিয়মেই সুরীতি ও সুনীতি সকল প্রচলিত ও প্রবর্ত্তিত হইয়া সামাজিক উৎকর্ষতা ও দৃঢ়তা সম্পাদিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে হিন্দু-সমাজ মধ্যে যে মহা বিপ্লব উপস্থিত হইয়া সামাজিক নিয়ম-শৃঙ্খলা শিথিল করিয়া দিতেছে, ইহার কারণ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে স্পষ্টই দেখা যায়, যে আর্য্য সন্তানগণের সামাজিক নিয়ম এবং ধর্ম্মানুশাসন প্রতিপালনে ঔদাস্য ও অবহেলাই তাহার একমাত্র হেতু। স্বাধীনতা-নামধেয় স্বেচ্ছাচারিতাই তাহার মূল কারণ। সুরা অদেয় অপেয় এবং অগ্রাহ্য বলিয়া হিন্দু সমাজে একটী কলবৎ শাসন যুগ-যুগান্তর হইতে প্রচলিত রহিয়াছে, প্রাচীন পক্ষীয় সমাজ-পতিগণ সেই নিয়ম প্রাণ-পণে রক্ষা করিয়া আসিতেছেন, কিন্তু স্বাধীনতাপ্রিয় স্বেচ্ছাচারী ব্যক্তিবর্গ এই কল্যাণ প্রদ সুনিয়মের মস্তকে পদাঘাত করিয়া বিজ্ঞ বিচক্ষণ ব্যক্তিবর্গের আদেশ উপদেশ অবজ্ঞা করিয়া লজ্জা-ভয় ও সমাজ-শাসন তুচ্ছ করত সুরাপানে প্রবৃত্ত হইয়া স্বাস্থ্য-সম্পদ জ্ঞান-ধর্ম্ম প্রাণপর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতেছেন। ইহাতে কল্যাণ কি অকল্যাণ সংঘটিত হইতেছে, একবার তাঁহারাই বিবেচনা করিয়া দেখুন। ইহা স্বাধীনতার অমৃতময় ফল, না স্বেচ্ছাচারিতার অব্যর্থ দণ্ডস্বরূপ রোগ-গ্লানি দুঃখ দুর্দ্দশার আকর, তাহা তাঁহারাই একবার স্থির বুদ্ধিতে বিচার করিয়া প্রত্যক্ষ অবগত হউন। সুরাপানের ন্যায় অভক্ষ্য ভক্ষণ, অসেব্য সেবন, অগম্যাগমন, অগ্রাহ্য গ্রহণ, অব্যবহার্য্য ব্যবহার প্রভৃতি অনেক বিষয়েই এইরূপে আর্য্য সমাজে স্বাধীনতার নামে স্বেচ্ছাচারিতা জনিত বিশৃঙ্খলতা ও সমাজ বিপ্লব উপস্থিত হইয়া আর্য্য-সমাজের অন্তঃসার এবং সমাজ-বন্ধনের জীবনী শক্তি হ্রাস করিয়া ফেলিতেছে।

সত্যের প্রতি যাঁহারদিগের কিছু মাত্র অনুরাগ আছে, ধর্ম্মের প্রতি যাঁহারদিগের অল্প মাত্রও আস্থা আছে, স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রেমের স্ফুলিঙ্গমাত্রও যাঁহাদের হৃদয়ে বর্ত্তমান আছে, সকল প্রকার ঔদ্ধত্য ও উচ্ছৃঙ্খলতা পরিত্যাগ করিয়া ধন-মদ যৌবন-মদ বিদ্যা-মদ প্রভৃতি দূরে নিক্ষেপ করিয়া আর্য্য-সমাজ রক্ষার জন্য—ইহার কল্যাণ চিন্তায় সকল বিনম্র ভাবে মস্তকে বহন করিতে তাঁহারা স্বতই অগ্রসর হইবেন। ইন্দ্রিয়-সুখ, বিলাস-লালসা পূর্ণ করিতে গিয়া বহু কাল-কল্প-গঠিত ধর্ম্ম-প্রধান প্রাচীনতম আর্য্য

সমাজকে ছিন্নভিন্ন করিয়া তৎপরিবর্ত্তে ইন্দ্রিয়-সুখ, বিলাস-সুখ-পূর্ণ স্বেচ্ছাচার-প্রধান নূতন সমাজ সংগঠনের চেষ্টা করা কোন রূপেই সৎশিক্ষা সৎবুদ্ধি এবং বিশুদ্ধ রুচি-প্রবৃত্তির কার্য্য নহে। ধর্ম্মপ্রধান আর্য্য-সমাজ, সুনিয়ম ও সুশাসন-প্রভাবে যেরূপে আর্য্য সন্তান সন্ততি সকলকে যে সকল পাপ তাপ ও দুষ্কর্ম্ম হইতে এতাবৎকাল রক্ষা করিয়া আসিতেছে, বর্ত্তমান সময়ের বিজাতীয় উচ্চ শিক্ষা বৈদেশিক সভ্যতা প্রভৃতি সে সকল পাপ-স্রোত রুদ্ধ করিতে পারিতেছে না। দীর্ঘ-কাল-ব্যাপী অরাজক অবস্থাতেও আর্য্য-সমাজের এক ধর্ম্ম-বন্ধন যে রূপে লক্ষ লক্ষ নর-নারীকে যে সমস্ত অসৎ-কার্য্য হইতে রক্ষা করিয়াছে, এখন এমন দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ নরপতিগণের কঠোর রাজদণ্ড, অসংখ্য অগণ্য ধর্ম্মাধিকরণ, যোজনব্যাপী কারাগৃহ সকলও সে সমুদায় দুরাচার ও দুষ্কর্ম্ম স্থগিত করিতে সমর্থ হইতেছে না। ধর্ম্ম-প্রধান সমাজ-বলের নিকটে, সকল বল পরাভূত হয়। অতএব বিজাতীয় সভ্যতার বাহ্য চাকচিক্যে বিভ্রান্ত হইয়া বিলাস ও স্বেচ্ছাচারকে প্রশ্রয় না দিয়া আর্য্য-সমাজ সংস্কার ও সংরক্ষণে সকলে যত্নশীল হও যে ধন সম্পদ বল-বীর্য্য জ্ঞান ধর্ম্ম এবং ভারতের স্পর্দ্ধা-স্থল ও গৌরবনিধি নারী রক্ষা হইবে।

পরলোক তত্ত্ব।

হিন্দুশাস্ত্র মুলক

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

১০ শাস্ত্রানুসারে দেহান্তরপ্রাপ্তি স্বাভাবিক। মনঃপ্রধান সূক্ষ্ম দেহই তাহার অবশ্যম্ভাবী হেতু। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে সূক্ষ্মদেহ মায়ার রূপবিশেষ ভৌতিক সূক্ষ্ম উপাদানে বিরচিত। মন সূক্ষ্ম দেহের প্রধান অঙ্গ এবং পরিচালক। সুতরাং মনই দেহান্তর-যোজনার অব্যক্ত বীজ। কিন্তু সামান্য বিষয় বুদ্ধি দ্বারা অথবা ব্যবহারিক পদার্থবিদ্যার সাহায্যে সে নিগূঢ় তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করা যায় না। শাস্ত্রের এই একটী সার সিদ্ধান্ত যে, কেবল বাসনাকে চরিতার্থ করার নিমিত্তেই পদার্থের আবির্ভাব। পদার্থ আবির্ভূত হওয়ার বীজ বাসনাতেই আছে। স্থূলদেহ প্রকাশের বীজও সেইরূপ বাসনা-ক্ষেত্র মনেতেই আছে। তাহা অঙ্কুরিত হইবার জন্য জগদীশ্বর যে সমস্ত বিধিরূপ ক্ষেত্রাদি নিরূপণ করিয়াছেন তৎসংযোগাধীন ভোগায়তন-স্বরূপ শরীর প্রকাশ পায়। মনেতে যেরূপ ভোগের স্পৃহা, যেরূপ শরীরের ধ্যান, যেরূপ প্রকৃতির আবির্ভাব, যেরূপ কর্ম্মের ভাব এবং যেরূপ জ্ঞান ধর্ম্মের প্রভাব থাকে মানসিক বীজশক্তির এমনি মহিমা যে মৃত্যুর পর জীবকে তদুপযুক্ত দেহরূপে আশ্রয় করে। যেমন বট-বীজস্থা শক্তিকে আশ্রয় করিয়া সেই শক্তির পুষ্টি-অপুষ্টি-অনুযায়ী ভাবি বটবৃক্ষ অবস্থিতি করে, তাহার ন্যায় মনঃপ্রধান সূক্ষ্মদেহকে আশ্রয় পূর্ব্বক ভাবি স্থূলদেহ অপেক্ষা করিয়া থাকে। বীজকোষ বিদীর্ণ হইয়া যেমন অঙ্কুর দেখা দেয়, স্থূলদেহ বিনাশে সেইরূপ নূতন দেহ অঙ্কুরিত হইয়া থাকে।

শাস্ত্রে কহেন, স্থূল দেহকে জীব স্বপ্নাবস্থায় ব্যবহার করিতে পারে না। তৎকালে মনঃপ্রধান সূক্ষ্ম দেহরূপ বীজ হইতে পূর্ব্ব-সংস্কার অনুসারে অভিনব স্বপ্নদেহ জন্মে। তাহাই অবলম্বন পূর্ব্বক জীব স্বপ্ন-রাজ্যের ফল রচনা ও ভোগ করেন। মনই ঐরূপ দেহ ও ভোগ-রাজ্য ঘটনের হেতু। তদ্রূপ মৃত্যুর পর সেই মনঃস্থিত পূর্ব্বসংস্কারানুসারে এই পৃথিবীতে বা অন্য লোকে জীবের যে অভিনব দেহ আবির্ভূত হইবে তাহাতে বিচিত্র কি আছে।

১১ যেমন এক স্বপ্ন-দেহের ব্যাপার-কালে পূর্ব্বস্বপ্ন-সময়ে স্বতন্ত্র আর একটী স্বপ্নদেহ ছিল—এমন স্মরণ হয় না, সেই রূপ পরজন্মে পূর্ব্বজন্মরূপ দেহ থাকার কথা মনে পড়ে না। ইহার কারণ এই যে, স্বপ্নেতে মন যে দেহ, যে কাম্য বিষয় ও যে সৃষ্টি রচনা করে তাহার বাস্তবিক সত্তা নাই। সুতরাং পর-স্বপ্ন-দেহাবচ্ছিন্ন জীব পূর্ব্ব-স্বপ্ন-কালীন দেহ ও ব্যাপার সমূহকে স্মরণ করিতে পারে না। এক মিথ্যা-অভিমান কি প্রকারে অন্য মিথ্যার স্মরণ করিবে?

ঐরূপ জীবের দেহ ধারণ কেবল মায়া জন্য। তাহা স্বরূপতঃ মিথ্যা। আকাশ-কুসুমবৎ মিথ্যা নহে বটে, কিন্তু জাগ্রদবস্থার তুলনায় স্বপ্ন যেমন মিথ্যা, তত্ত্বজ্ঞানের তুলনায় দেহ ধারণাদি সেইরূপ মিথ্যা। সেই জন্য শাস্ত্রে দেহ ও তদ্ভোগ্য ভব-বিভবকে স্বপ্নতুল্য বলেন। শাস্ত্রের এই ভাবের ভাবুক হইয়া জ্ঞান-জাগ্রত মহা পুরুষেরা সংসার-সুখ-স্বপ্ন-বিমোহিত জনগণকে প্রবোধিত করিবার নিমিত্তে কহিয়াছেন "তুমি কার কে তোমার, কারে বল হে আপন। মহামায়া নিদ্রাবশে দেখিছ স্বপন।"

স্বরূপতঃ মিথ্যা, স্বপ্ন-দেহ-তুল্য, মহামায়া-বিরচিত, এক জন্মের প্রাকৃতিক-দেহাবচ্ছিন্ন স্বপ্নতুল্য ভোগনিষ্ঠ জীব কিরূপে তত্তুল্য স্বরূপতঃ মিথ্যা পূর্ব্বদেহের ঘটনা সকল স্মরণ করিবে? অতএব শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে যতদিন জীব মায়া-বিরচিত অদৃষ্ট বশতঃ দেহের অধীন থাকিবে, তত দিন পূর্ব্ব-জন্মের কথা মনে করিতে পারিবে না।

কিন্তু যেমন জীবের সামান্য স্বপ্নরূপ নিদ্রা হইতে জাগরণ হইলে স্বপ্নদেহকালীন ঘটনা সকল এবং পূর্ব্ব পূর্ব্ব বহু স্বপ্নের কথা স্মরণ হয়, সেই রূপ অনাদি মায়া-নিদ্রা হইতে জ্ঞান-স্বরূপে জন্মের কথা মনে পড়ে। নতুবা এক স্বপ্নের প্রবাহ-কালে যেমন তৎকালীন ঘটনাবলির কথঞ্চিৎ ধারাবাহিক স্মৃতিমাত্র সম্ভব, সেই রূপ এক জন্মের প্রবাহ মধ্যে সেই জন্মেরই ঘটনা সকল স্মরণ হওয়া সম্ভব। কেবল মায়া-নিদ্রা হইতে জাগরণ হইলেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের ব্যাপার সকল স্বপ্নবৎ মনে পড়িতে পারে।

শাস্ত্রের সার সিদ্ধান্ত এই যে কেবল জ্ঞান-যোগীগণই মায়া-নিদ্রা হইতে জাগ্রত। অন্যে মায়া-নিদ্রায় অভিভূত হইয়া আছেন। তাঁহারা স্বপ্নবৎ বিষয়-সুখ ভোগ করিতেছেন সত্য। কিন্তু তাহা অনিত্য। শুদ্ধ অনিত্য নহে কিন্তু মায়া-স্বপ্ন নামক মহারোগ। অতএব সাধুর কথা এই "যোগী জাগে, ভোগী রোগী কোথায় জাগে?"

"মুক্তিস্তু ব্রহ্মতত্ত্বস্য জ্ঞানাদেব ন চান্যথা।
স্বপ্নবোধং বিনা নৈব স্বস্বপ্নং হীয়তে যথা"।

পঞ্চদশী (৬।২১০)

মুক্তি-ফল-প্রাপ্তির নিমিত্তে ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞান ব্যতীত উপায়ান্তর নাই, যেমন স্বীয় স্বপ্নাবস্থা নিবারণের নিমিত্তে স্বকীয় জাগরণ ব্যতীত অন্য উপায় নাই। অর্থাৎ

"ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞানমন্তরেণ তদজ্ঞানকল্পিতঃ
স্বসংসারোন নিবর্ত্তত ইতি ভাবঃ।"

ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞান বিনা অজ্ঞান-কল্পিত অর্থাৎ মায়া-নিদ্রাতে দৃষ্ট স্বীয় সংসাররূপ স্বপ্ন কিছুতেই নিবৃত্ত হয় না।

"সংসারঃ স্বপ্নতুল্যোহি রাগদ্বেষাদিসঙ্কুলঃ।
স্বকালে সত্যবদ্ভাতি প্রবোধে হ্যসত্যবদ্ভবেৎ"।

(আত্মবোধ)—

এই সংসার স্বপ্নেরই তুল্য। ইহা প্রিয়-প্রিয়-সঙ্কুল। কেবল ব্যবহারিক অবস্থায় সত্যের ন্যায় প্রকাশ পায়। জাগরণে অসত্যবৎ হয়।

যেমন জাগ্রৎ কালের সংস্কার অনুসারে স্বপ্ন-রাজ্য বিরচিত হয়, সেইরূপ পূর্ব্ব পূর্ব্ব

জন্মের সংস্কার অনুসারে পরজন্মের ব্যাপার সকল সংঘটিত হয়। যেমন স্বপ্ন সময়ে এমত জ্ঞান থাকে না যে, আমি আমার জাগ্রৎ কালের বা পূর্ব্বস্বপ্নাবস্থার প্রকৃতিকে অনুসরণ পূর্ব্বক স্বপ্ন দেখিতেছি। সেই রূপ, পর জন্মে এমত জ্ঞান থাকে না যে আমি আমার পূর্ব্বজন্মের উপার্জ্জিত প্রকৃতি অনুসারে এ জন্মে কর্ম্মানুবর্ত্তী হইতেছি ও ভোগাপভোগ করিতেছি। প্রকৃতিই স্বপ্ন ও দেহ উভয়েরই মূল। মন প্রকৃতির অধিষ্ঠান ক্ষেত্র। প্রকৃতি-সম্পন্ন মনরূপ-বীজশক্তি বশাৎ স্বপ্নদেহ ও স্থূলদেহ উভয়ই আবির্ভূত হয়। এই উভয় প্রকার দেহই মিথ্যা। একেবারে মিথ্যা না হইলেও মায়িক আবির্ভাব মাত্র

১২ শাস্ত্রানুসারে প্রকৃতিরূপ বীজের আশ্চর্য্য শক্তি। জ্ঞানীরা বলেন তাহাকে সাকার কি নিরাকার বলিব ভাবিয়া স্থির পাই না। বট-কণিকা সাকার হইলেও তন্মধ্যস্থ বীজশক্তিকে কে নিঃসংশয় সাকার লিবে? তাহা শক্তিমাত্র এবং চক্ষুর অগোচর। সুতরাং তাহা নিরাকার। কিন্তু মূলে যাহা নিরাকার তাহা কি রূপে প্রকাণ্ডবৃক্ষরূপে পরিণত হইতে পারে? সুতরাং অনুমান করিতে হইল যে সে শক্তি সাকার। কিন্তু অতীন্দ্রিয়, অব্যক্ত, অব্যাকৃত, সূক্ষ্ম এবং উপাদানকারণ।

সেই রূপ মন বীজশক্তি স্বরূপ। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে তাহা শরীররূপ বৃক্ষ হইতে বিক্ষিপ্ত হইলেই নবতর কলেবর প্রসব করিয়া থাকে এবং আবার সেই কলেবরকে আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করে। তাহা ধ্বংস হইবামাত্রে আর একটি দেহ ধারণ করে। অনাদি অনন্ত ব্যাপার। শত শত কোটি কোটি কল্পেও এইরূপ আবির্ভাব ও তিরোভাবের প্রবাহ ক্ষান্ত হইবে না। এতাবতা শাস্ত্রে মনকে অতীন্দ্রিয় ও মায়িক পদার্থ বলিয়াও তাহাকে ভূত-বীজযুক্ত কহিয়াছেন।

শাস্ত্রের মূল ভূমি এই যে, জগতে এক মাত্র পদার্থ আছেন। তদ্ভিন্ন দ্বিতীয় কিছু নাই। এই সিদ্ধান্ত পারমার্থিক, কিন্তু ব্যবহারিক নহে। সেই একমাত্র পদার্থ ব্রহ্ম, তিনি স্বরূপত এক, কিন্তু কারণ ও কার্য্যক্ষেত্রে উভয় চনক-দলবৎ দুই। এক ভাগে তিনি অপরিলুপ্ত চৈতন্যস্বরূপ নিমিত্ত কারণ। "প্রকৃতিশ্চ দৃষ্টান্তানুবোধাৎ" (শারীরক) অন্য ভাগে তিনি বাহ্য ও মানসিক প্রকৃতিস্বরূপ, কার্য্যরূপী, অথবা উপাদান কারণ। শাস্ত্রে উহার এক ভাগকে ব্রহ্ম, অপরকে প্রকৃতি বলেন। "তস্মাৎ ব্রহ্ম উভয়াত্মকং" অতএব ব্রহ্ম উভয়াত্মক। উহার মধ্যে প্রকৃতি উত্তরপাদ, ব্রহ্ম পূর্ব্বপাদ। উভয়ে এক। কিন্তু কার্য্যকারণক্ষেত্রে সেই এক হইতে নানা বর্ণের পদার্থকুসুম বিকশিত হইয়া থাকে। এই নিয়মানুসারে মনও নিরাকার সাকার উভয়ই। মনই এখন স্বীয় শক্তি-বলে দেহ ধারণ করিয়া আছে. স্বপ্নেতে স্বপ্ন-দেহ ধারণ করে এবং মৃত্যুর পর কর্ম্মানুসারে স্থূল দেহ রূপে আবির্ভূত হয় অথচ স্বতন্ত্রও থাকে। সে সমস্ত স্বপ্নদেহ ও মাতৃপিতৃজ জাগ্রত দেহ মনেরই বাহ্য রূপ বিশেষ।

১৩ শাস্ত্রের চরম সিদ্ধান্ত এই যে যে জন্মে ব্রহ্মজ্ঞান-প্রসাদে কাম-কর্ম্ম-বীজস্বরূপিণী প্রকৃতির বন্ধন বিনাশ পায় সুতরাং কারণ শরীর ধ্বংস হয় তাহাই জীবের শেষ জন্ম। কারণের বিনাশে সূক্ষ্ম ও স্থূল শরীর রূপ কার্য্যেরও ক্রমে বিনাশ হয়। কেবল যত দিন মৃত্যু না হয় তত দিন ঐ স্থূল সূক্ষ্ম দেহ ও মন ভর্জ্জিত বীজবৎ অবস্থিতি করে। মৃত্যুকালে তাদৃশ জীব ব্রহ্মভাব লাভ করেন।

শাস্ত্রের অভিপ্রায় এই যে সংসারাবস্থার

প্রকৃতিরূপ ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ দ্বারা জীব যেন প্রকৃতিতে বিরচিত হইয়া যান। স্থূল সূক্ষ্ম-দেহ প্রকৃতিরই আবির্ভাব কখন তাহাকে "আমি" বলিয়া মনে করেন। সন্তান সন্ততি, হস্তী, হিরণ্য রাজ্যধন প্রকৃতিরই মায়া কখন তাহাতে "মম" বিশেষণ প্রয়োগ করেন। কিন্তু কিছুই আমি বা আমার নহে।

বহু জন্মের পরীক্ষার পর ব্রহ্মজ্ঞান প্রসাদে জীবের আমিত্ব ও মমত্বরূপ প্রাকৃতিক ভাগ বিগত হয়। তখন তিনি মায়াময়ী-প্রকৃতি-স্বরূপিণী কর্তৃত্বতন্ত্রভোগসাধিনী সাধিকা মাতাকে ত্যাগ পূর্ব্বক পরম-বস্তু-তন্ত্র সত্যস্বরূপ ব্রহ্মরূপ পিতৃঐশ্বর্য্য আশ্রয় করেন। তাহাতে তিনি মিথ্যার অধিকার হইতে মুক্ত হইয়া সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম-ধাতু দ্বারা বিরচিত হয়েন এবং আমিত্ব ও মমত্বাদি সেই ব্রহ্মেতে অর্পণ করিয়া অমৃত লাভ করেন।

আর জন্ম বা শরীর পরিগ্রহ হয় না, কারণের সহিত মনঃপ্রধান সূক্ষ্ম দেহ নিবৃত্ত হয়। মৃত্যুকালে তেজঃপথাদি দ্বারা তাঁহার ঊর্দ্ধগতি হয় না। মুক্তির জন্য তাঁহাকে স্বর্গ ও ব্রহ্মলোকাদিতে যাইতে হয় না। তিনি এইখানেই অর্থাৎ স্বীয় হৃদয়-ধামেই পূর্ণানন্দস্বরূপ ব্রহ্মভাব লাভ করেন।

'ন তস্য প্রাণাঃ উৎক্রামণন্তি অত্র ব্রহ্ম সমশ্নুতে।"
"তস্মাৎ তত্ত্ববিদোবাগাদিনাং পরমাত্মনি লয়ঃ ॥"

শাঃ অধিঃ ৪।২।১৬।

ক্রমশঃ।

বেদান্তদর্শন।

প্রথম অধ্যায়। প্রথম পাদ।

পঞ্চমাধিকরণ।

৪৭৬ সংখ্যক পত্রিকার ২৩২ পৃষ্ঠার পর।

প্রথমাবধি চতুর্থ অধিকরণে কর্ম্মীদিগের আপত্তি খণ্ডন পূর্ব্বক সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা পরমাত্মারূপ প্রসিদ্ধ-বস্তু-পরতন্ত্র। ক্রিয়াপরতন্ত্র নহে। ব্রহ্ম এই জগতের জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গের কারণ, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ ও সকলের মুখ্য আত্মা। তাঁহা হইতে নিশ্বসিত-ন্যায়ে বেদোৎপন্ন হইয়াছে এবং বেদ হইতে তাঁহার স্বরূপজ্ঞান লাভ হয়। সেই ব্রহ্ম ও মোক্ষকে সমস্ত বেদ ক্রিয়ার অবিষয় রূপে প্রতিপাদন করে।

এই সমস্ত সিদ্ধান্তের প্রতি সাংখ্যমতাবলম্বীদিগের যে সকল আপত্তি আছে এই বর্ত্তমান অধিকরণে তাহারই খণ্ডনে প্রবৃত্ত হইতেছেন। সাংখ্যাচার্য্যগণের পূর্ব্বপক্ষ এই—

ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকে আছে—

'সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং,
তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি তত্তেজোঽসৃজত ইতি'

হে শিষ্য! অগ্রে ইহা (এই জগৎ) সৎ মাত্র ছিল। তিনি একমাত্র অদ্বিতীয়। তিনি সঙ্কল্প করিলেন আমি প্রজা রূপে বহু হইব। পরে তিনি তেজের সৃষ্টি করিলেন অর্থাৎ ক্রম পূর্ব্বক এই জগৎ সৃষ্টি করিলেন।

এই শ্রুতি অনুসারে জগৎসৃষ্টির নিমিত্তে ব্রহ্ম অপেক্ষিত নহেন। কেননা—

'তচ্ছব্দবাচ্যং সর্ব্বজগৎকারণং প্রধানং নতু ব্রহ্ম: প্রধানস্য সত্ত্বগুণযুক্ততয়া পরিণামিত্বাচ্চ জ্ঞানশক্তি-ক্রিয়াশক্তিসম্ভবাৎ; নির্গুণস্য কূটস্থস্য ব্রহ্মণস্তদসম্ভবাৎ'

(শাঃ ভাষ্য)

এই শ্রুতিতে যে সৎশব্দ আছে তাহার বাচ্য ব্রহ্ম নহেন কিন্তু সর্ব্বজগৎকারণ-রূপিণী প্রধান (প্রকৃতি)। প্রধানের সত্ত্ব-গুণও আছে, বহুরূপে পরিণত হওয়ার শক্তিও আছে। সত্ত্বগুণ থাকাতে তাহার জ্ঞান-শক্তি সম্ভব হইতেছে, আর পরিণাম লাভের ক্ষমতা থাকায় তাহার ক্রিয়া-শক্তিও সম্ভব হইতেছে। দেহেন্দ্রিয়াদি-রহিত, নির্ব্বিশেষ, নির্গুণ, অবিকারী, কূটস্থ চৈতন্য

মাত্র যে ব্রহ্মকে বৈদান্তিকেরা স্থাপন করেন তাঁহার ঐরূপ কার্য্যোপযোগী জ্ঞান-শক্তি ও ক্রিয়া-শক্তি অসম্ভব।

অতএব প্রকৃতিই ঐ সৎ শব্দের বাচ্য। উৎপত্তির পূর্ব্বে এই জগৎ সেই এক অদ্বিতীয় প্রকৃতি রূপে ছিল। ছিল বলিয়াই প্রকৃতিই সৎ শব্দের বাচ্য। প্রকৃতিই স্বীয় সত্ত্বগুণের বিকার জ্ঞান-শক্তি এবং রজস্তমোগুণের বিকার ক্রিয়া-শক্তি দ্বারা বদ্ধ হইয়াছে। মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদ এবং বাহ্য জগৎ সমুদয়ই তাহার পরিণাম।

'সর্ব্বশক্তিত্বং তাবৎপ্রধানস্যাপি স্ববিকারবিষয়মুপপদ্যতে'

(শাঃ ভাঃ)

প্রকৃতির যে স্বীয় বিকার-লক্ষণ আছে তাহাতে তাহার সর্ব্বশক্তিত্ব উপপন্ন হয়। কেননা বিকৃত ও পরিণত হইয়া উহা ইন্দ্রিয়, মন, আকাশাদি ক্রমে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের রূপধারণ করিতে পারে।

'সর্ব্বজ্ঞত্বমপি উপপদ্যতে' (শাঃ ভাঃ)

উহার সর্ব্বজ্ঞত্বও যুক্তিসিদ্ধ। কেননা

'যত্ত্বং জ্ঞানং মন্যসে সত্ত্বধর্ম্মঃ সঃ, সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানমিতিস্মৃতেঃ'

যাহাকে তুমি জ্ঞান বল তাহা সত্ত্বগুণেরই ধর্ম্ম, কারণ স্মৃতিতে কহেন সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান জন্মে।

'সত্ত্বস্যৈ নিরতিশয়োৎকর্ষে সর্ব্বজ্ঞত্বং প্রসিদ্ধং'

(শাঃ ভাঃ)

সত্ত্বগুণের অতিশয় উৎকর্ষে সর্ব্বজ্ঞত্ব জন্মে ইহা প্রসিদ্ধই আছে। তাহার দৃষ্টান্ত সত্ত্বগুণের সাধনে যোগীদের সর্ব্বজ্ঞত্ব।

'ত্রিগুণত্বাত্তু প্রধানস্য সর্ব্বজ্ঞানকারণভূতং সত্ত্বং প্রধানাবস্থায়ামপি বিদ্যত ইতি। প্রধানস্যাচেতনস্যৈব সতঃ সর্ব্বজ্ঞত্বমুপচর্য্যতে বেদান্তেষু।'

(শাঃ ভাঃ)

জগদুৎপত্তির পূর্ব্বে মহা প্রলয়কালে প্রকৃতির সত্ত্বরজস্তমঃ এই গুণত্রয়ের যে সাম্যাবস্থা থাকে সেই অবস্থাকে প্রধানাবস্থা কহে। সেই অবস্থাতেও প্রকৃতি সত্ত্বগুণযুক্ত থাকে। সুতরাং প্রকৃতিতে সর্ব্বদাই সর্ব্বজ্ঞানের কারণ বিদ্যমান থাকে। অতএব ইহা বলিতে হইবে যে বেদান্তে যাহাকে সর্ব্বজ্ঞ জগৎকারন বলিতে চান তাহা সেই প্রকৃতিই। তাহা অচেতন হইলেও বেদান্ত তাহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলিতে পারেন।

সাংখ্যপক্ষীয় এই পূর্ব্বপক্ষের মীমাংসা করণার্থে মহর্ষি ব্যাসদেব পঞ্চমাবধি একাদশ পর্য্যন্ত নিম্নস্থ সাতটী সূত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। সেই কারণে এই সাতটী সূত্রই এই বর্ত্তমান অধিকরণে গ্রথিত হইয়াছে

সূত্র। ঈক্ষতের্নাশব্দং। ৫।

জড় প্রকৃতির জগৎকর্ত্তৃত্ব বেদে কহেন নাই। কেননা, 'ঈক্ষতি' অর্থাৎ সৃষ্টির সঙ্কল্প করা চৈতন্য অপেক্ষা করে।

তাৎপর্য্য।

উপরি উক্ত 'সদেব' শ্রুতিতে যে 'সৎ'* শব্দ আছে তাহা জড়-প্রকৃতি-বাচক নহে। বেদে তাদৃশ প্রকৃতিকে জগৎ-কারণ বলেন নাই।

'ঈক্ষতেবীক্ষিতৃত্বশ্রবণাৎ কারণস্য' (শাঃ ভাঃ)

উক্ত শ্রুতিতে স্পষ্ট আছে যে সৎস্বরূপ কারণ সঙ্কল্প পূর্ব্বক সৃষ্টি করিলেন।

* বেদে সৃষ্টির কারণ স্বরূপ যে সৎ শব্দ উক্ত হইয়াছে তাহা ব্রহ্মচৈতন্য-বাচক। কিন্তু যে যে স্থলে এমত উক্ত হইয়াছে যে 'পূর্ব্বে সৎ বা অসৎ কিছুই ছিল না' তাহার তাৎপর্য্য এই যে 'সৎ' কিনা কার্য্যরূপী প্রকটিত জগৎ ছিল না এবং 'অসৎ' অর্থাৎ 'অভাব' ছিল না। 'কথমসতঃ সজ্জায়তে?' 'অসৎ' অর্থাৎ 'অভাব' হইতে 'সৎ' কিনা কার্য্যরূপী জগৎ কিরূপে জন্মিবে? পুরাণশাস্ত্রে অনেক স্থলে প্রকৃতিকে 'সদসদাত্মিকা' কহেন। তাহার তাৎপর্য্য 'কার্য্যকারণশক্তিযুক্তা'। যখন সৃষ্টিকালে প্রকৃতি কার্য্যে পরিণত হয় তখন তাহাকে সৎ কহা যায়। প্রলয়ে যখন অব্যক্ত থাকে তখন অসৎ বলা যায়। শাস্ত্রে এমনও আছে যে সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ 'অসৎ' ছিল। তথা তাৎপর্য্য 'অব্যাকৃত সৎ'। এ সব 'অসৎ' শব্দে অভাব নহে। 'অভাবস্য কারণত্বনিষেধাৎ' অভাবের জগৎকারণত্ব নাই।

এইরূপ সঙ্কল্প করা অচেতন প্রধানের কর্ম্ম নহে। তাহাতে চৈতন্য অপেক্ষা করে। যদিও ঐ শ্রুতিতে স্পষ্ট বাক্যে 'সৎ' কে চৈতন্যস্বরূপ কহেন নাই কিন্তু তত্তুল্য অন্যান্য শ্রুতিতে তাঁহাকে আত্মা সুতরাং চেতন কহিয়াছেন। যথা—

'আত্মা বা ইদমেকএবাগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ সঈক্ষত লোকান্ সৃজা ইতি স ইমান লোকান, সৃজত।'

সৃষ্টির পূর্ব্বে এক আত্মা মাত্র ছিলেন। অন্য কিছু ছিল না। তিনি আলোচনা করিলেন লোক সকল সৃজন করিব। পরে তিনি এই সকল লোক সৃষ্টি করিলেন।

উপরিউক্ত শ্রুতিতে জগৎকারণকে আত্মা কহিয়াছেন। তিনিই সৃষ্টিবিষয়ক আলোচনা ও তপস্যার কর্ত্তারূপে কথিত হইয়াছেন। এই শ্রুতি 'সদেব' শ্রুতির তুল্যার্থবাচী। সে শ্রুতির সৎও সেজন্য ঐ আত্মা মাত্র

'সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ,' 'আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ,' 'ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীৎ''।

এ সমস্ত শ্রুতিরই অর্থসঙ্গতি একই প্রকার। এ সকলের মধ্যে 'সৎ,' 'আত্মা,' 'ব্রহ্ম' শব্দ সমুহ একই চৈতন্যময় ব্রহ্ম-প্রতিপাদক। তৎসমস্ত জড় প্রকৃতিকে প্রতিপাদন করে না। জড় প্রকৃতিতে 'আত্মা' শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে না। তাহা কর্ত্তৃক সঙ্কল্পও সম্ভবে না। সৃষ্টি করার সঙ্কল্প কেবল একমাত্র সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্মেতেই সঙ্গত হয়।

সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রকৃতির গুণত্রয় সাম্যাবস্থায় থাকে। সাংখ্যাচার্য্যেরা ঐ 'সৎ' বা 'ব্রহ্ম' শব্দ তদবস্থাপন্ন অচেতন প্রকৃতিবাচক বলেন। তাঁহারা বলেন প্রকটিত হওয়ার পূর্ব্বে এই সৃষ্টি সর্ব্ববিকারের মূল বীজ স্বরূপে স্থিতি করে। ঐ অচেতন মূল বীজই প্রকৃতি। তাহাই সৎ। তাহাই জগৎকারণ ব্রহ্ম। তাহাতে সে অবস্থায় নিগূঢ়ভাবে সত্ত্বগুণ থাকে। অচেতন হইলেও সত্ত্বগুণ-প্রভাবে ঐ প্রকৃতি আপনা আপনি সর্ব্বজ্ঞ হয়। বেদান্ত একথার এই উত্তর দেন—

'যদি গুণসাম্যে সতি সত্ত্বব্যপাশ্রয়াং জ্ঞানশক্তিমাশ্রিত্য সর্ব্বজ্ঞং প্রধানমুচ্যতে তর্হি কামং রজস্তমোব্যপাশ্রয়ামপি জ্ঞান-প্রতিবন্ধশক্তিমাশ্রিত্য কিঞ্চিজ্‌জ্ঞত্বমুচ্যেত। (শাঃ ভাঃ)

প্রকৃতির ঐরূপ গুণ-সাম্যাবস্থাতেও যদি তাহার কেবল সত্ত্বগুণাশ্রিত জ্ঞানশক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক তাহাকে সর্ব্বজ্ঞ বল, তাহা হইলে, ঐ অবস্থাতেই তাহাতে রজস্তমোগুণাশ্রিত যে জ্ঞান-প্রতিবন্ধক শক্তি আছে তাহা ধরিয়া তাহার অল্পজ্ঞত্বও স্বীকার কর। কিন্তু অল্পজ্ঞত্ব-মিশ্রিত সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বজ্ঞত্বই নহে। সর্ব্বজ্ঞত্বাভাবে প্রকৃতি জগৎকারণ হইতে পারে না। অধিকন্তু

'নাসাক্ষিকা সত্ত্বপ্রবৃত্তির্জ্জানাতি নাভিধীয়তে নচাচেতনস্য প্রধানস্য সাক্ষিত্বমস্তি। (শাঃ ভাঃ)

সাক্ষিকা অর্থাৎ অধিষ্ঠাতৃ আত্মা ব্যতীত, আত্মারূপ জ্ঞানালম্বন ব্যতীত, পুরুষের অধিষ্ঠান ব্যতীত সত্ত্বগুণের বৃত্তি স্ফূর্ত্তি পাইতে পারে না। সাংখ্যের অচেতন প্রধানেতে আত্মার অধিষ্ঠাতৃত্ব নাই এজন্য তাহার সর্ব্বজ্ঞত্ব অসম্ভব।

অচেতন পদার্থে সত্ত্বগুণ থাকিলেই যে তাহা সচেতন বা সর্ব্বজ্ঞ হইবে এমত নহে। অগ্রে সচেতন পুরুষ, ইন্দ্রিয়মনোযুক্ত আত্মা থাকা চাই। তবে সেই পুরুষেতে বা আত্মাতে সন্নিধিবর্ত্তী সত্ত্বগুণের প্রভাব সঞ্চারিত হইবে।

'যোগিনাং তু চেতনত্বাৎ' (শাঃ ভাঃ)

সত্ত্বগুণ জন্য যোগীদিগের যে সর্ব্বজ্ঞত্ব হয় তাহা কেবল তাঁহাদের আত্মাধিষ্ঠিত ইন্দ্রিয়মনোযুক্ত পুরুষত্ব আছে বলিয়াই হয়।

কোন জড় প্রতিমূর্ত্তিতে সেপ্রকার যোগৈশ্বর্য্য আশ্রয় করে না। যাঁহারা যোগবলে সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করেন তাঁহাদের সর্ব্বজ্ঞত্বে এবং ব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্বে বিশেষ আছে। যোগীরা প্রথমে অল্পজ্ঞ থাকেন পরে জ্ঞান-সাধন-প্রভাবে সর্ব্বজ্ঞ হন। কিন্তু

'সবিতৃপ্রকাশবৎব্রহ্মণোজ্ঞানস্বরূপনিত্যত্বেন জ্ঞান-সাধনাপেক্ষানুপপত্তেঃ।' (শাঃ ভাঃ)

সূর্য্য-প্রকাশবৎ ব্রহ্মের নিত্য-জ্ঞান-স্বরূপত্ব হেতু যোগীদিগের ন্যায় তাঁহার জ্ঞান সাধনাপেক্ষা নাই। তিনি স্বয়ংই জ্ঞানস্বরূপ

'অবিদ্যাদিমতঃ সংসারিণঃ শরীরাদ্যপেক্ষা জ্ঞানোৎপত্তিঃ স্যাৎ ন জ্ঞানপ্রতিবন্ধকারণরহিতস্যেশ্বরস্য"
(শাঃ ভাঃ)

অবিদ্যাচ্ছন্ন সংসারী জীবেরই শরীর ইন্দ্রিয় মনাদিকে আশ্রয় করিয়া জ্ঞানোৎপত্তি হয়। কিন্তু জ্ঞানবিরোধী অবিদ্যারহিত ঈশ্বরের শরীর মনাদির অপেক্ষা নাই। তিনি স্বয়ংই জ্ঞানস্বরূপ আত্মা।

অতএব ঈশ্বরের জ্ঞান-স্বরূপত্ব সত্ত্বগুণ জন্য নহে। প্রকৃতির সত্ত্বগুণ তাঁহার শক্তির এক কণামাত্র। যোগীদিগের সর্ব্বজ্ঞত্বও তদ্রূপ।

'সাক্ষিনিমিত্তমীক্ষিতৃত্বং প্রধানস্য কল্প্যেত যথাগ্নিনিমিত্তময়ঃপিণ্ডদের্দ্দগ্ধৃত্বং তথাসতি যন্নিমিত্তমীক্ষিতৃত্বং প্রধানস্য তদেব সর্ব্বজ্ঞং মুখ্যং ব্রহ্ম জগতঃ কারণমিতি যুক্তং। (শাঃ ভাঃ)

অগ্নির অধিষ্ঠানে অয়ঃপিণ্ডের দাহিকা-শক্তি জন্মে, তাহার ন্যায় চৈতন্যাধিষ্ঠান বশতঃ যদি প্রধানের ঈক্ষণক্রিয়া স্বীকার কর, তবে প্রধানের ঈক্ষন মিথ্যা হইবে, কেন না যাঁহার অধিষ্ঠানে প্রধানেতে ঈক্ষণ-শক্তি জন্মে সেই সর্ব্বজ্ঞ মুখ্য ব্রহ্মই জগতের কারণ হইতেছেন।

এস্থলে পূর্ব্বপক্ষবাদী সাংখ্যাচার্য্যগণ কহেন।

"অচেতনেপি চেতনবদুপচারদর্শনাৎ" (শাঃ ভাঃ

অচেতন প্রকৃতির যে চেতনবৎ ব্যবহার তাহা গৌণমাত্র

এই পূর্ব্বপক্ষের অভিপ্রায় এই যে, জগৎ সৃষ্টি বিষয়ে অচেতন প্রকৃতি সত্য সত্যই আলোচনা বা সঙ্কল্প করিয়াছে বেদের এমন অভিপ্রায় নহে। অচেতন প্রকৃতির বিকার হইতে জগদুৎপত্তি হইয়াছে ইহাই সত্য। তবে যে বেদে আলোচনা, ঈক্ষণ সঙ্কল্প প্রভৃতি শব্দ আছে তাহা গৌণপ্রয়োগমাত্র। মুখ্য প্রয়োগ নহে। অচেতন প্রকৃতির মহত্তত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্রাদিক্রমে পরিণত হওয়া কেবল চেতনের ন্যায় কার্য্য। নতুবা সৃষ্টি-কার্য্য উদ্ধারের নিমিত্তে তাহাকে যে সত্যই সচেতন হইতে হইবে এমন প্রয়োজন দেখি না। তাহার এমন আশ্চর্য্য শক্তি আছে যে, তদ্দ্বারা তৎকর্ত্তৃক সচেতন ও সর্ব্বজ্ঞের ন্যায় কার্য্য হয়। অতএব তাহার ঈক্ষিতৃত্ব ও সর্ব্বজ্ঞত্ব গৌণ প্রয়োগ। তাহার প্রমাণ এই যে 'সদেব' শ্রুতির পরেই ঐরূপ গৌণ প্রয়োগ পর শ্রুতি আছে যথা।

'তত্তেজ ঐক্ষত তা আপ ঐক্ষন্তেতি'

সৎ যে তেজ সৃষ্টি করিয়াছিল তাহা সঙ্কল্প করিল। জলও সঙ্কল্প করিল।

ইত্যাদি গৌণ-সঙ্কল্প তেজ ও জল সম্বন্ধে ব্যবহৃত হওয়ায় বেদের সেই একই প্রকরণান্তর্গত সৎ কর্ত্তৃক যে সঙ্কল্প তাহাকেও গৌণরূপে গ্রহণ করিতে হইবে।

'তস্মাৎ সৎকর্ত্তৃকমপীক্ষণমৌপচারিকমিতি গম্যতে'

অতএব সৎকর্ত্তৃক ঈক্ষণ গৌণ মানিতে হইবে।

পূর্ব্বপক্ষবাদী বেদবাক্যের এই বিপরীত অর্থ উপস্থিত করায় মহর্ষি ব্যাস তদুত্তরে নিম্নস্থ সূত্রে অবতারণ করিতেছেন।

'গৌণশ্চেন্নাত্মশব্দাৎ ১।৬।

প্রকৃতির আলোচনাকে গৌণ বলিলেই

যে চলিবে এমন নহে। কেন না বেদে আত্মা শব্দের প্রয়োগ আছে।

ছান্দোগ্যোপনিষদের যে প্রকরণে ঈক্ষণ-শ্রুতি আছে তাহার আদ্যন্ত পাঠ করিলেই বুঝা যাইবে যে সাংখ্যপক্ষীয় এই গৌণবাদ অযুক্ত। কেন না

'তেজোহবন্নানাং সৃষ্টিমুক্তা তদেব প্রকৃতং সদীক্ষিতৃ তানি চ তেজোবন্নানি দেবতাশব্দেন পরামৃশ্যাহ সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রোদেবতা অনেন জীবেন আত্মানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি'

(শাঃ ভাঃ)

'সদেব সৌম্য' ইত্যাদি শ্রুতিতে সৎ-কর্ত্তৃক তেজ জল ও অন্নের উৎপত্তি কহিয়াছেন। পরে ঐ প্রকৃত সৎ ও তৎসৃষ্ট তেজ জল ও অন্নকে দেবতা শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। পরে কহিয়াছেন যে, সেই দেবতা আলোচনা করিলেন যে আমি জীবাত্মারূপে ঐ তিন দেবতাতে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ প্রকাশ করিব।

এস্থানে সৎ হইতে জ্যোতিঃ জল ও অন্ন (অন্ন শব্দে পৃথিবী) উৎপন্ন হওয়ার যে উল্লেখ, তাহা সূক্ষ্ম সৃষ্টি মাত্র। তাহা ব্যবহারের অযোগ্য, অপ্রত্যক্ষ, দ্যোতনাত্মক। ফলতঃ তাহাই নয়ন, রসন, ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের দীপ্তিদাতা অধিদেবতা। এজন্য ঐ ত্রিবিধ সৃষ্ট পদার্থ দেবতা শব্দে কথিত হইয়াছেন। আকাশ ও বায়ুও ঐ রূপ দেবতা। 'তদাকাশং বায়ুঞ্চ সৃষ্ট্বা তেজঃ সৃষ্টবদিত্যর্থঃ' (আনন্দগিরি)। সেই আকাশ ও বায়ুসৃষ্টির পর তেজঃ জল ও পৃথিবী এই তিন দেবতার সৃষ্টি হইয়াছে এই অর্থ। ঐ তিন দেবতার সৃষ্টিকর্ত্তা বিধায় সেই সৎও দেবতা শব্দে কথিত হইয়াছেন। তিনিই দেবাদিদেব পরম দেব। তিনি স্বয়ংপ্রকাশ। কিন্তু উঁহারা স্বয়ংপ্রকাশ নহেন। পরন্তু তিনিই তাঁহাদের প্রকাশক, দীপ্তিদাতা, জয়দাতা, ও তাঁহাদের কূটস্থ আত্মা। তিনি তাঁহাদের অধিদেবতা, ভূতাত্মা, ভূতভাবন, ভূতাধিবাস, হৃষীকেশ (হৃষীক = ইন্দ্রিয়। ঈশ = ঈশ্বর,) ইন্দ্রিয়াধিদেব। তাঁহার এই অলৌকিক প্রভাব জন্য তিনিও দেবতা শব্দে উক্ত হইয়াছেন। দেবতাশব্দের অর্থ দীপ্তিদাতা। জ্যোতিঃ নয়নের, জল রসনার, ক্ষিতি গন্ধের দীপ্তিদাতা। সুতরাং তাঁহারা দেবতা। নয়ন, রসনা ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় ইহাঁরা মনের সহযোগে পদার্থের জ্ঞান প্রকাশ করেন সুতরাং তাঁহারাও দেবতা। পরমাত্মা তাঁহাদের সকলের প্রকাশক। অতএব তিনি পরম দেবতা। এই জন্য উক্ত বেদবাক্যে ইহাঁরা সকলেই দেবতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। তন্মধ্যে পরমাত্মা সচেতন এবং ভূতেন্দ্রিয়গণ অচেতন; ভূতেন্দ্রিয়-বিন্যস্ত স্থূল সূক্ষ্ম দেহও অচেতন। সৎ কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়া ঐ তিন দেবতা প্রথমে অতি সূক্ষ্ম, অব্যবহার্য্য ও অপ্রত্যক্ষ ছিলেন। পশ্চাৎ সেই সৎ (পরমাত্মা) আবার আলোচনা করিলেন যে 'আমি জীবাত্মা রূপে এই তিন দেবতাতে প্রবেশ করিয়া নাম আর রূপ প্রকাশ করিব"। এস্থলে আনন্দ গিরি কহেন—

"সূক্ষ্মভূতানাং ব্যবহারাঙ্গত্বেন অপ্রত্যক্ষত্বাৎ তেষু দেবতাশব্দোহনেন পূর্ব্বসৃষ্টানুভূতেন জীবেন প্রাণধৃতি হেতুনা আত্মনা সদ্রূপেণ সর্ব্বোক্তদেবতাঃ সর্ব্বান্তরং প্রবিশ্য নাম চ রূপঞ্চেতি নিস্পষ্টং আ সমন্তাৎ করবাণীতি।"

ইহার সংক্ষেপ তাৎপর্য্য এই যে ঐ সকল সূক্ষ্ম ভূতগণ অব্যবহার্য্য ও অপ্রত্যক্ষ থাকায় সদ্রূপ পরমাত্মা তাঁহাদিগকে স্থূলরূপে পরিণত করিলেন। উঁহারা আপনারা স্থূল হইতে পারেন না পরমাত্মা তাঁহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়া—তাঁহাদের অধিনায়ক ও নিয়ামক হইয়া তাঁহাদিগকে নামরূপে প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করিলেন। এই রূপে সেই সূতের যে দেবতাতে অনু

প্রবেশ তাহাই জীবাত্মা শব্দে উক্ত হইয়াছে। ইহা ব্যবহারিক অল্পজ্ঞ জীবাত্মা নহে। তিনি ইন্দ্রিয়রূপ দেবগণের প্রকাশক, স্থূল শরীরের প্রকাশক এবং জীবেতে আভাস চৈতন্য স্বরূপে, মুখ্য জীবাত্মারূপে, অন্তরাত্মা রূপে অবস্থিত পরমাত্মাই। তিনি স্বীয় সৃষ্ট সূক্ষ্ম ভূত ইন্দ্রিয় ও জীবগণকে নামরূপে প্রকাশ করিয়া এই প্রত্যক্ষ ও ব্যবহারিক বিশ্ব প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি এই বিশ্বের সাধারণ আত্মা। প্রত্যেক জীবের তিনি মুখ্য জীবাত্মা। তাঁহা হইতে জীবাত্মাতে অহং ইদং প্রভৃতি বুদ্ধিবৃত্তির উদয় হইতেছে।

অতএব যদি প্রকৃতিকে ঐ সৎশব্দে কহ, তাহার আলোচনা ও চেতনত্বকে গৌণমাত্র কহ, তাহাকে জড় বলিয়া অঙ্গীকার কর তবে দেবতাতে ও জীবেতে তাহার জীবাত্মা রূপে অনুপ্রবেশ অসম্ভব। উক্ত শ্রুতিতে সতের দেবতাতে অনুপ্রবেশ, ইন্দ্রিয়ে অনুপ্রবেশ, পরে জরায়ুজ অণ্ডজ প্রভৃতি জীবে অনুপ্রবেশ ক্রমে ক্রমে উক্ত হইয়াছে। যদি সে সৎকে অচেতন প্রকৃতি বল অথচ উক্ত রূপ অনুপ্রবেশ স্বীকার কর তাহা হইলে এ সংসারের সমস্ত জীবের জড়ত্ব-দোষ উপস্থিত হয়। জড় প্রকৃতিকে জীবের মুখ্য আত্মা বলিতে পার না। জীবাত্মা হইতে গেলেই প্রকৃতির মুখ্য চৈতন্য প্রয়োজন। তাহাকে গৌণ দৃষ্টিতে গ্রহণ করিলে চলিবে না। কেবল চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্মই জীবের মুখ্যাত্মা। উক্ত বেদবাক্যে যখন সেই সতের প্রতি ঐরূপ আত্মাশব্দের প্রয়োগ আছে, তখন তাহাকে জড় প্রকৃতি কেন বলিব, কেনই বা তাহার ঈক্ষণকে গৌণ বলিব। কেবল চৈতন্য স্বরূপ ব্রহ্মই ঐ সদ্রূপ। 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' এই শ্রুতিতেও সেই সৎকেই আত্মা শব্দে উপদেশ করিয়া চেতন শ্বেতকেতুর মুখ্য আত্মা রূপে তাঁহাকেই গ্রহণ করিয়াছেন।

"সতস্ত্বাত্মশব্দান্নগৌণমীক্ষিতৃত্বং"। (শাঃ ভাঃ)

অতএব ব্রহ্মেতে যে আত্ম শব্দের ও ঈক্ষতৃত্বের প্রয়োগ তাহা গৌণ প্রয়োগ নহে। কিন্তু মুখ্য প্রয়োগ। ফলে তেজ, জল, অন্ন প্রভৃতি সৃষ্ট বস্তু সমূহের চৈতন্য নাই। তাহাদের ঈক্ষণ প্রভৃতি যাহা কিছু বেদে আছে তাহাই গৌণ। যেমন লৌহপিণ্ড-সংপৃক্ত অগ্নির অধিষ্ঠান জন্য 'লৌহপিণ্ড দহন করিতেছে' ইত্যাকার বাক্যের ব্যবহার হয়, সেই রূপ তেজ, অপ, অন্ন কর্তৃক যে আলোচনার উক্তি আছে, তাহা তত্রানুপ্রবিষ্ট ব্রহ্মচৈতন্যের অধিষ্ঠান জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে ঈক্ষণ, আলোচনা, সঙ্কল্প, প্রভৃতি রূপক বা গৌণরূপে জড় প্রকৃতিতে প্রয়োগ হয় নাই, কিন্তু মুখ্যরূপে সৎ সচেতন ব্রহ্মেতে প্রয়োগ হইয়াছে।

ক্রমশঃ

ব্যাখ্যান মঞ্জরী।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের
ব্যাখ্যান-মূলক পদ্য।

অষ্টম ব্যাখ্যান।

দেহ রূপ শাখী, তাহে দুই পাখী, দেখিতে সুন্দর কায়।
সাক্ষী এক জন, না করে অশন, অন্য জন ফল খায়॥

দেহ বৃক্ষে দুই পক্ষী শোভমান।
যেন দিবাকর চন্দ্রের সমান॥
একটী রূপের হয় অতুলন।
অপরে বিতরে কিরণ আপন॥
সেই সে কারণে অপর উজ্জ্বল।
নিজের রূপের না থাকি সম্বল॥
সখা পরস্পর সাক্ষী এক জন।
অপরে করান সুফল ভোজন॥
বুঝহ প্রাচীন রূপক নিচয়।
আত্মা পরমাত্মা জ্ঞব দেহে রয়॥

নাহি ভাব মনে "আছি একা আমি"।
অন্তরে আছেন তব অন্তর্যামি॥
তিনিই তোমার সুহৃৎ আশ্রয়।
পিতা মাতা বন্ধু শরণ অভয়॥
তোমার জীবনে যতেক কল্যাণ।
তিনিই তাহার হয়েন নিদান॥
কত যে করুণা কে পারে বর্ণিতে।
অবিরত দেন তোমারে ভোগিতে॥
সন্তান করিলে সুখে সঞ্চরণ।
পিতা মাতা হরষিত মন॥
সেই রূপ তিনি আনন্দিত হন।
বিতরি আত্মায় সুখ অগণন॥
থাকিয়া আত্মায় করেন মঙ্গল।
দেন শান্তি-সুধা কত ধর্ম্ম বল॥
সম্পদে থাকিয়া তিনি তব চিতে।
শুভ মতি দেন না দেন টলিতে॥
তিনি দুখহারী বিপদ দুর্দ্দিনে।
কাণ্ডারী হইয়া উদ্ধারেন দীনে॥
হয়েন সহায় জীবন মরণে।
রাখিবেন চির আপন চরণে॥

এত যাঁর দয়া তাঁরে কি ভুলিবে?
তাঁহাবে ছাড়িয়া জীবন যাপিবে?
আশ্রয়-দাতার রহিয়া আশ্রয়ে,
স্মরিবে না তাঁরে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে?
অন্তরে তিনি যা বলেন বচন।
কায় মনে তাহা করহ পালন॥
তাঁহার কাযেতে করহ যতন।
তাঁরে কর কর আপনা অর্পণ॥
আর যাতে তুমি আপনা সঁপিবে।
যাতনা কেবল তাহাতে ভোগিবে॥
দেখ স্বাধীনতা আত্মার যে ধন।
সবাই যতনে করে তা রক্ষণ॥
অধীন হইতে কেহ নাহি চায়।
কাহারো অধীন থাকা বড় দায়॥
কিন্তু কি আত্মার ভাব চমৎকার।
যদি সেই হয় অধীন তাঁহার॥
ঘুচে যায় তার অধীনতা দুখ।
তাঁহার অধীনে স্বাধীনতা সুখ॥
সে চায় তাঁহার হইতে অধীন।
তাঁর পদ-রজে থাকিতে বিলীন॥
তাঁর সহচর অনুচর হয়ে,
তাঁরে এক সার রাখিয়া হৃদয়ে,

আপন ইচ্ছারে কর বিসর্জ্জন।
যে ইচ্ছা তাঁহার কর তা সাধন॥
তাঁর পদতলে লভহ বিশ্রাম।
হইবে তোমার প্রাণের আরাম॥
কিবা অধিকার দেখহ তোমার।
পাইয়াছ তাঁরে পূজা করিবার॥
সেবক হইয়া তাঁহার অর্চ্চনা।
তাঁর প্রিয় কার্য্য করিতে সাধনা।
সংসার অধীন থেক নাহি আর।
হও এই বেলা অধীন তাঁহার॥
হইবে এখানে তোমার মুকতি।
কর কর এবে এই সে যুকতি॥

যিনি প্রাণ-দাতা নয়ন-রঞ্জন।
যাঁর যশ গায় অখিল ভুবন॥
যাঁহার দক্ষিণ প্রসন্ন বদন।
না হেরিলে হয় বৃথাই জীবন॥
হেন জন সখা হে জীব। তোমার।
করিছেন প্রীতি তোমা অনিবার॥
কতই ঘটনা করিয়া প্রেরণ।
করেন তোমার প্রেম আকর্ষণ॥
যদি তুমি হও তাঁ হ'তে অন্তর।
ক্ষণে ক্ষণে পশি তোমার অন্তর॥
লয়ে যেতে তোমা অমৃত ভবনে।
কতই বলেন, ভেবে দেখ মনে॥
দিতেছেন কত আনন্দ সম্ভোগ।
তাঁহারে পা'বার কতই সুযোগ॥
জীবেরে আনন্দ দিতে অবিরত।
বসেছেন মাতা খুলি সদাব্রত॥
কত শত ভাব কত প্রেম জ্ঞান।
কতই পীযুষ করিছেন দান॥
অনন্ত লোকেতে কোটি কোটি জীব।
সাধিছেন তিনি সবাকার শিব।
পারিব কি মোরা হয়ে সবাকার,
কৃতজ্ঞতা তাঁরে দিতে উপহার?
মোরা ক্ষুদ্র নীচ অতি মলিনতা ঢের।
তবু দয়াময় হন সখা আমাদের॥
দেব অধিদেব যিনি অখিলের পতি।
কিবা তাঁর দয়া দেখ আমাদের প্রতি॥
তিনি প্রভু পূজনীয় পরম শরণ।
পিতা মাতা গুরু বন্ধু জ্ঞানদাতা হন,
যদি না হবেন, তিনি এই সমুদয়
তবে কেন তাঁর নামে গলিছে হৃদয়?

মহা পাপী শোনে যদি দৈব একবার।
ঈশ্বর শরণ বন্ধু হন সবাকার॥
চমকিত হয় তবে পরাণ তাহার।
বলে তবে যাই লই শরণ তাঁহার॥
মহামোহে মুগ্ধ যেই থাকে অন্ধ-কূপে।
শোনে তাঁর নামামৃত যদি কোন রূপে॥
সেই ক্ষণে নাশে তার হৃদয়-আঁধার।
তড়িৎ-সমান দেখে প্রকাশ তাঁহার॥
পাষাণ-সমান মন তার গলে যায়।
দেখিয়া তাঁহার রূপ বিদ্যুতের প্রায়॥
হয় ত তখনি পায় হেন ধর্ম্মবল।
যাহাতে তাহার লাভ চরম মঙ্গল॥

ক্ষণেক পাইলে যাঁরে সার্থক জীবন।
ভাঙ্গে যদি তাহাতেই মোহের স্বপন॥
তবে যিনি তাঁর সহ অবিরত র'ন।
কতই আনন্দ তাঁর না যায় কথন॥
অমৃত-সাগরে তাঁর সদাবগাহন।
সেই সূর্য্য নাশে তাঁর মোহতমোঘন॥
অমৃত মলয় বায়ু তাঁর প্রতি
মঙ্গল ছায়ায় তাঁর চির বাস হয়॥
স্বর্গভোগ সদা হয় তাঁর এই ধামে,
নিরন্তর চেয়ে তিনি ঈশ্বরের পানে,
তাঁহার আদেশ যাহা করেন পালন।
তাঁর কাছে তিনি বিনা না চান কখন॥
ঈশ্বরের আজ্ঞা বলি করেন সংসার।
লালসা না রাখি মনে তাহা ভোগিবার॥
ভোগিবার বস্তু তাঁর হয়েন ঈশ্বর।
ভক্তের আত্মা যাঁরে চায় নিরন্তর॥

সাধুর দৃষ্টান্ত দেখি হও তাঁর মত।
সংসারে মমতা হীন, তাঁর অনুগত॥
শুন তাঁর বাণী "ভোগ কর মম দান।
কতই দিতেছি তাহা নাহি পরিমাণ॥
কিন্তু তৃপ্ত নাহি হবে সংসারের ধনে।
আমি রস তৃপ্তি-হেতু তোমার জীবনে॥
সংসারে সম্পদ হয় বিপদে মিশ্রিত।
অবিচ্ছেদে সুখ তাহে নহে সম্ভাবিত॥
তোমারে বিপদ আমি করি যে প্রেরণ।
জেন তা নিশ্চিত তব মঙ্গল-কারণ॥
বিপদ অন্তর তব করয়ে শোধন।
মতি দেয় মম পদ লইতে শরণ॥
সুখ সঙ্গে রহে দুঃখ সম্পদে বিপদ।
আশ্রিবে তা হলে মোর পদ নিরাপদ॥
সংসার-কণ্টক যবে লাগিবেক গায়।
কাতর হইয়া তবে ডাকিবে আমায়॥
সংসারের তাপে যবে ছাড়িবে নিঃশ্বাস।
আমার শীতল বারি করিবে প্রয়াস॥
আমা ভিন্ন গতি নাই তোমার সংসারে।
দাও তবে মনঃপ্রাণ সকলি আমারে"॥
তাঁরে ছাড়ি কিবা বস্তু আছয়ে সংসারে।
আত্মারে সুতৃপ্তি দান করিবারে পারে?
সাধু আত্মা মধুকর তাঁর মধু চায়।
আর সবে কিছুতেই তৃপ্তি নাহি পায়॥
তাই কত ভক্ত জন ত্যজিয়া সংসার।
তাঁর পদ-রজোগন্ধে করয়ে বিহার॥
সংসারের সম্পদের কেন আছে ভয়।
পাছে তাহে তাঁর পদ হারাইতে হয়॥
ভক্তগণ সেই ভয়ে সদাই ত্রাসিত।
অসার লইয়া হবে সারেতে বঞ্চিত!
এস সবে ভজ তাঁরে যিনি হন সার।
তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা দাও উপহার॥
প্রেম ভক্তি সরবস্ব যিনি তব চান।
জীবন সার্থক কর করি তাহা দান॥

ইতি অষ্টম ব্যাখ্যান সমাপ্ত।

নূতন পুস্তক

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে নিম্নলিখিত কয়েক খণ্ড পুস্তক উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি।

"ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" ২য় ভাগ শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত মূল্য ৩৷৹।

"বিজ্ঞান কল্পলতিকা" ১ম ও ২য় খণ্ড শ্রীযুক্ত কুমার রাধাপ্রসাদ রায় কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত।

"প্রকৃততত্ত্ব" শ্রীযুক্ত বাবু দ্বিজদাস দত্ত দ্বারা প্রকাশিত।

"সঙ্গীত সংগ্রহ" শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"কারাকুসুমিকা" শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও সম্পাদিত মূল্য ।৴০।

"স্বধর্ম্ম প্রবর্ত্তক গ্রন্থাবলী" মূল্য ৵০।

বিজ্ঞাপন।

মফস্বলের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার গ্রাহকদিগের মূল্য প্রাপ্তির রসিদ স্বতন্ত্র না দিয়া অতঃপর তত্ত্ববোধিনীতে সময়ে সময়ে মূল্যদাতাদিগের নাম প্রকাশিত হইবে। যাঁহারা তত্ত্ববোধিনীর সাহায্যদাতা অর্থাৎ যাঁহারা নির্দ্দিষ্ট মূল্যের অধিক দেন তাঁহাদিগেরও নাম প্রকাশিত হইবে।

আগামী ৯ আষাঢ় শুক্রবার সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময় ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের একত্রিংশ সাম্বৎসরিক সভা হইবেক।

সম্বৎ ১৯৪০। কলিগতাব্দ ৪৯৮৪। ১ আষাঢ় বৃহস্পতিবার।

একাদশ কল্প

প্রথম ভাগ

শ্রাবণ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৪

৪৮০ সংখ্যা শক ১৮০৫

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

লাহোর ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম-জীবন নামক উর্দ্দু পত্রিকা হইতে অনুবাদিত।

স্বর্গীয় দৃশ্য।

মধ্যস্থলে গভীর গুহা। চতুর্দ্দিকে উচ্চ উচ্চ পাহাড় এবং বড় বড় বৃক্ষ। এই বৃক্ষ-রাজি এক অন্যের সহিত সম্মিলিত হইয়া এই রূপে দণ্ডায়মান হইয়া রহিয়াছে যে তাহাদের মূলস্থ শুভ্র ক্ষেত্র পর্য্যন্ত পরিদৃষ্ট হয় না। তাহাদের কোমল শ্যাম পত্রে সকল শাখা প্রশাখা আচ্ছন্ন রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে কোন কোন তরুকে পুষ্প-লতিকা সকল দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করিয়াছে। তাহাতে নানা বর্ণের পুষ্প প্রস্ফুটিত। তাহার কোন কোনটাকে দেখিবা মাত্র তাহার রূপে মন একেবারে মুগ্ধ হইয়া যায়; কিন্তু তাহাতে গন্ধ নাই। কোন কোনটা দেখিতেও সুন্দর এবং গন্ধেতেও উৎকৃষ্ট। শীতল মৃদুল সুখদ বায়ু এখানে সঞ্চলিত হইতেছে এবং প্রতি বায়ুর হিল্লোলে পুষ্পের সৌরভ আসিয়া প্রান্তর সৌরভে পূর্ণ করিয়া তুলিতেছে। ভ্রমরেরা গুণ গুণ স্বরে এই পুষ্পের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিতেছে এবং বৃক্ষ-শাখাতে বিবিধ বিহঙ্গকুল স্বস্ব সুমধুর রবে দিকবিদিক্ ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছে। ইহাদের প্রত্যেকের রাগ ভিন্ন, প্রত্যেকের সুর ভিন্ন। তাহারা আনন্দে মত্ত হইয়া এক শাখা হইতে শাখান্তরে এবং তথা হইতে অন্য শাখাতে যাইয়া বসিতেছে। সূর্য্যও নীরবে মেঘমালায় মুখাবৃত করিয়া এই লীলা-কৌতুক সন্দর্শন করিতেছে। মেঘেরও বিশ্রাম নাই। তাহারাও নীলবর্ণে কৃষ্ণবর্ণে পর্ব্বতের শিখর-প্রদেশে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। সংক্ষেপত ইহা এক আশ্চর্য্য স্থান এবং আশ্চর্য্য দৃশ্য। কিন্তু ইহাও স্বর্গীয় দৃশ্য নহে। সেই স্বর্গীয় দৃশ্য এই দৃশ্য হইতে এখনো অনেক দূরে। ইহা বাহ্য দৃশ্য, কিন্তু তাহা আধ্যাত্মিক। ইহা এই বাহিরের চক্ষুতে দেখিতেছি আর তাহা অন্তর্দৃষ্টির দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়। এ কি? তাহার নিকটে ইহা কিছুই নহে। হে দ্রষ্টা! যদি তুমি সেই স্বর্গীয় দৃশ্যকে দেখিতে চাও তবে এস, চল, ঐ গুহার মধ্যে সমাধিযুক্ত যে তাপস বসিয়া রহিয়াছেন তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত কর। কিন্তু কি দেখিবে? শরীরে দুই এক খণ্ড গৈরিক বসন ব্যতীত

কিছুই দেখিতে পাইবে না। হাঁ, তে সুন্দর বটে। আর উহাঁর উপর যে প্রেমের জ্যোতি ও পবিত্রতার জ্যোতি এবং আনন্দের ভাব চমকিত হইতেছে তাহা আপনার পবিত্রতা এবং আনন্দেতে ঐ সম্মুখের ফুলকেও পরাজয় করিয়াছে। কিন্তু ইহা সেই স্বর্গীয় দৃশ্যের দ্বার মাত্র। ইহা স্থূল দ্রষ্টাও দেখিতে পায়। কিন্তু সেই স্বর্গীয় দৃশ্য এখনো অনেক দূরে রহিয়াছে। চল, ভিতরে প্রবেশ কর, এবং অন্তশ্চক্ষুর দ্বারা নিরীক্ষণ কর। কহ তো এক্ষণে কি দেখিতেছ? ইহাই আধ্যাত্মিক দৃশ্য। ইহাই স্বর্গীয় দৃশ্য! আহা কি মনোহর! তুমি যে বলিতেছিলে হৃদয় মন স্থির হয় না। এখানে দেখ, এখানে দেখ, হৃদয় মন কেমন স্থির, কেমন অচল! চক্ষুর তারা ফিরিতেছে না, চক্ষুর পলক পড়িতেছে না। দেখ ঐ যোগীর শরীর মৃত্তিকায় পড়িয়া রহিয়াছে কিন্তু তাঁহার মন সেই প্রাণারামের নিকট। দেখ আত্মা কোথায় গিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সে চাতকের ন্যায় কেমন প্রেমের সহিত সেই আত্মার আত্মাকে অবলোকন করিতেছে। কেমন এক সূত্রে উভয়ে আবদ্ধ। কেমন পবিত্রতা ও প্রেমের জ্যোৎস্না বর্ষিত হইতেছে। অন্তরে অন্তরে কেমন প্রেমের প্রবাহ প্রবাহিত হইতেছে। দেখ, ইহাই পবিত্র প্রেম, ইহাই পবিত্র আনন্দ। এ সকলই গুপ্ত ভাব। ইহার সমান জগতে আর কিছুই নাই। এই আধ্যাত্মিক আনন্দ কেবল আধ্যাত্মিক যোগের দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। পৃথিবীর ধনী মানী ও রাজাধিরাজদিগের এই আনন্দ ভোগ হয় না। ইহা ঐশ্বরিক আনন্দ। ইহা শুধু সেই ভাগ্যবান্ পুরুষ উপভোগ করিতে পারে যে শারীরিক সকল প্রকার ভোগ বিলাস পরিত্যাগ করিয়া কেবল এই আনন্দ উপভোগের জন্য ব্যাকুল হয় এবং বৈরাগ্যাবলম্বন করিয়া তাঁহারই অনুগ্রহে আপনার আত্মাকে তাঁহারই সহবাসের যোগ্য করিতে পারে, যিনি সৌন্দর্য্যের সাগর ও মঙ্গলের আকর।

পরলোক তত্ত্ব।

(হিন্দুশাস্ত্রমূলক।)

দ্বিতীয় অধ্যায়।

মার্গ-বিচার।

পূর্ব্বের অনুবৃত্তি।

১৪ ইতিপূর্ব্বে সূক্ষ্ম শরীর সম্বন্ধে কতিপয় সামান্য বিবরণ প্রদান করিয়াছি। সেই শরীর আশ্রয় পূর্ব্বক মৃত্যুর পরে সোপাধিক জীব যে সমস্ত গতি লাভ করেন এক্ষণে তাহার সবিশেষ সংবাদ বিবৃত হইবেক।

হিন্দু শাস্ত্র মতে জীবগণের ধর্ম্ম স্বাধীন গতির পক্ষপাতী। যিনি যেমন কর্ম্ম বা জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়াছেন তিনি তদনুযায়ী ফলভোগের অধিকারী। সুতরাং শাস্ত্রে কহেন এই স্বাধীনতা অব্যবস্থিত নহে, কিন্তু দৃঢ়তর রূপে কর্ম্মসূত্রে অনুস্যূত।

কর্ম্মানুযায়ী ফলভোগের অধিকার জীবের হৃদয়েই জন্মে। ভোগার্থ এক দিকে কর্ম্ম অদৃষ্ট স্বরূপে জীবের ভাগ্য স্থানকে আশ্রয় করে, অন্য দিকে তৎপক্ষে সূক্ষ্মদেহের উপযুক্ততা সম্পাদন করে।

যেমন কর্ম্ম, যেমন জ্ঞান, যেমন কামনা, ঐ সূক্ষ্মদেহ জীবকে তদুপযুক্ত ভোগাবস্থায় বা ভোগস্থানে লইয়া যায়। তৎপক্ষে সূক্ষ্মদেহ সম্পূর্ণ উপযোগী এবং সেই উপযোগিতা সম্যক রূপে কর্ম্ম-নিষ্পন্ন।

১৫ ফলতঃ উক্ত কর্ম্ম মহামায়া-স্বরূপিণী প্রকৃতিরই বিকার, তাহা পূর্ব্বপ্রবন্ধে

উক্ত হইয়াছে। প্রকৃতিই কর্ম্মজনা সূক্ষ্ম দেহ ও ভোগ্য বস্তু রূপে পরিণত হয়েন। ভোগ্য বস্তু সকলকে যতই সূক্ষ্ম ও অতীন্দ্রিয় বলিয়া অনুমান করা যাউক, তাহা সমস্তই প্রাকৃতিক এবং তদনুযায়ী রূপে মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয় প্রাণাদিও প্রকৃতির আবির্ভাব। সুতরাং ভোগ্য ও ভোগায়তন সমস্তই প্রাকৃতিক বা মায়িক।

পৃথিবীর ভোগ্য নরদেহ, অন্ন, বীর্য্য, ও তংসম্ভূত আরোগ্যাদি সুখ; সুরলোকের ভোগ্য দেবদেহ, সুধারূপ অন্ন, কামগতি, দীর্ঘ পরমায়ু ও তংসম্ভূত সুখবিলাস; ব্রহ্মলোকের ভোগ্য ঐচ্ছিক দেহ, অন্তিম-কল্পান্ত পর্য্যন্ত স্থায়িরূপ অমৃতত্ব; অণিমা, লঘিমা ও মহিমাদি সূক্ষ্ম ও সাত্ত্বিক ঐশ্বর্য্য ও তত্রত্য ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি; পাপীদিগের নারকী দেহ ও তামসী গতি, এই ভোগায়তন ও ভোগ্য বস্তু সমস্তই মায়িক। সমস্তই মায়াময়ী প্রকৃতির বিকার এবং কর্ম্মনিষ্পন্ন ফলস্বরূপ।

১৬ জীব সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ঐ সমস্ত ভোগোপভোগ করেন না; কিন্তু ইন্দ্রিয়-প্রাণ-বিশিষ্ট মনোবুদ্ধিরূপ সূক্ষ্ম দেহ দ্বারা, অথবা কেবল মাত্র সঙ্কল্প-শক্তি দ্বারা, তাহা করিয়া থাকেন। জ্ঞান অথবা শুভ কার্য্য দ্বারা সূক্ষ্ম দেহ ও সঙ্কল্প-শক্তি যেরূপ উৎকৃষ্ট ধাতুতে আরোহণ করে এবং অজ্ঞান অথবা অশুভাচরণ দ্বারা উহা যেরূপ অপকৃষ্ট ধাতুতে অবরোহণ করে সেই সেইরূপ ধাতু-বিরচিত ভোগ্য বস্তু সকল কর্ম্মফলস্বরূপে জীবের ভোগার্থ উপস্থিত হয়।

শুভ কর্ম্ম এবং জ্ঞান বিজ্ঞান দ্বারা জীবের ইন্দ্রিয় মনাদি পবিত্র ও উজ্জ্বল হয় অর্থাৎ তাঁহার সূক্ষ্ম দেহ বিমল ও স্বচ্ছভাব লাভ করে। অশুভাচরণ এবং অজ্ঞানতা দ্বারা তাহা মলিন জড়তাগ্রস্ত ও তমসাবৃত হয়। জ্ঞানী ও শুভকারীর পক্ষে পবিত্র সূক্ষ্ম দেহই স্বর্গভুবনের অনাবৃত দ্বার অথবা স্বর্গীয় ভোগধাম পর্য্যন্ত প্রসারিত তেজোময় রাজপথস্বরূপে পরিণত হয়। অজ্ঞানী ও অশুভকারীর পক্ষে তাহার তমসাচ্ছন্ন ও জড়তাগ্রস্ত সূক্ষ্ম কলেবর নরকের দ্বার অথবা পথস্বরূপ। স্থূল তাৎপর্য্য এই যে, মন পবিত্র, বুদ্ধি শুভ, এবং ইন্দ্রিয় ও প্রাণ সংযত হইলেই জীবের ভাগ্য প্রসন্ন হইয়া থাকে। অন্যথা দুর্ভাগ্যের একশেষ হয়।

জ্ঞানবিজ্ঞান-সম্পন্ন শুভকারী জীব ঐহিকেই স্বর্গভোগারম্ভ করেন। মৃত্যুর পর সেই সুখভোগের রাজ্য প্রসারিত হয় মাত্র। যে লোকে তজ্জাতীয় সুখ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে আছে, তাহা এই ভূলোকেই থাকুক অথবা ইহা অপেক্ষা অন্যান্য শ্রেষ্ঠ লোকেই থাকুক মৃত্যুর পর তিনি স্বকীয় বিশুদ্ধ তেজোময় সূক্ষ্ম দেহ-যোগে সেই সুখধামে গিয়া উপনীত হন। অশুভকারী জীব তদ্বিপরীত ঐহিকেই অজ্ঞান ও অশুচিরূপ নরকে নিক্ষিপ্ত হন এবং মৃত্যুর পরেও তাহাতেই তিনি পতিত থাকেন। তখন যে লোক তাদৃশ যন্ত্রণাভোগের উপযুক্ত স্থান, তাঁহার সূক্ষ্মদেহরূপ কুটিল ও অন্ধকারাচ্ছন্ন পন্থা তাঁহাকে সেই লোকে বহন করে।

অতএব সূক্ষ্ম দেহের উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট ধাতুই স্বর্গ ও নরকগমনের পথস্বরূপ। জ্ঞানী, পুণ্যবান ও পাপীভেদে সেই স্বর্গ অথবা নরকের পথ জীবের অন্তঃকরণ হইতে আরম্ভ হইয়া স্বর্গ অথবা নরক পর্য্যন্ত আয়ত হইয়াছে। এই স্বর্গ নরকাদি সকলই মহামায়ার অবির্ভাব-বিশেষ।

শাস্ত্রে ঐ কর্ম্ম-নিষ্পন্ন শুভাশুভ ধাতুকে কোন স্থানে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণে বিভক্ত করিয়াছেন, কোন স্থানে তাহাকে শুভাশুভ

প্রাণ সংজ্ঞা দিয়াছেন এবং কোথাও বা তাহাকে উৎকৃষ্টাপকৃষ্ট ভেদে মার্গ, নাড়ি, যান, আতি-বাহিকী দেবতা প্রভৃতি নানা আখ্যা প্রদান করিয়াছেন।

১৭ মৃত্যুর পর জীবের যে যে স্থানে গতি হয়, তাহা সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে কথিত হয়। প্রথমতঃ সংযমনী অর্থাৎ যম-স্থান, দ্বিতীয়তঃ ভূর্লোক, ভুবলোক ও স্বর্গ এই ত্রিলোক এবং তৃতীয়তঃ মহর্লোক, জন-লোক, তপোলোক ও সত্যলোক।

(গীতা ১৪। ১৮) "ঊর্দ্ধংগচ্ছন্তি সত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ। জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ"॥ স্বামী—"সত্ত্ববৃত্তিপ্রধানা ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি। সত্ত্বোৎকর্ষতারতম্যাদুত্তরোত্তরশতগুণানন্দান্ মনুষ্যগন্ধর্ব্বপিতৃদেবাদি লোকান্ সত্যলোকপর্য্যন্তান প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। রাজসাস্তু মনুষ্যলোকএব উৎপদ্যন্তে। তমোবৃত্তিতারতম্যাৎ তামিস্রাদিষু নিরয়েষূৎপদ্যন্তে।"

উক্ত টীকানিষ্পন্ন অর্থ—সত্ত্বপ্রধান ব্যক্তিগণ ঊর্দ্ধলোকে স্থান প্রাপ্ত হন। সত্ত্ব-গুণের তারতম্যানুসারে মনুষ্যলোক, গন্ধর্ব্ব-লোক, পিতৃলোক, দেবলোক এবং এমন কি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গতি হয়। রজোগুণ-প্রধান ব্যক্তিগণ মনুষ্যলোকেই জন্মেন। তমোগুণপ্রধান ব্যক্তিগণ অধোলোকে গমন করে অর্থাৎ তামিস্রাদি নরকে জন্মগ্রহণ করে।

ভাগবতেও আছে (১১।২৫।২০—২১।)—"সত্ত্বগুণে বিলীন হইলে স্বর্গলোকে (অর্থাৎ পিতৃলোকাবধি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত) গমন করে। রজোগুণে বিলীন হইলে নরলোকে গমন করে। তমোগুণে বিলীন হইলে নিরয়ে গমন করে।" মৃত্যুর প্রাক্কালে স্বভাবতঃ যাহার চিত্ত যেরূপ শুভাশুভ-ধাতু-বিশিষ্ট থাকে তাহার সেইরূপ গতি হয়।

এবিষয়ে শ্রুতিও আছে—(৩ প্রশ্ন ১০)—"যচ্চিত্তস্তেনৈষ প্রাণমায়াতি প্রাণস্তেজসা যুক্তঃ। সহাত্মনা যথাসঙ্কল্পিতং লোকং নয়তি।"

কৃতকর্ম্মানুসারে মরণকালে যদ্রূপ চিত্ত থাকে জীব তদ্রূপ প্রাণ প্রাপ্ত হয়। তখন ঐ প্রাণ উদান-বৃত্তি-তেজে অর্থাৎ উৎক্রমণ-শক্তিতে সংযুক্ত হইয়া আত্মাকে অর্থাৎ জীবকে যথা-সংকল্পিত লোকে লইয়া যায়। আত্মাই প্রাণের স্বামী। আত্মাই কর্ম্মফলের ভোক্তা, অতএব প্রাণ ভোক্তাস্বরূপ স্বীয় স্বামীকে যথাভিপ্রেত—যথাদৃষ্ট তদ্রূপ লোকে বহন করে।

"পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি পাপেন পাপমুভাভ্যামেব মনুষ্যলোকং"।

পুণ্য দ্বারা পুণ্যলোক, পাপ দ্বারা পাপলোক এবং উভয় দ্বারা মনুষ্যলোকে লইয়া যায়।

অতএব জীবের কর্ম্মানুসারে তাঁহার সূক্ষ্ম দেহ শুভাশুভ ধাতু বা প্রাণ সম্পন্ন হয়। সেই ধাতু ও প্রাণ সূক্ষ্ম দেহে থাকেই, তবে সাধু অসাধু ক্রিয়া দ্বারা তাহার উৎকর্ষাপকর্ষ সংঘটিত হয় মাত্র। তন্মধ্যে যেরূপ ধাতু বা প্রাণ নরক-সাধক তাহা তমোগুণ-প্রধান; যাহা নরলোকে পুনর্জ্জন্মসাধক তাহা রজোগুণ-প্রধান; যাহা ভূর্লোক, ভুবলোক, স্বর্গলোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও ব্রহ্ম-লোক পর্য্যন্তের আনন্দসাধক তাহা সত্ত্বগুণ-প্রধান।

১৮ সত্ত্বগুণ বা শুভপ্রাণযোগে জীবের যতপ্রকার ঊর্দ্ধ-সদ্গতি হয় তাহাকে শাস্ত্রে প্রধানতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। চন্দ্রোপলক্ষিত পিতৃলোক, সূর্য্যোপলক্ষিত-দেবলোক এবং ব্রহ্মার অধিকারভূত হিরণ্য-গর্ব্ভাখ্য প্রাণায়তন সূক্ষ্ম সৌরমণ্ডলোপলক্ষিত অমৃতাখ্য ঊর্দ্ধলোক।

ব্রহ্মার অধিকারভূত যে ঊর্দ্ধলোক, মহ-র্লোকাবধি সত্যলোক পর্য্যন্ত তাহার অন্তর্গত। তদ্ভিন্ন পিতৃলোক ও দেবলোকও ঊর্দ্ধলোক-শব্দের বাচ্য। সুতরাং সংক্ষেপতঃ ঊর্দ্ধ-লোক এই তিন প্রকার—সর্ব্বোর্দ্ধ অথবা

ব্রহ্মলোক, মধ্যম দেবলোক এবং অপেক্ষা হীন পিতৃলোক।

শাস্ত্রে ঐ ত্রিবিধ স্বর্গকেও পুনশ্চ সংক্ষিপ্ত করিয়া দুইটি মাত্র স্বর্গলোকের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা পিতৃলোক এবং দেবলোক। দেব স্বর্গাবধি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত পঞ্চবিধ আনন্দ-স্থান দেবলোক বলিয়া সামান্যতঃ উক্ত হইয়াছে। ফলতঃ পিতৃলোক দেবলোক, ও ব্রহ্মলোক এই তিন শ্রেণীই বিশেষ বিখ্যাত।

পিতৃ ক্রিয়া, দেব যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্ম, এবং সগুণ ব্রহ্মোপাসনারূপ যোগ ও শাণ্ডিল্য প্রভৃতি বিদ্যা এই সমস্ত আচরণ দ্বারা জীবের অন্তরে সত্ত্বগুণের বা সাত্ত্বিক প্রাণের তারতম্য সম্পাদিত হয়। তৎপ্রভাবে মৃত্যু-কালে জীবের অন্তঃকরণে ঐ ত্রিবিধ স্বর্গপথ উদ্‌ঘাটিত হয়।

ক্রমশঃ।

ইওরোপীয়দিগের সহিত আমাদিগের ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কার কার্য্যের সম্বন্ধ।

এসিয়া খণ্ড হইতে পৃথিবীস্থ সকল প্রধান ধর্ম্ম সমুদ্ভূত হইয়াছে। হিন্দু ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম, খ্রিষ্টীয় ধর্ম্ম, মহম্মদীয় ধর্ম্ম, এ সকল ধর্ম্মই এসিয়াজাত। ধর্ম্ম বিষয়ে ইওরোপের উদ্ভাবনী শক্তি নাই। ধর্ম্ম সম্বন্ধে ইয়ুরোপ এসিয়ার নিকট ঋণী। ইয়ুরোপবাসী লোকেরা সংসারাসক্ত ও ঐহিক-উন্নতি-প্রিয় সুতরাং ধর্ম্মবিষয়ে মৌলিক ভাব উদ্ভাবন করিতে অসমর্থ অতএব এসিয়াকে ইউরোপ হইতে ধর্ম্ম বিষয়ে কিছু ঋণ করিবার আবশ্যক নাই কিন্তু ইওরোপীয় জাতিরা অত্যন্ত গায়পড়া ও আধিপত্য-লোলুপ জাতি। কোন অসভ্য জাতি দিব্য মৃগয়া করিয়া তাহাদিগের নিজের বৃক্ষতলে বিশ্রাম করত সচ্ছন্দে কাল যাপন করে কিন্তু ইওরোপীয় জাতি তাহাদিগকে এরূপ সচ্ছন্দে কাল যাপন করিতে কখন দিবে না, তাহাদিগকে সভ্য করিবার ব্যপদেশে তাহাদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কোন প্রকারে তাহাদিগের উপর আধিপত্য লাভ ও তাহাদিগের দেশ করায়ত্ত করিবেই করিবে। ইহাঁরা কেবল দেশ অধিকার করিয়া সন্তুষ্ট নহেন। যে জাতির দেশ অধিকার করেন তাহাদিগের ধর্ম্ম, সমাজ প্রভৃতি সকল বিষয়ে আধিপত্য লাভ করিবার চেষ্টা করেন। ইংরাজেরা কেবল ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া সন্তুষ্ট নহেন। তাঁহারা ধর্ম্ম ও সমাজসংস্কার বিষয়ে এখানে বিলক্ষণ আধিপত্য লাভ করিয়াছেন। কোন ধর্ম্ম অথবা সমাজ-সংস্কার বিলাতের লোকের মনোনীত না হইলে আমাদিগের কৃতবিদ্য দিগের মধ্যে তাহা প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হয় না। সকল বিষয়ে দেবলোকের মঞ্জুরি চাই! বিলাতের ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারকেরা আমাদিগের ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারকে যদি প্রশংসা করেন তাহা হইলেই তাঁহারা স্বদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হয়েন নতুবা হয়েন না। আমাদিগের দেশের লোক কোন নূতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিতে প্রবৃত্ত হইলে অগ্রে বিলাতের লোকের সহানুভূতি লাভ জন্য তথায় দৌড়িয়া থাকেন কিন্তু আমাদিগের ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারে বিলাতের লোকের হস্তার্পণ প্রভূত অনিষ্টের কারণ হইয়াছে। যদি কেহ ধর্ম্ম বিষয়ে কিছু নূতন সত্য লাভ করিতে চাহেন তাহা হইলে তাঁহাকে পাশ্চাত্য সভ্যতার সহস্র বিঘ্ন হইতে দূরে থাকা কর্ত্তব্য। এই সভ্যতা মনের অত্যন্ত বিক্ষেপের কারণ। এই সভ্যতা নিবন্ধন এত বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দিতে

হয় যে ধর্ম্ম বিষয়ে একাগ্রতা লাভ করা কঠিন। ইওরোপ নানাত্বের প্রতিরূপ; এসিয়া একত্বের প্রতিরূপ। "ভাব সেই একে" এসিয়ার উপদেশ; "ভাব বিচিত্রে" ইওরোপের উপদেশ। শাক্য, খ্রীষ্ট ও মহম্মদ নির্জ্জনে তপস্যা করিয়া ধর্ম্মবিষয়ে নূতন সত্য লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ইওরোপীয় সভ্যতা এরূপ নির্জ্জন-ধ্যানের অত্যন্ত বিরোধী। আমরা কিছু সকলকে নির্জ্জনে বাস অবলম্বন করিতে অনুরোধ করিতেছি না কিন্তু যাঁহারা ধর্ম্ম বিষয়ে প্রতিভা-সম্পন্ন ও যাহাদিগের নূতন সত্য লাভ করিবার ক্ষমতা আছে তাঁহাদিগের নির্জ্জন-বাস অবলম্বন করা কর্ত্তব্য অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য আবশ্যক। যাঁহারা ধর্ম্ম বিষয়ে প্রতিভা-সম্পন্ন, যাঁহাদিগের এমন ক্ষমতা আছে যে পৃথিবীতে নূতন সত্য প্রকাশ করিয়া ধর্ম্ম বিষয়ে মহান পরিবর্ত্তন আনয়ন করিতে পারেন তাঁহাদিগের প্রতিভা ইওরোপীয় সভ্যতার বিবিধ বিঘ্নের মধ্যে সম্পূর্ণ বিকাশ পায় না। ইওরোপীয় আধিপত্য কেবল ধর্ম্ম বিষয়ে প্রতিভার বিকাশের প্রতিবন্ধক এমৎ নহে। তাহা সামান্য ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারেরও অনিষ্ট সাধন করে। তাহাকে স্বাভাবিক গতিতে প্রবাহিত হইতে দেয় না। তাহা উক্ত সংস্কারকে এমনি বিজাতীয় বেশে আবৃত করিতে বাধ্য করায় যে তাহা সাধারণ লোকের গ্রহণীয় হয় না। ভারতবর্ষ যদি বিলাতের অধীন না হইত তাহা হইলে ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কারের স্রোত যেরূপ গতিতে প্রবাহিত হইত সেইটিই স্বাভাবিক গতি ও সেইটিই এই দেশের উপযুক্ত। যতই আমরা ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার-কার্য্য ইওরোপের মুখের দিকে না চাহিয়া সম্পাদন করিব, যতই আমরা এ বিষয়ে ইওরোপের অধীনতা ত্যাগ করিব ততই আমরা সেই কার্য্যে সুসিদ্ধি লাভ করিতে সমর্থ হইব। ভট্টাচার্য্য ও শাস্ত্রীশ্রেণী আমাদিগের ভারতবর্ষের মধ্যে ধর্ম্ম ও সমাজ বিষয়ে অতি প্রভাবশালী শ্রেণী। কই আমাদিগের ব্রাহ্মধর্ম্ম সে শ্রেণীর যাহাতে গ্রাহ্য হয় তাহাতে চেষ্টা করি না, ইওরোপীয় ভট্টাচার্য্য ও শাস্ত্রীরা যাহাতে তাহা ভাল বলেন সেই দিকেই আমাদিগের সম্যক চেষ্টা। কোন ব্রাহ্মকে বল যে নিজগ্রামে বসিয়া গ্রামের গাঢ় পৌত্তলিকদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মে আনয়ন কর, কখনই পারিবেন না, কেবল গ্রামের দুই একটি ইংরাজীতে কৃতবিদ্য ব্যক্তিকে উহা অবলম্বন করাইতে সক্ষম হইবেন। অবস্থা আমাদিগকে যেখানে লইয়া ফেলে প্রত্যেক ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য সেইখানেই ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করেন কিন্তু যাঁহারা আমাদিগের মধ্যে স্বগ্রামে থাকিবার সুযোগ পান তাঁহাদিগের কথা উপরে বলা হইল। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে ও পঞ্জাবে যে সকল ব্রাহ্মসমাজ আছে সেই সকল সমাজের পনেরো আনা ব্রাহ্ম বাঙ্গালী, সেই সকল বাঙ্গালী ব্রাহ্ম তদ্দেশস্থ লোকদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মে আনা অত্যন্ত কঠিন কার্য্য বোধ করিয়া তাহার বিশেষ চেষ্টা করেন না। খ্রিষ্টীয় প্রচারকেরা আফ্রিকার অত্যন্ত অসভ্য লোকদিগকে খ্রীষ্টান করিতে পারে আর আমরা গাঢ় পৌত্তলিকদিগকে কি ব্রাহ্মধর্ম্মে আনয়ন করিতে পারি না? এমন একটি ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার-কার্য্য নাই যাহা আমরা হিন্দুবেশে আমাদিগের জাতির মধ্যে প্রবর্ত্তিত না করিতে পারি, এমন যে জাতিভেদ উঠানরূপ অতি দুরূহ সমাজ-সংস্কার-কার্য্য তাহা হিন্দু-প্রণালী অনুসারে সম্পাদন করিবার চেষ্টা করিলে আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারি। কিন্তু কয় জন ব্রাহ্ম বৌদ্ধ অশ্বঘোষের ন্যায় বজ্রসূচীর মত গ্রন্থ লিখিতে চেষ্টা করেন এবং জাতিভেদের বিপক্ষে ভুরি ভুরি শ্লোক হিন্দুশাস্ত্র হইতে আপনার বক্তৃতায় উদ্ধৃত করিয়া

সাধারণ লোকের মধ্যে উক্ত বিভেদের প্রতি বিরাগ জন্মাইতে সমুৎসুক হয়েন? যে পর্য্যন্ত না আমরা ধর্ম্ম ও সমাজ-সংস্কার-কার্য্য বিদেশীয় প্রণালীতে সম্পাদন করিতে চেষ্টা না করিয়া স্বদেশীয় প্রণালীতে সম্পাদন করিতে চেষ্টা না করিব সেপর্য্যন্ত আমাদিগের তাহাতে বিশেষ কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা নাই।

ভবানীপুর একত্রিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১৮০৫ শক, ৯ আষাঢ় শুক্রবার।

সদ্য-ভূমিষ্ঠ শিশু-শরীর যেমন ভাবী শারীরিক বল-বর্দ্ধন ও সাংসারিক কার্য্য-সম্পাদন-উপযোগী অস্থি মাংস, শিরা-শোণিত প্রভৃতি উপকরণ লইয়া পৃথ্বী তলে পদার্পণ করে; তেমনি নব-প্রসূত আত্মা, এই পাপ-তাপ জরা-মৃত্যু-পরিপূর্ণ সংসারে, সকল বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া ঈশ্বরে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়-কার্য্য সাধন পূর্ব্বক দেব লোক ব্রহ্ম-লোকে যাইবার পিতৃ-দত্ত মূল ধন লইয়াই এই অবোলোকে অবতীর্ণ হয়। মনুষ্য অরণ্য-পর্ব্বত, সাগর-প্রান্তর প্রভৃতি যেখানে কেন গমন করুক না, তাহার দৈহিক বল-লাভের জন্য যেমন অন্যের দ্বারস্থ হইতে হয় না, তাহার ভ্রমণ-উপবেশনাদির উপকরণ বা শক্তি-সামর্থ্য যেমন তাহার সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছে; তেমনি এই ভয়াবহ সংসার-সমুদ্রের তরঙ্গ-তুফান অতিক্রম করিয়া—পাপ-তাপ আকর্ষণ-প্রলোভন তুচ্ছ করত অকুতোভয়ে ধর্ম্ম-পথে শান্তি-সোপানে উত্থিত হইবার জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন, তাহা তাহার হৃদয়-কন্দরে—আত্ম-কোষ মধ্যেই বর্ত্তমান।

ঈশ্বর আমারদের এমন পিতা এমন মাতা নন যে, তিনি তাঁহার স্নেহের পুত্তলিকা, আদরের ধন জীবাত্মাকে নিঃসম্বলে দূরপথ ভ্রমণে প্রেরণ করেন। দৈহিক বল-সাধন বা আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ-সম্পাদন জন্য, যে সমস্ত উপাদানের প্রয়োজন; দুজ্ঞেয় ধর্ম্মতত্ত্ব, দুর্লক্ষ্য উন্নতি-বত্মে আরোহণ করিবার নিমিত্ত যাহা কিছু উপকরণের আবশ্যক, তাহা সেই করুণানিধান পরমেশ্বর মনুষ্যের সঙ্গে সঙ্গেই রাখিয়া দিয়াছেন। সেই সকল উপাদান ও উপকরণের মধ্যে এমনই একটী বিচিত্র শক্তি সন্নিহিত করিয়া দিয়াছেন যে, আমারদের প্রয়োজন অনুসারে তাহারা স্বতই বর্দ্ধিত ও উত্তেজিত হইয়া থাকে। এক অবস্থা হইতে অপর অবস্থা প্রাপ্তির জন্য তাহারা আপনা হইতেই শক্তি-সামর্থ্য লাভ করিবার নিমিত্ত উন্মুখ হয়। তাহারদিগকে সেই স্বাভাবিক উত্তেজনা, ঐশ্বরিক প্রবর্ত্তনা হইতে কেহই নিরস্ত করিতে পারে না। সদ্য-ভূমিষ্ঠ শিশু প্রথমে জড়পিণ্ডের ন্যায় প্রসূত হয়, কিন্তু যত তাহার পুষ্টিসাধনের প্রয়োজন হয়, ততই সে আপনা হইতে হস্তপদ সঞ্চালন করে। যত তাহার উত্থান-উপবেশনের আবশ্যক হয়, ততই সে আত্ম-চেষ্টা দ্বারাই তাহা সম্পাদন করিয়া থাকে। শিশুর বাক্য উচ্চারণ করিবার কাল উপস্থিত হইবার পূর্ব্ব হইতেই সে অব্যক্ত শব্দ উচ্চারণ করিয়া বাক্শক্তি লাভের চেষ্টা পায়। ইহা যেমন শারীরিক উন্নতি ও বাহ্য-জ্ঞান লাভের পক্ষে, তেমনি আত্মার বল-পুষ্টি-সাধন, আত্মার উন্নতি-উৎকর্ষ-সম্পাদন পদ্ধতি বিশেষ রূপে আলোচনা করিয়া দেখিলে আরো বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতে হয়। শিশুর শারীরিক বলাধানের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার আন্তরিক বৃত্তি-প্রবৃত্তি সকল ক্রমে বিকশিত হইতে আরম্ভ করে। তাহার দৈহিক উপাদান অস্থি মাংস, শোণিত-পেশী প্রভৃতির উপর নির্ভর করিয়া যেমন সে ভূপৃষ্ঠে পদ-বিক্ষেপ করিতে অগ্রসর হয়, তে-

মনি সে তাহার অন্তর-নিহিত বৃত্তি-প্রবৃত্তির উত্তেজনায় জড়-রাজ্যের মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান-উপার্জ্জনে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া থাকে। তাহার সুপ্তোত্থিত আত্মা ক্রমাগতই জিজ্ঞাসা করিতে থাকে, এ পদার্থ কি? কোথা হইতে আসিল, কে এখানে স্থাপন করিল? এইরূপে দিবারাত্রি ক্রমাগতই প্রশ্নের উপর প্রশ্ন, জিজ্ঞাসার উপর জিজ্ঞাসা, উপস্থিত হয়। শিশুর বিকাশোন্মুখ জিজ্ঞাসু আত্মার সকল প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর প্রদান করা ঘোর তত্ত্বজ্ঞের পক্ষেও দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। জীব যেমন অস্থি-মাংস, শোণিত-পেশীর উপর নির্ভর করিয়া ইতস্ততঃ গমন করিতে, এ বস্তু ও বস্তু ধারণ করিতে ধাবিত হয়, জীবাত্মাও তেমনি অন্তর-নিহিত দেব-দত্ত মূল সত্য অবলম্বন করিয়াই তত্ত্বজ্ঞান লাভে অগ্রসর হইতে থাকে। ক্রমে সে সকল কার্য্যের কারণ, সকল সৃষ্ট বস্তুর স্রষ্টাকে অন্বেষণ করিতে আরম্ভ করে। ঈশ্বরের সত্তা শক্তি, সত্য-জ্ঞান-মঙ্গল ভাবের সদুত্তর প্রাপ্ত হইলেই অমনি তাহার অন্তর-নিহিত জ্ঞান তৃপ্ত হয়, অমনি তাহার আত্মা তাহাতে সায় দেয়। সেই মূল সত্য আত্মাতে না থাকিলে, মনুষ্য কদাপি স্বীয় পরিমিত জ্ঞান-দ্বারা সেই অনন্ত-জ্ঞানকে উপলব্ধি করিতে পারিত না—সেই অনন্ত স্বরূপে সে কদাচ স্বীয় অকৃত্রিম বিশ্বাস ও প্রত্যয় স্বতই স্থাপন করিয়া নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন এবং নির্ভয় হইতে সমর্থ হইত না। তাহার আত্মাতে প্রজ্ঞার জ্বলন্ত জ্যোতি না থাকিলে, ক্ষুদ্র বুদ্ধির আলোকে কোন রূপেই সেই অসীম অনন্ত-জ্যোতি-স্বরূপ ঈশ্বর হৃদয়-কন্দরে প্রকাশিত হইতেন না।

সূর্য্য, মানব-শরীর হইতে কোটি কোটি-গুণে বৃহত্তর হইলেও যেমন ঈশ্বর-সংরচিত সামান্য স্বচ্ছ নেত্র-কণাকে সম্পূর্ণ রূপে সে প্রতিফলিত হয়, ঈশ্বর তেমনি অনন্ত অপরিমিত ভূমা মহান্ হইলেও তাঁহারই সৃষ্ট আশ্রিত ক্ষুদ্রতম জীবাত্মায়—তাঁহারই সংরচিত মনুষ্যের দিব্য-অন্তশ্চক্ষুতে তিনি প্রতিবিম্বিত হইতেছেন। চক্ষুর রচনা-পারিপাট্য না থাকিলে যেমন তাহাতে প্রকাণ্ড জ্বলন্ত সূর্য্য প্রতিবিম্বিত হইত না, তেমনি আত্মার অন্তশ্চক্ষু দিব্য উপাদানে নির্ম্মিত না হইলে, সেই অনাদ্যনন্ত মহান্ ঈশ্বরের জাগ্রৎ জীবন্ত সত্তা কোন রূপেই তাহাতে প্রতিভাত হইত না। মনুষ্যের ক্ষীণ বুদ্ধি-বল জ্ঞান জ্যোতি কোথায় যে ঈশ্বর স্বয়ং প্রকাশিত না হইলে, সে তাঁহাকে প্রকাশ করে। যে জ্বলন্ত জ্যোতির নিকটে কোটি কোটি চন্দ্র সূর্য্য-জ্যোতি অন্ধীভূত হইয়া যায়, মনুষ্যের শিক্ষা-লব্ধ ক্ষীণ জ্ঞান-জ্যোতি কি কখন তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে? তিনি তাঁহার প্রদত্ত মানব-আত্ম-নিহিত মূল-জ্ঞান-জ্যোতিতে স্বয়ং প্রকাশ পাইতেছেন বলিয়া আমরা তাঁহার প্রকাশ দেখিতেছি, তিনি আপনাকে বুঝিতে দিয়াছেন বলিয়াই আমরা তাঁহাকে বুঝিতেছি। তিনি তাঁহার বিশ্ব-প্রসারিত ক্রোড়ে অসীম ব্রহ্মাণ্ড, অনন্ত আত্মাকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন বলিয়াই ক্রোড়-শায়ী শিশুর ন্যায় তাঁহার স্নেহ-প্রেমের অভিনয় দেখিতেছি। তিনি প্রেম-সুধা পান করাইতেছেন বলিয়াই আমরা পুষ্ট-পোষিত হইয়া প্রফুল্ল জ্ঞান-নেত্রে তাঁহার পানে চাহিয়া রহিয়াছি—সেই শব্দাতীত মহান্ পুরুষকে কতশত অব্যক্ত অপরিস্ফুট বাক্যে প্রেম-ভরে ডাকিয়া মনের আনন্দ উল্লাস ব্যক্ত করিতেছি।

অনেকেই বলিতে পারেন যে, ঈশ্বর যদি প্রত্যেক মনুষ্যের আত্ম-নিহিত মূল ও সহজ জ্ঞানেই প্রকাশিত হয়েন, তবে কেন জন-সাধারণ তাঁহার অনুরক্ত ভক্ত না হইয়া

বিপথগামী হয়? কেন ধর্ম্মের সোপানে আরোহণ না করিয়া সংসারের পঙ্কিল পাপ-হ্রদে পতিত হইয়া থাকে? তাহার উত্তর এই যে অস্থি মাংস, শিরা-শোণিতাদি দৈহিক উপকরণ থাকিলেই যেমন মনুষ্য-সাধারণ স্বতই মহাবলশালী হইতে পারে না, যেমন শরীরের বল-সাধন ও দৃঢ়তা-সম্পাদন জন্য প্রত্যেকেরই যত্ন চেষ্টা ব্যায়াম অঙ্গ-সঞ্চালন প্রয়োজন, তেমনি দেবদত্ত মূল-সত্য সকল মানব আত্মাতে থাকিলেই যে মনুষ্য-মাত্রেই ধর্ম্মরত ও ব্রহ্মগত-প্রাণ হইতে পারে, তাহা নহে; মল্লের অঙ্গ-সঞ্চালনের ন্যায় তাহার সেই আত্মার বৃত্তি-প্রবৃত্তির—তাহার সেই আত্ম-নিহিত মূল-জ্ঞান-রত্নের ঔজ্জ্বল্য ও ঔৎকর্ষ সাধনের জন্য ধ্যান-ধারণা, সাধন-উপাসনার একান্ত প্রয়োজন। তাহার পরমার্থ জ্ঞান উপার্জ্জন ও পরিবর্দ্ধন নিমিত্ত দর্শন শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসনের নিতান্ত আবশ্যক। মনুষ্য সাধারণের বলবীর্য্য-সাধনের দৈহিক উপাদান থাকিলেও যেমন ব্যায়াম-অভাবে শত সহস্র লোকের মধ্যে অতি অল্পসংখ্যক মনুষ্যকেই বীর্য্যবন্ত দেখা যায়, তেমনি আত্মা সাধারণেরই সহজ-জ্ঞান ও আত্ম-প্রত্যয় থাকিলেও সাধন উপাসনা-বিষয়ে অযত্ন-ঔদাস্য-নিবন্ধনই সকল দেশে, সকল কালেই উন্নত ব্রহ্মজ্ঞ ও ব্রহ্মবাদীর সংখ্যা অত্যল্পই দৃষ্ট হইয়া থাকে। দৈহিক বল-সাধনের পক্ষে যেমন ব্যায়াম, আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধনের পক্ষে তেমনি উপাসনা। সেই একবিধ অস্থি-মাংস শোণিত-পেশীর সঞ্চালনে যেমন সর্ব্বাঙ্গীণ বল-লাভ হয়, তেমনি আত্মার সেই একবিধ বৃত্তি-প্রবৃত্তির ঔজ্জ্বল্য ও ঔৎকর্ষ-সাধন-জনিত উপাসনা-প্রভাবেই পরমার্থ সম্বন্ধীয় সার্ব্বভৌমিক শক্তি-সামর্থ্য ও জ্ঞান-লাভ হইয়া থাকে। উপাসনাই আত্মোন্নতির কারণ। উপাসনাই পাপ-তাপ প্রভৃতি হৃদয়-গ্রন্থি হইতে মুক্তি-লাভের উপায়। উপাসনাই জীবন মুক্তির হেতু। উপাসনাই সেই মহান্ ভূমা অনাদ্যনন্ত ঈশ্বরকে করতলন্যস্ত আমলকবৎ প্রত্যক্ষ প্রতীতি করিবার এক মাত্র সোপান। উপাসনা-প্রভাবেই সাধকের জ্ঞান উজ্জ্বল হয়, ভাব বিশুদ্ধ হয়, আশা-অধিকার প্রশস্ত হইয়া থাকে। উপাসনা দ্বারাই সাধকের আত্মাতে সত্যের উৎস, জ্ঞান প্রেমের প্রস্রবণ, অমৃত-মঙ্গলের দ্বার প্রমুক্ত হয়। জন-সমাজের সেই আদিম অন্ধতম কাল হইতে, বর্ত্তমানের এই জ্ঞান-বিজ্ঞান-সমুজ্জ্বল অবস্থার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখ, যে আধ্যাত্মিক ও পারলৌকিক উন্নত তত্ত্ব-সকল কেবলই চিন্তাশীল ধ্যান-পরায়ণ ব্রহ্মযোজিত-চিত্ত উপাসকগণ-দ্বারাই এই পৃথ্বীতলে প্রচারিত হইয়াছে। অপরাপর দেশের কথা দূরে থাকুক, ভারতের ভুবন-প্রসিদ্ধ সর্ব্বোন্নত পরমার্থ-বিদ্যা—ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান-ঘটিত দুরূহ তত্ত্ব-সকলের, কেবলই আর্য্য ঋষিদিগের গভীর-চিন্তা, অনুপম সাধন অসদৃশ ব্রহ্ম যোজিত-চিত্ততাই একমাত্র কারণ। সেই সাধন-অর্জ্জিত তপস্যা-লব্ধ উজ্জ্বল-সত্য, বিশুদ্ধ-জ্ঞান প্রভাবেই আর্য্য ঋষিগণ পৃথ্বী-গুরু-রূপে প্রপূজিত হইয়াছিলেন। জ্ঞান-ধর্ম্ম-বিষয়ক তাঁহারদিগের আদেশ-উপদেশ দৃষ্টান্ত-গুণেই ভূমণ্ডলে বহুবিধ সভ্যতম জন-পদের সূত্র-পাত হইয়াছে। অতএব উপাসনাই সত্য-জ্ঞান অমৃত-মঙ্গল লাভের হেতু। উপাসনাই ইহকাল পরকাল—অনন্তকালের অবলম্বন, উপাসনাই ব্রহ্ম-প্রাপ্তির অদ্বিতীয় কারণ।

যত দিন সাধক সন্ধ্যা-বন্দনায় ধ্যান-ধারণা-উপাসনায় নিযুক্ত থাকে, ততদিনই তাহার জ্ঞান-প্রেম ও দেব-ভাব স্ফূর্ত্তি পাইতে থাকে; উপাসনা হইতে বিরত হইলেই

মনুষ্যের দুর্গতি-অধোগতি লাভ হয়। ব্যায়াম-বিমুখ ব্যক্তির যেমন শরীর রুগ্ন ভগ্ন অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়, তেমনি উপাসনা-পরাঙ্মুখ মনুষ্যের আত্মা দুশ্চিকিৎস্য আধ্যাত্মিক রোগে আক্রান্ত হইয়া ধর্ম্ম-দ্বেষী, ঈশ্বর-বিদ্রোহী এবং পরলোক-অবিশ্বাসী হইয়া পৃথ্বীতলে অসুর বা রাক্ষস-সদৃশ ঘোর অনিষ্টকারী হইয়া উঠে। বর্ত্তমান সময়ে আমারদের এই ধর্ম্ম-প্রধান পুণ্য ভূমি ভারতে জন-সাধারণের মধ্যে সেই ভয়ানক অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে। দেশ দেশের মধ্যে কোন স্রোতস্বতী নদী প্রবাহিত থাকিলে, যেমন তাহার জলাভিষেক দ্বারা তীরবর্ত্তী জনপদ-সমুহের তরু লতা গুল্ম-সকল সতেজে বর্দ্ধিত ও ফুল-ফলে শোভিত হয় তেমনি মনুষ্য-সমাজের মধ্যে উপাসনা-স্রোত বহমান থাকিলেই সেখানকার মনুষ্য সাধারণের আত্মা সকল, পাপ তাপ বিমুক্ত হইয়া জ্ঞান প্রেম, সত্য-মঙ্গলে পরিপুষ্ট হয়—পারলোকিক ভাব বর্দ্ধিত হইতে থাকে। নদীর প্রবল প্রবাহে এক কূল ভগ্ন হয় সত্য বটে, কিন্তু আবার তাহার পর পারে সেই স্রোত বালুকা সকল সংগৃহীত হইয়া নবতর চর-ভূমি সংরচিত হয়। ধর্ম্ম-স্রোতে উপাসনা-প্রবাহে জন-সমাজের মধ্যে চির-কালই এইরূপ ঘটনা সংঘটিত হইয়া আসিতেছে। মনুষ্য-সমাজে কালে কালে কোন না কোনরূপ ধর্ম্মমত প্রচারিত হইয়া স্রোতস্বতী নদীর ন্যায় বহু সংখ্যক লোকের বিশ্বাস-ভূমি যোত করত সম্প্রদায় শৃঙ্খলা ছিন্ন করিয়া এককূল ভগ্ন করত তাহারদিগকে আবার নবতর-ধর্ম্মানুরক্ত ও ঈশ্বর-ভক্ত করিয়া তুলিয়াছে; ইতিহাস পুরাবৃত্ত, ভারতের উপাসক-সম্প্রদায় সকলই, তাহার সাক্ষ্য ভূমি। কোন কালে কোন দেশে দুই কূল ভগ্ন হইতে দেখা যায় নাই। কোন নদী ক্ষীণ-স্রোত হইলে যেমন এক কূল ভগ্ন করত আর এক কূলে নূতন চর-ভূমি সংরচন করিতে পারে না, জল-সঙ্কীর্ণতা-নিবন্ধন যেমন সে দেশের আভ্যন্তরিক কৃষি-বাণিজ্যের অবনতি এবং রোগ-শোকের সমুন্নতি দৃষ্ট হয়; তেমনি আর্য্য-সমাজের মধ্যে উপাসনা-স্রোত মন্দীভূত হওয়াতে আত্মার জীবনী শক্তির হ্রাস-নিবন্ধন আর্য্য-সন্তানগণের ধর্ম্মতত্ত্ব আলোচনা ধর্ম্ম-কার্য্য অনুষ্ঠান এবং আধ্যাত্মিক বল-বীর্য্য ক্ষীণ হইয়া আর্য্য ভূমির অন্তঃসার শূন্য করিয়া ফেলিতেছে। এবং তজ্জনিত নাস্তিকতা প্রভৃতি দুশ্চিকিৎস্য রোগ-রাজি প্রবল হইয়া উঠিতেছে। ইহাই আর্য্য সমাজের দুর্গতি অধোগতির কারণ, ইহাই আর্য্য-পরিবারের সর্ব্বনাশের হেতু। ইহাই সমস্ত পৃথিবীর—সমগ্র মানব-কুলের ধ্বংশ বিধ্বংশের সোপান।

এখন আর্য্য-সন্তানগণের মধ্যে যেমন সন্ধ্যা-বন্দনায় সমাদর নাই, তেমনি আবার বেদ বেদান্ত শ্রুতি-স্মৃতি, পুরাণ-তন্ত্র-প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মের ধ্যান-ধারণা, সাধন-উপাসনায় অনুরাগ আসক্তি দৃষ্ট হয় না। এখন যেমন পুরাণ-তন্ত্রোক্ত তীর্থ-ভূমির যাত্রী-সংখ্যা মন্দীভূত হইতেছে, তেমনি সাধন-আলয়ে পরব্রহ্মের প্রকৃত শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন-পরায়ণ সাধক উপাসকের আশানুরূপ সমাগম বর্দ্ধিত হইতে দৃষ্ট হইতেছে না। উপাসনা [illegible] মন্দীভূত হওয়াতে কোন কূলে [illegible] যথার্থ উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হইতেছে না। মৃতকল্প নদীর উভয় তীর-ভূমি যেমন শ্রীহীন এবং সৌন্দর্য্য-বিহীন হইয়া পড়ে, তেমনি এখন নিকৃষ্ট-উৎকৃষ্ট, কনিষ্ঠ-জ্যেষ্ঠ উভয় অধিকারীদিগেরই উদ্যম-উৎসাহ, অনুরাগ-আসক্তি হীন-প্রভ হইয়া পড়িতেছে। নদী-গর্ভ-সম্ভূত অনিষ্টকর কণ্টক গুল্মের ন্যায়, মধ্য হইতে নাস্তিক-ভাব, সংশয় ও নিরীশ্বর-বাদ-প্রভৃতি ধর্ম্ম-কণ্টক সমু-

ভূত হইয়া আত্মার স্বাস্থ্য নাশ এবং ধর্ম্ম-রাজ্যের প্রাণ বিনাশ করিতেছে।

বিষয়-সর্ব্বস্ব, ইন্দ্রিয়-বিলাস-সুখ-প্রধান জন-পদে বরং ইহা একদিন শোভা পায়। ধর্ম্ম-সর্ব্বস্ব ঈশ্বর-প্রাণ আর্য্যজাতির পক্ষে ইহা যে সর্ব্বনাশের হেতু। ঈশ্বর যে আমারদের প্রতি গৃহের গৃহ দেবতা, প্রতি আত্মার পুর-স্বামী। তিনি যে আমারদের ধর্ম্ম-রাজ্যের রাজা, কর্ম্ম-ক্ষেত্রের শরণ্য। তিনি যে আমারদের রোগের ঔষধ, শোকের সান্ত্বনা; বিপদের কাণ্ডারী, সম্পদের সহায়। তিনি যে আমারদের সাহিত্য-কাব্যের বরেণ্য,দর্শন-বিজ্ঞানের প্রতিপাদ্য; জীবন মৃত্যুর শরণ্য দেব। তাঁহাকে হারাইলে যে আর্য্য-জাতি সর্ব্বস্ব হারা হইয়া পড়ে। সেই গৌরব-নিধি-বিহীন হইলে যে আর্য্যভূমি শ্মশান-ভূমি হইয়া উঠে। ধর্ম্মের জন্য ঈশ্বরের জন্য সন্ন্যাস ও সর্ব্বত্যাগ যে জাতির ধর্ম্ম-নিষ্ঠার অতুলন নিদর্শন, ইন্দ্রিয় সংযম পূর্ব্বক অবিশ্রান্ত ধর্ম্মতত্ত্ব-সমালোচন ও ধর্ম্মানুষ্ঠান, যে জাতির ব্রহ্ম চর্য্যের একমাত্র নিয়ম, ব্রহ্ম-নিষ্ঠতা অনাস্তিকতাই যে জাতির পাণ্ডিত্যের লক্ষণ, উপাসনা-বিমুখতা যে সে জাতির নিতান্ত অমঙ্গলের কারণ। শয়ন-উত্থানে বিশ্রাম-জৃম্ভনে,ভোজন-ভ্রমণে,শিক্ষা-সাধনে, বিষয়-কার্য্য-সম্পাদনে, জীবন মরণে, ঈশ্বর যে জাতির শরণ্য ও সহায়; উপাসনা পরাঙ্মুখতা যে সে জাতির দুর্গতি-অধোগতি ধ্বংশ-বিধ্বংশের সোপান। ধর্ম্ম যে জাতির স্পর্দ্ধা স্থল,ব্রহ্ম-জ্ঞান যে জাতির ভুবন-প্রসিদ্ধ একমাত্র গৌরব নিধি, ব্রহ্ম-বিস্মৃতি যে সে জাতির সর্ব্বনাশের হেতু।

অতএব হে সুধীর সজ্জন সকল। যদি তোমরা ভারতের প্রকৃত কল্যাণ চাও, তবে উপাসনা-স্রোত প্রবাহিত করিবার জন্য সকলে যত্নশীল হও। অবরুদ্ধ নদ-নদী-প্রবাহ প্রমুক্ত করিয়া—মৃতা নদী-সকল খনন করত সমুদ্র-সহ সম্মিলিত করিয়া দিয়া যেমন লোকে রাজ্য-সাম্রাজ্যের কৃষি-বাণিজ্যের স্বাস্থ্য-সম্পদের উন্নতি-সাধন করে, তেমনি তোমরা সেই ব্রহ্ম-গমনোন্মুখী উপাসনা-নদীকে বলবতী করিয়া দিয়া ভারতের দৈব-য়িক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধন কর—পুণ্য-ভূমি ভারতকে মৃত্যু-মুখ হইতে উদ্ধার কর। যে আর্য্য-পরিবার নিরন্ন নির্ধন থাকিলেও কেবল ধর্ম্মানুষ্ঠান—কেবলই উপাসনা-প্রভাবে পক্ষ-মাস, ঋতু-সম্বৎসরের কথা দূরে থাকুক, প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা যে গৃহ-নিকেতনে ধর্ম্ম উৎসবের অনুষ্ঠান হইত, এখন যে ধন-সম্পদের জ্ঞান বিজ্ঞানের বাহুল্য সত্ত্বেও সে স্থলে তাহার নামগন্ধও দৃষ্ট হয় না। ইন্দ্রিয়-সুখ-সাধক, অস্থায়ী অকিঞ্চিৎকর নৃত্য গীতে, আমোদ-প্রমোদে, ক্রীড়া-কৌতুক-অভিনয়ে কতক্ষণ মনুষ্যকে সুখী রাখিতে পারে? ব্রহ্ম-মূলক উপাসনা জনিত আনন্দ উল্লাসই মানব-আত্মার স্থায়ী বল-বীর্য্য,জ্ঞান-ধর্ম্ম, শান্তি-মঙ্গল, সংসাধনের একমাত্র কারণ। যত্ন-চেষ্টা বল-বুদ্ধি, বিদ্যা-বিজ্ঞান শিক্ষা-সাধনের তারতম্য নিবন্ধন লোকের শক্তি-সামর্থ্য, আশ-আকার যে রূপই হউক, উপাসনা-অনুরক্ত থাকিলে মনুষ্য ক্রমে নিশ্চয়ই শ্রেষ্ঠাধিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উপাসনাই জ্ঞানের পথকে প্রমুক্ত করিয়া দেয়, উপাসনাই ধর্ম্মের সোপানকে সরল করিয়া তোলে। একনিষ্ঠ অনন্য পরা-য়ণ উপাসকের আত্মাতে ভক্ত বৎসল অন্ত-র্যামী ঈশ্বর, কাষ্ঠ-লোষ্ট্র, ধাতু-প্রস্তর, জীব-জন্তু, চন্দ্র-সূর্য্য প্রভৃতি সকল আবরণ ভেদ করিয়া স্বীয় সত্য-সুন্দর-মঙ্গল-রূপ প্রকাশ করেন। উপাসনাই আত্মোৎকর্ষ সাধনের উপায়, উপাসনাই মনুষ্যের দেবত্ব মহত্ত্ব এবং ব্রহ্ম-প্রাপ্তির অদ্বিতীয় সোপান। উপা

ম্লনা বালক-বৃদ্ধ-যুবা,—নর-নারী সকলেরই অনুষ্ঠেয়। উপাসনা বিদ্বান-মূর্খ সকলেরই একান্ত সেব্য। উপাসনা প্রভাবে জ্ঞানীর জ্ঞান-প্রবাহ ব্রহ্ম-সংস্পর্শে নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ হয়, উপাসনা-বলেই নিরক্ষর ব্যক্তির হৃদয়-কন্দরে দিব্য শোভনীয় সত্য-জ্ঞান-অমৃতের উৎস উৎসারিত হইয়া থাকে, ভারতের ধর্ম্ম-ইতিবৃত্তই তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। লোকের চক্ষে বিদ্যানই হউক, আর অবিদ্যানই হউক, প্রকৃত সাধক-উপাসকের নিকট যে সকল উজ্জ্বল সত্য, উন্নত উপদেশ, প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা আর কুত্রাপি লব্ধ হইবার সম্ভাবনা নাই। সেই যোগ-যুক্ত ব্রহ্ম-গত আত্মা, সত্য-জ্ঞান অমৃতের আকর ঈশ্বর হইতে যে সকল নির্ম্মল রত্নরাজি প্রাপ্ত হয়েন, তাহা আর কে কোথা হইতে লাভ করিবে? মূল ছেদ করিয়া বৃক্ষের নিকট ফল-লাভ, উৎস-মুখ অবরুদ্ধ করিয়া নদীর নিকট বিশুদ্ধ জল লাভের চেষ্টা করা যেমন নিষ্ফল, ধর্ম্ম ও ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত হইয়া—উপাসনা-স্রোত অবরুদ্ধ করিয়া প্রকৃত সত্য-জ্ঞান, শান্তি-মঙ্গল লাভের প্রত্যাশা করাও তেমনি নিরর্থক। ঈশ্বরই যে আত্মার প্রাণ, তিনিই যে আত্মার অবলম্বন। প্রাণ-হীন শরীরের আর মূল্য কি? মৃত-দেহের আর মর্য্যাদা কোথায়? এখনি এখানে অল্পকালের জন্য সেই প্রাণের প্রাণ আত্মার অন্তরাত্মাকে প্রত্যক্ষ প্রতীতি করিয়া উপাসনা-জনিত যে আরাম-শান্তি, আনন্দ-তৃপ্তি, সকলে উপভোগ করিলেন, ইহার অনুরূপ শান্তি-স্বচ্ছন্দতা কি কর্ম্ম-ক্ষেত্রে, কি অন্য-বিধ উৎসব-ভূমিতে, কি কেহ কখন লাভ করিয়াছেন? এই ক্ষণকালের আনন্দ উপভোগ করত পরীক্ষা করিয়া দেখুন, যে উপাসনা মনুষ্যের পক্ষে শিক্ষা-প্রদ, শান্তি-প্রদ, এবং মুক্তি-প্রদ কি না? উপাসনা ভিন্ন,জ্ঞান তৃপ্ত, প্রেম চরিতার্থ, আশা পূর্ণ, এবং জীবন সার্থক হইবার আর উপায়ান্তর নাই। এক-মাত্র ঈশ্বরের উপাসনা দ্বারাই মনুষ্যের ঐহিক পারত্রিক মঙ্গল হয়। "একস্য তস্যোবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি।"

একমেবাদ্বিতীয়ং।

বেদান্তদর্শন।

পূর্ব্বের অনুবৃত্তি।

সাংখ্যমতাবলম্বীগণ পুনশ্চ পূর্ব্বপক্ষ করিতেছেন—

"অচেতনেপি প্রধানে ভবত্যাত্মশব্দঃ। প্রধানংহি পুরুষস্যাত্মনোভোগাপবর্গৌ কুর্ব্বদুপকরোতি'

(শাঃ ভাঃ)

অচেতন প্রধানেতেও আত্ম শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে। কেননা, প্রধানই আত্মার ভোগাপবর্গ-সাধক। কার্য্যকারী ভৃত্যেতে যেমন রাজার আত্ম-বুদ্ধি জন্মে তদ্বৎ। অধিকন্তু—

'এক এব আত্মশব্দশ্চেতনাচেতনবিষয়ো ভবিষ্যতি'
'যথৈকএব জ্যোতিঃশব্দ ক্রতুজ্বলনবিষয়ঃ'

(শাঃ ভাঃ)

যেমন এক জ্যোতিঃ শব্দ জ্যোতিষ্টোম যজ্ঞকেও বুঝায় এবং আলোককেও বুঝায় সেইরূপ এক আত্ম শব্দ চেতনকেও যেমন বুঝায় অচেতন প্রকৃতিকেও তেমনি বুঝাইতে পারে।

অতএব পূর্ব্বপক্ষ এই যে বেদের উল্লিখিত আত্মা শব্দ জড়-স্বভাব সৎপদবাচ্য প্রকৃতিবাচক হইবার বাধা নাই। সেই প্রকৃতি কর্ত্তৃক সৃষ্টি বিষয়ক যে আলোচনা তাহা রূপক বর্ণনা মাত্র। এই পূর্ব্ব পক্ষের উত্তরে ব্যাসদেব কহিতেছেন যে অচেতন প্রধানে আত্ম শব্দ সঙ্গত হয় না, কেননা—

সূত্র। তন্নিষ্ঠস্য মোক্ষোপদেশাৎ। ৭।

আত্ম-নিষ্ঠের মোক্ষ কথিত হইয়াছে।

তাৎপর্য্য।

পরমাত্মনিষ্ঠ পুরুষেরই মোক্ষ হয় ইহা বেদের বাক্য। জড়নিষ্ঠা মোক্ষ-জনিকা নহে। ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকে শ্বেতকেতুর পিতা আরুণি জগৎ-কারণ-স্বরূপ পূর্ব্বোক্ত সংকে সর্ব্বপ্রাণির আত্মারূপে বর্ণন করিয়া শ্বেতকেতুকে এইরূপে মোক্ষ উপদেশ দিয়াছেন।

"তৎত্বমসি শ্বেতকেতো"

ইতিপূর্ব্বে জগতকারণ সৎ ও আত্মা রূপে যিনি কথিত হইয়াছেন, হে শ্বেতকেতো! তিনি তুমি। এস্থলে শারীরক ভাষ্যে আছে—

"চেতনস্য শ্বেতকেতোর্মোক্ষয়িতব্যস্য তন্নিষ্ঠামুপদিশ্য আচার্য্যবান্ পুরুষোবেদ তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যেঽথ সম্পৎস্য ইতি মোক্ষোপদেশাৎ"

এই বেদবাক্য দ্বারা মোক্ষভাগী চেতন শ্বেতকেতুকে সেই আত্মা রূপে উপদেশ করিয়া মোক্ষ শিক্ষা দিয়াছেন, যথা, আচার্য্যবান পুরুষ তাঁহাকে জানেন। যাবন্মুক্তি না হয় তাবন্মাত্র তাঁহার বিলম্ব। পরে তিনি মুক্ত হন।

জগৎকারণ সদ্রূপ পরম চৈতন্য সকলের সাধারণ আত্মা। তাঁহাকেই শ্বেতকেতুর মুখ্য আত্মারূপে নির্দ্দেশ পূর্ব্বক, শ্বেতকেতুকে স্বীয় সাংসারিক জীবত্ব হইতে উদ্ধার করিয়া মোক্ষের উপদেশ দিয়াছেন। পরমাত্মাই জীবাত্মার অবলম্বন। তাঁহাকে প্রত্যক্ষ আত্মা বলিয়া বোধ হইলে ব্যবহারিক জীবত্বরূপ মোক্ষ-প্রতিবন্ধ নিবৃত্ত হইয়া সাক্ষাৎ মুক্তিলাভ হয়। বেদোক্ত সেই আত্মা শব্দকে বলপূর্ব্বক অচেতন-প্রকৃতি-বাচক কহিলে ঐরূপ বৈদিক্ উপদেশ নিষ্ফল হইবে। কেননা তাহা হইলে এই অর্থ হইবে "হে শ্বেতকেতো! তুমি অচেতন প্রকৃতি, তুমি জড়াত্ম, তুমি অনাত্ম, তুমি অচেতন"। অচেতন প্রধানকে এই রূপে সচেতন জীবাত্মার আত্মারূপে উপদেশ করিলে, কোন আত্মনিষ্ঠ জ্ঞাননিষ্ঠ পুরুষ তাহা গ্রহণ করিবেন না। পক্ষান্তরে কোন জ্ঞানবিমুখ মূর্খ ভক্ত যদি তাদৃশ উপদেশ পায় তবে অন্ধের গোলাঙ্গুল * ধারণের ন্যায় সেই জড় প্রকৃতিকেই আত্মা বলিয়া—পরম-পদার্থ ভাবিয়া ভক্তিপূর্ব্বক ধারণ করিয়া থাকিবে। কখনই তাহা পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত আত্মানুসন্ধানে তৎপর হইবে না। তাদৃশ ভক্ত যথার্থ আত্মার দর্শনাভাবে অজ্ঞানান্ধকারে পতিত হইয়া থাকিবে। কাঙ্ক্ষী বেদ শাস্ত্রের এরূপ বিপরীত উদ্দেশ্য অসম্ভব। সুতরাং সচেতন পরমাত্মাই জগৎ কারণ সৎশব্দের প্রতিপাদ্য, অচেতন প্রকৃতি নহে। অপরঞ্চ আত্মা শব্দে চেতন অচেতন উভয়-প্রতিপাদক হইতে পারে

* অন্ধের গো-লাঙ্গুল-ধারণ বিষয়ে এই উপাখ্যান আছে। এক অন্ধ স্বীয় স্ত্রীর উদ্দেশে শ্বশুরালয় যাত্রা করে। পথে এক প্রান্তরে সে শ্বশুর-বাটীর এক গোরক্ষককে প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে পথ [illegible] কহে। রাখাল গো পরিত্যাগ পূর্ব্বক [illegible] হওয়ায় অন্ধকে একটা ষাঁড় আনিয়া দিয়া কহিল এই ষাঁড় তোমার শ্বশুরের বাটী বেশ চেনে, তুমি যদি [illegible]র ইহার লাঙ্গুল ধরিয়া যাও তবে এ তোমাকে [illegible] তথায় লইয়া যাইবে। এই উপদেশানুসারে অন্ধ ঐ ষাঁড়ের লাঙ্গুল ধরিয়া চলিল। লাঙ্গুলে টান [illegible] ষাঁড় বিরক্ত হইয়া লম্ফ ঝম্ফ ও চিৎকার সহকারে অন্ধকে পদাঘাৎ করিতে লাগিল। পাছে ভ্রষ্ট হয় এই ভয়ে অন্ধ তাহার লাঙ্গুল আরো দৃঢ় করিয়া ধরিল। ক্রমে রাত্রি হওয়ায় অন্ধ এবং তাহার ষাঁড় পথ হারা হইয়া যায়। তখন দৈবাৎ তাহার শ্বশুরের একজন ভৃত্য স্বীয় প্রভুর ষাঁড়কে একজন অপরিচিত ধরিয়া টানাটানি করিতেছে দেখিয়া তাহাকে চোর বলিয়া নিশ্চয় করিল এবং তাহার হস্ত হইতে ষাঁড়কে মুক্ত করিয়া অন্ধকে বিলক্ষণ প্রহার করিল। অন্ধ তথায় মৃতবৎ পতিত রহিল। আর শ্বশুরালয়ে যাইতে পারিল না। মূর্খ গোরক্ষকের উপদেশে অন্ধের কষ্টসার হইল। বাঞ্ছাপূর্ণ হইল না। তাৎপর্য্য এই যে প্রকৃত উপায় ব্যতীত কেহ গম্য স্থান লাভ করিতে পারে না। একবার যে মূর্খ অজ্ঞ গুরুর উপদেশে অনাত্ম-বাদ ধরিয়াছে, তাহা পরিত্যাগ করিয়া আত্মজ্ঞানে উপনীত হওয়া তাহার পক্ষে বড়ই কষ্টকর ব্যাপার।

'চেতনবিষয়এব মুখ্যআত্মশব্দশ্চেতনত্বোপচারাদ্ভূতাদিষু প্রযুজ্যতে ভূতাত্মা ইন্দ্রিয়াত্মা ইতি চ'।

(শাঃ ভাঃ)

ভৌতিক পদার্থে তাহার প্রয়োগ গৌণ মাত্র চৈতন্যের আরোপে তাদৃশ প্রয়োগ হয় যথা 'ভূতাত্মা' যিনি ভৌতিক পদার্থে আছেন, 'ইন্দ্রিয়াত্মা' যিনি ইন্দ্রিয়েতে বিদ্যমান। ইহার এমন অর্থ নহে যে অচেতন ভূত ও ইন্দ্রিয় সেই আত্মা ও সুতরাং আত্মা অচেতন।

বিশেষতঃ আত্মা শব্দকে যদি চেতন অচেতন উভয় প্রতিপাদকই বল, তথাপি তাহার চেতন-পক্ষেরই জয় হইবে।

'সাধারণত্বেপি আত্মশব্দস্য ন প্রকরণমুপপদং। কিঞ্চিৎ নিশ্চায়কমন্তরেণ অন্যতরবৃত্তিতা নির্ধারয়িতুং শক্যতে। নচ অত্র অচেতনস্য নিশ্চায়কং কিঞ্চিৎ কারণমস্তি। প্রকৃতং তু সদীক্ষিতৃ সন্নিহিতশ্চ চেতনঃ শ্বেতকেতুঃ। নহি চেতনস্য শ্বেতকেতোরচেতন আত্মা সম্ভবতীত্যবোচাম।'

(শাঃ ভাঃ)

উপরি উক্ত বিচার-বাক্যের তাৎপর্য্য এই। যদি আত্মা শব্দের "প্রকৃতি" ও "চেতন" উভয়-সাধারণ অর্থ কর তথাপি ঐ উভয়ের মধ্যে যে পদার্থে ঐ শব্দ সংলগ্ন হইবার বিশেষ কারণ বর্ত্তমান আছে, কেবল তাহাতেই উহা সংলগ্ন হইতে পারে। তাদৃশ বিশেষ কারণ ব্যতীত বলপূর্ব্বক কোন পদার্থে তাহা প্রয়োগ করা অসম্ভব। অচেতন প্রধানে তাদৃশ কোন কারণ বর্ত্তমান নাই। কিন্তু প্রকৃত চৈতন্য ও সৎস্বরূপ সৃষ্টির ঈক্ষণকর্ত্তা সম্বন্ধে সে কারণ বর্ত্তমান আছে। অপরাপর কারণ দূরে থাকুক, যখন চেতন শ্বেতকেতুর জীবাত্মা তাঁহাকে অবলম্বন পূর্ব্বক আত্মা হইয়াছে এবং তন্নিষ্ঠ হইয়া আছে, তখন তিনিও যে চৈতন্যস্বরূপ তাহাতে সন্দেহ নাই। বেদ যাঁহাকে জগতের "সৎ" স্বরূপ ঈক্ষণকর্ত্তা বলিয়াছেন তাঁহাকেই "তৎ" শব্দ দ্বারা নির্দ্দেশ পূর্ব্বক 'তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো' এই মহাবাক্যে চেতন শ্বেতকেতুর মুখ্য আত্মা রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এতাবতা বেদ-বাক্য সকল একই চৈতন্য-প্রতিপাদনে সমন্বিত। এইরূপে যিনি শ্বেতকেতুর অন্তরাত্মা, যে আত্মা বিরহে শ্বেতকেতু অন্ধ এবং যাঁহাকে মূল আত্মা জানিয়া শ্বেতকেতু মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন তিনিই আত্মা শব্দের প্রতিপাদ্য। এশব্দের উভয়-সাধারণ অর্থ হইবে না। কেবল একতর অর্থেই উহার পর্য্যবসান।

প্রকৃত কথা এই যে সচেতন শ্বেতকেতুর এক অল্পজ্ঞ ব্যবহারিক জীবাত্মা আছে। সেই জীবাত্মা সাবলম্ব ও পরমাত্মনিষ্ঠ। তাহাতে আত্ম-বুদ্ধিপ্রকাশ জন্য একটি বৃহৎ-আত্মারূপ অবলম্বন প্রয়োজন। জড় প্রকৃতি কি সে অবলম্বন হইতে পারে? যদি বলপূর্ব্বক বল পারে, তবে চেতন শ্বেতকেতুর জড়-নিষ্ঠা-দোষ ঘটিবে। তাঁহার জীবাত্মাতে কোন মহান্ আত্মারূপ জ্যোতি হইতে আত্মবুদ্ধি প্রকাশিত না হইয়া জড় প্রকৃতি হইতে জড়ত্ব সংক্রমিত হইবে। চক্ষু স্বভাবতঃ জ্যোতির্নিষ্ঠ। জ্যোতির আশ্রয়েই তাহার দর্শনশক্তি বিকশিত হয়। কিন্তু অন্ধকারের আশ্রয়ে তাহা কেবল অন্ধ। তাহাকে অন্ধকারনিষ্ঠ বলা যেমন ভ্রম, জীবাত্মাকে প্রকৃতিনিষ্ঠ বলাও তেমনি ভ্রম। অতএব এক দিকে পরম-চৈতন্য রূপ আত্ম-বুদ্ধি-উৎপাদক পরমকারণ বিদ্যমান, অন্যদিকে সচেতন শ্বেতকেতুর সেই বৃহচ্চৈতন্যনিষ্ঠ জ্ঞানজ্যোতিঃ-লোলুপ মুমুক্ষু হৃদয়-নেত্র বর্ত্তমান; এই চৈতন্যপ্রদ ও চৈতন্যনিষ্ঠ উভয় কারণের সদ্ভাবে, জড় প্রকৃতি সেই দেবদুর্লভ পরমাত্ম-পদ পাইতে পারে না। তথাপি আত্মা শব্দ চেতন অচেতন উভয়-প্রতিপাদক

বলিলে সে কথা কেহই মানিবে না। কেননা প্রকৃত সদ্রূপ আত্মা ও পরমাত্ম-নিষ্ঠ জীবাত্মা বর্ত্তমানে কোন্ ব্যক্তি জড় প্রকৃতিকে বরণ করিবে?

তস্মাচ্চেতনবিষয়ৈব আত্মশব্দইতি নিশ্চীয়তে।

(শাঃ ভাঃ)

অতএব আত্মা শব্দ কেবল চৈতন্য-বাচক ইহা স্থির হইল।

ক্রমশঃ

বৈরাগ্য।

(তত্ত্বকৌমুদী হইতে উদ্ধৃত)

(জ্যৈষ্ঠ ১৮২৭ শক।)

[illegible] ভারত ও নব্য ইউরোপ এই উভয়ের প্রতি [illegible] দৃষ্টিপাত করা যায়, তাহা হইলে দুইটী [illegible] প্রকৃতি [illegible]। প্রাচীন ভারতের [illegible] শাস্ত্র [illegible] প্রভৃতি যখন পাঠ করি, তখন তাঁহার মধ্যে একটী ভাবের পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাই। সে [illegible] এই আত্মাই সর্ব্বে-[illegible] [illegible] কিছু নয়। [illegible] কিছু নয় সুতরাং [illegible] সঙ্গে [illegible] সহিত সম্বন্ধ যে, সকল [illegible] বিষয়ও কিছু নয়। রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ ইহারা কিছু নয়, অন্নপান, উত্তম শয্যা, উত্তম পরিচ্ছদ এ সকল কিছু নয়; সম্পদ ঐশ্বর্য্য বিষয় বিভব এ সকল কিছু নয়। এজীবন বিড়ম্বনা, পূর্ব্বজন্মের দুষ্কৃতির ফলভোগ মাত্র। এ মানব-সংসার আত্মার কারাগার, এখানে আমরা দুষ্কৃতির শাস্তি ভোগ করিবার জন্য আছি, এখানকার কোন পদার্থকেই আমরা বিশুদ্ধ প্রীতির চক্ষে দেখিতে পারি না; কোন পদার্থকেই প্রিয় বা প্রার্থনীয় জ্ঞান করিতে পারি না, কোন বিষয়কে সারজ্ঞানে তাহাতে আসক্ত হইতে পারি না। সকল দুঃখের শ্রেষ্ঠ, দুঃখ, এই যে আমাদিগকে মানব সংসারে জন্মিতে হইয়াছে এবং যতদিন কর্ম্মের বিরাম ও বাসনার নিবৃত্তি না হইবে ততদিন আমাদিগকে জন্মিতে হইবে। এই জন্মের হাত হইতে এড়াইতে পারার নাম মুক্তি; এই ঘোর নিয়তি হইতে নিষ্কৃতি পাওয়াই মানব জীবনের পরম লক্ষ্য। প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রকারগণ, ধর্ম্মাচার্য্যগণ, চিন্তা-শীল পণ্ডিতগণ, পুরাণকার কবিগণ সকলেই এক বাক্যে এই লক্ষ্যের অনুমোদন করিয়াছেন, এবং তাঁহারা যে কিছু ধর্ম্মশাস্ত্র বা দর্শন শাস্ত্র বা যে কিছু পুরাণ শাস্ত্র রচনা করিয়াছেন, সকলেরই এই লক্ষ্য। কিসে মানুষ এই শরীরকে এই মানব-জীবনকে এবং এই মানব সংসারকে ঘৃণা করিতে শিখিবে, কিসে জ্ঞানাগ্নি দ্বারা সকল দুঃখের মূলীভূত কারণ যে কর্ম্ম-বীজ, তাহাকে নষ্ট করিবে, কিসে পর-মাত্মচিন্তাতে রত হইয়া ইন্দ্রিয়ের সুখ ও সংসার বন্ধনকে অতিক্রম করিতে শিখিবে, এই চিন্তা হৃদয়ে লইয়াই যেন তাঁহারা সকলেই লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, এবং নিরন্তর যেন এই চিন্তা [illegible] পরিচালিত হইয়াছিলেন।

নব্য ইউরোপের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। ইহ সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব। নব্য ইউরোপ বলিতেছেন শরীরটাই সর্ব্বেসর্ব্বা আত্মাটা কিছু নয়। শরীরের অতিরিক্ত আত্মা নামে কোন পদার্থ আছে কি না সন্দেহ। মানুষের শারীরিক সুখের উপায় আবিষ্কার কর, বাহিরের দারিদ্র্য নিবারণের উপায় কর, দেশ বিদেশ হইতে সুখাদ্য, সুপেয় দ্রব্য সকল আহরণ কর। সে জ্ঞানে, সে দর্শনে, সে বিজ্ঞানে কি প্রয়োজন যাহাতে সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে শারীরিক সুখের সাহায্য করে না। জ্যোতিষ শাস্ত্রের সেইটুকু আবশ্যক যে টুকু দ্বারা নৌচালনের সাহায্য হয়, এবং যদ্দ্বারা বাণিজ্যের সুবিধা হয়, এবং যদ্দ্বারা ধান্য চাউল, গোধূম প্রভৃতি দেশে আনে। প্রাকৃতিক তত্ত্বের আলোচনা করা ভাল, তদ্দ্বারা প্রকৃতির অদ্ভুত শক্তি সকল আবিষ্কৃত হইয়া আমাদের সুখ সৌকর্য্য বৃদ্ধি হয়, দশ দিনের পথ দশ ঘণ্টায় যায়, দশ যোজন দূরে বসিয়া পরস্পর কথোপকথন করা যায়, মানুষের পরিশ্রম বিনা গম পিষিয়া লওয়া যায়, সুরকি ভাঙ্গা যায়, বস্ত্র বয়ন করা যায় সকল প্রকার সুখসেব্য বস্তু সহজে শীঘ্র ও অল্প ব্যয়ে প্রস্তুত করিয়া লওয়া যায়। নব্য ইউরোপের মতে এই জন্যই বিজ্ঞানের চর্চ্চা আবশ্যক। নব্য ইউরোপের ধর্ম্মে বলিয়াছে, এ জগত পরীক্ষার স্থান, নব্য ইউরোপের প্রতিদিনের জীবন

বলিতেছে, এ জগত আরামকানন সুখভোগের স্থান। সমুদায় পার্থিব পদার্থে নব্য ইউরোপের কত আগ্রহ!! মিসর দেশ হস্তে থাকিলে আমাদের বাণিজ্যের উন্নতি হইবে, আমাদের হস্তে ধন সঞ্চয় হইবে, অতএব ন্যায়তঃই হউক, অন্যায়তঃই হউক সে দেশ হস্তে রাখিবার চেষ্টা কর। ভারতবর্ষীয়দিগকে স্বদেশশাসনের অধিকার দিলে ইংলণ্ডের ধনাগমের কিঞ্চিৎ ক্ষতি হইবে অতএব তাহা দিও না। প্রাচীন ভারত বলিতেছেন বাসনার নিবৃত্তি কর, এ জীবনকে ঘৃণা কর, ধর্ম্মই সার, ধর্ম্মই নিত্য। নব্য ইউরোপ বলিতেছেন, ঐহিক সুখের [illegible], [illegible] উন্নতিতে মনোযোগী হও, [illegible] ধর্ম্ম।

নব্য ইউরোপের এই সাংসারিক ভাব [illegible] যেরূপ প্রস্ফুটিত এরূপ আর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। ইংরাজগণ ইউরোপীয় সকল জাতির মধ্যে সাংসারিক। এই কারণে এতদ্দেশে ইংরাজী শিক্ষার গুণে যাঁহাদের হৃদয় মন গঠিত হইয়াছে, তাঁহারাও [illegible] সাংসারিক ভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। [illegible], পান কর, অর্থোপার্জ্জন কর, এই তাঁহাদের জীবনের লক্ষ্য দাঁড়াইয়াছে। যে ব্যক্তির মনে যে [illegible] হইয়াছে, সে ব্যক্তিতে সেই পরিমাণে এই সাংসারিক ভাব প্রবল দেখা যায়। [illegible] [illegible] সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রাচীন বৈরাগ্যের ভাব [illegible] যাইতেছে।

ভারতের মৃত্তিকাতে আমাদের জন্ম, ইহার শোণিত আমাদের শিরাতে প্রবাহিত সুতরাং বৈরাগ্য আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক। নব্য ইউরোপের ভাব আমাদের স্বাভাবিক সংস্কার, শিক্ষা ও প্রবৃত্তির অনুরূপ নহে। কিন্তু নব্য ইউরোপের ভাব যেমন এক দিকে সাংসারিকতার পরাকাষ্ঠা, অপর দিকে প্রাচীন ভারতের ভাবও সেইরূপ আধ্যাত্মিকতার পরাকাষ্ঠা। শরীরকে সর্ব্বেসর্ব্বা করা যেমন একদিকের ভ্রম, শরীরকে একেবারে অগ্রাহ্য করা তেমনি অপর দিকের ভ্রম। ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম এই উভয় ভাবের মধ্যবর্ত্তী স্থানকে অধিকার করিবার জন্য উপদেশ দিতেছেন। অর্থাৎ ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম এই কথা বলিতেছেন, যে এ জীবন ঘৃণার বস্তু নয়, ইহা কর্ম্মভোগ নয়, শাস্তি নয়, কারাগার নয়, কিন্তু মাতৃগর্ভে যেমন ভ্রূণ-দেহের রক্ষা ও উন্নতির স্থান, এ জগত এবং এই মানব জীবনও সেই প্রকার মানবাত্মার রক্ষা, শিক্ষা ও উন্নতির স্থান। আত্মার উন্নতি, চরিত্রের বিকাশ ধর্ম্মধনে ধনী হওয়া আমাদের জীবনের লক্ষ্য। দেহের ও সংসারের সকল কার্য্য তাহার সহায় অনুকূল ও উপায় মাত্র। ইহাই যদি আমাদের মূল মন্ত্র হয়, তবে আমরা সর্ব্বদাই আধ্যাত্মিক উন্নতিকে শ্রেষ্ঠ স্থান এবং শারীরিক সুখকে নিকৃষ্ট স্থান দিব। অর্থাৎ আধ্যাত্মিক উন্নতি জন্য শারীরিক সুখের ব্যাঘাত করিতে কুণ্ঠিত হইব না, আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য শারীরিক ক্লেশকে ক্লেশ বলিয়া গণনা করিব না। শরীরকে ক্লেশ দিবার জন্য ক্লেশ দিব না; কিন্তু ধর্ম্ম-সম্বন্ধে কোন মহৎ উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিবার জন্য শরীরের সুখ অসুখ দেখিব না।

ব্রাহ্মসমাজ মধ্যে ততদিন ধর্ম্মভাব জীবিত আছে মনে করিব, যত দিন দেখিব, যে এই সমাজ মধ্যে শারীরিক সুখ অপেক্ষা আধ্যাত্মিক উন্নতির দিকে অধিক দৃষ্টি। বিষয় বাণিজ্যের উন্নতি কিরূপে হইবে, এ চিন্তা অপেক্ষা প্রেম ভক্তি কিরূপে লাভ করিব, আত্মসংযম কিরূপে করিতে সমর্থ হইব, একাগ্রতা কিরূপে লাভ করিব, এই চিন্তাই প্রবল। আর যদি দেখিতে পাই যে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য অধিক লোকে ব্যগ্র নয়, কিরূপে প্রেম ভক্তি পাইব, কিরূপে ইন্দ্রিয়সংযম করিব, এ চিন্তা অপেক্ষা বিষয় বাণিজ্যের উন্নতির লালসাই ব্রাহ্মদিগের অধিক। যদি দেখি এক জন ধনোপার্জ্জনের নানা উপায় অবলম্বন করিয়াও সন্তুষ্ট হইতেছেন না, দিন রাত্রি আরও অধিক ধনাগম কি রূপে হয়, সেই চিন্তাতে মগ্ন হইতেছেন। অথচ কোন প্রকার ধর্ম্ম-সাধনে যোগ দিতে পারেন না কেন জিজ্ঞাসা করিলে বলিয়া থাকেন, সময়াভাব। ধনোপার্জ্জনের আর একটী নুতন উপায় বল, তাঁহাদের সময় হইবে, কিন্তু ধর্ম্ম-চর্চ্চার জন্য সপ্তাহে তিন দিন কয়েক ঘণ্টা দিতে বল, শুনিবে সময়ের অভাব। তাহা হইলে কিসের প্রমাণ পাওয়া যায়?—ইহাতে কি ইহাই প্রমাণ হয় না, যে, আধ্যাত্মিক উন্নতি তাঁহাদের লক্ষ্য নয় কিন্তু

সংসারিক উন্নতিই লক্ষ্য। ইহারা নব্য ইউরোপের শিষ্য। যে বৈরাগ্যের অর্থ এই যে আধ্যাত্মিক উন্নতিই লক্ষ্য, সংসার তাহার অধীন। সেই বৈরাগ্যকে আমরা হৃদয়ের সহিত প্রার্থনীয় মনে করি। এবং এ বৈরাগ্যের ভাবকে ধর্ম্ম ভাবের প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ বিবেচনা করি। বড় দুঃখের বিষয়, পরিতাপের বিষয় এই যে ব্রাহ্মসমাজ এখনও শিশু, কোথায় জলন্ত ও জাগ্রত বৈরাগ্যের ভাব ইহার মধ্যে বর্ত্তমান থাকিবে, কোথায় আধ্যাত্মিক উন্নতির লালসা অগ্নিশিখার ন্যায় প্রবল হইবে, কোথায় আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য ব্রাহ্মেরা সাংসারিক উন্নতিকে তুচ্ছ জ্ঞান করিবেন, কোথায় তাঁহারা বিবিধ শারীরিক ক্লেশকে অগ্রাহ্য করিয়া ধর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন, না ইতিমধ্যে ব্রাহ্মসমাজে বিপরীত গতি। ইহার মধ্যে সাংসারিক লোকের সংখ্যাই অধিক। জগদীশ্বর এই বিপদ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করুন।

দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি।

ব্রাহ্মসম্বৎ ৫০।

১০ ফাল্গুন—অদ্য মধ্যাহ্নে "সাধারণীর" সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় এবং "কল্পতরু" প্রণেতা ও "পঞ্চানন্দ" সম্পাদক সুযোগ্য উকিল ও লেখক শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দ্রনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আইসেন।

১৪ ফাল্গুন—অদ্য প্রাতে চ, বাবু ও ডা, বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাই। চ, বাবুকে কথায় কথায় বলিলাম যে যাত্রীরা যখন "বাবা বৈদ্যনাথ" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া উঠে তখন আমার বুক ঝনাৎ করিয়া উঠে এবং তৎক্ষণাৎ সকল মনুষ্যের পিতা (the all Father) ঈশ্বরের প্রতি মন যায়। এই কথা বলিবার উপলক্ষে তাঁহার সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে অনেক কথা হয়। আমি বলিলাম যে ধর্ম্মের প্রতি এক্ষণকার কৃতবিদ্যদিগের কিছু মাত্র আস্থা নাই এবং গোঁড়া হিন্দুদিগের মধ্যেও ধর্ম্ম বিষয় অতি শিথিল হইয়া আসিতেছে, বিশেষতঃ বঙ্গদেশে এইরূপ হইতেছে। ইহা অতি শোচনীয় ব্যাপার। তৎপরে ডা, বাবুর ওখানে যাই তাঁহার সহিত কথোপকথনের সময় তিনি বলিলেন যে আমরা সকল প্রকার সমাজসংস্কার-কার্য্য সম্পাদন করিব কিন্তু হিন্দু নাম কখন পরিত্যাগ করিব না। তিনি বলিলেন হিন্দু ভাব পরিত্যাগ না করিয়া অসবর্ণ বিবাহ পর্য্যন্ত দেওয়া যাইতে পারে। তিনি কিন্তু অসবর্ণ বিবাহের নিন্দা করিলেন। তখন বলিলেন যে এই রূপ অসবর্ণ বিবাহ দিতে দিতে ইংরাজদিগের সঙ্গে বিবাহ হইবে তাহা হইলে হিন্দু জাতি উভয় জাতির দোষের অধিকারী একটি ঘৃণাকর ফিরিঙ্গি জাতিতে পরিণত হইয়া একেবারে হিন্দু জাতির মর্য্যাদার বিলোপ সাধন করিবে। যদি অসবর্ণ বিবাহ একান্ত ঠিক হয় তাহা হইলে প্রাচীন হিন্দু রীত্যনুযায়ী অনুলোম পদ্ধতি অনুসারে দেওয়া কর্ত্তব্য কিন্তু তাহা করিবার পূর্ব্বে এই রূপ বিবাহ আমাদিগের শাস্ত্রসম্মত তাহা স্বদেশীয় লোকদিগকে দেখাইয়া তাহাদিগের মধ্যে এই বলিয়া প্রথমে একটি সাধারণ আন্দোলন উৎপাদন করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে সাধারণ হিন্দু সমাজে ক্রমে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত হইবার সম্ভাবনা নতুবা খ্রীষ্টানী দলের মতন কেবল নব্য ব্রাহ্মদলে তাহা বদ্ধ হইয়া থাকিবে।

১৯ ফাল্গুন—অদ্য প্রাতে চ, বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যাই সেখানে চ, বাবুর স্বগ্রামবাসী ভাগলপুরপ্রবাসী শ্রীযুক্ত প্রাণকৃষ্ণ কবিরাজ মহাশয়ের সঙ্গে দেখা হইল। লোকটির কথোপকথনে ও চিকিৎসা-প্রণালীতে নূতনত্ব আছে। তিনি চিকিৎসা করিয়া বিলক্ষণ ধনোপার্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার কথন করিয়া বিশেষ আমোদিত

বাউল ও দরবেশদিগের সঙ্গে তাঁহার অনেক সহানুভূতি আছে। বাউল ও দরবেশদিগের গানে স্থানে স্থানে অতি চমৎকার চমৎকার ভাব আছে।

২২ ফাল্গুন—অদ্য প্রাতে খাওয়া দাওয়া [illegible] বেড়াইতে যাই। সন্ধ্যার সময় চ, বাবুর বাসায় যাওয়া যায়। সেখানে পুরাতন হিন্দু কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যে পানদোষের প্রাবল্য ও মদ্যপান জন্য সভ্যতাভিমান ও ইংরাজী ১৮৬১ সালে মেদিনীপুরে আমা কর্ত্তৃক সুরাপাননিবারণী সভা সংস্থাপন ও তজ্জন্য তথাকার মাতালদিগের দ্বারা আমার বিলক্ষণ পীড়ন এই সকল বিষয়ে ও অন্যান্য বিষয়ে অনেক গল্প হইল। ঐ সভা বঙ্গদেশে সংস্থাপিত প্রথম সুরাপাননিবারণী সভা। স্বর্গীয় প্যারীচরণ সরকার কর্ত্তৃক কলিকাতায় ঐরূপ সভা সংস্থাপন হইবার পূর্ব্বে উহা সংস্থাপিত হয়। ঐ সভার অনুষ্ঠান পত্রে লিখিত ছিল যে পরিমিত মদ্যপান করা কেমন, না বাঁধে একটি ছিদ্র রাখা। ঐ ছিদ্র ক্রমে ক্রমে বড় হইয়া সর্ব্বনাশ সাধন করে মেদিনীপুরে

এই সুরাপাননিবারণী সভা জন্য আমার যত পীড়ন হয় ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার জন্য তত হয় নাই। এক্ষণকার কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল সভার সভাপতি হ্যারিসন সাহেব তখন মেদিনীপুর ও অন্যান্য দেশের স্কুল ইনিস্পেক্টর ছিলেন। মেদিনীপুরের মাতালেরা তাঁহার নিকট আমার দুর্নাম করিয়া একটি দরখাস্ত করে। তাহাতে আমার সম্বন্ধে একটি চমৎকার ইংরাজী প্রয়োগ ছিল"He is a fanatic"অর্থাৎ তিনি ধর্ম্মোন্মত্ত ব্যক্তি। মাতালেরা এক্ষণস্থে বলিয়াছেন আমি সমস্ত দিন স্কুলে ছাত্রদিগকে না পড়াইয়া কেবল ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করি কিন্তু বস্তুতঃ একথা সম্পূর্ণ রূপে অমূলক। স্কুলের সময় আমি ধর্ম্ম বিষয়ে কোন প্রসঙ্গই করিতাম না। ঐ সময়ের কলিকাতাবাসী পরলোকগত তখনকার হিন্দুসমাজচূড়ামণি বঙ্গদেশের প্রথম কে, সি, এস, আইএর পৈতৃক মেদিনীপুরের ডেপুটি মেজিষ্ট্রেট ছিলেন। তাঁহাকে আমার দলে আনাতে মাতালেরা আমার উপর বিশেষ চটিয়া ছিল, যেহেতু তাঁহার বাসা তাহাদিগের বিশেষ আড্ডা ছিল। তিনি যখন মদ্যপান পরিত্যাগের প্রতিজ্ঞাপত্র স্বাক্ষর করিয়া আপনার সহধর্ম্মিণীকে তাহা অর্পণ করিয়াছিলেন তখন তিনি বলিয়াছিলেন যে তুমি আমাকে লাক টাকা দিলে যত না আ[illegible] সুখী হইতাম এই ক্ষুদ্র কাগজটি পাওয়াতে আমি তদপেক্ষা সুখী হইলাম।

২৫ ফাল্গুন—অদ্য সন্ধ্যার সময় গ, বাবু আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আইসেন, সেই সময়ে পাণ্ডাবংশীয় কৃতবিদ্য ও ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী গিরিজানন্দ বাবু উপস্থিত ছিলেন। বৈদ্যনাথ ও বৈদ্যনাথের মন্দিরের প্রাচীনতা বিষয়ে অনেক কথা হইল। গ, বাবু বলিলেন যে উক্ত মন্দির প্রথমে বৌদ্ধ মন্দির ছিল তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। গিরিজানন্দ বাবু আমাকে বৈদ্যনাথ-[illegible] সংস্কৃত গ্রন্থ আমার দুই জন্য পাঠাইয়া দিবেন বলিলেন।

২৮ ফাল্গুন—অদ্য প্রাতে নিকটস্থ গ্রাম রোহিণীর দিকে বেড়াইতে যাই। পথিমধ্যে দেখিলাম এক জন বৈদ্যনাথের যাত্রী প্রতি পদনিক্ষেপে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া যাইতেছে। শুনিতে পাইলাম যে বহু দূর হইতে এইরূপ করিয়া আসিতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের জন্য ব্রাহ্মদিগের এইরূপ কষ্ট স্বীকার যদি শতাংশের একাংশ থাকিত তাহা হইলে কি না হইত! মধ্যাহ্নে কল্যকার "Statesman" পাঠ করি। তাহাতে বিলাত হইতে মেং লালমোহন ঘোষের প্রত্যাগমনের পর অভিনন্দনার্থ টৌনহলে যে সভা হয় তাহাতে তিনি যে বক্তৃতা করেন তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। বোধ হয় এরূপ যুক্তিযুক্ত এবং প্রকৃত বাগ্মিতা ও স্বাধীন ভাবসূচক অথচ সকল দিকরক্ষাকারী বক্তৃতা পরলোকগত রামগোপাল ঘোষ ব্যতীত অন্য কোন বাঙ্গালী দ্বারা দেওয়া হইয়াছে কি না সন্দেহ। শুনিলাম লালমোহন বাবুর বলিবার ধরণও চমৎকার। সাধারণতঃ আমাদিগের দেশের বক্তারা কেবল চেঁচানো প্রকৃত বক্তৃতা মনে করেন। এরূপ বক্তাদিগকে কণ্ঠবক্তা বলিলে হয়। অদ্য বয়সী Voysey সাহেবের "Peternoster" বিষয়ে তৃতীয় বক্তৃতা পাঠ করি। ঐ বক্তৃতার যেখানে ঈশ্বরে আত্মার্পণ যথার্থ প্রার্থনা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে সেই স্থান পাঠ করিয়া অতিশয় ও উপদেশ প্রাপ্ত হইলাম। সকল প্রার্থনা অপেক্ষা "তোমার ইচ্ছা সম্পন্ন হউক" এই প্রার্থনা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যখন আত্মার এইরূপ অবস্থা হয় যে এই প্রার্থনা অহরহ তাহা হইতে স্বতঃই উত্থিত হয় তখন আর কোন প্রার্থনার আবশ্যক করে না। কিন্তু কয়টি লোকের আত্মার অবস্থা এইরূপ? কেবল এই প্রার্থনার উপর নির্ভর করিতে সাধারণ লোককে উপদেশ দেওয়া যাইতে পারে না। তাহাদিগের জন্য, আমাদিগের সকলেরই জন্য, সচরাচর প্রার্থনা যাহাকে বলে তাহা আবশ্যক।

৩০ ফাল্গুন—অদ্য ডাক্তার বাবুদের এখানে ভোজে উপস্থিত থাকি। তিনি আমার প্রফুল্ল স্বভাবের কথা উল্লেখ করিলেন। আমি বলিলাম আমার প্রকৃত স্বভাব বিষাদময়। দেখিতে প্রফুল্ল মাত্র। বিষাদ রূপ মেঘের উপর প্রফুল্লতা রূপ বিদ্যুৎ খেলা করে। আমি প্রকৃত ব্রাহ্ম নহি। যাহারা প্রকৃত ব্রাহ্ম তাঁহারা সদানন্দ স্বভাব। "সমোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা"। "সেই আনন্দকর পদার্থকে প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি সদাই আনন্দিত থাকেন"। যাঁহারা প্রকৃত ব্রাহ্ম অথচ বৃদ্ধ তাঁহাদিগের সম্বন্ধে পারস্য কবি সেখ সাদির কথা খাটে।

"বার্দ্ধক্যের তুষার আমার মস্তকের উপর স্থান অধিকার করিয়াছে কিন্তু আমার স্বভাব যৌবন-সুলভ আনন্দ করিতেছে"।

অদ্য "Statesman" পত্রে Anglo Indian Grievance" শিরস্ক প্রস্তাব পাঠ করি। উহা একটি সাহেবের লিখিত। প্রস্তাব-লেখক বলেন যে বালকদিগকে পিতা মাতার সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধান হইতে দূর করিয়া বিলাতে শিক্ষার্থে পাঠানো ভাল রীতি নহে।

ব্যাখ্যান মঞ্জরী।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ব্যাখ্যান মূলক পদ্য।

নবম ব্যাখ্যান।

না জানিলে তাঁরে, এ ঘোর সংসারে মৃত্যুর অধীন হবে?
ভজ এক মনে, সেই সার ধনে, অমৃত পাইবে ভবে।
কি আনন্দ পাইয়াছি কিবা অধিকার!
ভজন সাধন পারি তাঁরে করিবার।
যিনি অগতির গতি, যাঁ হাতে করিলে মতি,
দূরে যায় পাপ তাপ মোহের আঁধার॥
যদি নাহি জানিতাম পাইতাম তাঁরে,
তবে এই নানা দুঃখ ক্লেশের সংসারে,
কোথা গিয়া জুড়াতাম, কোথা গিয়া পাইতাম
আরাম -শান্তির সুধা আত্মার মাঝারে?
প্রবল রিপুর দল দহিত অন্তর।
আপনার আপনার করি নিরন্তর,
নিরাশয় হইতাম, ভবানলে পুড়িতাম,
জীবন হইত কি না দুঃখের আকর!
কিন্তু যিনি দয়াময়— শান্তির আলয়।
যাও তাঁর কাছে দুঃখ যাবে সমুদয়।
সংসার অনল তিনি করিতে নির্ব্বাণ।
আপনার শান্তি বারি করিছেন দান।
যে কাতরে চায় তাঁরে, দান করি আপনারে,
করেন সতত তার মঙ্গল বিধান॥
শোক তাপ মলিনতা করেন হরণ।
নূতন করিয়া দেন তাহার জীবন।
পূর্ব্ব-ভাব অভিলাষ, বিষয় সুখের আশ,
দূরে যায় তার সব মায়ার বন্ধন॥
তাঁর পথে যেতে তার একান্ত মনন।
তাঁর কার্য্য সাধিবারে একান্ত যতন।
দয়াময় তার মনে, থাকি সদা সঙ্গোপনে,
তাঁর দিকে মতি গতি করেন বর্দ্ধন॥

আহা তাঁর উপাসনা কিবা দেয় বল
এখনি তাহাতে হল জীবন সফল।
পাপ তাপ শোক ভার, কিছু নাহি আর আমার
তাঁহার সাধনে কিবা পাইতেছি বল॥
তাঁর পদছায়া শান্তি সুধা বিতরণে,
কি আনন্দ আনি দিল না যায় কথনে।
দেখিলাম আমি তাঁর, তিনি মোর আপনার
সম্পর্ক তাঁহার সনে কি লাগিল মনে॥
তাঁরে প্রেমভরে আত্মা করি নমস্কার।
বলিতেছে গদ গদ ভাবে বার বার॥
"চির দিন থাক হৃদি ওহে প্রেমধন!
তোমা ছাড়া যাপিব না বৃথায় জীবন।
কি সম্পদ কি বিপদে, রেখ রেখ তব পদে
তোমা ছাড়া যেন নাহি করি আকিঞ্চন॥"

প্রত্যক্ষ সম্মুখে তাঁরে করি দরশন
কর দেখি তাঁর তুমি ভজন সাধন।
প্রত্যক্ষ পাইবে ফল, দূরে যাবে অমঙ্গল,
লভিবে এখনি তাঁর অচল শরণ॥

যাঁর উপাসনা করি জুড়ায় হৃদয়।
যে আশ্বাস দেন তাহা কি আনন্দময়॥
"যে ধ্যান ধারণা জীব! আরম্ভিলা ভবে।
অনন্ত কালেতে তাহা শেষ নাহি হবে॥"
প্রতিক্ষণে এই আশা দিতেছে আশ্বাস।
তিনি বলিছেন যবে হবে না নিরাশ॥
দেখ তাঁর কত দয়া আমাদের প্রতি।
আমরা মলিন হীন কিবা পাপে মতি॥
কিন্তু পাপ তেয়াগিয়া, তাঁহার দ্বারেতে গিয়া
যদি করি তাঁর কৃপা একান্তে যাচন।
দয়াময় সেইক্ষণ, দেন প্রেম-আলিঙ্গন
তাঁর সুধা চিত্তধামে করেন বর্ষণ॥
তবে যদি হেথা করি আত্মার শোধন,
সংসারের পারে পারি করিতে গমন,
তবে তাঁরে নিত্যধামে পাইব অধিক।
তাঁর সঙ্গে সহবাস বাড়িবে ক্রমিক॥
অবিচ্ছেদ হইবেক সেই সহবাস।
পুরিবে আত্মার যাহা আছে উচ্চ আশ॥
যে যত পবিত্র হয়ে যাবে সেই লোকে।
বিহরিবে তত তাঁর প্রেমের আলোকে॥
কিন্তু তাঁর সদাব্রত প্রতি সবাকার।
দিবেন চরণ-ছায়া সবে আপনার॥
সাধু কি অসাধু মূর্খ জ্ঞানী পাপী জনে,
দয়াময় লয়ে গিয়া নিজ নিকেতনে,
সবার মঙ্গল তিনি করিয়া বিধান,
দেখাবেন জ্ঞান প্রেম মুক্তির সোপান॥
প্রেম অন্ন দিয়া তুষিবেন সবাকারে।
কত সুখ-রত্ন তাহা কে বলিতে পারে॥

ক্রমশঃ

আয় ব্যয়।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৩ চৈত্র এবং ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৪

বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ।

আদি ব্রাহ্মসমাজ।

আয়	১৬২৮॥/
পূর্ব্বকার স্থিত	২৭১৫
সমষ্টি	৪৩৪৩॥/
ব্যয়	১২৬৩ /
স্থিত	৩০৮০॥ ৬

আয়।

ব্রাহ্মসমাজ	১০০।৶/
দান প্রাপ্তি।	
শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর	১০৲
” ” কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় (নড়াল) ...	১০৲
” ” হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৭৲
” ” মতিলাল মল্লিক	৫৲
” ” ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	৬৲
” ” শ্রীনাথ মিত্র	৩৲
” ” চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত (পাণ্ডুয়া)	২৲
” ” অক্ষয়মোহন বিশ্বাস (উনাও)	২৲
” ” [illegible]চন্দ্র বসু	২৲
” ” [illegible]নাথ আঢ্য	২৲
” ” বীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৲
” ” সোমেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৲
” ” রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৲
” ” দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৲
” ” অরুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর	১৲
আনুষ্ঠানিক দান :	
শ্রীযুক্ত বাবু [illegible] রায় চৌধুরী (বরিশাল) ...	৫৲
” ” নীতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৲
” ” সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৲
” ” [illegible]ন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৲
” ” ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৲
” ” ঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৲
” ” বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর	৪৲
” ” জানকীনাথ ঘোষাল	৪৲
” ” ব্রজেন্দ্রনাথ রায়	২৲
” ” চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত (পাণ্ডুয়া)	২৲
শুভকর্ম্মের দান	
” ” সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়	৫৲
” ” চন্দ্রকুমার দাস গুপ্ত (পাণ্ডুয়া)	১৲
	৯৫৲
সঙ্গীতের কাগজ বিক্রয়	৫।৶০
	১০০৮৶০

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ...	২০৭।৶০
পুস্তকালয় ...	৭৩/ ৬
যন্ত্রালয়	১১৬৯ ৶০
গচ্ছিত ...	৫৭ ৶৩
গবর্ণমেণ্ট সেবিংশ ব্যাঙ্ক ...	২১। ৬
	১৬২৮॥/৩

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ	২৪৭৸ ৯
তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা.. ...	৩৬৫॥ ৬
পুস্তকালয় ...	৭৯॥০
যন্ত্রালয়	৫১৮৸৫
গচ্ছিত ...	৩৯॥ ৩
ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ প্রকাশের মূলধন	১২৲
সমষ্টি	১২৬৩ /৬

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম এক্ষণে কেবল শিক্ষিত সম্প্রদায়ে বদ্ধ নয়, স্ত্রীলোকও অশিক্ষিত ব্যবসায়ীরাও ইহার আশ্রয় লইতেছেন। ইহাঁরা সহজে পাঠ করিয়া অত্যুচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সকল জানিতে পারেন এইরূপ গ্রন্থ ব্রাহ্মসমাজে অতিবিরল। এই মহৎ অভাব পূরণ করিবার জন্য কোন ধর্ম্মপ্রাণ যুবা সরল গদ্যে শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের সুপ্রসিদ্ধ ব্যাখ্যান পুস্তক রূপান্তরিত করিয়াছেন। উহা এখনও যন্ত্রস্থ, শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

মফস্বলস্থ যে সকল গ্রাহক মহাশয়ের নিকট তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য বাকি আছে তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক অতি শীঘ্র তাহা প্রেরণ করিবেন ও যাঁহাদের অগ্রিম মূল্য নিঃশেষিত হইয়াছে তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক বর্ত্তমান বৎসরের অগ্রিম মূল্য পাঠাইয়া উপকৃত করিবেন।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

পঞ্চমপ্রপাঠকে দ্বাদশঃ খণ্ডঃ।

ঔপমন্যব কং ত্বমাত্মানমুপাস্স ইতি। দিবমেব ভগবোরাজন্নিতি হোবাচৈষবৈ সুতেজা আত্মা বৈশ্বানরোযং ত্বমাত্মানমুপাস্সে তস্মাত্তব সুতং প্রসুতমাসুতং কুলে দৃশ্যতে॥ ১

হে 'ঔপমন্যব' 'কং আত্মানং' বৈশ্বানরং 'ত্বং উপাস্সে ইতি' পপ্রচ্ছ। 'দিবং এব ভগবোরাজন্ ইতি হ উবাচ' দিবং দ্যুলোকমেব বৈশ্বানরমুপাস্সে। 'এষঃ বৈ' 'সুতেজাঃ' শোভনং তেজোযস্য সোঽয়ং সুতেজা ইতি প্রসিদ্ধঃ 'বৈশ্বানরঃ আত্মা'। 'যং অহং আত্মানং উপাস্সে' 'তস্মাৎ' 'তব সুতং আসুতং' সোমরূপকর্ম্মাণি 'প্রসুতং' প্রকর্ষেণচ 'কুলে দৃশ্যতে' অতীব কর্ম্মিণস্ত্বৎকুলীনা ইত্যর্থঃ। ১

অশ্বপতি কৈকেয় বলিলেন, হে ঔপমন্যব, তুমি কোন্ আত্মার উপাসনা করিয়া থাক। ঔপমন্যব বলিলেন, হে মহাশয়, হে রাজন্, আমি দ্যুলোকের উপাসনা করিয়া থাকি। রাজা বলিলেন, ইহা সুতেজা বৈশ্বানর আত্মা। এই আত্মাকে তুমি উপাসনা কর। সেই জন্য তোমার কুলে সোম সম্বন্ধীয় কর্ম্মকাণ্ড প্রকৃষ্ট রূপে আচরিত হইতে দেখা যায়। ১

অত্স্যন্নং পশ্যসি প্রিয়মত্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চসং কুলে য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে মূর্দ্ধাত্বেষ আত্মন ইতি হোবাচ মূর্দ্ধা তে বিপতিষ্যদ্যন্মাং নাগমিষ্য ইতি॥ ২॥

'অত্সি অন্নং' দীপ্তাগ্নিঃ সন্ 'পশ্যসি' চ 'প্রিয়ং' পুত্রপৌত্রাদি প্রিয়মিষ্টং। অন্যোঽপি 'অত্তি অন্নং' 'পশ্যতি প্রিয়ং' 'ভবতি অস্য' সুতং প্রসুতমাসুতমিত্যাদি কর্ম্মিত্ব 'ব্রহ্মবর্চসং' 'কুলে' 'যঃ' কশ্চিৎ 'এতং' যথোক্তং 'এবং আত্মানং বৈশ্বানরং' 'উপাস্তে'। 'মূর্দ্ধা তু এষঃ আত্মনঃ' ইতি ন সমস্তোবৈশ্বানরঃ আত্মা। অতঃ 'হ উবাচ' সমস্তবুদ্ধ্যা বৈশ্বানরোপাসনাচ্ছিরঃ 'মূর্দ্ধা তে' 'বিপতিষ্যৎ' বিপতিতম্ অভবিষ্যৎ 'যৎ' যদি 'মাং ন আগমিষ্য ইতি' নাগতোঽভবিষ্যৎ॥ ২

তুমি অন্ন পরিপাক করিয়া থাক, এবং পুত্র পৌত্রাদি প্রিয় জনের মুখ দর্শন করিয়া থাক। আর যে কেহ এই প্রকারে এই বৈশ্বানর আত্মার উপাসনা করেন তিনিও অন্ন পরিপাক করেন এবং প্রিয় জনের মুখ দর্শন করেন এবং তাঁহার কুলে ব্রহ্মানুষ্ঠান হইয়া থাকে। ইহা কিন্তু বৈশ্বানর আত্মার মূর্দ্ধা। যদি তুমি আমার নিকট না আসিতে তবে তোমার শিরঃপাত হইয়া থাকিত। ২

ত্রয়োদশঃ খণ্ডঃ।

অথ হোবাচ সত্যযজ্ঞং পৌলুষিং প্রাচীনযোগ্য কং ত্বমাত্মানমুপাস্স ইত্যাদিত্যমেব ভগবোরাজন্নিতি হোবাচৈষ বৈ বিশ্বরূপ

আত্মা বৈশ্বানরোঽযং ত্বমাত্মানমুপাস্সে তস্মাত্তব বহু বিশ্বরূপং কুলে দৃশ্যতে ॥১

'অথ হ উবাচ সত্যযজ্ঞং পৌলুষিং' হে 'প্রাচীনযোগ্য' 'ত্বং কং আত্মানং উপাস্সে ইতি' 'আদিত্যং এব ভগব রাজন্ ইতি হ উবাচ'। 'এষঃ বৈ বিশ্বরূপঃ আত্মা বৈশ্বানরঃ' 'অযং ত্বং আত্মানং উপাস্সে' 'তস্মাৎ তব বহু' 'বিশ্বরূপং' ইহামুত্রার্থমুপকরণং 'দৃশ্যতে কুলে'। ১

অনন্তর সত্যযজ্ঞ পৌলুষিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে প্রাচীনযোগ্য, তুমি কোন্ আত্মার উপাসনা করিয়া থাক। তাহাতে তিনি কহিলেন হে রাজন্, হে মহাশয়, আমি আদিত্যকে উপাসনা করি। রাজা বলিলেন, ইহা বিশ্বরূপ বৈশ্বানর আত্মা। ইহাকে তুমি উপাসনা কর এই জন্য তোমার কুলে ইহলোক এবং পরলোকের বহু উপকরণ দৃষ্ট হয়।১

প্রবৃত্তোঽশ্বতরীরথো দাসীনিষ্কোঽত্স্যন্নং পশ্যসি প্রিয়মত্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চসং কুলে য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে চক্ষুষ্ট্বেতদাত্মনইতি হোবাচান্ধোঽভবিষ্যদ্যন্মাং নাগমিষ্য ইতি ॥ ২ ॥

কিঞ্চ ত্বাং 'প্রবৃত্তঃ' অনুপ্রবৃত্তঃ অশ্বতরীভ্যাং যুক্তো রথঃ 'অশ্বতরীরথঃ' দাসীভির্নিষ্কোনিষ্কোহারঃ 'দাসীনিষ্কঃ' 'অৎসি অন্নং' 'পশ্যসি প্রিয়ং' 'অত্তি অন্নং' 'পশ্যতি প্রিয়ং' 'ভবতি অস্য ব্রহ্মবর্চসং কুলে যঃ এতং এবং আত্মানং বৈশ্বানরং উপাস্তে'। 'চক্ষুঃ তু এতৎ আত্মনঃ ইতি' চক্ষুর্বৈশ্বানরস্য তু সবিতা। তস্য সমস্তবুদ্ধ্যোপাসনাৎ 'অন্ধঃ অভবিষ্যৎ' চক্ষুর্হীনোভবিষ্যঃ 'যৎমাং ন আগমিষ্যঃ ইতি হ উবাচ' ॥ ২

অশ্বতরীযুক্ত রথ, সুবর্ণহার-সুশোভিতা দাসী তোমার অনুগমন করে। তুমি অন্ন পরিপাক করিয়া থাক এবং পুত্রপৌত্রাদি প্রিয়জনের মুখ দর্শন করিয়া থাক। আর যে কেহ এই প্রকারে এই বৈশ্বানর আত্মার উপাসনা করেন তিনিও অন্ন পরিপাক করেন এবং প্রিয়জনের মুখ দর্শন করিয়া থাকেন, এবং তাঁহার কুলে ব্রাহ্মানুষ্ঠান হইয়া থাকে। ইহা কিন্তু বৈশ্বানর আত্মার চক্ষু। যদি তুমি আমার নিকট না আসিতে তবে তুমি অন্ধ হইতে।২

চতুর্দশঃ খণ্ডঃ।

অথ হোবাচেন্দ্রদ্যুম্নং ভাল্লবেয়ং বৈয়াঘ্রপদ্য কং ত্বমাত্মানমুপাস্স ইতি বায়ুমেব ভগবো রাজন্নিতি হোবাচৈষ বৈ পৃথগ্বর্ত্মাত্মা বৈশ্বানরো যং ত্বমাত্মানমুপাস্সে তস্মাত্ত্বাং পৃথগ্বলয় আয়ন্তি পৃথগ্রথশ্রেণয়োঽনুযন্তি ॥১॥

'অথ হ উবাচ ইন্দ্রদ্যুম্নং ভাল্লবেয়ং' হে 'বৈয়াঘ্রপদ্য' 'কং ত্বং আত্মানং উপাস্স ইতি' 'বায়ুং এব ভগবঃ রাজন্ ইতি' 'হ উবাচ' 'এষঃ বৈ' 'পৃথগ্বর্ত্মা আত্মা' নানা বর্ত্মানি যস্য বায়োরাবহোদ্বহাদিভির্ভেদৈর্বর্ত্তমানস্য সোঽযং পৃথগ্বর্ত্মাত্মা বায়ুঃ 'বৈশ্বানরঃ যং ত্বং আত্মানং উপাস্সে' তস্মাৎ ত্বাং 'পৃথক্' নানাদিক্কাস্ত্বাং প্রতি 'বলয়ঃ' বস্ত্রান্নাদিলক্ষণা বলয়ঃ 'আয়ন্তি' আগচ্ছন্তি। 'পৃথক্ রথশ্রেণয়ঃ' রথপংক্তয়োঽপি ত্বাং 'অনুযন্তি' ॥১

তাহার পরে ইন্দ্রদ্যুম্ন ভাল্লবেয়কে বলিলেন, হে বৈয়াঘ্রপদ্য, তুমি কোন্ আত্মার উপাসনা কর? তাহাতে তিনি কহিলেন হে রাজন্, হে মহাশয়, আমি বায়ুর উপাসনা করিয়া থাকি। রাজা বলিলেন, ইনি পৃথক্ বর্ত্মাত্মা বৈশ্বানর, ইহাঁকে তুমি উপাসনা কর। এই জন্য নানা দিক হইতে অন্ন বস্ত্রাদি তোমার গৃহে উপস্থিত হয় এবং নানা প্রকারের রথশ্রেণী তোমার পশ্চাতে গমন করে।১

অৎস্যন্নং পশ্যসি প্রিয়মত্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চসং কুলে য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে প্রাণস্ত্বেষ আত্মন ইতি হোবাচ প্রাণস্তউদক্রমিষ্যদ্যন্মাং নাগমিষ্য ইতি ॥২॥

'অৎসি অন্নং পশ্যসি প্রিয়ং' 'অত্তি অন্নং পশ্যতি প্রিয়ং' 'ভবতি অস্য ব্রহ্মবর্চসং কুলে যঃ এতং এবং আত্মানং বৈশ্বানরং উপাস্তে' 'প্রাণঃ তু এষঃ আত্মনঃ ইতি' 'হ উবাচ' 'প্রাণঃ তে উদক্রমিষ্যৎ' উৎক্রান্তোঽভবিষ্যৎ 'যৎ মাং ন আগমিষ্য ইতি' ॥২

তুমি অন্ন পরিপাক করিয়া থাক এবং পুত্রপৌত্রাদি প্রিয়জনের মুখ দর্শন করিয়া থাক। আর যে কেহ এই প্রকারে এই বৈশ্বানর আত্মার উপাসনা করেন তিনিও অন্ন পরিপাক করেন এবং প্রিয়জনের মুখ দর্শন করিয়া থাকেন এবং তাঁহার কুলে ব্রাহ্মানুষ্ঠান হইয়া থাকে। ইহা কিন্তু বৈশ্বানর আ-

আর প্রাণ। যদি তুমি আমার নিকট না আসিতে তবে তোমার প্রাণ বিয়োগ হইত। ৪

পঞ্চদশঃ খণ্ডঃ।

অথ হোবাচ জনং শার্করাক্ষ্যং কং ত্বমাত্মানমুপাস্স ইত্যাকাশমেব ভগবোরাজন্নিতি হোবাচৈষ বৈ বহুল আত্মা বৈশ্বানরোহয়ং ত্বমাত্মানমুপাস্সে,তস্মাত্ত্বং বহুলোহসি প্রজয়া চ ধনেন চ ॥১॥

'অথ হ উবাচ জনং' হে 'শার্করাক্ষ্য কং ত্বং আত্মানং উপাস্সে ইতি' 'আকাশং এব ভগবঃ রাজন্ ইতি' 'হ উবাচ' 'এষঃ বৈ বহুলঃ আত্মা বৈশ্বানরঃ' বহুলত্বমাকাশস্য সর্ব্বগতত্বাদ্বহুলগুণোপাসনাচ্চ। অয়ং ত্বং আত্মানং উপাসসে 'তস্মাৎ ত্বং বহুলঃ অসি' 'প্রজয়াচ' পুত্রপৌত্রাদিলক্ষণয়া 'ধনেন চ' হিরণ্যাদিনা ॥১

তাহার পরে জনকে ডাকিয়া বলিলেন, হে শার্করাক্ষ্য, তুমি কোন্ আত্মার উপাসনা করিয়া থাক? তাহাতে জন বলিলেন, হে রাজন্, হে মহাশয়, আমি আকাশের উপাসনা করিয়া থাকি। রাজা বলিলেন, ইহা বহুল বৈশ্বানর আত্মা, ইহাঁকেই তুমি উপাসনা করিয়া থাক, এই জন্য তুমি বহু পুত্রপৌত্রাদি-বিশিষ্ট এবং বহু ধনশালী ব্যক্তি। ১

অৎস্যন্নং পশ্যসি প্রিয়মত্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চসং কুলে য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে সন্দেহস্ত্বেষআত্মন ইতি হোবাচ সন্দেহস্তে ব্যশীর্য্যদ্যন্মাং নাগমিষ্য ইতি ॥২॥

'অৎসি অন্নং পশ্যসি প্রিয়ং' 'অত্তি অন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবতি অস্য ব্রহ্মবর্চসং কুলে যঃ এতং এবং আত্মানং বৈশ্বানরং উপাস্তে' 'সন্দেহঃ তু এষঃ আত্মনঃ ইতি' সন্দেহোমধ্যমশরীরং বৈশ্বানরস্য। 'হ সন্দেহঃ তে' তব শরীরং 'ব্যশীর্য্যত' শীর্ণমভবিষ্যৎ 'যৎ মাং ন আগমিষ্য ইতি' ॥২

তুমি অন্ন পরিপাক করিয়া থাক এবং পুত্রপৌত্রাদি প্রিয়জনের মুখ দর্শন করিয়া থাক। আর যে কেহ এই প্রকারে এই বৈশ্বানর আত্মার উপাসনা করেন তিনিও অন্ন পরিপাক করেন এবং প্রিয়জনের মুখ দর্শন করিয়া থাকেন এবং তাঁহার কুলে ব্রহ্মতেজস্বী হইয়া থাকে। ইহা কিন্তু বৈশ্বানর আত্মার মধ্য শরীর, যদি তুমি আমার নিকট না আসিতে তবে তোমার মধ্য শরীর শীর্ণ হইয়া যাইত। ২

রিপু-নিয়োগ।

কামের অর্থ কামনা অর্থাৎ ইচ্ছা। কাম-রিপু যেমন ইচ্ছার অত্যন্ত প্রবলতা-সূচক এমন অন্য কোন রিপু নহে। যদি কাম চরিতার্থ করিতে হয় তবে ঈশ্বর-সহবাসের অত্যন্ত কামনা কর। তাঁহার সহিত সম্মিলন জন্য আত্মা প্রবলতম ইচ্ছা দ্বারা আক্রান্ত হউক। তাঁহার সহিত আত্মার সম্মিলন না হইলে আত্মা কখন প্রকৃত তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না, প্রকৃত শান্তি লাভ করিতে সক্ষম হয় না। কোন ভাষাতে ধর্ম্মের অর্থ ঈশ্বরের সহিত আত্মার পুনর্বন্ধন বুঝায়। আত্মার স্বামী ঈশ্বরের সহিত যে পর্য্যন্ত না আত্মার গাঢ় মিলন হয় সে পর্য্যন্ত আত্মার প্রকৃত মুক্তি অথবা পরিত্রাণ হয় না। তিনি আমাদিগকে তাঁহারই জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন; আত্মা যে পর্য্যন্ত না তাঁহাতে গিয়া বিশ্রাম করে সে পর্য্যন্ত সে অন্য কোন বস্তু হইতে আরাম প্রাপ্ত হয় না। যদি ক্রোধ করিতে হয় তবে রিপুদিগের প্রতি ক্রোধ কর, তাহা হইলে রিপুদিগের দমন হইবে, এমন কি ক্রোধের প্রতি ক্রোধ কর তাহা হইলে ক্রোধের দমন হইবে। পুরাণে যে হরকোপানলে মদনের ভস্মীভূত হইবার কথা আছে তাহার অর্থ এই যে সেই অমৃত পুরুষের ধার্ম্মিক সন্তান কাম-রিপুর উত্তেজনা জন্য আপনার প্রতি ক্রোধ করেন, মনে করেন যে আমি সেই অমৃত পুরুষের পুত্র হইয়া কাম দ্বারা অপবিত্র হইতেছি—ছি! এরূপ মনে করিলে কাম রিপুর বিলক্ষণ দমন হয়। যদি লোভ করিতে হয় তবে সেই পরম পুরুষার্থের প্রতি

লোভ কর। সেই পরম পুরুষার্থের ন্যায় অন্য কোন অর্থ লোভের বস্তু নাই। মৃত্যুর সময় অন্য অর্থ সকলই পড়িয়া রহিবে। কেবল ধর্ম্মরূপ পরম অর্থ সঙ্গে যাইবে। যদি মোহ দ্বারা আক্রান্ত হইতে হয় তবে পাপ দ্বারা মুগ্ধ না হইয়া ঈশ্বরের সৌন্দর্য্য দ্বারা মুগ্ধ হও,যে তোমাদিগের মঙ্গল হইবে। যদি শোক জন্য মোহে অভিভূত হইতে হয় তবে পাপ জন্য শোক নিবন্ধন মোহ উপস্থিত হউক। পার্থিব প্রিয় পদার্থ বিয়োগ জন্য যদি শোক উপস্থিত হয় তবে পুনরায় পাপের আক্রমণ জন্য সঙ্কিত ধর্ম্মের বিয়োগ নিবন্ধন কত না শোক উপস্থিত হওয়া উচিত। যদি অহঙ্কার করিতে হয় তবে এই বিষয়ে অহঙ্কার কর যে আমাদিগের মধ্যে কে কত ধর্ম্মের জন্য অপমান সহ্য করিতে পারে। যদি ঈর্ষান্বিত হইতে হয় তবে আত্মাতে পাপের উন্নত দেখিয়া ঈর্ষান্বিত হও, পরশ্রীতে কাতর হইও না। এই রূপে রিপুদিগের যথার্থ ব্যবহার করিলে তাহারা তাহাদিগের অসুর প্রকৃতি পরিবর্ত্তন করিয়া, যেন কোন ইন্দ্রজাল প্রভাবে পবিত্র স্বর্গীয় বিদ্যাধরীতে পরিণত হইয়া, পরস্পর হস্ত ধরাধরি করিয়া, ঈশ্বরের সিংহাসনের চতুর্দ্দিকে নৃত্য করত তোমার আত্মার চক্ষুকে পরিতৃপ্ত করিবে।

বেদান্ত দর্শন।

পূর্ব্ববারের অনুবৃত্তি।

“সৎ” শব্দ অচেতন-প্রধানকে মুখ্য বা গৌণ আত্মা রূপে প্রতিপাদন করে না তাহা পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। এইক্ষণে সূত্রপাত করিতেছেন যে উক্ত “সৎ” শব্দ সেই অচেতন প্রকৃতিকে পরমাত্মজ্ঞানের সোপানভূত কোন অবান্তর আত্মারূপেও জ্ঞাপন করে না।

সূত্র। হেয়ত্বাবচনাচ্চ। ৮।

সৎ শব্দ বেদে হেয়রূপে কথিত হয় নাই। হইলেও প্রতিজ্ঞা-হানি হইত।

তাৎপর্য্য।

ছান্দোগ্যোপনিষদে প্রাগুক্ত ষষ্ঠ প্রপাঠকে উক্ত “সৎ” শব্দকে এই চেতনাচেতন জগতের একমাত্র অদ্বিতীয় কারণ রূপে, একমাত্র, জ্ঞানস্বরূপ ঈক্ষণকর্ত্তারূপে এবং সর্ব্বজীবের একমাত্র আত্মারূপে কহিয়াছেন। ফলতঃ নিম্নস্থ প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক উক্ত উপদেশ প্রদত্ত হওয়াতে ঐ উপদেশের দ্বারা উক্ত প্রতিজ্ঞার পূরণ করাই উদ্দেশ্য ছিল। সুতরাং তদনুসারেই ঐ উপক্রান্ত প্রতিজ্ঞা এবং সৎশব্দের ব্যাখ্যারূপ উপসংহারের অর্থসঙ্গতি আছে। না থাকিলে সে প্রতিজ্ঞার হানি হইত। সেই প্রতিজ্ঞা এই—

ছান্দোগ্যোপনিষদে ষষ্ঠ প্রপাঠকে প্রথমাধ্যায়ে শ্বেতকেতুর পিতা আরুণি শ্বেতকেতুকে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, শ্বেতকেতো! তুমি বালক, অস্থিরমতি, বেদাধ্যয়নাভিমানী। তুমি জিজ্ঞাসা দ্বারা আচার্য্যের নিকট হইতে সেই বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিয়াছ কি না তাহা জানিলে—

‘অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি, অমতং মতং, অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতং’

অশ্রুত বিষয় শ্রুত হয়, অনিশ্চিত নিশ্চয় হয় এবং অবিজ্ঞাত বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায়

শ্বেতকেতু কহিলেন, মহাশয়। সে কোন্ বিষয়? আমাকে বলুন। পিতা কহিলেন—

‘যথা সৌম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ বাচারম্ভনং বিকারোনামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং এবং সৌম্য স আদেশোভবতীতি’

হে সৌম্য। যেমন এক মৃৎপিণ্ডের তত্ত্ব জানিলে সকল মৃন্ময় বস্তুর তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। তদ্বিকার ঘটসরাবাদি, ও সে সমস্ত

নাম, বাক্য মাত্র। সেই মৃত্তিকাই একমাত্র সত্য, তদ্রূপ মদুক্ত সেই বিজ্ঞেয় বিষয়।

পিতা এতাবৎ উপক্রম ও প্রতিজ্ঞা করিলে শ্বেতকেতু পিতার নিকট উক্ত বিষয়ের জিজ্ঞাসু হইলেন। তখন তাঁহার পিতা 'সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং' ইত্যাদি শ্রুতিসমূহ দ্বারা তাঁহাকে উপদেশ দিলেন যে, আদিতে কেবল "সৎ" ছিলেন। তিনি একমাত্র অদ্বিতীয়। তখন কোন জীব বা কোন জড় পদার্থ ছিল না। এই কারণে তাঁহাকে অদ্বিতীয় কহা যায়। এই কারণেই তাঁহাকে এক কহা যায়। তিনি সঙ্কল্প করিলেন আমি বহু হইব। অমনি তাঁহার স্বরূপ ও শক্তি প্রস্ফুটিত হইয়া জীব ও জড় জগতে পরিণত হইল। ব্যোম, মরুৎ, তেজ, অপ ও অন্নরূপিণী ধরণী প্রকাশ পাইল। ইন্দ্রিয় প্রাণ মনোবুদ্ধির সহিত জীবাত্মা আসিয়া ভোক্তারূপে অবতীর্ণ হইলেন। সেই সৎ আত্মারূপে সর্ব্বজীবে প্রবেশ করায় নামরূপ প্রকাশ পাইল। সেই একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান সৎ পরমাত্মা হইতে এইরূপে নানাবর্ণের পদার্থ এবং অসংখ্য জীবন বিকাশিত হইয়াছে। অতএব তিনিই একাকী চেতন অচেতন সকলেরই বীজ। তাঁহাকে জানিলেই চেতন অচেতন সব জানা যায়। তিনিই একমাত্র সত্য। আর নামরূপ সমুদয় মিথ্যা বাক্য মাত্র।

জীবাত্মা স্বয়ম্ভু ও স্বয়ম্প্রকাশ নহেন। তাঁহার কোন উপাদান কোথাও ছিল না। পরমাত্মাই তাঁহার বীজধাতু। পরমাত্মার স্বরূপই তাঁহার উপাদান। অচেতন পদার্থেরও স্বতন্ত্র উপাদান ছিল না। তাঁহার শক্তিই তাহার উপাদান। জীবাত্মার মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদিও সেই শক্তির উৎকৃষ্টাংশ সম্ভূত। ফলতঃ জীব বা জড়রূপে তিনি যে স্বয়ং পরিণত ও বিকৃত হইয়াছেন এমন উক্ত হয় নাই। স্বীয় স্বরূপের অন্যথা না করিয়া, তিনি স্বরূপের ভাণ্ডার হইতে জীবাত্মাসমূহকে প্রকাশ করিয়াছেন এবং সৃষ্টিশক্তি হইতে জড় জগৎ ও মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয়াদিকে জীবের ভোগার্থে সৃজন করিয়াছেন। তাঁহার সেই শক্তি স্বতন্ত্র অচেতন প্রকৃতি নহে, কিন্তু তাঁহা হইতে অস্বতন্ত্র। তাহা ঐন্দ্রিয়ক ও জড়সৃষ্টির উপাদান বলিয়া তাহাকে দ্রব্যধাতুময় কহিয়াছেন সত্য, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা সত্য সত্যই দ্রব্যবীজ নহে। তাহার প্রভাবই দ্রব্যত্ব মাত্র। সুতরাং তাহাকে মায়া কহিয়াছেন। সেই মায়াশক্তি তাঁহারই শক্তি। তাহারই প্রভাব এই বাহ্য এবং মানসিক সৃষ্টি। তাঁহার স্বরূপ যেমন তাঁহার সহিত অভেদ, সেই মায়া-শক্তিও তদ্রূপ। অতএব তিনি উভয়াত্মক। স্বরূপতঃ তিনি জীবাত্মার পিতা এবং ব্রহ্মাণ্ডের নিমিত্ত কারণ। মায়া-শক্তি-বলে তিনি ঐন্দ্রিয়ক ও জড়সৃষ্টির উপাদান। তাঁহার শক্তিই যে জড় ও চিৎ হইয়া গিয়াছে এমন নহে। সেই শক্তির প্রভাবে জড় ও মনাদি উৎপন্ন হইয়াছে ইহাই অভিপ্রায়। অতএব উক্ত হইয়াছে যে সেই শক্তি জড় ও মনাদির উপাদান বটে। বস্তু মায়িক উপাদান। নিজে বিকৃত না হইয়াও জড় ও মনাদি ইন্দ্রিয়গণের আবির্ভাব দেখাইতে পারে ইহাই তাহার অনির্ব্বচনীয় ক্ষমতা। যাহাই হউক তাহা এই মানসিক ও জড় জগতের মূল প্রকৃতি বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। তাহা ব্রাহ্ম শক্তিমাত্র। সেই জন্য পশ্চাতে এই বেদান্ত শাস্ত্রের উপাদানাধিকরণে ব্যাসদেব কহিয়াছেন "প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুরোধাৎ" উপরিউক্ত প্রতিজ্ঞাপূরণের অনুরোধে কহিতে হইবে যে ব্রহ্ম যেমন জীবাত্মার স্বরূপ ও জগতের নিমিত্ত কারণ সেইরূপ তিনি প্রকৃতি

অর্থাৎ ইন্দ্রিয় ও জড়সৃষ্টির জড়বীজ নহেন, কেন না তাহা হইলে সে শক্তি জড় হইত। স্থূলসৃষ্টির অনুরোধে প্রকৃতিকে জড় বলিয়া গ্রহণ করা যায় বটে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা মহামায়া-স্বরূপিণী ব্রহ্মশক্তি মাত্র। তাহার জড়ত্ব মূলতত্ত্ব নহে, কিন্তু অবাস্তব কল্পনা মাত্র। সাংখ্যশাস্ত্র এই দ্রব্যময়ী সৃষ্টি ক্রিয়ার দর্শন। তিনি সেই নিমিত্তে সর্ব্বোপাদানের বীজস্বরূপিণী প্রকৃতিকে তাহার মূলদেশে জড় রূপে দৃষ্টি করিয়াছেন। সেরূপ দৃষ্টিতে প্রকৃতি ও মহত্তত্ব হইতে স্থূল বিশ্ব পর্যন্ত যে সৃষ্টিতত্ত্ব তদ্বিজ্ঞানের কোন ব্যাঘাত হয় না বটে। প্রকৃতি ও পুরুষের ভেদজ্ঞান-সমুদ্ভূত কৈবল্য স্বীকারেও কোন আপত্তি হয় না সত্য। কিন্তু বেদের প্রাগুক্ত প্রতিজ্ঞাটি নিষ্ফল হইয়া যায়।

অচেতন-কারণ-স্বরূপিণী প্রকৃতি হইতে অচেতন জগদুৎপত্তির যুক্তিসিদ্ধতা কেহ কখন স্বীকার করিলেও সচেতন জীবোৎপত্তির পক্ষে সেরূপ যুক্তি সংলগ্ন হইবে না। বেদের প্রতিজ্ঞানুসারে সেই অচেতন প্রকৃতির জড়ত্ব-বিজ্ঞান লাভ করিলে সেই বিজ্ঞানের দ্বারা হয়ত তদীয় বিকার-স্বরূপ সমস্ত জড় পদার্থের জ্ঞান লাভ হইতে পারে। তদীয় সাত্ত্বিক ও রাজসাংশের বিকার-স্বরূপ মানসিক প্রকৃতিরও জ্ঞানলাভ সম্ভব। কিন্তু তদ্দ্বারা জীবাত্মার জ্ঞানলাভ অসম্ভব। অথচ বেদের প্রতিজ্ঞা এই যে 'একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং প্রতিপদ্যতে' এক বস্তুর জ্ঞান দ্বারা সকল বস্তুর জ্ঞান পাওয়া যায়। জীবাত্মা প্রকৃতির অধিকারস্থ নহেন, জড় প্রকৃতি তাঁহার উপাদান নহে, সুতরাং জড় প্রকৃতির জ্ঞানে তাঁহার তত্ত্বলাভ অসম্ভব। আর যদি জড়প্রকৃতিকে জীবাত্মার কারণ বল, তাহা হইলে জীবাত্মার জ্ঞান-স্বরূপ-তত্ত্ব সেই কারণ-বিজ্ঞানের বিপরীত হইবে। তাহাতে তোমার কোটি নিষ্ফল হইতেছে। কেবল একমাত্র প্রাগুক্ত সৎকে চেতনাচেতন সমগ্র জগতের সর্ব্বজ্ঞ কারণ ও পরমাত্মা বলিয়া জানিলেই ঐ প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইতে পারে। সেই একমাত্র পরমাত্ম-বিজ্ঞান দ্বারা তাঁহার পরম-জ্ঞান-স্বরূপত্ব এবং অনির্ব্বচনীয় সৃষ্টি-শক্তির মায়িক উপাদান-তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। সেই সব পরম গুহ্য গভীর তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে জীবাত্মার অপ্রাকৃতিক, অতীন্দ্রিয়, বিশুদ্ধ ভাব অনুভূত হয়। সৃষ্টির মায়িক তত্ত্ব ও শক্তিমূলকত্ব বুঝিতে পারা যায়। তখন অবিতর্কিত রূপে এই সত্য হৃদয়ে মুদ্রিত হয় যে জ্ঞানস্বরূপ ও সর্ব্বশক্তিমান্ পরমাত্মাই একমাত্র অদ্বিতীয় সত্য; আর, তাঁহার সৃষ্ট কর্ত্তা ও কর্ম্ম, ভোক্তা ও ভোগ্য-ঘটিত এই নামরূপে দীপ্যমান সংসার কেবল তাঁহার স্বরূপ ও শক্তির প্রভাব সুতরাং সমস্ত নামরূপ কেবল বাক্যমাত্র। এইরূপে সেই একক জানিলে সকলের ভাব পাওয়া যায়। যাহা শুনা যায় নাই তাহা শুনা যায়, যাহা ভাবা যায় নাই তাহা বুঝা যায়, যাহা জানা যায় নাই তাহা জানা যায় এবং কিছুই জানিবার অবশিষ্ট থাকে না। এই প্রকার তত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত বেদের প্রতিজ্ঞা রক্ষা পায় না। ফলতঃ ঐ প্রতিজ্ঞার অবিরোধেই বেদে জগৎকারণকে একমাত্র সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বশক্তিমান আত্মা রূপে বর্ণন করিয়াছেন। সেই শুভ অর্থই গ্রহণ করা উচিত।

অনাত্মা প্রকৃতি যেমন "সৎ" পদের বাচ্য নহে, সেইরূপ সেই "সৎ" পরমাত্মজ্ঞানের সোপানভূত কোন অবান্তর আত্মারূপেও বেদে কথিত হয় নাই। কেননা, যদি বল "হে শ্বেতকেতো। সেই যে "সৎ" তিনি জড়প্রকৃতি, তিনিই আত্মা, তাহাই তুমি" তাহা হইলে শ্বেতকেতুর তৃপ্তি হইবে না।

সচেতন শ্বেতকেতুর আত্মা কখনই সেই অচেতন সৎপ্রকৃতিকে আত্মার অন্তরাত্মা বলিয়া গ্রহণ করিবে না। তাদৃশ স্থলে ঐ সৎকে হেয় পূর্ব্বক শ্বেতকেতু তদতিরিক্ত মুখ্য আত্মার উপযাচক হইবেক। কিন্তু বেদে উক্ত সৎকে হেয় করিয়া তদতিরিক্ত মুখ্য আত্মার উপদেশ প্রদত্ত হয় নাই। যথা অরুন্ধতী দেখাইবার জন্য লোকে যেমন তন্নিকটস্থ কোন স্থূল তারাকে অগ্রে দেখায়,পরে তাহারই অবলম্বনে মুখ্য অরুন্ধতী দেখাইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রকৃত সৎস্বরূপ পরমাত্মাকে গ্রহণ করাইবার জন্য যদি ঐ সৎকে অচেতন বলিয়াও সোপানভূত অবান্তর আত্মা বল তাহা অযুক্ত। কেননা লোকে যেমন পূর্ব্বোক্ত স্থূল তারাকে হেয় করিয়া (পরিত্যাগ করিয়া) প্রকৃত অরুন্ধতী গ্রহণ করায়, তদ্রূপ ষষ্ঠ-প্রপাঠকে "ঐ সৎ আত্মা নহে" এরূপ হেয়ত্ব বচন নাই। ফলতঃ তাদৃশ কোন হেয়ত্ব-বচন দ্বারা পশ্চাৎ তদতিরিক্ত মূল-আত্মা প্রদর্শন করিলেও উপরি-উক্ত প্রতিজ্ঞা নষ্ট হইত। কিন্তু সে প্রতিজ্ঞার বিন্দুমাত্র হানি হয় নাই, যেহেতু সেই সৎকেই একমাত্র জগৎ-বীজ মূল-আত্মা রূপে উপদেশ পূর্ব্বক পর্য্যবসান করিয়াছেন। সেই মুখ্য আত্মার প্রতি জীবাত্মার নিষ্ঠা, কেননা তিনি তাঁহার অন্তরাত্মা, জন্মস্থান আত্মবুদ্ধি-প্রকাশক ও প্রতিপালক। তাঁহাকে লাভ করিলে জীব স্বীয় তত্ত্বও জানিতে পারেন, জড় জগতের মূলতত্ত্বও জানিতে পারেন।

যদি জিজ্ঞাসা কর যে পরমাত্মাকে জানিলে মনুষ্য কি মনস্তত্ত্ব আত্মতত্ত্ব, প্রভৃতি না পড়িয়াও পণ্ডিত হন? ইহার উত্তর এই যে তিনি তাদৃশ বিজ্ঞান বিষয়ে কোন পাণ্ডিত্য লাভ করেন না বটে, কিন্তু সকল তত্ত্ব সম্বন্ধে এই সার কথা জানেন যে এ সংসারে জীবের জীবত্ব ও ভোগ সমস্তই অনিত্য, স্বপ্নবৎ, বাসনার প্রপঞ্চে মায়া মরীচিকা ও গন্ধর্ব্ব-নগরীতুল্য ভ্রমদৃশ্যবিশেষ; কেবল একমাত্র মূল-তত্ত্ব-স্বরূপ কূটস্থ নিত্য ব্রহ্মই সত্য। প্রত্যুত তিনি যাহা বুঝেন অন্তে প্রত্যেক মানবের পক্ষে তাহাই সত্য হয়। সেই পরম জ্ঞানের তুলনায় অন্যান্য জ্ঞান-বিজ্ঞানকে ঋষিরা শিল্পনৈপুণ্য মাত্র কহিয়াছেন।

সৎ শব্দ দ্বারা যে জড়প্রকৃতি লক্ষিত হন নাই তাহা ক্রমে এইরূপে বুঝাইলেন যথা—বেদে 'ঈক্ষণ' শব্দ আছে, জড় প্রকৃতির ঈক্ষণ অসম্ভব। যখন স্পষ্ট বাক্যে সেই সৎকে আত্মা কহিয়াছেন তখন সে ঈক্ষণের কোন রূপক অর্থ কল্পনা করা অসম্ভব। বিশেষতঃ সেই সৎকেই তন্নিষ্ঠ জীবের মোক্ষস্বরূপ অন্তরাত্মা কহিয়াছেন। অধিকন্তু বেদের প্রতিজ্ঞানুসারে ঐ সৎই মূল আত্মা। তাহা জড় প্রকৃতি-স্বরূপ সোপানভূত কোন অবান্তর আত্মা হইলে ঐ প্রতিজ্ঞা নষ্ট হইত এবং সোপান বিধায় তাহাকে হেয় পূর্ব্বক মুখ্য-আত্মার উপদেশ করিতেন, তাহা না করিয়া একেবারেই সেই সৎকে মুখ্যাত্মা বলিয়া সমাপ্ত করিয়াছে। এইক্ষণে নিম্নস্থ সূত্রদ্বারা প্রমাণ করিবেন যে বেদে ঐ সৎই জীবাত্মার লয়স্থান ও শান্তিনিকেতন বলিয়া কথিত হইয়াছেন। জড় কখনও চেতনের লয়স্থান হইতে পারে না।

সূত্র। স্বাপ্যয়াৎ॥ ৯॥

পরমাত্মাতে জীবের লয় হওয়ার শ্রুতি আছে। জড়-প্রকৃতিতে লয়ের শ্রুতি নাই।

তাৎপর্য্য।

ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকে অষ্টম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে,

"যত্রৈতৎ পুরুষঃ স্বপিতি নাম সতা সোম্য তদা সম্পন্নোভবতি স্বমপীত ভবতি তস্মাদেনং স্বপিতীত্যাচক্ষতে স্বং হ্যপীতোভবতীতি।"

যখন এই পুরুষ 'স্বপিতি' কিনা 'নিদ্রিত'

বিশেষণ গ্রহণ করেন, তখন তাঁহার স্বীয় মুখ্য-স্বরূপ যে সৎ-পদ-বাচ্য পরমাত্মা তাঁহাতে তিনি বিশ্রাম করেন এবং সেই মুখ্যস্বরূপ যেন একীভূত হইয়া যান। তখন তিনি 'স্ব' স্বীয় অন্তরাত্মাতে নীত সমীকৃত বা মিলিত হন বলিয়া তাঁহাকে "স্বপিতি" বলা যায়। তখন জীবাত্মা আপনার সেই অন্তরাত্মা-স্বরূপে বিলীন হন।

এ সম্বন্ধে শারীরক ভাষ্যে যাহা আছে তাহার তাৎপর্য্য এই যে জীব যখন মন, স্থূল ইন্দ্রিয়ার্থ, ও স্থূলদেহের সহিত যুক্ত হন তখন তাঁহার জাগ্রত বলা যায়। যখন অ-গাঢ় নিদ্রাবস্থায় বিষয়-বাসনাবিষ্ট-চিত্ত হইয়া স্বীয় মানসকৃত সূক্ষ্ম সৃষ্টি ও সূক্ষ্ম দেহের সহিত রমণ করেন, তখন তাঁহাকে স্বপ্নগ্রস্ত বলা যায়। আর যখন জাগ্রত ও স্বপ্ন, স্থূল ও সূক্ষ্ম এই উভয় প্রকার উপাধির উপরমে অন্তরাত্মাতে বিলীন হন, তখন তাঁহাকে সুষুপ্ত বলা যায়

"আপ এব তদশিতং নয়ন্তে, তেজএব তৎপীতং নয়ত ইতি"

জল যেমন 'অশিত' (ভুক্তান্ন) বস্তুকে সমীকৃত করায় ক্ষুধার উদ্রেক হয় সে জন্য ক্ষুধাকে "অশনা" কহে; তেজ যেমন 'পীত' (পানকৃত) উদককে সমতা করায় পিপাসা হয় সেজন্য পিপাসাকে "উদন্য" কহে; তদ্রূপ সেই জগৎকারণ সৎ আত্মা সুষুপ্তি অবস্থায় জীবাত্মাকে সমীকৃত করেন বলিয়া তদবস্থায় জীবকে "স্বপিতি" অর্থাৎ স্বীয় মুখ্য স্বরূপ অন্তরাত্মাতে নীত, সমীকৃত বা বিলীন বলা যায়।

ক্রমশঃ।

বুধের গতি-ব্যতিক্রম।

বা

নূতন গ্রহ ভলক্যান।

তোমার ইচ্ছার বলে, চন্দ্র সূর্য্য তারা জলে,
শত শত গ্রহ চক্রে ঘেরি অনুক্ষণ।

মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি শুক্র শনি এবং চন্দ্র এই কয়েকটি সৌর-পরিবার-গত জ্যোতিষ্কের অস্তিত্ব অতি প্রাচীন কাল হইতেই বিদিত, কেননা ইহাদের দেখিবার জন্য যন্ত্রের আবশ্যকতা নাই, বিনা প্রয়াসে কেবল চক্ষু দ্বারা বহুকাল পর্য্যবেক্ষণ করিলেই সূর্য্যের সহিত ইহাদের সম্বন্ধ নির্ণয় করা যায়। তাহার পর বিজ্ঞানের উন্নতি সহকারে দূরবীণ প্রভৃতি যন্ত্রের সৃষ্টি দ্বারা ক্রমশঃ নূতন নূতন গ্রহের আবিষ্কার বশতঃ উহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া আসিতেছে। শনি বৃহস্পতির চন্দ্র সকল আবিষ্কৃত হইয়াছে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু সংখ্যক গ্রহমালা আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং হইতেছে, হারশেল ইয়ুরেনস্ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহার পর নেপচুনকে জানা গিয়াছে।

নেপচুনের আবিষ্কারের একটি বৈশিষ্ট্য এই, দূরবীণের সাহায্যে আকাশখণ্ডের পর্য্যবেক্ষণ দ্বারাই অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহ সকল দেখিতে পাওয়া গিয়াছে কিন্তু নেপচুন দেখিবার আগেই জ্যোতিষীগণ নেপচুনের অস্তিত্ব জানিয়াছিলেন।

সূর্য্য ও গ্রহ উপগ্রহ গুলির পরস্পর মাধ্যাকর্ষণ গণনার দ্বারা গ্রহগণের গতিবিধি নির্দ্ধারিত করা যায়। ইয়ুরেনসের গতি এই মাধ্যাকর্ষণ গণনার অনুযায়ী হইতেছে না দেখিয়া ফরাসী পণ্ডিত লেভেরিয়ে এবং ইংরাজ পণ্ডিত অ্যাডামৃশ স্থির করিলেন, অবশ্য ইহার নিকট এমন আর একটি অনাবি-

কৃত গ্রহ আছে, যাহার আকর্ষণে ইহার গতি-গণনার ব্যতিক্রম হইতেছে। এইরূপ স্থির করিয়া নেপচুন দেখিবার পূর্ব্বেই লেভিরিয়ে ও অ্যাডামস্ সেই অজ্ঞাত গ্রহটির কক্ষ, ভার, আয়তন সকল স্থির করেন। পরে গণনা-নির্দ্দিষ্ট স্থানে দূরবীণ সংযোগ দ্বারাই নেপচুন দৃষ্ট হয়।

কিছু কাল পূর্ব্বে এইরূপ আর একটি অজ্ঞাত গ্রহের অস্তিত্ব লইয়া বিজ্ঞান-জগতে মহা আন্দোলন চলিয়াছিল। রাম না হইতে রামায়ণের ন্যায় গ্রহটীর অস্তিত্ব নিশ্চিত না হইতেই তাহার নামকরণ পর্য্যন্ত হইয়া গেল তবে প্রভেদ এই, রামায়ণের পর রাম জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ভলক্যান আজও পর্য্যন্ত অনিশ্চিতের গর্ভে বিরাজমান।

আমরা এখন বুধকেই সর্ব্বাপেক্ষা সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী বলিয়া জানি কিন্তু ভলক্যান, সূর্য্য ও বুধের মধ্যে অনুমিত। স্থতরাং ভলক্যানের অস্তিত্ব সত্য হইলে ভলক্যানই ঠিক সূর্য্যের পরবর্ত্তী গ্রহ। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জ্যোতিষী সমাজে ইহার অস্তিত্ব কত দূর গ্রাহ্য তাহার আলোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি।

এই নূতন গ্রহের অস্তিত্ব কল্পনার কারণ এই, ইয়ুরেনসের ন্যায় বুধেরও ঈষৎ গতি-ব্যতিক্রম দেখা যায়, লেভেরিয়েই প্রথমে ইহা লক্ষ্য করেন। সূর্য্যের নিকটতম স্থানে পৌঁছিলে গণনানুসারে যে পরিমাণে বুধের গতিবেগ বৃদ্ধি হইবার কথা, প্রকৃত পক্ষে সে অবস্থাতে বুধকে তাহা হইতেও অধিক দ্রুতগামী হইতে দেখা যায়। লেভেরিয়ে দেখিলেন এই গতিকে মাধ্যাকর্ষণ নিয়মের বশবর্ত্তী করিয়া লইতে হইলে হয় বুধের অব্যবহিত-পরবর্ত্তী শুক্র গ্রহকে তাহার যথার্থ আয়তন হইতে দশমাংশের একাংশ অধিক ধরিয়া লইতে হয়—কিম্বা বুধ ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী কোন অজ্ঞাত অন্তত বুধা-য়তন গ্রহকে ইহার কারণ ভাবিয়া লইতে হয়। কিন্তু বুধের ন্যায় একটি বৃহৎ গ্রহ সূর্য্যের মধ্যে থাকিলে সূর্য্যের পূর্ণ গ্রহণের সময় তাহাকে না দেখিতে পাওয়া এক রূপ অসম্ভব, সুতরাং এ অনুমানটি বৃথা ভাবিয়া তিনি ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু তাঁহার এই পরিত্যক্ত অনুমান হইতেই পরে ভলক্যানের সৃষ্টি হইল। একটি বৃহৎ গ্রহের পরিবর্ত্তে সম-আয়তনশালী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু সংখ্যক গ্রহ-মালা পূর্ব্বোক্ত স্থানে থাকিয়া বুধের গতির অন্যথা করিতেছে লেভেরিয়ে ইহাই যুক্তি-সঙ্গত মনে করিলেন। লেভেরিয়ের কথায় জ্যোতিষীগণ সেই খানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহ-মালার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন

কিছু দিন পরে ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে লেকারবোল্ট নামে একজন ফরাসী ডাক্তার লেভেরিয়েকে লিখিয়া পাঠাইলেন তিনি ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে সূর্য্য কিনার দেশ দিয়া একটি গোলাকার গ্রহ-চ্ছায়াকে চলিয়া যাইতে দেখিয়াছেন, সূর্য্য-কলঙ্কের ন্যায় তাহা ধীরগতিবিশিষ্ট নহে, এক ঘণ্টা ১৭ মিনিট নয় সেকেণ্ড পর্য্যন্ত উহাকে দেখা গিয়াছে। লেকারবোল্টের বিবেচনায় ইহা লেভেরিয়ের অনুমিত অজ্ঞাত গ্রহ। মার্চ মাসে লেকারবোল্ট এই গ্রহ-চ্ছায়া দেখিয়া এত বিলম্ব করিয়া তাহা প্রকাশ করিবার কারণ এই দিলেন যে তিনি আর একবার তাহা দেখিবার প্রত্যাশায় ছিলেন। লেভেরিয়ে এই সংবাদে স্বয়ং ডাক্তার লেকারবোল্টের নিকট গমন করিয়া এই আবিষ্ক্রিয়ার সত্যাসত্য অনুসন্ধানে তৎপর হইলেন। যেরূপ শুনিলেন তাহাতে ডাক্তারের কথায় তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল। প্রসিদ্ধ আবি ময়েগনি কর্ত্তৃক গ্রহটির নাম ভলক্যান প্রদত্ত হইল, আবিষ্কারককে সম্মান দিবার নিমিত্ত পারিসের বিজ্ঞান-সভায়

আবেদন করা হইল। জ্যোতিষীগণ আবার সূর্য্য-পরীক্ষার নিমিত্ত উৎসুক হইয়া রহিলেন। আগেকার সূর্য্যগ্রহণের সময় জ্যোতিষীগণ কৃষ্ণ বিন্দুর যে সকল তালিকা রাখিয়াছিলেন সে সকল আবার পুনঃপরীক্ষা হইতে লাগিল, কিন্তু তাহাতে কোন গ্রহের অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া গেল না। লেকারবোল্টের আবিষ্ক্রিয়ার এই পূর্ণ আন্দোলন অবস্থায় সূর্য্য-পর্য্যবেক্ষক জ্যোতিষী লায়াস ইহার বিরুদ্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিলেন। লেকারবোল্ট যখন সূর্য্যে কৃষ্ণ বিন্দু দেখিতে পান, তখন লায়াস অপেক্ষাকৃত অধিক ক্ষমতাশালী দূরবীণ দিয়া সূর্য্য নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। বিশেষতঃ লেকারবোল্ট সূর্য্যের কিনার দেশে গ্রহচ্ছায়া দেখেন লায়াসও সূর্য্যকিরণের হ্রাস বৃদ্ধি পরীক্ষার নিমিত্ত তখন সূর্য্যের কিনার দেশই দেখিতেছিলেন। তিনি বলেন কোন গ্রহ চ্ছায়া সেস্থান দিয়া চলিয়া গেলে নিশ্চয়ই তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িত। কিন্তু এযুক্তির একটি বিশেষ ভ্রম এই, কোন এক শ্রেণীর ঘটনা দেখিবার ঔৎসুক্যের সময় অন্য শ্রেণীর ঘটনা অনায়াসে অদৃশ্য ভাবে চোখের উপর দিয়া চলিয়া যাইতে পারে। সূর্য্যকিরণ-পরীক্ষায় লায়াস যখন নিবিষ্টচেতা ছিলেন তখন কোন কৃষ্ণ বিন্দু অলক্ষ্য ভাবে সূর্য্যের উপর দিয়া চলিয়া যাওয়া অসম্ভব নহে। এ যুক্তির বিশেষ সারত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না, তবে তিনি ইহার বিরুদ্ধে যে সকল যুক্তি দেখাইয়াছেন তাহার মধ্যে দুইটি অতি বলবান, তাহা সহজে অগ্রাহ্য করা যাইতে পারে না। প্রথম ভলক্যানের ন্যায় একটি বৃহৎ গ্রহ সূর্য্য অতিক্রম করিবার সময় যে কাহারো নেত্রপথে পড়িবে না ইহা নিতান্ত অসম্ভব।

প্রকৃত পক্ষে—যেরূপ ক্ষুদ্র দূরবীণ দিয়া লেকারবোল্ট সেই গ্রহ-চ্ছায়া দেখিতে পাইয়াছিলেন তাহাতে অন্ততঃ ভলক্যানকে বুধের অর্দ্ধেক আয়তন ধরিয়া লইতে হয়, নহিলে কখনই তাহা সেই ক্ষুদ্র দূরবীণের দৃষ্টিগম্য হইত না।

কিন্তু ভলকান বুধের অর্দ্ধব্যাস-যুক্ত হইলে,—এই গ্রহ দুইটির সূর্য্য হইতে দৃশ্যতঃ দূরতম অংশের পরস্পর ঔজ্জ্বল্যের তারতম্য হইবে। সূর্য্য হইতে ভলক্যানের অনুমিত দূরত্ব সূর্য্য হইতে বুধের দূরত্বের ২৭ অংশের ১০ অংশ। ইহা হইতে গণনা করা যায় পৃথিবী হইতে ইহাদিগকে যখন সমান্তরে মনে হইবে অর্থাৎ সূর্য্য হইতে ইহারা সর্ব্বাপেক্ষা দূরে পড়িলে ভলক্যান বুধ অপেক্ষা দেড় গুণেরও অধিক উজ্জ্বল হইবে, অথচ ভলক্যান আবার সূর্য্যের যেরূপ নিকটবর্ত্তী তাহাতে এরূপ উজ্জ্বলতা সত্ত্বেও বুধের ন্যায় অত সহজে দৃষ্টিগোচর হইতে পারে না। কিন্তু সম অবস্থাতে বুধের ঔজ্জ্বল্য ভলক্যান হইতে অনেক কম হইয়াও তাহা দূরবীণ দ্বারা দেখা যায়। সুতরাং চক্ষুর অতীত হইলেও পূর্ব্বোক্ত অবস্থাপন্ন ভলক্যানকে দূরবীণ সংযোগে দেখিতে পাইবার কথা। সত্য বটে জ্যোতির্ব্বিদেরা জানেন না ভলক্যান এইরূপ অবস্থায় কখন্ আসে কিন্তু ভলক্যানের অস্তিত্ব সত্য হইলে তাহার সূর্য্য-প্রদক্ষিণ-কালও অতি অল্প হইবার কথা। সুতরাং ১০। ১২ দিন ধরিয়া প্রত্যহ সূর্য্যের উভয় পার্শ্বস্থ প্রদেশ নিরীক্ষণ করিলে নিশ্চয়ই ভলক্যানকে দেখা যাইত, কিন্তু জ্যোতিষীদিগের এরূপ পরীক্ষা বিফল হইয়াছে।

লায়াসের দ্বিতীয় যুক্তি এই, ভলক্যান সত্য থাকিলে সূর্য্যের পূর্ণ গ্রহণের সময় নিশ্চয়ই তাহাকে দেখা যাইত।

সত্যই ভলক্যান সূর্য্যের যেরূপ নিকটবর্ত্তী বলিয়া অনুমিত তাহাতে সূর্য্যের আলোকে সর্ব্বদা মনুষ্য-দৃষ্টি হইতে লুকায়িত

থাকে—কিন্তু সূর্য্যের পূর্ণ গ্রহণের সময় জ্যোতিহীন সূর্য্যের চতুষ্পার্শ্বস্থ সকলি যখন দৃষ্টি-পথে পড়ে সে সময় ভলক্যানের ন্যায় বৃহৎ গ্রহকে দেখিতে পাওয়া যাইবে না ইহা অসম্ভব। কিন্তু সূর্য্যগ্রহণের সময়ও ভলক্যানের অনুসন্ধান ফলপ্রদ হয় নাই।

সেই আন্দোলনের স্রোতের মুখে লাস্নাসের যুক্তি তৃণের মত ভাসিয়া গেল, লেভেরিয়ে তাঁহার কথায় কর্ণপাত না করায় কেহই তাহা গ্রাহ্য করিলেন না, জ্যোতিষীগণ সকলে ভলক্যান দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া রহিলেন। এইরূপে ১৬ বৎসর নিষ্ফল অনুসন্ধানের পর ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ৫ টা এপ্রেল সার ওয়েবার, একজন সুনিপুণ অন্বেষণ সুদক্ষ পর্য্যবেক্ষক চীন দেশের পেকিন নগর হইতে মধ্যে একটি কৃষ্ণ বিন্দু দেখিতে পাইলেন। ইহা দেখিতে ক্ষুদ্র গোল গ্রহাকার, এবং গ্রহগতি বিশিষ্ট। সূর্য্য দিয়া কোন গ্রহ চলিয়া যাইবার সময় যেমন শীঘ্র চলিয়া যায় সেই বিন্দুটিও সেইরূপ দ্রুতগতিতে চলিয়া গিয়াছিল, ঘণ্টা কয়েকের মধ্যেই তাহা তাঁহার নেত্রবহির্ভূত হইল—সৌর-কলঙ্ক হইলে তাহা হইবার সম্ভাবনা ছিল না। আগষ্ট মাসে এই সংবাদ ইয়োরোপে জ্যোতিষীগণ প্রাপ্ত হইলেন। সৌর কলঙ্ক দর্শক বিখ্যাত জ্যোতিষী উলফ্ অতি যত্ন পূর্ব্বক গণনা করিয়া মিলাইয়া দেখিলেন লেকারবোল্ট ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ২৬ মার্চ যদি ভলক্যান দেখিয়া থাকেন তবে সেই অনুসারে তাহার সূর্য্য-প্রদক্ষিণ-কাল গণনা করিলে এপ্রিলের চতুর্থ দিবসে ভলক্যান একবার ঠিক সূর্য্যের উপর আসিয়া পড়ে।

লেভেরিয়ে এই দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। ভলক্যানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আর সন্দেহ মাত্র রহিল না, লেকারবোল্টের আবিষ্ক্রিয়া একটি দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত হইল। কিন্তু সহসা জ্যোতিষীগণের আহ্লাদ ঘুচিয়া গেল। একটি অত্যুত্তম দূরবীণ দ্বারা মাদ্রিদ নগর হইতে এই কৃষ্ণ বিন্দু দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহা ছাড়া গ্রিনউইচে এই বিন্দুর ফটোগ্রাফ পর্য্যন্ত লওয়া হয়। মাদ্রিদ এই কৃষ্ণ বিন্দু সম্বন্ধে যাহা বর্ণনা করে তাহা হইতে এবং গ্রিনউইচের ফোটোগ্রাফ পরীক্ষা দ্বারা সেই কৃষ্ণ বিন্দু একটি সৌর কলঙ্ক বলিয়া স্থির সিদ্ধান্ত হইল। ওয়েবার কৃষ্ণ বিন্দুকে দ্রুত-গতি-বিশিষ্ট এবং সম্পূর্ণ গোলাকার দেখিয়া গ্রহ-ছায়া স্থির করিয়াছিলেন, কিন্তু আসল কথা, সৌর কলঙ্ক সাধারণতঃ ধীর-গতি বিশিষ্ট হইলেও তাহা যদি বৃহৎ হয় তবে অল্প ক্ষণের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া পড়ে এবং ফোটোগ্রাফ হইতে প্রমাণ হইল সে বিন্দু সম্পূর্ণ গোলাকার নহে।

ভলক্যানের অস্তিত্বে ইহাতেও একেবারে লেভেরিয়ে নিরাশ হইলেন না। লেকারবোল্টের ভলক্যান দর্শনের সহিত সূর্য্যের অন্য কৃষ্ণ বিন্দু দর্শনের সময় মিলাইয়া গণনা দ্বারা স্থির করিলেন ভলক্যানকে ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ২২মার্চ্চ সূর্য্যে দেখা যাইতে পারে। সেই দিন ২৪ ঘণ্টা ধরিয়া জ্যোতিষীগণ সূর্য্য দর্শন করিলেন। সূর্য্যের ছবি লওয়া হইল কিন্তু কোন গ্রহই চক্ষে পড়িল না। এবং সেই অবধি এতাবৎ কাল প্রসিদ্ধ জ্যোতিষীগণের বহু প্রয়াসেও ভলক্যান দৃষ্টিগোচর হয় নাই। অথচ জ্যোতিষ শাস্ত্রের ক খ পড়িয়াই অনেকে মাঝে মাঝে ভলক্যানের আবিষ্কারক হইয়া দাঁড়াইতেছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বের সংবাদ পত্রে এইরূপ আবিষ্কার অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে একটি আমরা এখানে উল্লেখ করিতেছি।

জ্যোতিষী নামধারী একজন আমেরিকাবাসী বায়ুপরিবর্ত্তনের (Change of weather)

এক নূতন মত স্থাপন করিতে গিয়া বলেন সূর্য্যের উপর গ্রহগণের যে ক্ষমতা প্রভাব তাহা দ্বারাই (Planets by their influence on the sun) তাহারা বায়ুপরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। যে গ্রহ সূর্য্যের যত নিকটবর্ত্তী তাহার ক্ষমতা সূর্য্যের উপর সেই পরিমাণে অধিক বলিয়া নিকটবর্ত্তী গ্রহের সহিত বায়ুপরিবর্ত্তনের অধিক সম্বন্ধ। এই মত স্থাপনের নিমিত্ত ভলক্যানের ন্যায় অতি নিকটবর্ত্তী একটি গ্রহ-তাঁহার আবশ্যক বোধ হইল। যেখানে ইচ্ছা সেইখানেই উপায় পড়িয়া রহিয়াছে। তিনি সেপ্টেম্বর মাসে ভলক্যানকে সূর্য্য দিয়া চলিয়া যাইতে দেখিলেন।

আমেরিকাবাসীর এই জয়লাভের কিছু দিন পরে এক জন বৈজ্ঞানিক ছাত্র অতি নিষ্ঠুররূপে সাধারণের চক্ষে তাঁহাকে অবনত করিয়া দেখাইয়া দিলেন, লেভেরিয়েরর গণনা অনুসারে সেপ্টেম্বর মাসে ভলক্যান সূর্য্যের পরপারে থাকিবে সুতরাং তখন ভলক্যানকে দেখিতে হইলে সূর্য্য ভেদ করিয়া দেখিতে হয়। আমেরিকাবাসী এই কথায় কিছুমাত্র না দমিয়া বলিলেন, তবে লেভেরিয়েরর গণনায় ভুল হইয়াছে এই মাত্র।

কিন্তু ভলক্যান বিজ্ঞান জগতে কল্পনার গ্রহমাত্র হইলে, বুধের গতি-ব্যতিক্রমের অন্য কি কারণ সপ্রমাণ হইয়াছে? ইহার কারণ সম্বন্ধে জ্যোতির্বিদগণ এখনো কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে পারেন নাই; তবে এ সম্বন্ধে প্রধান মত এই—

যখন কোন অবস্থায় এমন কি সূর্য্যের পূর্ণ গ্রহণের সময়ও বুধ ও সূর্য্যমধ্যবর্ত্তী কোন গ্রহ দৃষ্টিপথে পড়িতেছে না তখন দৃষ্টির অগম্য অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহমালা সূর্য্য ও বুধ মধ্যে থাকিয়াই বুধের গতি অন্যথা করিতেছে।

এই গ্রহসমষ্টির আয়তন বুধের তৃতীয় কিম্বা চতুর্থাংশ, কেন না বুধের গতির যে পরিমাণ ব্যতিক্রম লক্ষ্য হয়, তাহা জন্মাইতে উপরোক্ত ক্ষুদ্র গ্রহমণ্ডলীর উপরোক্ত পরিমাণ আয়তন আবশ্যক।

ঐ অনুমিত ক্ষুদ্র গ্রহমালা বহু সহস্র সংখ্যক, তাহা না হইলে তাহাদের আয়তন উপরোক্ত পরিমাণ হইতে পারে না। এরূপ অবস্থায় তাহাদের দেখা যাইবার বড় সম্ভাবনা নাই—যদি দেখা যায় তবে কেবল মেঘরাশির ন্যায় প্রতিভাত হইবে মাত্র।

উপরের এই মতকে ভিত্তি করিয়া এ সম্বন্ধে আর একটি প্রশ্ন উঠিয়াছে তাহা এই—

সূর্য্যের রাশিচক্রের চতুর্দ্দিকে আমরা যে একটি আলোক দেখিতে পাই, সূর্য্যালোক-প্রজ্বলিত অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রহমণ্ডলী হইতেই তাহার উৎপত্তি। সেই গ্রহসমষ্টির আকর্ষণে বুধের ঐরূপ গতি-ব্যতিক্রম সম্ভব কি না?

ইহা নিশ্চিত গ্রাহ্য হইবার একটি বিশেষ বাধা এই, কক্ষের যে যে অংশে বুধের গতিব্যতিক্রম হয় তাহা জন্মাইতে অনুমিত গ্রহসমষ্টির কক্ষ, বুধ-কক্ষের সমক্ষেত্রে স্থাপিত হওয়া আবশ্যক, কিন্তু যতদূর দেখা গিয়াছে সূর্য্যের রাশিচক্রবর্ত্তী গ্রহমণ্ডলীর কক্ষ বুধকক্ষের সমক্ষেত্রে বলিয়া এখনো প্রতিপন্ন হয় নাই।

অনুমিত গ্রহসমষ্টির কক্ষ, বুধ-কক্ষের সমক্ষেত্রে স্থাপিত না হইলে—কেবল যে তাহার আকর্ষণে সূর্য্যের নিকটতমবর্ত্তী অবস্থাতেই বুধ গতিভ্রষ্ট হইবে এমন নহে, বুধকক্ষ রাশিচক্রের যেস্থানে আসিয়া পরস্পর মিলিত হইয়াছে সে স্থানে আসিলেও তাহা হইতে বুধের গতি ব্যতিক্রম হইবে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা হয় না সেই জন্য বুধের গতি-ভ্রংশকারী গ্রহমণ্ডলী বুধের সমক্ষেত্রে স্থাপিত বলিয়া অনুমিত।

যদিও সূর্য্যের রাশিচক্র-প্রদেশস্থ গ্রহমণ্ড-

লীর কক্ষ এখনো সম্পূর্ণ নির্দ্ধারিত হয় নাই তথাপি বুধের ন্যায় তাঁহাদের মেরুদণ্ড কক্ষের উপর ৫ ডিগ্রি কৌনিক ভাবে অবস্থিত বলিয়া প্রতিপন্ন নহে। যত দিন তাহা প্রতিপন্ন না হয় ততদিন রাশিচক্রের আলোক-উৎপাদক গ্রহরাশিকে বুধের গতি-ব্যতিক্রমের কারণ নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না; জ্যোতিষ শাস্ত্রের এই সামান্য রহস্য ভেদ করিবার পূর্ব্বে বহু অনুসন্ধানের আবশ্যক।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের রহস্য ভেদ করিতেছেন বলিয়াই মনুষ্যের এত গৌরব, তাঁহাদের বুদ্ধির এত অহঙ্কার, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বিজ্ঞান-সমুদ্রে তাঁহারা ভাসমান তৃণ কুড়াইতেছেন মাত্র। কাষ্টাইলের রাজা দশম আলফান্সো বলিয়াছিলেন "তাঁহার পরামর্শ লইয়া ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিলে ভাল হইত।" আলফান্সোর আর একটি নাম জ্ঞানী (The wise)। কিন্তু ঐ কথায় তিনি আপনার অজ্ঞতার যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন

বিজ্ঞান মধ্যে জ্যোতিষ-বিজ্ঞানই সর্ব্বাপেক্ষা মনুষ্যের আয়ত্তাধীন হইয়াছে, কিন্তু সেই জ্যোতিষ শাস্ত্রের অনন্ত সত্য-ভাণ্ডার হইতে কতটুকু তাঁহারা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছেন?

বৈজ্ঞানিক-শ্রেষ্ঠ লাপ্লাস ও নিউটন বিজ্ঞান সমুদ্রের এই অতলস্পর্শতা অনুভব করিয়াই আক্ষেপ করিয়া গিয়াছেন।

সেই সর্ব্বশক্তিমান জগৎস্রষ্টার অসীম ক্ষমতা কৌশল মনুষ্যের বুদ্ধির অগম্য।

১৮৭২ সালের ৩ আইন।

সম্প্রতি গবর্ণমেণ্ট এই আইন সংশোধনাভিপ্রায়ে ব্রাহ্মদিগের নিকট হইতে গত দশ বৎসরে উহার কার্য্য ও ফলাফল বিষয়ক একটি বিবরণ চাহিয়া পাঠাইয়াছেন। এই সম্বন্ধে তত্ত্বকৌমুদী-সম্পাদক ১৬ আষাঢ়ের তত্ত্বকৌমুদীতে লিখিয়াছেন "১৮৭২ সালের ৩ আইন বিধিবদ্ধ হওয়া অবধি ইহার প্রতি নানা প্রকার আপত্তি শ্রুত হওয়া যাইতেছে। আমাদিগের আদি ব্রাহ্মসমাজের বন্ধুগণ চিরদিন যে সকল আপত্তি করিয়া আসিতেছেন আমরা সে সকল আপত্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি না। যাঁহারা স্বয়ং আইনের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং এই আইন কার্য্যে আচরণ করিতে যাঁহারা ইচ্ছুক, তাঁহাদিগের মধ্যেও নানা প্রকার আপত্তি শ্রুত হওয়া গিয়াছে।" এইকথা বলিয়া তত্ত্বকৌমুদী অন্য স্থলে বলিয়াছেন যে "শেষ প্রকার লোকের আপত্তির মধ্যে প্রথম আপত্তি এই যে এই আইনানুসারে যাঁহারা বিবাহিত হন তাঁহাদিগকে রেজিষ্ট্রারের নিকট অগ্রে বলিতে হয় যে তাঁহারা হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান, পারসী, জৈন, প্রভৃতি কোন প্রচলিত ধর্ম্মে বিশ্বাস করেন না, এই রূপ বলিতে অনেক ব্রাহ্মের আপত্তি দৃষ্ট হয়। যাঁহারা বিশ্বাস করেন ব্রাহ্মধর্ম্ম উন্নত হিন্দুধর্ম্ম, তাঁহারা বলিতে পারেন না যে তিনি হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস করেন না।" এই প্রকার ব্রাহ্মদিগের মধ্যে তত্ত্বকৌমুদী আদি ব্রাহ্মসমাজের ব্রাহ্মদিগকে কেন গণ্য করিলেন না তাহা আমরা বলিতে পারি না। আমরাও এইরূপ আপত্তি করিয়া থাকি। আমাদিগের বিশ্বাস যে ব্রাহ্মধর্ম্ম উন্নত হিন্দুধর্ম্ম।

আমরা বরাবর বলিয়া আসিতেছি যে উক্ত আইন অত্যন্ত ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরোধী। আমাদিগের সাধারণ সমাজের বন্ধুরা এক্ষণে উপলব্ধি করিয়াছেন আমাদিগের কথা কতদূর সত্য। তাঁহারা দেখিতেছেন যে ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে বিবাহের পূর্ব্বে রেজিষ্টরী হইলে তাহা ধর্ম্মবিরুদ্ধ ও পরে হইলেও ধর্ম্মবিরুদ্ধ। তাঁহারা উল্লিখিত দিবসের তত্ত্বকৌমুদীতে

বলিয়াছেন যে এমন অনেক সময় ঘটে যে ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে বিবাহের সময় রেজিষ্ট্রার কোন ঘটনাবশতঃ উপস্থিত হইতে পারেন নাই। তাহার পরে যখন তাঁহার সম্মুখে আইনানুসারে তাঁহাদিগকে অবিবাহিত বলিতে হয় তখন ঐরূপ বলাতে বর কন্যার ধর্ম্মতঃ আপত্তি বোধ হয়। আর ঐ প্রকার বিবাহের পূর্ব্বে রেজিষ্টরী সময়ে বরকে যখন রেজিষ্ট্রারের সম্মুখে বলিতে হয় যে তিনি কন্যাকে স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করিলেন আর কন্যাকে বলিতে হয় যে তিনি বরকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিলেন তখন তাহার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে বিবাহের সময় কি প্রকারে তাঁহারা আপনাদিগকে অবিবাহিত বলিয়া লোকসমীপে জানাইতে পারেন? আমরা বলিতেছি যে এই সম্বন্ধে আমাদিগের বন্ধুদিগের উভয়-সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। আমরা উক্ত দুই প্রকার রেজিষ্টরী মধ্যে ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে বিবাহের পূর্ব্বে রেজিষ্টরী অধিকতর বিরুদ্ধ মনে করি, যেহেতু ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রণালী অনুসারে বিবাহের পর যে রেজিষ্টরী হয় তাহাতে রেজিষ্ট্রার বিবাহের সাক্ষীস্বরূপ রেজিষ্টরী-পত্র স্বাক্ষর করেন। আর ঐ প্রকার বিবাহের পূর্ব্বে যে রেজিষ্টরী হয় তাহাতে রেজিষ্ট্রারই সর্ব্বেসর্ব্বা, ঈশ্বর কিছুই নহেন, যেহেতু উক্ত সময়ে বিবাহক্রিয়া ঈশ্বরের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রাখিয়া সম্পূর্ণ রূপে সম্পাদিত হয় এবং তাহার পর ব্রাহ্মধর্ম্মানুসারে যে বিবাহ হয় তাহা দ্বিতীয় বার বিবাহ। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম যে ৩ আইনের বিবাহে ঈশ্বরোপাসনা করিয়া বর কন্যার অঙ্গীকার মুখ্য অঙ্গ নয়, রেজেষ্টরি মুখ্য অঙ্গ, কিন্তু তখন আমাদিগের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বন্ধুরা আমাদের এই কথা অস্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন তাঁহাদের বিবাহ যে নিরীশ্বর বিবাহ এবং ঐ প্রকার বিবাহে রেজেষ্টরীই যে মুখ্য অঙ্গ ইহা কার্য্যতঃ দেখা যাইতেছে। বরং এক দিন ঈশ্বরোপাসনা না করিয়া বিবাহ করা চলিতে পারে কিন্তু আইনানুসারে বিবাহ না হইলে নয় যেহেতু তাহা না হইলে বিবাহ বৈধ বিবাহ এবং বিবাহের সন্তান সুজাত বলিয়া গণ্য হইবে না। তত্ত্বকৌমুদীর উক্ত সংখ্যাতে আইনের যে সকল দোষ উল্লেখ হইয়াছে তাহা আমাদিগের সাধারণ সমাজের বন্ধুরা গবর্ণমেণ্ট দ্বারা নিরাকৃত করিয়া লইতে পারেন কিন্তু আমাদিগের বিবেচনায় একটি দোষের কোন প্রকারে ক্ষালন হইতে পারে না। ব্রহ্ম ও ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্রাহ্মের সম্মুখে পবিত্র ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বিধানানুসারে পবিত্রস্বভাব আচার্য্যের দ্বারা যে উদ্বাহক্রিয়া সম্পাদিত হইল সে বিবাহে যদি একটি বিশেষ মনুষ্য যিনি এমন এক বিবাহ-প্রণালী অনুসারে উদ্বাহ-ক্রিয়ার সম্পাদয়িতা যাহার সহিত ঈশ্বরের কোন সংশ্রব নাই এবং নাস্তিক ও সংশয়বাদী ও তদপেক্ষা অসংখ্য গুণে নিকৃষ্ট অর্থাৎ চরিত্র বিষয়ে অতিশয় ঘৃণাস্পদ পুরুষ ও স্ত্রী যাহার আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারে তিনি যদি উপস্থিত না থাকেন তাহা হইলে সেই বিবাহের সন্তান একেবারে সুজাত বলিয়া গণ্য হইবে না ইহা অতিশয় দোষের কথা। এ দোষ কোন প্রকারে ক্ষালন হইবার নহে। আমাদিগের সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের বন্ধুরা অন্য বিষয়ে ধর্ম্ম জন্য ত্যাগস্বীকার করেন আর ব্রাহ্ম বিবাহের গৌরব রক্ষা জন্য ত্যাগস্বীকার করেন না কেন তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।

আমরা পূর্ব্বে এই পত্রিকায় অনেক বার বলিয়াছি যে রাজার হস্তে প্রধান ধর্ম্মক্রিয়া বিবাহ বিষয়ে স্বাধীনতা সমর্পণ করিয়া ব্রাহ্মেরা ভাল কাজ করেন নাই। তাহার প্রমাণ অধিক দিন বিলম্বে নহে, এই বারেই ব্রাহ্মেরা অনুভব করিবেন। এবার ব্রাহ্মেরা

যে সকল আপত্তি উত্থাপন করিয়াছেন রাজা তাহার সকল আপত্তি কখনই দূর করিতে পারিবেন না যেহেতু এই আইন সম্বন্ধে তাঁহাদিগের দৃষ্টি কেবল ব্রাহ্মগণে নিবদ্ধ নহে, উক্ত আইন সংশোধন সময়ে নাস্তিক ও সংশয়বাদীর প্রতিও তাঁহাদিগের রাখিতে হইবে। কুসময়ে অপরিণামদর্শী অধিনায়কের কথা শুনিয়া ব্রাহ্মেরা গবর্ণমেণ্টের নিকট ব্রাহ্ম বিবাহ বিষয়ে আইনের জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মেরা এই বিষয়ে আপনাদিগের স্বাধীনতা রাজার হস্তে যেরূপ অম্লানবদনে সমর্পণ করিয়াছেন এরূপ ভারতবর্ষের কোন ধর্ম্ম-সম্প্রদায় পূর্ব্বে করেন নাই। আর কিছু দিন অপেক্ষা করিলেই আমাদিগের বিবাহ-পদ্ধতি চৈতন্য-মতাবলম্বী বৈষ্ণব সম্প্রদায় প্রভৃতি অন্যান্য ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের বিবাহ-পদ্ধতির ন্যায় আদালতে গ্রাহ্য হইত। যখন অত্যন্ত আধুনিক কোকা সম্প্রদায়ের বিবাহ-পদ্ধতি আদালতে গ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে তখন ব্রাহ্মদিগের পদ্ধতি কেন হইত না আমরা বুঝিতে পারি না। ব্রাহ্মেরা এ বিষয়ে স্বাধীনতা রাজার হস্তে সমর্পণ করিয়া যেরূপ কাপুরুষতা প্রকাশ করিয়াছেন ভারতবর্ষের কোন ধর্ম্ম সম্প্রদায় পূর্ব্বে এমং করে নাই।

পৌরাণিক উপাখ্যান।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

একদা রাজা হরিশ্চন্দ্রের পত্নী শৈব্যা সর্পদষ্ট মৃত পুত্রকে লইয়া শ্মশান-স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি অতিমাত্র কৃশ বিবর্ণ ও মলিন এবং তাঁহার কেশপাশ ধূলিধূষর। শৈব্যা শ্মশানে উপস্থিত হইয়া জলধারাকুল লোচনে করুণ বচনে কহিতে লাগিলেন, হা বৎস! তুমি আমার ক্রোড় শূন্য করিয়া কোথায় গেলে! হা মহারাজ! আজ তোমার পুত্র সর্পদংশনে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তুমি কোথায়, আসিয়া একবার দেখিয়া যাও।

ঐ সময় রাজা হরিশ্চন্দ্র শ্মশানবাসী। তিনি শৈব্যার রোদন-শব্দ শুনিয়া মৃতের কম্বল-লাভ-লোভে শীঘ্র তথায় আগমন করিলেন। শৈব্যা বিবর্ণ ও কৃশ, হরিশ্চন্দ্র তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। হরিশ্চন্দ্রেরও আর পূর্ব্ববৎ অপূর্ব্ব রাজশ্রী নাই। তাঁহার মস্তক জটাজালে ব্যাপ্ত এবং ত্বক শুষ্ক বৃক্ষের ন্যায় রুক্ষ ও কর্কশ। শৈব্যাও তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। তখন রাজা হরিশ্চন্দ্র ঐ সর্পদষ্ট মৃত বালককে রাজলক্ষণাক্রান্ত দেখিয়া দুঃখিত মনে ভাবিলেন, হা কি কষ্ট! দেখিতেছি এই বালক কোন রাজকুলে জন্মিয়াছিল, দুরন্ত কাল ইহাকে নষ্ট করিয়াছে। তৎকালে ঐ মাতৃক্রোড়স্থ মৃত বালককে দেখিয়া হরিশ্চন্দ্রের স্বপুত্র পদ্মপলাশলোচন রোহিতাশ্বকে মনে পড়িল। ভাবিলেন, যদি করাল কাল নষ্ট না করিয়া থাকে তাহা হইলে আমার বৎস রোহিতাশ্ব এত দিনে এই বয়সেরই হইয়া থাকিবে।

শৈব্যা কহিলেন, হা বৎস! এই অপার দুঃখ কোন্ পাপের প্রতিফল! হা মহারাজ! এই দুঃখের সময় আমায় সান্ত্বনা না করিয়া তুমি কোথায় আছ! কিরূপেই বা নিশ্চিন্ত রহিয়াছ! রে দৈব! রাজ্যনাশ সুহৃৎত্যাগ স্ত্রীপুত্রবিক্রয় তুই রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের কি না ঘটাইয়াছিস্।

এই কথা শুনিবামাত্র হরিশ্চন্দ্রের চৈতন্য হইল। তিনি আপনার স্ত্রীপুত্রকে চিনিতে পারিয়া সন্তপ্ত চিত্তে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। শৈব্যাও উহাঁকে চিনিতে পারিয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। পরে উভয়েরই সংজ্ঞালাভ হইল। রাজা হরিশ্চন্দ্র শোকাকুল চিত্তে ঐ মৃত

বালকের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক এই বলিয়া পরিতাপ করিতে লাগিলেন, হা বৎস। তোমার এই সুকুমার মুখ দেখিয়া আমার দীন হৃদয় কেন বিদীর্ণ হইতেছে না। তুমি মধুর রবে পিতঃ বলিয়া আর কি আমার নিকট আসিবে? আর কি আমি তোমায় বৎস বৎস বলিয়া ক্রোড়ে লইতে পারিব? হা! তুমি আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সম্ভূত, কিন্তু এই কুপিতা তোমাকে অর্থলোভে সামান্য বস্ত্রের ন্যায় বিক্রয় করিয়াছে। দৈবরূপ নিষ্ঠুর কালসর্প আমার রাজ্যনাশ করিয়া শেষে তোমাকেও দংশন করিল। হা! এই সর্পদষ্ট পুত্রের মুখকমল নিরীক্ষণ করিয়া আমিও ঘোর বিষে অভিভূত হইতেছি। হরিশ্চন্দ্র বাষ্পগদ্গদস্বরে এই বলিয়া পুত্রকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

শৈব্যা ভাবিলেন, বিদ্বজ্জনের মনশ্চন্দ্র নিশ্চয় এই রাজা হরিশ্চন্দ্র। আমি কণ্ঠস্বরে ইঁহাকে চিনিতেছি। অগ্রভাগে কিঞ্চিৎ অধোমুখ সেই উচ্চনাসিকা, সেই কোরকাকার দন্ত। কিন্তু ইনি যদি বাস্তবিকই রাজা হরিশ্চন্দ্র হন তবে শ্মশানে কেন। তৎকালে শৈব্যা পুত্রশোক বিস্মৃত হইয়া ভূতলে পতিত পতিকে একদৃষ্টে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। উঁহার অন্তরে যুগপৎ হর্ষ ও বিস্ময় উপস্থিত হইল। উঁহাকে দেখিতে দেখিতে সহসা ঘৃণিত লগুড়ের প্রতি উঁহার দৃষ্টি পড়িল। তখন ঐ বিশাললোচনা আপনাকে চাণ্ডালপত্নী বুঝিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং অল্পে অল্পে চৈতন্য লাভ করিয়া গদ্গদ বাক্যে কহিলেন, রে নির্দয় দৈব, তোরে ধিক, তুই অতি ঘৃণিত ও নীচ, তুই এই দেবতুল্য রাজাকে চাণ্ডাল করিয়াছিস্। ইঁহার রাজ্যনাশ বন্ধুবিচ্ছেদ স্ত্রীপুত্রবিক্রয় এই সমস্ত ঘটাইয়াও কি তোর মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় নাই! হা মহারাজ! আজ আমি তোমার রাজচিহ্ন ছত্র ও চামর কেন দেখিতেছি না, দৈবের কি বিড়ম্বনা। রাজগণ উত্তরীয় দ্বারা যাঁহার গতিপথ ধূলিশূন্য করিতেন আজ তিনি এই অপবিত্র শ্মশানে বিচরণ করিতেছেন। এই মৃত-কপালসংলগ্ন ঘট, ঐ মৃত-নির্ম্মাল্য, ঐ চিতা-ভস্ম অঙ্গার অর্দ্ধদগ্ধ অস্থি ও মজ্জা; এই দুর্গন্ধময় চিতাধূম, কোথাও শৃগাল কুক্কুরেরা মৃতদেহ ছিঁড়িতেছে, ঐ কেশরাশি, মহারাজ হরিশ্চন্দ্র দুঃখে কাতর হইয়া এই অপবিত্র স্থানে ভ্রমণ করিতেছেন? শৈব্যা এই বলিয়া হরিশ্চন্দ্রের কণ্ঠালিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজন্! ইহা কি স্বপ্ন না প্রকৃত, আমি মোহিত হইয়াছি, তুমি ইহার তথ্য জান তো বল। যদি ইহা প্রকৃতই হয় তবে ধর্ম্ম নাই এবং দেবসেবা ও ব্রাহ্মণের পরিচর্য্যায়ও কোন ফল নাই। রাজন্! তুমি যখন ধর্ম্মশীল হইয়া রাজ্যচ্যুত হইয়াছ তখন আর ধর্ম্ম নাই, সত্য নাই। এই বলিয়া শৈব্যা দুঃখাবেগে মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিলেন।

তখন রাজা হরিশ্চন্দ্র যেরূপে চাণ্ডাল হইয়াছেন আমূলত সমস্তই কহিলেন। শৈব্যাও দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক বহুক্ষণ রোদন করিয়া যেরূপে পুত্রের মৃত্যু হইয়াছে সমস্তই বলিলেন। তখন হরিশ্চন্দ্র কহিলেন, প্রিয়ে! আর অধিক কাল এইরূপ ক্লেশ সহ্য করিতে পারি না, আমার কি দুর্ভাগ্য, আমি এখন পরাধীন, যদি চাণ্ডালের অনুমতি না লইয়া অগ্নিপ্রবেশ করি তাহা হইলে পরজন্মে আবার চাণ্ডালের দাসত্ব করিতে হইবে, এবং কৃমিভোজী কীট হইয়া নরকে বাস করিতে হইবে। কিন্তু আমি এখন দুঃখের পারাবারে নিমগ্ন, প্রাণত্যাগ করাই আমার পক্ষে শ্রেয়। কিন্তু তাহাই বা কিরূপে হয়, আমি পরাধীন। অথবা পুত্রশোকের যেরূপ কষ্ট ইহা অপেক্ষা নরকের কষ্ট অধিক নয়, এবং কৃমি কীট হইয়া থাকাও অধিক নয়। অতএব যখন এই

বৎসের দেহ চিতাগ্নিতে জ্বলিবে তখন আমি তন্মধ্যে পড়িয়া দেহত্যাগ করিব। দেবি! আমি তোমায় কহিতেছি তুমি সেই ব্রাহ্মণের গৃহে যাও। তুমি রাজপত্নী এই গর্ব্বে সেই ব্রাহ্মণকে অবজ্ঞা করিও না, দেবতাবৎ তাঁহাকে সর্ব্বপ্রযত্নে পরিতুষ্ট করিবার চেষ্টা করিবে। আমি অত্যন্ত কষ্টে পড়িয়াছি, এই অবস্থায় যদি তোমায় কখন অশ্লীল কহিয়া থাকি, প্রার্থনা করি, ক্ষমা করিবে।

শৈব্যা কহিলেন নাথ! আমিও আর দুঃখের ভার সহিতে পারি না, আমিও আজ জ্বলন্ত চিতায় তোমার সহিত দেহত্যাগ করিব

উভয়ে এইরূপ স্থিরনিশ্চয় হইয়া চিতা প্রস্তুত করিলেন এবং পুত্রকে তদুপরি আরোপণ পূর্ব্বক আপনারা পড়িবার উপক্রম করিতেছেন ইত্যবসরে স্বয়ং ধর্ম্ম তথায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন, রাজন্! এইরূপ সাহস করিও না, আমি স্বয়ং ধর্ম্ম আসিয়াছি। তুমি আমাকে সদপেক্ষা তিতিক্ষা ও শমদমাদি গুণে পরিতুষ্ট করিয়াছ। এক্ষণে সনাতন লোক তোমার জয় হইয়াছে। তুমি স্ত্রী পুত্র লইয়া তথায় প্রস্থান কর। যাহা অন্যের দুর্লভ তুমি স্বগুণে তাহা লাভ করিয়াছ।

অনন্তর ইন্দ্রদেব অন্তরীক্ষ হইতে অপমৃত্যু নিবারণার্থ অমৃত বৃষ্টি করিলেন। দেব দুন্দুভি ধ্বনিত ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র রোহিতাশ্ব পুনর্জীবিত হইল। হরিশ্চন্দ্রও স্ত্রী পুত্র লইয়া যার পর নাই সুখী হইলেন। রাজ্য হস্তগত হইল। এবং ধর্ম্মবলে অক্ষয় কীর্ত্তি সর্ব্বত্র প্রসারিত হইয়া উঠিল।

ব্যাখ্যান-মঞ্জরী।

প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ব্যাখ্যান মূলক পদ্য।

নবম ব্যাখ্যান।

শ্রাবণ মাসের পত্রিকায় ৭৯ পৃষ্ঠার পর।

কিবা শোচনীয় দশা হইত আত্মার!
কিবা গতি কিবা দুঃখ হইত তাহার!
যদি না চিনিত তাঁরে, যিনি দিয়া আপনারে,
করিছেন সদা তার মঙ্গল অপার॥
সংসার হইত তার অন্ধ কারাগার!
জীবন হইত শুধু মৃত্যুর আগার!
বিষয়ের সুখ লয়ে, সদাই বিহ্বল হয়ে,
ভুলি যেত আপনার উচ্চ অধিকার॥
যদি নাহি জানিতাম, চিনিতাম তাঁরে।
মোহের ছলনে কিবা পড়িয়া সংসারে।
শ্রেয় পথ হারাতাম, প্রেয় পথে চলিতাম,
ডুবিতাম প্রবৃত্তির অকূল পাথারে।
বিষয় লইয়া বৃথা ফুরাত জীবন।
অন্ধকার দেখিতাম আসিলে মরণ।
কিবা করিলাম ভবে, এখন কি দশা হবে,
কাঁদিতাম কত দুঃখে ভাবিয়া তখন॥
কিন্তু যিনি দয়াময় কিবা দয়া তাঁর।
মোহ আঁধারের আলো তিনি সদাকার।
রাখিলে তাঁহার প্রীতি, আমাদের মতি গতি,
সংসার-মায়ায় মোরা ভুলিব না আর॥
কাতরে একান্তে তাঁরে করিলে যাচন।
তাঁর সুধা আমাদের করেন প্রেরণ।
কি জীবন কি মরণে, থাকি আমাদের সনে,
দেন নিজ পদছায়া অভয় শরণ॥
বলিছেন তিনি কিবা আশ্বাস বচন।
দেহের বিনাশে নহে আত্মার মরণ।
আত্মা যে অন্ন পান, নহে হেথা অবসান,
দিবেন তাহারে তিনি অনন্ত জীবন॥

চন্দ্র তারা পশু পক্ষী প্রাণী অগণন।
সবারই নিয়ামক তিনি এক জন॥
তাঁহা হতে পায় কর চন্দ্রমা তপন।
কিন্তু তাঁরে নাহি জানে তাহারা কখন॥
ইতর প্রাণিরা পায় তাঁ হতে জীবন।
করেন তাদের তিনি রক্ষণ পালন।
কিন্তু তারা তাহাদের রক্ষিতা পিতারে।
স্মরণ মনন কভু করিবারে নারে॥
কি করুণা তাঁর তবে বলা নাহি যায়।
দেখা দেন তিনি নিজে মানব আত্মায়॥

হয়ত আবাস তাঁর ভকত হৃদয়।
কিন্তু যেই বিষয়েতে মুগ্ধ হয়ে রয় ॥
তাঁর পানে একেবারে নাহি যেই চায়।
তারেও ফিরাতে তিনি করেন উপায় ॥
ঘন-মেঘ-মোহাবৃত তাহার আত্মায়।
প্রকাশেন তিনি তথা বিদ্যুতের প্রায় ॥
লোহার কবাটসম হৃদয় তাহার।
ভেদ করি তিনি তথা আসি বার বার ॥
ভাঙ্গেন বিভোর তার পরশে আপন।
সে পরশে জাগে পাপী করিয়া ক্রন্দন ॥
কত পাপী তাঁর একবার পরশনে।
মধুর আশ্বাস তাঁর একই বচনে ॥
তরে যায় একেবারে জনম মতন।
জনমের পাপ তার হয় বিমোচন ॥

দেখ তবে ঈশ্বরের দয়ার ব্যাপার।
সাধুর হৃদয়ে তিনি করেন বিহার ॥
নিবারি কুমতি আর, অশিব যা আছে আর,
সংসার হইতে তারে করেন উদ্ধার ॥
কিন্তু পাপী জনে তাঁর নহে বিস্মরণ।
চাহিলে পাপীও পায় তাঁহার শরণ ॥
তবে সাধু প্রেমানন্দে তাঁর কাছে যায়।
পাপী নানা কষ্ট ভোগে শেষে তাঁরে পায় ॥
দেখ প্রতি জনে তিনি করিতে গ্রহণ।
করেন কৌশল কত কতই নূতন ॥
কতই ঘটনা ঘোটা কতই [illegible]।
জীবনের পথে তিনি করিয়া প্রেরণ ॥
সন্ধানেন অবসর হৃদি প্রবেশিতে।
চান তাঁর সুধা সম সহবাস দিতে ॥
চান দিতে ক্রোড় তাঁর কিবা সুশীতল।
জ্ঞান প্রেম শান্তিবারি অভয় মঙ্গল ॥
আমরা চাহি না তাঁরে করি নাহি মনে।
তথাপি সদাই তিনি প্রেম আকর্ষণে।
লয়ে যেতে তাঁর পথে, মতি দেন বিজ্ঞ মতে,
বিশ্রাম নাহিক তাঁর স্নেহের যতনে ॥

হে মানব! এত তাঁর করুণা দেখিয়া,
মনে না করিবে তাঁরে বিষয়ে ভুলিয়া?
কৃতজ্ঞতা উপহার তাঁরে একবার।
নাহি দিবে কি মূঢ়তা কি ভুল তোমার!
ডাকিছেন মাতা কত সাদরে তোমারে।
তাঁর কোলে যেতে তাঁর স্নেহ লভিবারে ॥
অমৃত দিবেন তোমা তাঁর অভিলাষ।
লইবে না তাহা তাঁরে করিবে নিরাশ!
তিনি হন অমৃতের চির প্রস্রবণ।
দিবেন যতই তুমি করিবে গ্রহণ ॥

জগৎ অমৃতে যিনি করেন পূরণ।
যিনি দেন পূর্ণ করি রবিরে কিরণ ॥
যিনি দেন চন্দ্রমারে অমৃতের কর।
তারকা কুসুম মেঘে কান্তি মনোহর ॥
তিনিই তোমারে প্রেম করিবারে দান।
আছেন তোমার কাছে সদা বিদ্যমান ॥
হয় না তোমার স্পৃহা তাঁহারে ভজিতে?
নিজ পথ ছাড়ি তাঁর পথেতে চলিতে?

কবে সবে মোহ ছাড়ি তাঁহারে দেখিবে।
সবে ভ্রাতৃ রূপে মিলি তাঁহারে সেবিবে!
তখন বলিবে সবে হয়ে একতান।
"আহা না জানিলে তাঁরে বিনাশ মহান্ ॥"
তাঁর ধর্ম্ম-ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম ব্যাপিবে ধরায়।
গাহিবে তাঁহার নাম লোক সমুদায় ॥
কি সুখের রাজ্য তবে হইবে উদয়!
তাঁর প্রেমে মজিবেক সবার হৃদয় ॥

তিনি সত্য তাঁরে পেলে হৃদি একবার।
অবিদ্যার অন্ধকার না থাকিবে আর ॥
তিনিই আত্মার হন এক তৃপ্তিস্থল।
তাঁহারে লভিলে দেখি সকলি মঙ্গল ॥
ঋষিগণ তাঁরে পেয়ে আনন্দে মগন।
জ্ঞানের পরম অন্ন—তিনি প্রেম ধন ॥
হে ঈশ্বর! তব সত্য করহ প্রেরণ।
তোমারে প্রত্যক্ষ সবে করি দরশন,
তব পূজা প্রিয় কার্য্য করুক সাধন।
পৃথিবী হউক শান্তি মঙ্গল ভবন ॥
ইতি নবম ব্যাখ্যান সমাপ্ত।

SERMONS OF MAHARSHI DEBENDRA NATH TAGORE, CHIEF MINISTER OF THE BRAHMO SAMAJ.

Translated from Bongaleo.

Sermon III.

Seeing Goa in the Soul.

'তমাত্মস্থং যেহনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং।"

"Peace everlasting is of the wise who see Him as dwelling in the soul, aud of no others."

Can it ever be desirable that the great God who is dearest and nearest to us should be far from us and we far from Him? God is the life of all. He is the giver of knowledge, and our greatest friend. We are ceaselessly enjoying his bounty. Can the desire therefore rise in the mind of any body that

Him? Can this wish ever arise in the mind of any who really deserves the appellation of man. Even if one be polluted by sin or be immersed in impurity, can his soul for all that be so callous as to desire that God be far from Him and he far from God? Can man be reduced to such a miserable state as to have his desire for God totally extinguished in his Soul? He who sees God in His fierce aspect, who shrinks with fear at seeing Him in His terrible mood ready to launch his thunder bolt against him, may, for a time, wish that God be far from Him and he far from God, but does not a solemn voice say to his soul, "Where else wilt thou flee? From whom else wilt thou get deliverance? Deprived of his protection whose shelter wilt thou seek?" Are you frightened by sin? Cast yourself under his protection, wish to be saved from it, weep before Him. What will it avail you if you remain separated from Him? Even the sinful soul cannot remain far from Him. Wherever the sinner may go, to the mountain cave, to the forest or to the ocean he cannot fly away from his Kingdom. He cannot be free from inmost fear without casting himself under his protection. Wherefore committing sin do not go far from God, but pray to Him with an anxious heart and with a penitent soul. Say, "I have made myself vile, do thou accept me. My soul is shrouded by darkness. Thou art the Light of light, do thou take me from darkness to light. Inflict upon me thousand punishments, I am ready to bear them, but free me from crooked sin and reveal to me Thy gracious face." If you pray for divine mercy in this penitent and anxious mood, the water of his grace will surely fall upon you, and he will cool thy burning soul. Those suicides who after committing sin, do no place themselves under the protection of God, but think it would be good if there were no God and future world, and accordingly arrive at that false conclusion, wish that God be far from them and they far from God. Overpowered by fear and worldly infatuation how many crooked doubts they give place to in their minds! How miserable is their condition! How worthy of commiseration are they! Their soul is by no means willing to say, "There is no God" but still they would choose to remain blind to that truth. They see that God who witnesses virtue and sin is wide awake, but they would affect not to see Him. Fear of the Lord is present in their breasts, but they would affect not to fear the Punisher of sins. The Great Father is calling them unto Him, but they are deaf to his call. Do you shrink in fear of the punishments he will inflict upon you? Never do so. All his punishments are medicine to you. From this moment place yourselves under his shelter and you will be free from all fear and remorse. Your soul will again be illuminated with the light of holiness. Your minds will be attracted by the voice of the Lord, and you will become worthy of the company of that Being who is holiness itself. When the day of death would come, that day when you will stand before God, what will be the state of your mind? Some will think, "Once when being far from God I wandered through crooked paths, and had no hope of salvation, God took compassion upon me, through his grace I had come to him. What would have been my fate, had this been not the case?" Others will think, "What will be my fate now? I can by no means bear this burden of grief and suffering. Whither I am going what will be my fate! Oh I looked not in the least at the kind of life I led. How many opportunities occurred when I could have betaken myself to the right path, but I had slighted them. How many a time had the Lord warned me, but I turned a deaf ear to his words. What shall be my fate now?" Do not think that the day of death is distant. We are not certain about any thing. Do not say; "Let me now enjoy sensual pleasures. When old age comes I shall practise virtue and turn my mind to God." What you can do today, do not defer till to-morrow. The demons gather strength with time. If you can overcome some temptation and conquer some perverse desire to-day, do not say, "Let me satisfy my desires to-day I shall never again yield to them." This desire clearly shows that your mind has not yet become free from worldly infatuation, and that perverse feelings have not been banished from it. Can he who has the least hatred of sin, rest without being free from it? Can he remain at peace for an hour in the midst of impurity? Let him then who wishes to be free from sin, who wishes to let foiled virtue become again triumphant, stand up before the Lord at once. Let him shed tears before him with a penitent heart, and his mind will be free from suffering, sin will have no attraction for him and grief will lose its keenness. Then he will not wish to be far from God. Then he will deeply repent that for a time he was far from Him, that for a time he had not maintained the deep relationship that exists between him and his God. "How unholy and empty was my life then" he would exclaim, "but now through his grace I see him. Out of compassion for me he has revealed himself to me." Then he knows by experience that

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ধর্ম্মপুর ব্রাহ্মসমাজ।

[illegible] উৎসব।

[illegible]

[illegible] ধর্ম্মপুর ব্রাহ্মসমাজের [illegible] মহোৎসবের দিন। আমরা [illegible] প্রেমময় পিতা [illegible] [illegible] পরমপিতার কৃপায় এই শুভদিন [illegible] হইয়াছি। আজ আমাদের আনন্দের সীমা নাই, সুখের অবধি নাই। এই ক্ষুদ্র সমাজ কেবল তাঁহারই করুণায় আজ [illegible] বৎসরে পদার্পণ করিল। ইহা যে বয়োবৃদ্ধি সহকারে আমাদের আনন্দবর্দ্ধন করিবে, এ আশা আমরা কখনই করি নাই; কেবল জগদীশ্বরের অনুগ্রহে আমাদিগের সেই আশা পূর্ণ হইল। আজ আমরা পুলকিত দেহে এই মহোৎসবের অপূর্ব্ব আনন্দ উপভোগ করিব বলিয়াই এই পবিত্র গৃহে সমবেত হইয়াছি। আজ তাঁহারই সত্তায় এই স্থানের অপূর্ব্ব ভাব অনুভব করিতেছি, এই স্থান যেন স্বর্গীয় ভাবে পরিপূর্ণ হইয়াছে। ইহার প্রত্যেক পদার্থই যেন অলৌকিক আনন্দময় ভাব প্রকাশ করিতেছে। আমাদিগের হৃদয় যেন এক্ষণে আজন্ম-পরিচিত সাংসারিক ভাব হইতে সহসা বিচ্ছিন্ন হইয়া অতি পবিত্র ভাব আনন্দময় ভাব ধারণ করিয়াছে। আজ সংসার যেন আমাদের সম্মুখে এক অনির্ব্বচনীয় অভিনব রূপ ধারণ করিয়া বিমল আনন্দ বিতরণ করিতেছে। [illegible] দিকেই যেন ধর্ম্মের জাজ্বল্যমান রূপ ও ঈশ্বরের সত্তা প্রকাশ পাইতেছে। এ মহোৎসব লৌকিক মহোৎসব নহে, ইহা একটী অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক মহোৎসব। ইহা সেই সর্ব্ব-বিধাতা মহান মহেশ্বরের মহোৎসব। সেই মঙ্গলময় পূর্ণ পুরুষের আবির্ভাবেই এ উৎসবের এত মাহাত্ম্য ও এত গৌরব।

এই পবিত্র মহোৎসবে আসিয়া সকলেরই মনে পবিত্র ধর্ম্মভাবের আবির্ভাব হয়, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সে ভাব আমাদিগের হৃদয়ে স্থায়ী না হইয়া ক্রমে ক্রমে অন্তর্হিত হইয়া যায়। উৎসব-ক্ষেত্র হইতে বহির্গত হইয়া গৃহে আসিতে আসিতেই মনের ভাব পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে। একে একে সাংসারিক ভাব সকল আসিয়া হৃদয় অধি

কার করে। তখন সংসারই সুখের স্থান বলিয়া বোধ হইতে থাকে। সংসারের কার্য্য সকল অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতীতি জন্মে। সংসার বিষয়ক অনুরাগ আসিয়া অমনি হৃদয় আক্রম করিয়া ফেলে, মমতা আসিয়া স্বীয় প্রাদুর্ভাব প্রকাশ করিতে থাকে। এইরূপে হৃদয় সংসারে মগ্ন হইয়া যায়। সুতরাং ধর্ম্মের ভাব স্ফুর্ত্তি পাইতে পারে না; ক্রমে ক্রমে ঐ সকল দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া যায় আর প্রকাশিত হইবার শক্তি থাকে না। কেন এরূপ হয়? এই প্রশ্নের উত্তর করিতে গেলে, ইহাই মনে উদয় হয় যে, আমরা সর্ব্বদা ঈশ্বর-সহবাস অনুভব করিতে পারি না বলিয়াই এরূপ ঘটিয়া উঠে। আমরা যদি তাঁহাকে অন্তরে, বাহিরে, সকল কার্য্যে সর্ব্বদা বিদ্যমান মনে করি, আমরা যদি তাঁহাকে পাপীর শাস্তা মনে করিয়া ভয়ে কম্পিত হইতে থাকি, আমরা যদি তাঁহাকে সর্ব্বদা সম্মুখে বিরাজমান দেখি, তাহা হইলে, তৎক্ষণাৎ আমরা ঈশ্বর-সহবাসের জন্য লালায়িত হই। তখনই আমাদিগের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব আবির্ভূত হইয়া হৃদয়কে আশ্বাসিত করিতে থাকে, তখন আমাদিগের হৃদয় ধর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই চাহে না, ধর্ম্মানুষ্ঠান ভিন্ন আর কিছুতেই পরিতৃপ্ত হয় না। তখন সংসারের সমস্ত কার্য্যে আমাদিগের ঔদাসীন্য জন্মিতে থাকে। তখন লৌকিক বিষয়ে সুখ প্রাপ্তির আশা একেবারে বিদূরিত হইয়া যায়। তখন ঈশ্বর ভিন্ন আর কাহাকেও আশ্রয়দাতা, মনের শান্তিদাতা ও ইহকাল পরকালের অভয়দাতা বলিয়া বিশ্বাস করি না। তখন পূর্ব্বকৃত কর্ম্মজনা মনোমধ্যে অসহ্য যন্ত্রণা উপস্থিত হইতে থাকে, তখন ধর্ম্মকেই ইহকাল পরকালের একমাত্র বন্ধু ও একমাত্র সহায় বলিয়া তাহারই অনুগত হইতে থাকি ও সর্ব্বদা ঈশ্বর-সহবাসের জন্য কায়মনোবাক্যে যত্ন করিতে কৃতসংকল্প হই।

আমরা মোহবশত সংসারের অকিঞ্চিৎকর অনুরাগ বশত তাঁহাকে ভুলিয়া বিষয়-ভোগে আসক্ত হই; কিন্তু তিনি আমাদিগকে এক তিলার্দ্ধের জন্যও বিস্মৃত হন না। আহা! তাঁহার কি দয়া! আমরা সর্ব্বদা তাঁহার সহবাসে থাকিব, সর্ব্বদা তাঁহাকে হৃদয়বন্ধুর ন্যায় সম্মুখে বিদ্যমান দেখিব বলিয়াই তিনি সকল স্থানে সকল সময়ে বিরাজমান; সকল বস্তুতেই তাঁহার অসীম শক্তি, অনন্ত মহিমা ও অনির্ব্বচনীয় কৌশল সকল প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন। কি পণ্ডিত কি মূর্খ, কি যুবক কি বৃদ্ধ, কি স্ত্রী, কি পুরুষ, যেরূপ লোক হউক না কেন, সেই শক্তি, সেই মহিমা ও সেই কৌশল প্রণিধান পূর্ব্বক অবলোকন করিয়া কেহ কি তাঁহাকে ভুলিয়া থাকিতে পারে? আমরা যে দিকে যে পদার্থে দৃষ্টিপাত করি, সেই দিকে সেই পদার্থেই তাঁহার বিদ্যমানতা অনুভব করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহবাস লাভ করিয়া থাকি। তখন পবিত্র ধর্ম্মভাব আমাদিগের হৃদয়ে জাগরূক হইয়া উঠে।

ঐ প্রকাণ্ড সূর্য্য কোথা হইতে তেজোরাশি প্রাপ্ত হইয়া জগতের অশেষ উপকার সাধন করিতেছে? কাহার শক্তিতে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রহ ও উপগ্রহগণ সমভিব্যাহারে লইয়া শূন্যপথে প্রচণ্ড বেগে নিয়মিতরূপে অহরহ পরিভ্রমণ করিতেছে? এক একটী গ্রহের আয়তন ও বেগের কথা শুনিলে হতজ্ঞান হইয়া থাকিতে হয়। এক পৃথিবীর আয়তন তিন কোটি, একাশি লক্ষ, দশ হাজার নয় শত বর্গক্রোশ, একি সহজ কাণ্ড! সূর্য্য আবার ইহা অপেক্ষা চৌদ্দ লক্ষ গুণেরও অধিক বৃহৎ। বৃহস্পতি গ্রহ পৃথিবী অপেক্ষা এক হাজার চারি শত চৌদ্দগুণ

বৃহৎ। এতাদৃশ বৃহৎ বৃহৎ জড়পিণ্ডের বেগও অতি অদ্ভুত। আমরা যে সকল দ্রুতগামী পদার্থ দেখিয়া থাকি, তন্মধ্যে কামানের গোলা ও বাষ্পীয় শকটের বেগই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। কামানের গোলা প্রতি ঘণ্টায় ঊর্দ্ধসংখ্যা তিন শত বায়ান্ন ক্রোশ গমন করে, বাষ্পীয় শকট প্রতি ঘণ্টায় ঊর্দ্ধসংখ্যা ষাট মাইল যাইতে পারে; কিন্তু পৃথিবী একঘণ্টায় ২৯৯৩৭ ক্রোশ গমন করে। ইহা কি কেহ মনে ধারণ করিতে পারে? এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে যাঁহার শক্তিতে ইহাদের এইরূপ শক্তি হইয়াছে তাঁহাকে কি ভুলিতে পারা যায়।

সদ্যোজাত শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার ক্ষণকাল পরে স্তনা পান করে ও তাহার বাক্‌শক্তির উন্মেষ না হইলেও সে কেমন আপনার অভাব ও অসুখ জানায়, ক্ষুধা হইলে ক্রন্দন করে, অসুখ হইলে তাহার মুখকান্তি মলিন হইয়া যায় ও সে বারবার ক্রন্দন করিতে থাকে। গোবৎস ভূমিষ্ঠ হইবার ক্ষণকাল পরেই স্তনাপান করিয়া জীবন রক্ষা করে। গর্ভে শিশুর জন্ম হইলে অমনি মাতৃস্তনে দুগ্ধের সঞ্চার হইল, একি সামান্য দয়ার কার্য্য! ঈশ্বর আমাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য আমাদিগের শরীর মধ্যে কত প্রকার যন্ত্র ও কত কৌশলের সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই সকল ভাবিতে গেলে আমাদিগের হৃদয় বিস্ময়-রসে প্লাবিত হইয়া যায়। তিনি তখন যেন হৃদয়-মন্দিরে বিদ্যমান রহিয়াছেন দেখিতে পাই। তাঁহার অশেষ জ্ঞান অপার করুণা ও অনন্ত কৌশল অনুভব করিয়া পুলকিত হইতে থাকি। একটী সামান্য তৃণ বা গুল্মের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, দেখিবে, সেইখানেই বা কত কৌশল প্রকাশ করিয়া রাখিয়াছেন। তাহার উৎপত্তি, তাহার মূল দ্বারা রস আকর্ষণ ও সচেতনের ন্যায় কার্য্য, এই সকল পর্য্যবেক্ষণ করিলে কোন্ ব্যক্তি বিস্মিত না হইয়া থাকিতে পারে? কটু তিক্ত কষায় তরুতে অতি সুস্বাদু সুমিষ্ট ফল ফলিতেছে। যে শাখা বা লতাতে ফল হইয়া থাকে তাহার রস অতি কষায় বা অতি তিক্ত। কাহার সাধ্য, সে রস পান করে? কিন্তু সেই শাখার রসই ফল মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অতি মিষ্ট ও অতি সুস্বাদু হইয়া উঠে। একি কৌশল! একি-শক্তি! পুষ্প প্রস্ফুটিত হইল, অমনি সৌরভ ও সুষমা আসিয়া জুটিল ও লোকের মন প্রাণ হরণ করিতে লাগিল। প্রস্ফুটিত হইবার এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে সে সৌরভ সে সুষমা কিছুই ত ছিল না। কি অদ্ভুত সৃষ্টি কৌশল। কি অসীম শক্তি! বহির্জ্জগতের যেস্থানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে, সেই স্থানেই তাঁহার অসীম শক্তি অনন্ত জ্ঞান, অপার দয়া ও অদ্ভুত কৌশল দেদীপ্যমান দেখিতে পাইবে।

তিনি যেমন বাহিরে তেমনি আমাদিগের হৃদয়ের অভ্যন্তরেও নিরন্তর বিদ্যমান রহিয়াছেন। যদি আমরা কোন কুকার্য্য করি, তৎক্ষণাৎ অন্তর্দাহ উপস্থিত হয়, প্রজ্বলিত অনুতাপ আসিয়া হৃদয় দগ্ধ করিতে থাকে। সাংসারিক কোন বিষয়েই শান্তিলাভ হয় না। অশান্তির সাগর মধ্যে ডুবিয়াছি বোধ হয়। প্রাণ ব্যাকুল হইতে থাকে। তখন তিনি যেন হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে বলিতে থাকেন, কুকার্য্য করিও না, পাপে আসক্তি রাখিও না, ধর্ম্মের শরণ লও, ধর্ম্ম্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, সত্যে প্রীতি সংস্থাপন কর, তাহা হইলে ইহকাল পরকালে নির্ম্মল আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবে। অনন্তধামে গিয়া অনন্ত কাল ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিবে। ইহা শুনিয়া কাহার হৃদয় ভক্তিরসে গলিয়া না যায়? কাহার হৃদয় তখন ঈশ্বর-সহবাস হইতে দূরে থাকিতে পারে? তখন সকলেরই হৃদয়

উজ্জ্বল ধর্ম্মভাবের আবির্ভাব হইতে থাকে। তখন ধর্ম্মভিন্ন আর কিছুই স্থায়ী বলিয়া বোধ হয় না। সুতরাং ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি বলবতী হইয়া অন্য সকল বৃত্তির উপর আধিপত্য করিতে থাকে, তজ্জন্য নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল নিস্তেজ হইয়া পড়ে, তখন সংসারে আসক্তি, বিষয়-লালসা, অর্জ্জনস্পৃহা, যশোলিপ্সা প্রভৃতি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সকল অন্তঃকরণে স্থান প্রাপ্ত হয় না। কেবল ঈশ্বর-সহবাসের ইচ্ছা ও ধর্ম্মানুরাগই সর্ব্বদা অন্তঃকরণে উদিত থাকে, তাহার আর তিরোভাব হয় না।

আমরা সকল সময়ে সকল অবস্থায় সকল স্থানে ও সকল বস্তুতে সেই বিশ্বপতির বিশ্বজনীন অদ্ভুত ব্যাপার, অপার করুণা, অসীম জ্ঞান, অনন্ত শক্তি, আশ্চর্য্য কৌশল সকল দৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বদা সম্মুখে বর্ত্তমান, হৃদয়-মন্দিরে আসীন দেখিব ও সর্ব্বদা তাঁহার সহবাস লাভ করিব এই জন্যই তিনি দয়া করিয়া আমাদিগের সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, বামে, ঊর্দ্ধে, নীচে, সকল স্থানেই তাঁহার দেদীপ্যমান মহিমা, তাঁহার অদ্ভুত সৃষ্টি-কৌশল ও অনন্ত করুণার লক্ষ লক্ষ উদাহরণ নিক্ষিপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন। সেই সমস্ত দর্শন ও পর্য্যালোচনা করিয়া কোন্ ব্যক্তি তাঁহাকে ভুলিয়া, ধর্ম্মভাব বিস্মৃত হইয়া সংসারে মগ্ন থাকিতে পারে?

তিনি করুণা করিয়া আমাদিগের সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভের জন্য, আমাদিগের অভাব মোচনের জন্য, তাঁহাকে সর্ব্বদা স্মরণ করিবার জন্য, তাঁহার প্রতি ভক্তির প্রগাঢ়তা সম্পাদন জন্য, এই ভূতধাত্রী ধরিত্রীকে অদ্ভুতশক্তিশালিনী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি এই অকিঞ্চিৎকর পদার্থ মৃত্তিকাতে যে কি অদ্ভুত শক্তি নিহিত রাখিয়াছেন, তাহা অনুভব করিতে পারা যায় না। এই সামান্য মৃত্তিকা হইতে বহুমূল্য হীরক, মনোহর স্বর্ণ, উজ্জ্বল রৌপ্য, মহৌষধ পারদ প্রভৃতি উৎপন্ন হইতেছে। নানাবিধ তরুলতাদি সমুদ্ভূত হইয়া আমাদিগের জীবন রক্ষার্থ অসংখ্য সুফল প্রসব করিতেছে। গ্রীষ্ম-প্রভাবে সলিল শুষ্ক হইয়া গেল, অমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে বর্ষা আসিয়া সে অভাব পূর্ণ করিল। এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনায় ও এইরূপ উপায়েই আমাদিগের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব ও ঈশ্বর-প্রেম বদ্ধমূল হইয়া থাকে। তাহা আর কিছুতেই অন্তর্হিত হয় না। তখন আমরা নিরন্তর ধর্ম্মোপার্জ্জন করিয়া মনুষ্য-নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতে থাকি।

হে পরমকারুণিক পরমেশ্বর! তুমি আজ এই হীনবল দরিদ্র সন্তানদিগের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া কত আশা প্রদান করিতেছ, হৃদয়ে কত অপূর্ব্ব সুখ শান্তি প্রেরণ করিতেছ, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। আহা! আজ যেন আমরা অমৃতময় হ্রদে নিমগ্ন হইয়া কত সন্তোষই লাভ করিতেছি। পিতা আশীর্ব্বাদ কর, আমাদিগের মন যেন ভক্তিভাবে মগ্ন থাকে, বিশ্বাসে পূর্ণ থাকে, ধর্ম্মভাব রক্ষা করিতে থাকে এবং এই ক্ষুদ্র সমাজ যেন দিন দিন উন্নতি-সোপানে অধিরূঢ় হইয়া, চিরস্থায়ী হইয়া তোমার বিশ্বজনীন সত্যধর্ম্ম ব্রাহ্মধর্ম্মের মহিমা প্রচার করিতে থাকে।

হে ভ্রাতৃগণ! আজ আমাদের সাম্বৎসরিক মহোৎসবের দিন, অপার আনন্দের দিন! আমরা সেই পরমদয়াবান্ জগৎপিতার অক্ষম পাপী সন্তান। আমাদের সহায় নাই, সম্পত্তি নাই, বল নাই, বুদ্ধি নাই। একমাত্র তিনিই আমাদিগের সহায়, তিনিই আমাদিগের ভরসা। আমরা চির-পিপাসিত শুষ্ক হৃদয়কে তাঁহার নামামৃত পানে পরিতৃপ্ত করিব বলিয়া, ভিখারী হইয়া

তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি। অবশ্যই মনোরথ পূর্ণ করিবেন, তিনি যে দরিদ্রের ধন পাপীর জীবন। এক্ষণে আসুন আমরা একাগ্রচিত্তে ভক্তিভাবে পরম কারুণিক পরম পিতার পূজা করিয়া জন্ম সার্থক করি

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

বেদান্ত দর্শন।

পূর্ব্বের অনুবৃত্তি।

যাহারা পরমাত্মাতে জীবাত্মার লয় হওয়ার কথা শুনিয়া ভয় পান তাঁহাদিগকে অভয় প্রদানের নিমিত্তে নিম্নে শাস্ত্রের প্রকৃত অভিপ্রায় বলা যাইতেছে। শাস্ত্রে আছে মোক্ষ, প্রলয়, ও নিদ্রা এই তিন অবস্থায় পরমাত্মাতে জীবের লয় হয়। এই সমস্ত লয়ের তাৎপর্য্য ধ্বংস নহে কিন্তু শুভ। এ সূত্রে লয় শব্দ কেবল নিদ্রাকেই লক্ষ্য করিতেছে। অতএব অগ্রে নিদ্রাবস্থারই লয়ের তাৎপর্য্য বলা যাইতেছে। জীবের দেহ ইন্দ্রিয় মনোবুদ্ধি প্রাণ সমস্তই প্রকৃতির বিকার। তৎসমূহ জীবের সাংসারিক উপাধি মাত্র। প্রকৃতি স্বয়ং তৎসমুদয়ের বীজভূমি এবং কারণ-শরীর-বাচ্য। সেই প্রকৃতি পরব্রহ্মেরই সৃষ্টিশক্তি। তাহার স্বতন্ত্র সত্তা নাই। জীবের নিদ্রাবস্থায় ঐ সমস্ত উপাধি জীবের অন্তরস্থ প্রকৃতিতে অর্থাৎ ভূতেন্দ্রিয়মনাদির বীজভূমিস্বরূপ অন্তরাত্মার আশ্রিত ব্রহ্মশক্তিতে গিয়া বিশ্রাম করে। জীবাত্মা স্বয়ং পরমাত্মার স্বরূপ হইতে উৎপন্ন সুতরাং তিনি সে সময়ে স্বীয় হৃদয়স্থ অন্তরাত্মাতে বিলীন হইয়া বিশ্রাম করেন। যদি ধ্বংস অভিপ্রায় হইত তবে সে নিদ্রা হইতে আর জাগরণ হইত না। নিদ্রাকালে জীবের মনাদি উপাধি সমস্ত কারণ-শরীর-রূপিণী ব্রহ্মশক্তি হইতে পুনঃ স্বাস্থ্য ও শান্তি লাভ করে। আর জীবাত্মা স্বয়ং স্বীয় মুখ্য-আত্মা স্বরূপ অন্তরাত্মাতে বিশ্রাম পূর্ব্বক আপনার চেতনামুকুল স্বাস্থ্যলাভ করিয়া থাকে।

এইরূপে পরমাত্মাকে আশ্রয় করিয়া জীবগণ স্ব স্ব শরীর মন এবং জীবাত্মার সহিত নিদ্রা যান। পরমাত্মা অপরিলুপ্ত-চৈতন্য স্বরূপ। তাঁহার নিদ্রা নাই।

"য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামঙ্কামম্পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ। তদেব শুক্রন্তদ্ ব্রহ্ম ইত্যাদি (শ্রুতিঃ)

এই পুরুষ যিনি নিদ্রিত প্রাণি সমূহে জাগিয়া তাহাদের অভিপ্রেত কাম্য বস্তু সকল নির্ম্মাণ করেন তিনি শুক্র তিনি ব্রহ্ম ইত্যাদি।

"সযথা সৌম্য বয়াংসি বাসোবৃক্ষং সংপ্রতিষ্ঠন্তে এবং হ বৈ তৎ সর্ব্বং পরমাত্মনি সংপ্রতিষ্ঠতে (শ্রুতিঃ)

হে সৌম্য! যেমন পক্ষি সকল প্রাতে রজনীতে স্ব স্ব আবাস-বৃক্ষে গিয়া আশ্রয় করে সেই রূপ জীবাত্মা সমুদয় উপাধির সহিত সুষুপ্তিকালে পরমাত্মাতে গিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তাঁহাতে বিলীন হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয় এমত অভিপ্রায় অথবা চির-নির্ব্বাণ বা ব্রহ্মত্ব লাভ করে এমন অভিপ্রায়ও নহে।

নিদ্রা, মৃত্যু, প্রলয় ও মোক্ষ ইহার কোন অবস্থায় জীবাত্মার ধ্বংস নাই। ইহার কোন অবস্থাতেই জীবাত্মা সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-কর্ত্তা ব্রহ্ম হইয়া যান না। শাস্ত্রের স্থূল অভিপ্রায় এই যে, নিদ্রাকালে জীবাত্মা স্বীয় মুখ্য স্বরূপ অন্তরাত্মাতে বিশ্রামার্থে ক্ষণিক লীন হন, সুস্থ হইয়া আবার দেহমনাদি উপাধির সহিত উত্থান করেন। এই বেদান্ত-শাস্ত্রে "সুষুপ্ত্যুৎক্রান্ত্যোর্ভেদেন" প্রভৃতি সূত্রে ব্যাস কহিয়াছেন যে সুষুপ্তি-কালে জীব অন্তরাত্মাতে মিলিত হইলেও তদুভয়ের মধ্যে ভেদ থাকে। মৃত্যু-কালেও

জীবাত্মা ব্রহ্মেতে বা অন্য কোন পদার্থে মিশ্রিত হন না। তৎকালে তাঁহার আত্ম-স্বাতন্ত্র্য ও সূক্ষ্ম শরীর নিবন্ধন কোন রূপ দেহ লাভ পূর্ব্বক তিনি পুনরাবির্ভূত হইয়া স্বীয় সুকৃতি দুষ্কৃতির ফলভোগ করেন। প্রলয়-কাল সর্ব্বভূতের ভোগক্ষয় নিবন্ধন দীর্ঘ নিদ্রা মাত্র। তখন জীবাত্মা আনন্দময় পরমাত্মাতে বিশ্রাম করেন। তাঁহার সূক্ষ্ম শরীরাদি উপাধি কারণ-শরীর-রূপিণী ব্রহ্ম-শক্তিতে বিলীন রহে। পুনঃসৃষ্টি-কালে পরমাত্মা হইতে জীবাত্মার সহিত সে সমুদয় আবির্ভূত হয়। মোক্ষকালে জীবাত্মা স্বীয় মুখ্য আত্মস্বরূপ ব্রহ্মেতে প্রবেশ করেন। তখন মহাজাগ্রত জ্ঞান নিবন্ধন পরিবর্ত্তনের অধীন উপাধি সকল না থাকায় সংসারে তাঁহাকে আর নির্দ্দেশ করা যায় না, এই-মাত্র। নতুবা তিনি মোক্ষাবস্থায় অমৃত লাভ করেন ইহাই উক্ত হইয়াছে। তিনি আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মেতে প্রবেশ করেন ইহাই উপ-দেশ। অমৃত ও আনন্দের অবস্থা মৃত্যু নহে কিন্তু অনন্ত জীবন। তাহা পৃথ্বীর ধূলি বা স্বর্গীয় জ্যোতিতে রচিত নহে, কিন্তু স্বর্গ-সুখাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যে ব্রহ্মানন্দ সেই ধাতুতে বিরচিত। সে মোক্ষাবস্থার জীবনকে নির্দ্দেশ করিবার কোন শব্দ এখানে নাই। এই জন্য শাস্ত্রে তাহাকে নির্ব্বাণ, লয়, লীন, ব্রহ্মভাব, স্বরূপাবস্থা, প্রভৃতি শব্দ দ্বারা বুঝাইবার যত্ন করিয়াছেন। শাস্ত্রের উপ-ক্রম উপসংহারের সহিত সকল শব্দের সমন্বয় কর, তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে যে মোক্ষ মহাজাগ্রত জীবন্ত অবস্থা। মোক্ষ-প্রাপ্ত জীব ভূলোকাবধি সত্যলোক পর্য্যন্ত সপ্ত স্বর্গের পরিবর্ত্তনশীল ভোগাধিকারের বহির্গত হন। অস্থির সংসারের অধিকার হইতে অতিক্রান্ত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপ আনন্দ-রাজ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। সেই জন্য আমরা তাঁহাকে "নির্ব্বাণ," "লয়" প্রভৃতির মধ্যে গণ্য করি। কিন্তু মোক্ষাবস্থাকে 'বি-নাশ' বলিয়া অর্থ করা কুঅর্থ। ব্রহ্মজ্ঞান-রসজ্ঞ পুরুষ তাহা গ্রাহ্য করিবেন না।

এক্ষণে উপরি উক্ত অবান্তর কথা পরিত্যাগ পূর্ব্বক বর্ত্তমান সূত্রের সমাহার করা যাইতেছে। পূর্ব্বে "স্বপিতি" শব্দের যেরূপ তাৎপর্য্য প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে ইহাই বুঝিতে হইবে যে জীবাত্মা অন্তরা-ত্মাতেই লীন হইতে পারেন। তিনি চেতন পদার্থ হইয়া কখন সাংখ্যমতোক্ত অচেতন প্রধানে লীন হইতে পারেন না।

অতোযস্মিন্নপ্যয়ঃ সর্ব্বেষাং চেতনানাং তচ্চেতনং সচ্ছব্দবাচ্যং জগতঃ কারণং, ন প্রধানং।

যে মহাজাগ্রত চেতনেতে নিদ্রাকালে সকল চেতনের লয় হয় সেই চেতনই বে-দোক্ত জগৎকারণ সৎ শব্দের বাচ্য। অচে-তন প্রকৃতি নহে।

কেহ যেন এমন সন্দেহ না করেন যে বেদে সৎস্বরূপ আত্মা ভিন্ন কুত্রাপি প্রধান, পরমাণু, কাল, নিয়তি, স্বভাব, প্রভৃতি অন্য কোন পদার্থের জগৎকারণত্ব উক্ত হইয়াছে। যদি এরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয় তাহা দূর করিবার জন্য মহর্ষি ব্যাসদেব নিম্নস্থ সূত্র উপস্থিত করিতেছেন।

সূত্র। গতিসামান্যাৎ ॥ ১০ ॥

বেদবাক্য সমূহের সমান অবগতি হেতু সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মই জগৎকারণ।

তাৎপর্য্য।

"সমানৈব হি সর্ব্বেষু বেদান্তেষু চেতনকারণাবগতিঃ"
(শাঃ ভাঃ)

সৃষ্টির কারণ নির্দ্দেশ সম্বন্ধে বেদে যে-খানে যত বচন আছে তৎসমস্তেরই এক বাক্যে চেতন-ব্রহ্মপক্ষে সমান অবগতি অর্থাৎ সমান তাৎপর্য্য। প্রধান, প্রকৃতি, অব্যক্ত, অনুমান, পরমাণু, অদৃষ্ট, অপূর্ব্ব,

নিয়তি, বেদ, হিরণ্যগর্ভ, কাল, আকাশ, জীবাত্মা, প্রাণ, মন, প্রভৃতি যত পদার্থকে শাস্ত্রে জগৎকারণ বলিয়াছেন সে সমস্তই অবান্তর কারণ। যে যে প্রকরণে সে সকল উক্তি আছে তাহার উপক্রম উপসংহার বিচার পূর্ব্বক পাঠ করিলে সে তাৎপর্য্য অনুভূত হইবেক এবং নিঃসন্দেহে এই সিদ্ধান্ত লাভ হইবেক যে সৃষ্টি বিষয়ক সমস্ত বেদ-বাক্য একমাত্র, অদ্বিতীয়, সৎস্বরূপ, চৈতন্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, সর্ব্বশক্তিমান, নিরঞ্জন পরমাত্মাকে জগৎকারণ রূপে নির্দ্দেশ করেন। কোথাও তাঁহাকে ব্রহ্ম, কোথাও অক্ষর পুরুষ, কোথাও সৎ ইত্যাদি শব্দে কহিয়া-ছেন। সে সমস্ত শব্দই চৈতন্যবাচক। ফলে যে যে স্থলে তাঁহাকে আত্মা বলিয়াছেন সেখানে আর তাঁহাকে অচেতন বলিয়া কাহারো সন্দেহ জন্মিতে পারে না। সেরূপ আত্মাবাচক সৃষ্টি সম্বন্ধীয় শ্রুতি অনেক আছে। যথা।—

"আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ নান্যৎ কিঞ্চনমিষৎ সঐক্ষত লোকান্নু সৃজা স ইমান লোকানসৃজত।

সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র আত্মাই ছিলেন, অন্য কিছুই ছিল না। তিনি আলোচনা করিলেন লোক সকল সৃজন করিব, পরে তিনি এই সকল লোক সৃষ্টি করিলেন।

"যথাগ্নে র্জ্বলতঃ সর্ব্বা দিশোবিস্ফুলিঙ্গা বিপ্রতিষ্ঠেরন্নে-বমেবৈতস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বে প্রাণা যথায়তনং প্রতিষ্ঠন্তে, প্রাণেভ্যোদেবা দেবেভ্যোলোকা ইতি"

যেমন জ্বলন্ত অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গ সকল সর্ব্বদিকে বিকীর্ণ হয় সেই রূপ এই আত্মা হইতে আয়তন সহিত সমস্ত প্রাণ, প্রাণ হইতে দেবতা এবং দেবতা হইতে লোক সকল উৎপন্ন হয়।

"তস্মাদ্বা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সংভূত ইতি"

সেই আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হই-য়াছে।

"আত্মন এবেদং সর্ব্বমিতি"

আত্মা হইতে এই সমুদয় সৃষ্টি হইয়াছে।

"আত্মন এষ প্রাণ জায়ত ইতি"

আত্মা হইতে প্রাণ জন্মিয়াছে।

এই সকল শ্রুতি পাঠ মাত্রেই বুঝা যায় যে যিনি জগতের কারণ তিনি আত্মা। জীবাত্মা তাঁহার আশ্রিত আত্মা। তাঁহাকে ব্যতিরেক করিলে জীব অনাত্মা হইয়া যায়। ঠিক সেই রূপ, যেমন জ্যোতিকে ব্যতিরেক করিলে নয়ন অন্ধ হয়। সৃষ্টিক্রিয়ার কর্তৃত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া জীবের অন্তর্যামিত্ব পর্য্যন্ত সেই পরমাত্মাকে আত্মা বলিয়া বেদ শাস্ত্র তাঁহার প্রতি অচেতন সন্দেহ দূর করিয়া গিয়াছেন। যখন তাঁহাকে শ্বেত-কেতুর আত্মা বলিয়াছেন তখন তাঁহাকে অচেতন জগৎকারণ বলিতে পার না। কেননা শ্বেতকেতু সচেতন জীব, তাঁহার আত্মবুদ্ধিদাতা যে আত্মা তিনি কি অচেতন হইতে পারেন? বেদে একমাত্র সেই আত্মার আত্মা ব্রহ্মকে জগৎকারণ বলিয়া-ছেন। প্রকৃতি ও পরমাণু প্রভৃতিকে জগৎ-কারণ বলেন নাই। যেখানে তাহা বলিয়া-ছেন সেখানে অবান্তর কারণত্ব উদ্দেশ্য।

অতঃপর নিম্নে যে সূত্র অবতারিত হইবে তাহার উপক্রমণিকা স্বরূপে কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে। 'জন্মাদ্যস্য' সূত্রে জগৎকারণ বিধায় ব্রহ্ম 'সর্ব্বজ্ঞ' শব্দে উহ্য হইয়াছেন। 'শাস্ত্রযোনি' সূত্রে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব যুক্তি দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, যথা সর্ব্বজ্ঞানা-কর বেদের যোনি বিধায় তিনি সর্ব্বজ্ঞ, আর মহামান্য বেদ তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রভৃতি স্বরূ-পের জ্ঞাপক বলিয়াও তিনি সর্ব্বজ্ঞ। সাঙ্খ্যাধিকরণে 'ঈক্ষতের্নাশব্দং' অবধি 'গতি সামান্যাৎ' পর্য্যন্ত সূত্র সমূহে সিদ্ধান্ত করি-য়াছেন যে বেদে যখন জগৎকারণকে সৃষ্টির ঈক্ষণকর্ত্তা, পরমাত্মা, জীবাত্মার অন্তরাত্মা,

মোক্ষস্থান, নিদ্রাবস্থায় বিশ্রামস্থান এবং বার বার আত্মা শব্দে কহিয়াছেন, তখন তিনি সচেতন কারণ। কিন্তু উপরি উক্ত কোন সূত্রে বিশেষ করিয়া বেদের এমন কোন অধ্যায় বা প্রকরণ দ্বারা জগৎকারণের সর্ব্বজ্ঞত্ব সপ্রমাণ করেন নাই যাহার উপক্রমাবধি উপসংহার পর্য্যন্ত পাঠ করিলে জগৎকারণ আত্মার সর্ব্বজ্ঞত্ব ও প্রয়োজন-বিজ্ঞবানত্ব-প্রতিপাদক স্পষ্ট শ্রুতি পাওয়া যাইতে পারে। মহর্ষি ব্যাসদেব নিম্নস্থ সূত্র দ্বারা তাদৃশ বেদবাক্য সমূহকে লক্ষ্য পূর্ব্বক সেই অভাব পূরণ এবং এই সাংখ্য বিপ্রতিপত্তি-বিচারাধিকরণ সমাপ্ত করিতেছেন।

সূত্র। শ্রুতত্বাচ্চ। ১১॥

যিনি জগৎকারণ তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব বেদে শ্রুত হয়।

তাৎপর্য্য।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে স্পষ্ট বাক্যে ব্রহ্মকে আত্মা, জগৎকারণ, সর্ব্বেশ্বর, দেবাধিদেব অথচ সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ, চৈতন্যময় ও আত্মবুদ্ধিপ্রকাশক বলিয়াছেন। জগৎকারণ ব্রহ্ম যে সর্ব্বজ্ঞ, প্রধানের পতি, জীবাত্মার পতি, এবং বিশ্বসৃষ্টির মূল কারণ তাহাই উক্ত উপনিষদের বিশেষ বক্তব্য। তাহার উপক্রম হইতে উপসংহার পর্য্যন্ত পাঠ করিলে তাহা সঙ্গতরূপে প্রতীত হইবেক। সৃষ্টি-উৎপত্তির কারণ দুই প্রকার। নিমিত্ত এবং উপাদান। নিমিত্ত কারণটী কর্ত্তৃপরতন্ত্র, প্রয়োজন-বিজ্ঞবান, জ্ঞান স্বরূপ এবং ঈশ্বর পদবাচ্য। যেটি উপাদান কারণ তাহা কর্ম্মপরতন্ত্র, জড়ধর্ম্মী, বিকারী এবং পরিণামী। যিনি নিজে বিকৃত বা পরিণত না হইয়া জ্ঞান পূর্ব্বক কোন কার্য্য করেন তিনি নিমিত্ত কারণ। আর যাহা স্বয়ং অংশ হইয়া কার্য্যরূপে পরিণত হয় তাহা উপাদান কারণ। কুম্ভকার ঘটের নিমিত্ত কারণ, দণ্ড চক্র সলিল সূত্র কুম্ভকারের ঘটসৃষ্ট্যর্থ করণ (যন্ত্র), এবং মৃত্তিকা ঘটের উপাদান বা পরিণামী কারণ। পরব্রহ্ম স্বরূপতঃ এই জগতের নিমিত্ত কারণ এবং জীবাত্মার জনক স্বতন্ত্র উপাদান কারণের অভাবে তাঁহার শক্তিই জগতের উপাদান কারণ রূপে কথিত হইয়াছে। ফলে তাঁহার সে শক্তি মৃত্তিকাদি লৌকিক উপাদানের ন্যায় যে সত্য সত্যই বিকারী এমত উক্ত হয় নাই। কেননা তাহা কোন ধ্রুব সত্য দ্রব্যরূপী নহে। তাহা কেবল ঈশ্বরের অনির্ব্বচনীয় অঘটনঘটনপটীয়সী সৃষ্টি-শক্তি মাত্র। তাহার আশ্চর্য্য প্রভাব, অপরিমিত বিক্রম, বিচিত্র কার্য্য! তাহার প্রভাবে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড দৃশ্যমান হইয়াছে। সেই শক্তি স্বয়ং দ্রব্যময়ী না হইয়াও এই বিপুল দ্রব্যসমষ্টিস্বরূপ বিশ্ব প্রকাশ করিয়াছে এই বিশ্বের কোন উপাদান কারণ ছিল না। যাহা কিছু ছিল সকলই ঐ শক্তি। কাজে কাজেই সেই শক্তিকেই উপাদান কারণ বলিয়াছেন। কিন্তু তাহা সামান্য উপাদান কারণের ন্যায় নহে বিধায় তাহাকে বিবর্ত্ত উপাদান কারণ কহিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে পরব্রহ্মের সেই মহতী শক্তি নিজে উপাদান হইয়া আকাশ, বায়ু, জ্যোতিঃ, জল প্রভৃতি উপাদান সকল আপনা হইতে সৃষ্টি করিয়া লইয়াছে। তাহা দ্বারা ক্রমে এই ব্রহ্মাণ্ড রচিত হইয়াছে। এই ব্যাপারটি বুঝিবার দুইটি দৃষ্টি আছে। এক প্রকার দৃষ্টি এই যে সেই শক্তিই দ্রব্যশক্তি। তাহাই আদি উপাদান। তাহা হইতে মহত্তত্ত্বাবধি সংখ্যাক্রমে স্থূল জগৎ অবতীর্ণ হইয়াছে। জীবাত্মা তাহার অধিকার হইতে স্বতন্ত্র। এই দুইটি পদার্থ অর্থাৎ সেই দ্রব্যশক্তি ও জীবাত্মা—প্রকৃতি ও পুরুষ—স্বীকার করিলেই সৃষ্টিক্রিয়া অবধি মোক্ষ পর্য্যন্ত

সাধিত হয়। দুইয়ের যোগে সংসার এবং বিয়োগে মোক্ষ। ঐ পুরুষই বন্ধমোক্ষের ভাগী। ঐ দ্রব্যশক্তি বা প্রকৃতির চেতনত্ব কল্পনা বা চৈতন্য-মূলকত্ব সংস্থাপনের প্রয়োজন নাই। কেন না তাহা সর্ব্বশক্তি ও সর্ব্বগুণের আধার এবং সৃষ্টির একমাত্র মুল কারণ। এই দৃষ্টির নাম সাংখ্য দৃষ্টি। দ্বিতীয় প্রকার দৃষ্টি এই যে উহা স্বয়ংসিদ্ধ বা জড় নহে, কিন্তু ঈশ্বরের সৃষ্টিশক্তি। ঐ অনির্ব্বচনীয় শক্তি সহকারে ঈশ্বর ব্রহ্মাণ্ড-রচনা করেন। অতএব উক্ত শক্তিতে শক্তিমানরূপে ঈশ্বরই জগৎকারণ। তাহাকে প্রকৃতি বল, অব্যক্ত বল, প্রধান বল, সর্ব্বপদার্থের অ[illegible] পরমাণুরূপী বীজ বল তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু ইহা বলিতেই হইবে যে ঈশ্বরই এই জগতের মূল কারণ এবং তাঁহার সৃষ্টি-শক্তিই সহকারিণী। এই দৃষ্টির নাম ব্রহ্ম-দৃষ্টি। ব্রহ্মদৃষ্টিতে জগৎ মায়িকাবির্ভাব মাত্র। কেননা তাহার দ্রব্যময় কোন সত্য উপাদান ছিল না। ঈশ্বরের শক্তি হইতেই দ্রব্যময় রূপ প্রকাশিত হইয়াছে। সুতরাং ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মায়াময়। ব্রহ্মের আশ্চর্য্য শক্তি। তদ্দারা তিনি না করিতে পারেন এমন কার্য্যই নাই। যে সকল দ্রব্যময় আবির্ভাবের কোন দ্রব্য-বীজ ছিল না, তিনি শক্তি প্রকাশ করিলেন, আর তৎক্ষণাৎ সে সমস্ত সত্যের ন্যায় দেদীপ্যমান হইল। সুতরাং ব্রহ্মদ্রষ্টা বেদান্ত বলেন যে তাঁহার সেই শক্তি মহামায়ারূপিণী। তাহাই সমুস্ত জগতের মায়াময় উপাদান কারণ। কিন্তু জীবাত্মা সে শক্তির অতীত। তিনি ব্রহ্মের স্বরূপোৎপন্ন। তিনি ঐ মায়ার যোগে বদ্ধ—বিয়োগে মুক্ত।

ক্রমশঃ।

পৌরাণিক উপাখ্যান।

অন্যের স্বার্থের সহিত যখন নিজের স্বার্থের সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয় তখনই ধার্ম্মিকের পরীক্ষা। যখন রাজা হরিশ্চন্দ্র মৃগয়াপ্রসঙ্গে অরণ্য পর্য্যটন করিতে ছিলেন তখন তিনি কোন রমণীর আর্ত্তস্বরে একান্ত কাতর হইয়া তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য তথায় উপস্থিত হন। বিশ্বামিত্র উঁহার এই কার্য্যে কুপিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কি জন্য আসিয়াছ। হরিশ্চন্দ্র কহিলেন আর্ত্তত্রাণ দান ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম, সেই জন্য আসিয়াছি। তখন বিশ্বামিত্র কহিলেন যদি তোমার দানে এতই অনুরাগ তবে আমায় দান কর। হরিশ্চন্দ্র শিষ্ট ব্যবহার অনুসরণ পূর্ব্বক কহিলেন আমার যা কিছু আছে সমস্তই আপনার আজ্ঞা করুন আপনার কি চাই। বিশ্বামিত্র কহিলেন রাজন্। তোমার যা কিছু আছে সমস্তই যদি আমার হইল তবে তুমি এখনই আমার অধিকার হইতে বাহির হইয়া যাও হরিশ্চন্দ্র তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। রাজ ঐশ্বর্য্য মনুষ্যের একটী স্পৃহনীয় শক্তি, ইহার বলে পার্থিব অনেক উৎকৃষ্ট কার্য্য সাধিত হইতে পারে, ইহার আকর্ষণ বড় প্রবল কিন্তু হরিশ্চন্দ্র শিষ্টাচার অনুসরণ করিতে গিয়া যখন দেখিলেন বিশ্বামিত্র তাঁহার যথা সর্ব্বস্ব লইতে চান তখন তিনি স্বধর্ম্ম ও সত্যনিষ্ঠার অনুরোধে তদ্বিষয়ে আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। তিনি যে, শিষ্টতা দেখাইবার জন্য ঐরূপ বলিয়া ছিলেন তাঁহার পক্ষে তৎকালে ইহা একটা বলিবার কথা ছিল বটে কিন্তু তিনি আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। তাঁহার হৃদয়ে কি ছিল তাহা অন্তর্যামী জানিয়াছেন কিন্তু বিশ্বামিত্র তাহা বুঝিলেন না, প্রত্যুত তিনি তাঁহার স্বধর্ম্মরক্ষায় ঔদাস্যই বুঝিবেন। সুতরাং হরিশ্চন্দ্র নীরবে সমস্তই

দিলেন। এস্থলে উভয়ের স্বার্থে একটা ঘোরতর সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হইল। হরিশ্চন্দ্রের স্বার্থ পরার্থে বিলীন হইয়া গেল এবং হরিশ্চন্দ্রের এই অটল ধর্ম্মনিষ্ঠার স্তুতিগীত এই ভারতবর্ষের আবাল বৃদ্ধের মুখে গীত হইতে লাগিল। ফলত তাহাই ধর্ম্ম যাহা আপনার স্বার্থকে গৌণ এবং অন্যের স্বার্থকে মুখ্য করে, তাহাই সত্যনিষ্ঠা সামান্য পরিহাস বাক্যেও যাহার স্খলন হয় না।

অনেকে কহিয়া থাকেন হিন্দুজাতির উচ্চ ধর্ম্মজ্ঞান ছিল না। ব্রাহ্মণের দণ্ড নাই, স্থলবিশেষে মিথ্যাপ্রয়োগ দোষাবহ নহে, ইত্যাদি কএকটী স্পষ্ট নৈতিক ব্যভিচার ব্যবহার শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় সত্য কিন্তু ইহা দ্বারা হিন্দুজাতির যে উচ্চ ধর্ম্মজ্ঞান ছিল না একথা প্রমাণ হয় না। কোন একটা জাতিকে বুঝিতে হইলে কেবল তাহার ব্যবহার শাস্ত্র দেখিলেই তাহাকে সম্যক্ বুঝা যায় না। কারণ ব্যবহার শাস্ত্র যেমন ধর্ম্ম ও নীতিকে দেখেন তেমনি তাহার সমাজ ও জাতিকে দেখিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণেরা এখানকার সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। তাঁহারাই নিয়ন্তা, রাজা তাঁহাদেরই ছিল, ক্ষত্রিয়েরা যন্ত্রচালিত পুত্তলীর ন্যায় ইহাঁদের ক্রীড়নক মাত্র ছিলেন। এইরূপ ক্ষেত্রে দুর্নীতি যে কতকটা প্রশ্রয় পাইবে তাহা সম্ভব। ইহাঁরা পক্ষপাত-দূষিত চিত্তে ব্রাহ্মণদিগকে ও সামাজিক ঘটনা বিশেষকে দেখিতেন, সুতরাং ব্যবহার শাস্ত্র হিন্দুর প্রাণকে বুঝাইতে পারে না। যদি ইহা বুঝিতে চাও হিন্দুজাতির চরিত্রসাক্ষী পুরাণ শাস্ত্র দেখ। পুরাণে এমন শত সহস্র ঘটনা আছে যাহা আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে হিন্দুজাতির অপেক্ষা উচ্চ ধর্ম্মজ্ঞান পৃথিবীতে অন্য কোন জাতির ছিল কি না সন্দেহ। এই হরিশ্চন্দ্রেরই বিষয় আলোচনা কর। ইনি যে যথাসর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিলেন ইহা কোন্ অনুরোধে? আমার সর্ব্বস্বদানের কথা শিষ্টাচার-প্রণোদিত এইরূপ বলিলে পাছে বিশ্বামিত্র তাহা না শুনেন; পাছে শিষ্টাচার কি পরিহাসচ্ছলেও একটা কথা বলিয়া তাহার অন্যথায় দুরদৃষ্ট জন্মে এই আশঙ্কায় যথাসর্ব্বস্ব দান কি উচ্চ ধর্ম্ম-বুদ্ধির অনুরোধ নয়? কিন্তু যদি এই হরিশ্চন্দ্র শিষ্টাচারের উল্লেখমাত্র করিয়া স্ববাক্যের প্রত্যাহার করিতেন তাহাতে কি আমরা তাঁহাকে অধার্ম্মিক বলিতাম? স্পষ্টাক্ষরে বলিতে পারি কখনই না। যখন রাজা যুধিষ্ঠির দ্যূতক্রীড়ায় আপনার যথাসর্ব্বস্ব পরিশেষে ভার্য্যা দ্রৌপদীকেও হারিলেন সেই সময় দুরাত্মা দুঃশাসন কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক দ্রৌপদীকে রাজ-সভায় আনিল। রাজার কন্যা রাজার পত্নী আজ তাঁহার এইরূপ অবমাননা। সভাস্থ সমস্ত ভদ্র লোক বিরক্ত হইয়া উঠিল। ভীমসেন রোষকর্কশ চক্ষে জ্যেষ্ঠের প্রতি ঘন ঘন দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। যুধিষ্ঠির একটু ইঙ্গিত করিলে তৎক্ষণাৎ সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয় হইয়া যায়। কিন্তু তিনি দ্যূতে পরাজিত, এমন হৃদয়বিদারক দুঃসহ ব্যাপার দেখিয়াও স্বধর্ম্ম রক্ষা করিতেছেন। ভ্রাতৃগণকে ধর্ম্মবুদ্ধি অটল রাখিবার জন্য বুঝাইতেছেন। তৎকালে দ্রৌপদীর সকরুণ দৃষ্টি ও সকাতর বাক্যে সভাস্থ সকলেরই হৃদয় ব্যথিত। যুধিষ্ঠির দ্যূতে স্ত্রীকে হারিয়াছেন কিন্তু হারিয়াছেন বলিয়াই যে একটী কুলস্ত্রীর—যে সে নয় সতী সাধ্বী পতিব্রতা দ্রৌপদীর মান মর্য্যাদা পদে দলিত করিতে হইবে ইহা কোথাকার কথা। তৎকালে যুধিষ্ঠির যদি এই পরাভব না সহিতেন পৃথিবীতে কে তাঁহার ধর্ম্মলোপ আশঙ্কা করিত। কিন্তু তিনি প্রতীকারে সম্পূর্ণ পরাঙ্মুখ। তিনি দেখিতেছেন আমি ধর্ম্মত পণ রাখিয়া স্ত্রীকে দ্যূতে হারিয়াছি। রক্তমাংসের শরীরে যাহা সহিতে

পারে না তিনি নীরবে তাহা সহিলেন। এই যে অলোকসামান্য সহিষ্ণুতা, ইহা কি অতুচ্চ ধর্ম্মের শিক্ষা নয়?

রামের কথাও উল্লেখ করা আবশ্যক। রাম বিদ্বান বুদ্ধিমান নীতিনিষ্ঠ ও সুশীল। রাজ্যরক্ষায় যা কিছু সদ্গুণ থাকা আবশ্যক তাহা তাঁহার ছিল। কিন্তু তাঁহার রাজ্যাভিষেকের সমস্ত আয়োজন হইয়াছে এই সময়ে রাজা দশরথ যাই বলিলেন বৎস! বনে যাও, রাম আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। তিনি জটাচীর ধারণ করিয়া বনে চলিলেন! এই ব্যাপারে সকলেরই মন রাজার উপর বিরক্ত হইয়া উঠিল। লক্ষ্মণ স্বীয় বালস্বভাবে উত্তেজিত হইয়া রামকে কহিলেন, আমি এখনই সেই স্ত্রৈণ বৃদ্ধ রাজাকে বধ করিয়া আপনাকে রাজ্য দিব। কিন্তু রাম যেমন হাস্যমুখে রাজ্যাভিষেকের জন্য প্রস্তুত হইতে ছিলেন, তেমনি হাস্যমুখেই আবার বনে চলিলেন। পিতৃবাক্যরক্ষা পুত্রের অবশ্য কর্ত্তব্য, কিন্তু পিতা যদি আবার কার্য্যাকার্য্য বিচার না করিয়া অন্যায় আজ্ঞা করেন সেস্থলে পিতৃবাক্যে উপেক্ষা করা শাস্ত্রের অননুমোদিত নহে, রাম ইহা অবশ্যই জানিতেন। কৈকেয়ীর ঈর্ষাবিজৃম্ভিত অনুরোধে রাজা বশীভূত হইয়াছেন। কাজটী হইতেছে দ্বাদশ বৎসরের জন্য রামকে বনবাস দিয়া এতাবৎ কালের মধ্যে ভরতকে রাজ্যে একটা অটল আস্পদ লাভ করাইবার চেষ্টা—স্পষ্ট কথায় রামকে একেকালে পৈতৃক রাজ্যে বঞ্চিত করা। এরূপ একটী অন্যায় ও অসঙ্গত পিতৃকামনা যদি রাম তৎকালে পূর্ণ না করিতেন ইহাতে কি তাঁহার কুপুত্র বলিয়া জগতে দুর্নাম রটিত? কখনই না। কিন্তু রাম দেখিলেন পিতা যে অবস্থাতেই সত্যপাশে বদ্ধ হউন, রাজ্য ভবিষ্যতে তাঁহার হস্তগত হউক আর নাই হউক, পিতৃসত্যরক্ষা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। তিনি আরব্ধ অভিষেক দ্রব্যে দৃক্পাত করিলেন না, ভক্তি প্রীতি ও সদ্ভাবের সহিত সকলের নিকট বিদায় লইলেন এবং হাসিতে হাসিতে বনে চলিলেন। রামের এই যে অসামান্য ত্যাগস্বীকার ইহা কি একটা উচ্চ ধর্ম্মবুদ্ধির দৃষ্টান্ত নয়? সেই জন্য পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যদি হিন্দু জাতির প্রাণকে জানিতে চাও তাহা হইলে পুরাণ অনুসন্ধান কর, ব্যবহার শাস্ত্র দেখিলে তাহা সম্যক বুঝিতে পারিবে না। হিন্দুরা উচ্চ নীতি ও উচ্চ ধর্ম্ম বুঝিতেন এবং তদনুরূপ কার্য্যও করিতেন। পুরাণ শাস্ত্রে ইহার শত সহস্র নিদর্শন আছে।

এক্ষণে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করি। হরিশ্চন্দ্র একজন দানবীর। এরূপ সর্ব্বস্ব দানের দৃষ্টান্ত অতি বিরল। এস্থলে অনেকে কহেন হরিশ্চন্দ্র অবশ্যই দানবীর কিন্তু কেবল শিষ্টাচারের অনুরোধে যাহার প্রসঙ্গ করা হইয়াছিল কেবল গৃহীতার চাতুর্য্যে তাহাই কার্য্যে পরিণত হয়, সুতরাং দানটী দাতার অনিচ্ছাকৃত, এই জন্য হরিশ্চন্দ্র রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া যাইবার সময় মোহিত হইয়াছিলেন। যদি অদ্বৈধ হৃদয়ের প্রবর্ত্তনায় এই কাজটী হইত তাহা হইলে মোহ কেন? যিনি দান করিয়া অনুতপ্ত হন না তিনিই দাতা। সুতরাং হরিশ্চন্দ্রের দান নির্দোষ নহে।

আমরা এ কথা সারবৎ বলিয়া বুঝিলাম না। মোহ মনের একটী নৈসর্গিক ধর্ম্ম, ধৈর্য্য শিক্ষার ফল। মনুষ্য কোন প্রতিকূল অবস্থায় পড়িলে তাহার মনে সহসা মোহ আসিয়া থাকে। পরে যাহার যেরূপ শিক্ষার বল সে তদনুসারে শীঘ্র বা বিলম্বে সেই মোহ দূর করিয়া ধৈর্য্যধারণ করে। মনুষ্যপ্রকৃতি যাহাদের বিলুপ্ত হয় নাই তাহাদের পক্ষেই এই ব্যবস্থা। এস্থলে একটী দৃষ্টান্ত দেই। মনে কর রাক্ষসরাজ রাবণ দূতমুখে যাই পুত্রের যুদ্ধ-

মৃত্যুর কথা শুনিল অমনি নৈসর্গিক পুত্র-বাৎসল্যে মোহিত হইয়া পড়িল। কিন্তু সে বীরভাবে পুষ্ট, শত্রু আসিয়া তাহার বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করিয়াছে, তৎক্ষণাৎ ক্রোধে তাহার আরক্ত নেত্রদ্বয় হইতে জ্বলন্ত প্রদীপ হইতে জ্বলন্ত তৈলবিন্দুর ন্যায় দরদরধারে অশ্রুবিন্দু পড়িতে লাগিল। এই-স্থলে রাবণের অগ্রে মোহ, পরে মনের ভাবান্তর। মোহ বা শোক একজন প্রকৃত বীরের অবশ্যই বিরোধী ধর্ম্ম, কিন্তু সে কখন্? যখন বীরমনে শোক মোহের একটা নৈরন্তর্য্য থাকে। যদি রাবণ পুত্রবিনাশ-শোকে অধীর হইয়া স্ত্রীলোকের ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন কাঁদিতে থাকিত তবেই তাহার বীরত্বে দোষ ঘটিত। এস্থলে রাবণের যে ক্ষণিক মোহ তাহা মনের নৈসর্গিক ধর্ম্ম, পরে যে ভাবান্তর উপস্থিত হয় তাহা শিক্ষার ফল। সে বীরভাবে পুষ্ট সুতরাং তাহা বীরত্বেরই শিক্ষা। হরিশ্চন্দ্রের পক্ষেও এরূপ বুঝিতে হইবে। শৈব্যাতে তাঁহার একটা প্রতিকূল অবস্থা ঘটিল। সে সময় মোহ অপরিহার্য্য, ইহা মনের নৈসর্গিক ধর্ম্ম, পরে তাঁহার ধৈর্য্য উপস্থিত হইল, তাহা শিক্ষার ফল, তিনি ধর্ম্মে পুষ্ট সুতরাং তাহা ধর্ম্মেরই শিক্ষা। এই ক্ষণিক মোহে তাঁহার দানধর্ম্ম দূষিত বলা যাইতে পারে না। বরং তিনি যে মনুষ্যপ্রকৃতি ভ্রষ্ট হন নাই ইহাতে তাহারই পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

কিন্তু ধন্য শৈব্যা, তিনি পতির এই ক্ষণিক মোহেও কহিয়াছিলেন, নাথ! স্বধর্ম্ম স্মরণ কর। তিনি রাজপত্নী কিন্তু আজ পথের ভিখারিণী হইয়াছেন তথাচ তাঁহার মনে বিন্দুমাত্র কষ্ট নাই। যখন অবশিষ্ট যজ্ঞদক্ষিণার নিমিত্ত কৌশিক আসিয়া হরিশ্চন্দ্রকে পীড়ন করেন তখন এই সাধুদর্শিনী স্ত্রী কহিয়াছিলেন, নাথ! ভয় কি, তোমার এখনও ত স্ত্রীপুত্র আছে, ইহাদিগকে বিক্রয় করিয়া স্বধর্ম্মরক্ষা ও অঙ্গীকার পালন কর। ধন্য শৈব্যা, জানি না, তোমা ব্যতীত আর কোন্ নারী এইরূপ উদার বাক্য মুখে আনিতে পারেন। তিনিই যথার্থ স্ত্রী যিনি সুখে দুঃখে স্বামীর অনুকূল, তিনিই যথার্থ স্ত্রী যিনি স্বামীর বিপদে বন্ধু এবং ধর্ম্মে সহায়। শাস্ত্রে কহে ধর্ম্মরক্ষার জন্যই স্ত্রী-গ্রহণ, শৈব্যা, তুমিই এই কথার যাথার্থ্য সপ্রমাণ করিয়াছ।

এক্ষণে বিশ্বামিত্রের সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য আছে। ইনি পরশুরামের সমকালীন লোক* ঐ সময় ব্রাহ্মণদিগের রাজ্যলোভ প্রবল হয়। পরশুরামের একবিংশতি বার পৃথিবীকে নিঃক্ষত্রিয়া করাই তাহার একটী প্রমাণ। পিতার বৈরশুদ্ধি যেমন তাঁহার একটী উদ্দেশ্য সেইরূপ ভূমিতৃষ্ণা চরিতার্থ করাও তাঁহার অপর উদ্দেশ্য ছিল। মহাভারতে দেখা যায় যখন পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া হইল সেই সময় সে স্ত্রীমূর্ত্তি ধারণ করিয়া মহর্ষি কশ্যপের নিকট গিয়া কহিল পরশুরাম কেবল আমারই নিমিত্ত ক্ষত্রিয়বংশ বিনাশ করিয়াছেন †। পৃথিবীর এই বাক্যে যে আমারই নিমিত্ত এই কথাটী আছে ইহাই পরশুরামের ভূমিতৃষ্ণার প্রমাণ। ফলত ব্রাহ্মণদিগের এই ভূমিতৃষ্ণা ও আধ্যাত্মিক আধিপত্য লাভের চেষ্টা হইতেই বৌদ্ধধর্ম্মের সৃষ্টি হয়। ব্রাহ্মণেরা শাসন ও ধর্ম্ম এক হস্তে রক্ষা করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন কিন্তু ফলে তাহা ঘটিল না। তৎকালীন ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে ধর্ম্ম ও শাসন দুইটী বিরোধী পদার্থ ছিল। যাঁহারা সর্ব্বভূতসমদর্শী, ঈশ্বর ভিন্ন যাঁহারা পদার্থান্তর স্বীকার করি-

* বিশ্বামিত্র সত্যবতীর ভ্রাতা এবং পরশুরাম সত্যবতীর পৌত্র।

† এতেষাং পিতরশ্চৈব তথৈব চ পিতামহাঃ
মদর্থং নিহতা যুদ্ধে রামেণাক্লিষ্টকর্ম্মণা।
মহাভারত ধর্ম্মরাজ।

তেন না, যাঁহাদের চক্ষে এই জগৎ মায়া-কল্পিত ক্ষণিক, যাঁহারা নিজের অস্তিত্বে সন্দিহান, সর্ব্বসন্ন্যাস যাঁহাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়, আত্মার সহিত পরমাত্মার যোগ নিবদ্ধ করিয়া আত্মবিস্মৃত হওয়া যাঁহাদের লক্ষ্য, ভোগসুখ যশমান খ্যাতি যাঁহাদের বিষবৎ পরিত্যাজ্য, সরলতাই যাঁহাদের আত্মার উপাদান, ক্রোধকে জয় করা যাঁহাদের সিদ্ধি, এবং বাসনাত্যাগই যাঁহাদের শান্তি, শাসন ও ধর্ম্ম সেই সমস্ত ব্রাহ্মণের হস্তে যুগপৎ কখনই থাকিতে পারে না। পরশুরামের ন্যায় অনেকে যুদ্ধ করিয়া এবং বিশ্বামিত্রের ন্যায় অনেকে কৌশল করিয়া ক্ষত্রিয়দিগের হস্ত হইতে রাজ্য লইয়াছিলেন কিন্তু পরিশেষে তাঁহারা তাহা রক্ষা করিতে পারেন নাই। আপনাদিগের ধর্ম্মকর্ম্ম বিপর্যস্ত হইবার উপক্রম দেখিয়া পুনরায় ক্ষত্রিয়ের কার্য্য ক্ষত্রিয়দিগকেই প্রত্যর্পণ করেন। বলপূর্ব্বক রাজ্যগ্রহণের প্রমাণস্থল পরশুরাম এবং কৌশল পূর্ব্বক রাজ্যগ্রহণের প্রমাণস্থল বিশ্বামিত্র। এক্ষণে ইহা একটু স্পষ্টার্থে প্রতিপাদন করা আবশ্যক। যাই হরিশ্চন্দ্র শিষ্টাচার প্রদর্শনার্থ কহিলেন আমার রাজ্য সম্পদ সমস্তই আপনার, এই সুযোগটুকু পাইবা মাত্র বিশ্বামিত্র অমনি কহিলেন তোমার রাজ্যসম্পদ যদি আমারই হইল তবে আমার অধিকারে বাস করা আর তোমার উচিত হয় না। এস্থলে হরিশ্চন্দ্রের নিকট এইরূপ সুযোগে রাজ্যগ্রহণ বিশ্বামিত্রের কৌশল ভিন্ন আর কিছুই নহে। বাহুবল ও কৌশলে গ্রহণ দুইই লোভের কার্য্য বটে কিন্তু বাহুবল পুরুষকারসাধ্য, সুতরাং ঘৃণার পদার্থ নহে; কিন্তু কৌশল পূর্ব্বক গ্রহণে অন্যের ঘৃণার উদ্রেক হইয়া থাকে। এই হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যানে তাহাই দেখা যায়। পুরাণকর্ত্তা কবিগণ আদ্যন্ত বিশ্বামিত্রকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়াছেন এবং অন্যকেও তদ্রূপ দেখাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। যখন হরিশ্চন্দ্র রাজ্যচ্যুত হইয়া স্ত্রীপুত্রের সহিত নগর ত্যাগ করেন সেই সময় নগরের যাবদীয় লোক দুঃখভরে তাঁহাকে আসিয়া বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। তৎকালে বিশ্বামিত্র ক্রোধান্ধ হইয়া রাজা ও রাজ্ঞীকে শীঘ্র বাহির করিয়া দিবার জন্য দণ্ডকাষ্ঠ প্রহার করিয়াছিলেন। যিনি অসূর্য্যম্পশ্যরূপা তিনি আজ রাজপথে, আর যিনি ধর্ম্মানুরোধে স্বর্ণমুষ্টি ও ধূলিমুষ্টি সমান জ্ঞান করিয়াছেন তিনি কৌশললব্ধ রাজ্য নিষ্কণ্টক করিবার আশয়ে সেই রাজ্ঞীকে রাজার সহিত প্রহার করিয়া তাড়াইতেছেন; ইহা স্মরণ করিলে প্রহর্ত্তার উপর কাহার না ঘৃণার উদ্রেক হয়। আরও, কবি যখনই হরিশ্চন্দ্রের নিকট বিশ্বামিত্রকে আনিয়াছেন তখনই ভয়ে হরিশ্চন্দ্রের হৃৎকম্প মূর্চ্ছা ও জলসেচনাদি দ্বারা সংজ্ঞা সম্পাদনের বর্ণন আছে। ইহার অভিপ্রায় কি, অবশ্য ঋণ প্রতিশোধে অসমর্থ বোধ করিলে অধমর্ণ উত্তমর্ণকে দেখিলে ভীত হয়, কিন্তু এস্থলে উত্তমর্ণ কে? না ক্ষমাই যাঁহাদের শিক্ষিত বিদ্যা, ব্রহ্মজ্যোতিতে যাঁহারা জ্যোতিষ্মান, যাঁহাদের প্রশান্ত সৌম্যমূর্ত্তি দেখিলে দুরন্ত হিংস্র জন্তুও হিংসা ত্যাগ করে সেই ব্রাহ্মণ। তবে যে বিশ্বামিত্রকে দেখিবামাত্র হরিশ্চন্দ্রের এত ভয় হয় তাহা বিশ্বামিত্রেরই ব্রাহ্মণোচিত লক্ষণ ও গুণের অভাব-বোধক। কবি তাহাই দেখাইয়াছেন এবং তাঁহার উপর লোকের ঘৃণা উৎপাদন করিয়াছেন। পরিশেষে হরিশ্চন্দ্র যখন অর্থের জন্য আত্মবিক্রয়ে উদ্যত হন তখন এক চণ্ডাল আসিয়া বিশ্বামিত্রকে প্রার্থনাধিক অর্থ দিয়া উহাঁকে ক্রয় করে। ব্রাহ্মণ নির্লোভ ও নিস্পৃহ, যে নিঃস্ব তাহার স্ত্রীপুত্র বিক্রয় ও পরিশেষে তাহাকে বিক্রয় করিয়া অর্থসংগ্রহ করা ব্রাহ্মণের কথা কি

যে নীচ বৃত্তি আশ্রয় করিয়া দিনপাত করে সেই নীচ বর্ণেরও কর্ত্তব্য নয়। এস্থলে এক জন নীচ অস্পৃশ্যজাতি চণ্ডাল আসিয়া বিশ্বামিত্রকে প্রার্থনাধিক অর্থ দিয়া যে হরিশ্চন্দ্রকে ক্রয় করিল ইহা দ্বারা কবি দেখাইলেন বিশ্বামিত্র চণ্ডাল অপেক্ষাও ঘৃণার্হ। বিশ্বামিত্র অর্থপিশাচ আর যে প্রাপ্য মূল্য অপেক্ষা অধিক দিল সেই চণ্ডাল অর্থে নিস্পৃহ। সুতরাং নির্লোভ চণ্ডালও ব্রাহ্মণ আর লুব্ধস্বভাব ব্রাহ্মণও চণ্ডাল কৌশলে ইহাই বলা হইল। এই বিশ্বামিত্রের লোভ যেমন প্রবল ক্রোধও তেমনি প্রবল। এই জন্য নাটককারেরা ইঁহার নাম চণ্ড কৌশিক রাখিয়াছেন।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে বিশ্বামিত্রের ন্যায় আরও তো অনেক অগ্নিশর্ম্মা ব্রাহ্মণ ছিলেন তবে ইহাঁরই উপর এত বিদ্বেষ কেন। বিশ্বামিত্রের উপর পুরাণকার কবিদিগের এই যে ব্যঙ্গোক্তি ইহার একটী বিশিষ্ট কারণ আছে। বিশ্বামিত্র জন্মে ক্ষত্রিয় ছিলেন কিন্তু কর্ম্মগুণে ব্রাহ্মণ হন। বোধ হয় যখন গুণানুরোধে জাতিত্ব লাভ ভারতবর্ষে একরূপ রহিত হইয়া আসিতেছে ইহা সেই সময়ের ঘটনা। পুরাণে দেখিতে পাই বিশ্বামিত্র ব্রাহ্মণত্ব লাভের জন্য যতই চেষ্টা করিতেছেন ততই শুনিতেছেন ব্রাহ্মণত্ব-প্রতিপাদক গুণ এখনও তোমার জন্মে নাই। ব্রাহ্মণদিগের ইচ্ছা নয় যে ইহাঁকে ব্রাহ্মণ করিয়া লন! এইরূপ অনেক ব্যাঘাত মনোভঙ্গ ও তপস্যার পর বিশ্বামিত্র যেন জোর করিয়া ব্রাহ্মণত্ব আদায় করিলেন। যাহা দিতে ইচ্ছা নাই তাহা অনুরোধে পড়িয়া দিতে হইলে অবশ্যই একটু মনোমালিন্য হয়। ব্রাহ্মণদিগের বিশ্বামিত্রের উপর সম্ভবত তাহাই হইয়াছিল। এবং কবিরাও এই সুযোগটুকু পাইয়া জনসমাজে গূঢ়ভাবে তাঁহাকে অপদস্থ করিবার চেষ্টা পাইয়াছেন।

কবি-প্রকৃতির দোষ।

কবিদিগের অনেক গুণ। যিনি প্রকৃত কবি তিনি কখন নীচমনা হইতে পারেন না। তাঁহার মন স্বভাবতঃ মহৎ। তাঁহার মন মহৎ ভাব মধ্যে সর্ব্বদা সঞ্চরণ করে। সেই সকল মহৎভাবের সঙ্গে সহবাস করিয়া তাঁহার মন মহৎ হইয়া পড়ে। প্রকৃত কবিরা স্বভাবতঃ সরল ও অমায়িক। তাঁহাদিগের চিত্তে নিরন্তর প্রেম বিরাজ করিতেছে তজ্জন্য তাঁহারা সরল ও অমায়িক স্বভাব না হইয়া থাকিতে পারেন না। তাঁহারা স্বভাবতঃ ধর্ম্মানুরাগী। কবি কখন নাস্তিক হইতে পারেন না। মেকলে বলিয়াছেন যে কবি শেলী নাস্তিক হইলেও তাঁহার কবিতার মধ্যে মধ্যে আস্তিকতা ও প্রগাঢ় ধর্ম্মভাব ফুটিয়া পড়িয়াছে। কবিরা যেমন ধর্ম্ম বিষয়ে প্রবচন সকল উক্ত করিয়াছেন এমন ব্যবসায়ী ধর্ম্মোপদেষ্টারা পারেন নাই। তাঁহাদিগের এক একটি বাক্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে মহাবাক্য স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহারা তাঁহাদিগের সুধাসিক্ত উপদেশ দ্বারা লোককে ধর্ম্মপথে আনিতে যেরূপ কৃতকার্য্য হয়েন এমন ব্যবসায়ী ধর্ম্মোপদেষ্টারা হয়েন না।

কিন্তু কবিদিগের এই সকল গুণ থাকিলেও তাঁহাদিগের কতকগুলি দোষ উপলব্ধি হইয়া থাকে।

কবিরা অত্যন্ত সৌন্দর্য্যপ্রিয়। তাঁহারা যেমন মহত্ত্ব-প্রিয় তেমনি সৌন্দর্য্য-প্রিয়। তাঁহারা সৌন্দর্য্য বড় ভাল বাসেন। তাঁহাদিগের রূপ-লালসা বড় প্রবল। তাঁহাদিগের জীবন রূপগত জীবন বলিলে হয় কিন্তু এইরূপ প্রকৃতির দোষ এই যে,এই রূপ-লালসা তাঁহাদিগের চরিত্রকে অবিশুদ্ধ করিয়া ফেলে। কবি হয় তো কোন সুন্দর রমণীর সঙ্গে প্রথমে বিশুদ্ধ প্রণয় করিতে অভিলাষ করেন কিন্তু

রক্ত মাংসের ক্ষীণতা প্রযুক্ত বিশুদ্ধ প্রীতির নামে অবিশুদ্ধ প্রীতি আসিয়া তাঁহার বিনাশ সাধন করে। সাহিত্যের পুরাবৃত্তে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। ইংরাজী কবি বায়রণের দৃষ্টান্ত সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান।

কবিদিগের চিত্ত অশান্তিপূর্ণ। তাঁহাদিগের চিত্ত সর্ব্বদা উদ্বেল রহিয়াছে। এক একটি ভাব আসিয়া তাঁহাদিগের মনে উত্তাল তরঙ্গ উঠাইতেছে। কখন উল্লাসের তরঙ্গ, কখন বিস্ময়ের তরঙ্গ, কখন উদাত্ত ভাবের তরঙ্গ, কখন সুন্দর ভাবের তরঙ্গ তাঁহাদিগের মনকে নাচাইয়া তোলে। এরূপ অবস্থায় মন কখন শান্ত থাকিতে পারে না।

কবিরা সাংসারিক কষ্ট-অসহিষ্ণু। তাঁহারা সাংসারিক কষ্ট সহ্য করিতে পারেন না। এ সংসার দুঃখক্লেশপূর্ণ সংসার। অন্য লোকে দুঃখ সহ্য করিয়া করিয়া দুঃখ বিষয়ে কঠোর হইয়া যায় কিন্তু কবিদিগের প্রকৃতি এমনি যে প্রত্যেক নূতন দুঃখ দুঃখে অনভ্যস্ত লোককে যেমন ক্লেশ প্রদান করে তাঁহাদিগকে সেইরূপ ক্লেশ প্রদান করে।

কবিরা অতিশয় প্রমোদপ্রিয়। কবিরা যেমন দুঃখে অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করেন তেমনি সুখে অত্যন্ত সুখ অনুভব করেন। তাঁহারা আমোদ প্রলোভন অতিক্রম করিতে পারেন না। তাঁহারা আমোদ-তরঙ্গে গাত্র ঢালিয়া দিয়া আপনারা আপনাদিগের বিনাশ সাধন করেন। কবিরা আমোদ প্রমোদোন্মত্ত হইয়া তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম অবহেলন করেন। ইহাতে ঘোর অনিষ্টের উৎপত্তি হয়।

এই সকল দোষ নিরাকরণের একমাত্র উপায় ধর্ম্ম। পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে ধর্ম্মানুরাগ কবি-প্রকৃতি হইতে কখন পৃথক থাকিতে পারে না। ধর্ম্মানুরাগ প্রকৃত কবিদিগের প্রকৃতিগত লক্ষণ কিন্তু ধর্ম্মের যে অঙ্কুর তাঁহাদিগের প্রকৃতিতে স্বভাবতঃ নিহিত আছে তাঁহাদিগের কর্ত্তব্য যে সেই অঙ্কুরকে প্রযত্ন দ্বারা বিকশিত করেন। কবি-প্রকৃতি ধর্ম্মের শাসনাধীন না থাকিলে কবিদিগের সম্বন্ধে তাহা মহান্ বিনাশের হেতু হয় "মহতী বিনষ্টিঃ"। কবি যদি ধর্ম্মের অধীনে আপনাকে স্থাপন করেন তাহা হইলেই মঙ্গল নতুবা কোন মতে মঙ্গল নহে। কবি যদি আপনাকে ধর্ম্মের অধীনে আপনাকে স্থাপন করেন তাহা হইলে তিনি আপনার প্রকৃতিগত রূপ-লালসাকে সংযত করিতে পারেন, প্রবল বাত্যাঘাতে পীড়িত আটলাণ্টিক বক্ষসম আপনার অশান্ত প্রকৃতিকে পরিশান্ত করিতে পারেন, সাংসারিক কষ্ট সহ্য করিতে সক্ষম হয়েন এবং আপনার আমোদ-স্পৃহাকে নিয়মিত করিতে পারেন। কোন প্রকৃত কবিকে আপনাকে ধর্ম্মের শাসনে স্থাপন করিয়া ঈশ্বরের মহিমা ও ধর্ম্মের মহিমা গান করিতে এবং সদুপদেশ দ্বারা মনুষ্যকে সৎপথে প্রবৃত্ত করিতে দৃষ্ট হইলে তাঁহাকে একটি দেব পুরুষের ন্যায় জ্ঞান হয়।

১৮৭২ শকের ৩ আইন।

এই পত্রিকায় পূর্ব্বে আমরা এ বিষয়ে যে সকল প্রস্তাব প্রকাশ করিয়াছি তাহা পাঠ করিয়া ব্রাহ্ম পাঠক অবশ্য প্রতীতি করিয়াছেন যে ব্রাহ্মধর্ম্মের বিধানানুসারে বিবাহ ধর্ম্ম-প্রধান বিবাহ আর উল্লিখিত আইনানুসারে বিবাহ ধর্ম্মশূন্য বিবাহ। যেমন তৈল জল উভয়ে মিশে না তেমনি এই দুই প্রকার বিবাহ-প্রণালী কখন মিশিতে পারে না। এই অস্বাভাবিক মিশ্রণের অসুবিধা সকল ব্রাহ্মেরা এখনই অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছেন আর চিরকালই অনুভব করিবেন যেহেতু

আমাদিগের এই বিষয়ে শেষ প্রস্তাবে প্রদর্শিত কারণ বশতঃ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাদিগের সকল কথা শুনিতে সক্ষম হইবেন না অতএব আমরা অনুরোধ করি যে তাঁহারা ঐ ধর্ম্মশূন্য বিবাহপ্রণালী একেবারে পরিত্যাগ করিয়া ফলাফল ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক ধর্ম্মপ্রধান বিবাহ-প্রণালী অবলম্বন করেন। ধর্ম্মপ্রাণ ব্রাহ্মদিগের ধর্ম্মের এইরূপ অনুগত হওয়াই কর্ত্তব্য। যদি তাঁহারা একান্ত সাংসারিক বিবেচনা দ্বারা প্রয়োজিত হয়েন তাহা হইলেও তাঁহাদিগের বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে যখন ভারতবর্ষস্থ অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিবাহ-প্রণালী আদালতে গ্রাহ্য হইতেছে তখন ব্রাহ্মবিবাহ-প্রণালী আদালতে গ্রাহ্য কেন না হইবে?

সর্প*।

পূর্ণ-জ্ঞান পূর্ণ-মঙ্গল-স্বরূপ ঈশ্বরের রাজ্যে কিছুমাত্র ব্যর্থ সৃষ্টি নাই। তাঁহার অতুলন ঐশীশক্তি-প্রভাবে যাহা কিছু সৃষ্ট হইয়াছে, সমুদায়ই জগতের কল্যাণ-সাধন ও সুখ-সমুৎপাদনেরই নিমিত্ত। আমরা তাঁহার নিগূঢ় লক্ষ্য, দুরবগাহ্য অভিপ্রায় সুন্দররূপে বুদ্ধির আয়ত্ত করিতে না পরিয়া অনেক সময়ে তাঁহার পূর্ণ-মঙ্গল-স্বরূপে সন্দিহান হইয়া থাকি; অথচ আপনারদের অজ্ঞতা বা অদুরদর্শিতা সহজে স্বীকার করিতে চাহি না। যিনি আমারদের প্রার্থনার পূর্ব্বে সুখ-স্বচ্ছন্দতা সাধনের জন্য পৃথিবীকে অসংখ্য ধন রত্নে অপর্য্যাপ্ত সুখদ দ্রব্য-সামগ্রীতে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন, যিনি আকাশের চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ-নক্ষত্রাদিকেও আমারদের শুভ-সমুৎপাদনে নিয়োগ করিয়া দিয়াছেন, যিনি আমারদিগকে প্রতি নিমেষে প্রতি নিঃশ্বাসে বহুবিধ দুর্লক্ষ্য বিঘ্ন-রাশি হইতে উদ্ধার করিতেছেন; আমারদিগের অজ্ঞতা দুর্ব্বলতা বা অসাবধানতা প্রযুক্ত কিছু মাত্র অনিষ্ট সংঘটিত হইলে, তাঁহার নিষ্কলঙ্ক মঙ্গল-স্বরূপে যে দোষারোপ করিতে অগ্রসর হই, ইহা আমারদিগের সামান্য স্পর্দ্ধা, সামান্য অজ্ঞানতা ও কৃতঘ্নতার বিষয় নহে। একটু স্থির চিত্তে তাঁহার কৌশল-কলাপ আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার অভ্রান্ত মঙ্গল-স্বরূপের জাজ্জল্যতর নিদর্শন সন্দর্শন করিয়া আমারদের অজ্ঞতা ও মূঢ়তা জন্য পশ্চাৎতাপে নিতান্তই সন্তপ্ত হইতে হয়।

ঈশ্বরের সংসার-রাজ্য, অসংখ্য উদ্‌ভিদ ও অগণ্য কীটপতঙ্গ, জীব জন্তুতে পরিপূর্ণ। তিনি যে কেবল স্বীয় অসামান্য সৃষ্টি-শক্তি প্রকাশের জন্য ইহারদিগকে সৃজন করিয়াছেন, তাহা নহে, ইহার দ্বারা জীব-রাজ্যের সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইবে, জগতের প্রভুত কল্যাণ সমুৎপাদিত হইবে; সৃষ্টির মুলে তাঁহার এই মহান্ মঙ্গল উদ্দেশ্য নিহিত রহিয়াছে। কি জড়-উদ্‌ভিদ, কি জীব-জন্তু, সকলেরই প্রকৃতিকে তিনি তাঁহার সেই মঙ্গল লক্ষ্য-সাধনের অনুকুল করিয়া দিয়াছেন। এবং সকলেই সেই ব্রহ্মাণ্ডাধিপতির আদেশ সমবেত-চেষ্টা দ্বারা সৃষ্টিকাল হইতে প্রতিপালন করিতেছে। কি জলচর মৎস্য-কুম্ভীর, কি স্থলচর জীব-জন্তু, কি খেচর পক্ষী-পতঙ্গ, কি গহ্বরবিবরশায়ী বিষধর ভুজঙ্গ, কেহই তাঁহার মঙ্গলময়ী ইচ্ছার বিরুদ্ধে এক পদও অগ্রসর হইতে পারে না; প্রত্যুত প্রাণপণে সকলেই তাঁহার জগতের কল্যাণসাধন করিতেছে। আমরা সর্পের সৃষ্টির লক্ষ্য এবং তাহার জীবন-ক্রিয়া পর্য্যালোচনা না করিয়া সর্পকে সাক্ষাৎ কাল-স্বরূপ

* শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় ভবানীপুর আয়ুর্ব্বেদীয় সভায় ১৩ শ্রাবণ রবিবার যে বক্তৃতা করেন, তাহারই সারাংশ উদ্ধৃত হইল।

এবং জীব-জগতের মহা অনিষ্টকর ও ভয়ঙ্কর প্রাণী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে থাকি। সর্প-শরীরের নির্ম্মাণ-প্রণালী এবং তাহার স্বভাব প্রকৃতি, তাহার নিবাসস্থান ও তাহার ভক্ষ্য ভোজ্য-পদ্ধতি প্রভৃতির বিষয় আলোচনা করিয়া দেখিলে সর্পকে মনুষ্যের দুর্জ্জয় শত্রু এবং মহা অনিষ্টকারী জীব বলিয়া কখনই স্বীকার করা যায় না।

১। সর্প-শরীর-কঙ্কাল নিরবচ্ছিন্ন সুক্ষ্ম অস্থি-বলয় দ্বারা পরস্পর-গ্রথিত। সেই জন্য সে তাহার শরীর সহজে সঙ্কুচিত ও প্রসারিত করিতে পারে। সে পেশীর বল-প্রভাবেই গমনাগমন করিয়া থাকে। তাহার শরীরের অধোভাগ অতিশয় মসৃণ, সুতরাং বন্ধুর স্থানে সে যেমন সহজে দ্রুতগতিতে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হয়, মনুষ্যের সুচিক্কণ গৃহ-তলে বা গৃহ-প্রাচীরে তাদৃশ বেগে গমনাগমন বা উত্থান অবতরণ করিতে শক্ত হয় না। সর্প নিঃশব্দে প্রায়ই মনুষ্যের গৃহমধ্যে বিচরণ করিতে পারে না। তাহার শরীরের ঘর্ষণ ও গর্জ্জন শব্দে এবং কোন কোন সর্পের গাত্র-গন্ধেও মনুষ্য সর্প আগমনের নিদর্শন প্রতীতি করিয়া অনায়াসে সাবধান ও সতর্ক হইতে পারে। সর্প কোন-রূপে আক্রমণ করিতে উদ্যত হইলে, একটু গুরুতর আঘাত দ্বারা তাহার শরীরের মধ্যভাগের দুই একটি অস্থি-বলয় ভগ্ন করিয়া দিলে অমনি তাহার গতি-রোধ হইয়া যায়। শিরোদেশে অত্যল্প আঘাত করিলেই তৎক্ষণাৎ সে মৃত্যু-মুখে নিপতিত হয়। সুতরাং গো-মহিষ ব্যাঘ্র-সিংহ মৃগ-ভল্লুকাদি অপেক্ষা সর্পকে কোনরূপেই অজেয় শত্রু বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না।

২। সর্প-জাতি অতিশয় ভীরু। অত্যল্প ভয়-প্রদর্শন করিলেই তৎক্ষণাৎ প্রাণ-ভয়ে দ্রুতবেগে পলায়ন করিয়া থাকে। যতই কেন বৃহদাকার তীব্র বিষধর সর্প হউক না, মনুষ্যের উত্থান অবতরণ অথবা গমনাগমন নিদর্শন কিছুমাত্র প্রাপ্ত হইলে সে নির্জন নিভৃত স্থানে লুকায়িত বা প্রস্থান করিবার জন্যই চেষ্টা পায়। মনুষ্য অসাবধানতা বশত তাহার শরীরে পদার্পণাদি করিলে বৈর-নির্য্যাতনের নিমিত্ত যত না হউক, আত্ম-রক্ষার জন্যই দংশন করিয়া থাকে। ব্যাঘ্র ভল্লুক মকর-কুম্ভীরাদির ন্যায় সর্প কখনই মনুষ্যকে নিহত করিবার জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকে না। অথবা তাহার অনুসরণ করে না। মনুষ্য গো মহিষ প্রভৃতি সর্পের খাদ্য বস্তু নহে। মনুষ্য প্রভৃতিকে ভক্ষণ করিলে যেমন অপরাপর হিংস্রক জন্তুর ক্ষুধানিবৃত্তি হয়, সর্প কোন জীবকে দংশন করিলে তাহার সেরূপ ক্ষুৎ-পিপাসা শান্তি হয় না; তবে যে সে দংশন করে, সে কেবল ভয় বিপত্তি হইতে নিষ্কৃতি পাইবারই জন্য।

৩। গ্রীষ্ম-প্রধান প্রদেশ, খাল বিল বাদা নিম্নতল শস্য-ক্ষেত্র, অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন দুর্গন্ধময় অস্বাস্থ্যকর অন্ধকারাবৃত নির্জ্জন এবং কদর্য্য স্থান প্রভৃতিই সর্পের স্বাভাবিক আবাস-ভূমি। নগর গ্রাম প্রভৃতি লোকালয় তাহার নিরাপদ নিকেতন বা প্রিয়-আবাস-স্থান নহে। পৃথিবীতে বহুজাতীয় সর্প বর্ত্তমান আছে, কিন্তু তন্মধ্যে বিষধর সর্প-জাতির সংখ্যা অতি অল্প। অনেকানেক সুপ্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত অবধারণ করিয়াছেন যে ফণাবিশিষ্ট ভুজঙ্গগুলিই বিষধর কিন্তু ভারতবর্ষে বোড়া কানোড় প্রভৃতি কয়েকটী ফণাবিহীন বিষধর সর্প দৃষ্ট হইয়া থাকে। তাহারদিগের দংশনে মনুষ্যের আশু মৃত্যু না হউক কিন্তু তাহা যৎপরোনাস্তি পীড়াদায়ক ও কষ্টকর। শীতকালে বা হিম প্রধান দেশে অথবা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্থানে বিষধর সর্প

দিগকে প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। উদভিদ বা জন্তু-বিকার-পূর্ণ গ্রীষ্মপ্রধান দুর্গন্ধময় নির্জ্জন ভূমিতেই বিষধর সর্প অবস্থান করে। মনুষ্যের নিবাস-নিকেতনাদি যখন তাদৃশ দুরবস্থাপন্ন হইয়া পড়ে, তখনই সুতরাং তাহা সর্পাদির আবাস-ভূমি হইয়া উঠে।

৪। ভেক কীট পতঙ্গ প্রভৃতি সর্পের আহার্য্য বস্তু হইলেও তাহারা বায়ু-ভুক বলিয়াও চির-প্রসিদ্ধ আছে। ঈশ্বরের জন্তু-রাজ্যের মধ্যে পরস্পর খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ নির্দ্দিষ্ট থাকাতে প্রাণি-রাজ্যের প্রাকৃতিক সামঞ্জস্য রক্ষা পাইতেছে। কোন একটী বিশেষ জীবশ্রেণী অতিমাত্র বর্দ্ধিত হইয়া অপরাপর প্রাণির অনিষ্ট সাধন বা কষ্ট ক্লেশ সমুৎপাদন করিতে পারে না। যখনই প্রাণি-বিশেষ অতিমাত্র বর্দ্ধিত হয়, অমনি অপর প্রাণিগণ তাহারদিগকে ভক্ষণ করিয়া প্রাকৃতিক সামঞ্জস্য রক্ষা করে, কেহ কাহাকে একাধিপত্য করিতে দেয় না। ভেক জাতি অতিমাত্র বর্দ্ধিত হইলে সর্প প্রভৃতি তাহারদিগকে ভক্ষণ করে, সর্পশ্রেণী বৃদ্ধি পাইলে ময়ুর, বাজ, হাড়গেল, বেজী, আরণ্য গোধিকাদি তাহারদিগকে উদরসাৎ করিয়া থাকে। সর্প, সর্প ডিম্ব ও সর্প-শিশুকে যে আহার করে, ইহাও অনেকের অবিদিত নাই। পরমেশ্বর সর্পের সৃষ্টি না করিলে, ভেক ও কীট-পতঙ্গাদির বর্দ্ধন এবং উৎপীড়নে অপরাপর প্রাণিগণকে বিশেষ কষ্ট ক্লেশে রোগ-যন্ত্রণায় উৎপীড়িত হইতে হইত। সর্প দ্বারা জগদীশ্বরের মঙ্গল-রাজ্যে সেই অমঙ্গল-স্রোত কিয়ৎ পরিমাণে অবরুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। সর্প বায়ুভুক। মৎস্য যেমন জল-মধ্যে অবস্থান পূর্ব্বক নিক্ষিপ্ত থুৎকার, দেহ ও বস্ত্রমলাদি এবং জলাশয়গর্ব্ভস্থ পঙ্কজাত অনিষ্টকর পদার্থপুঞ্জ ভক্ষণ করিয়া জলের নির্ম্মলতা সাধন করত আপনারা পরিপুষ্ট হয়, তেমনি সর্প বায়ু-ভুক হইয়া বায়ু-সাগরে অবস্থান করত বায়ু-মিশ্রিত মহা অনিষ্টকর প্রাণ-সংহারক বায়বীয় পদার্থ সকল উদরসাৎ করিয়া বায়ুকে নির্ম্মল ও বিশুদ্ধ করিয়া আপনারা বলশালী হইয়া থাকে।

ইহা একটী স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে আহারের গুণেই জীব-জন্তুদিগের প্রকৃতি শান্ত সহিষ্ণু ও নিরীহ হইয়া থাকে, আহারের প্রভাবেই প্রাণি-মাত্রেই অতি উগ্র ও হিংস্র স্বভাব প্রাপ্ত হয়। সেই জন্যই ফল-মুল-উদ্ভিদ্-ভোজী হয় হস্তী, গো, মহিষ প্রভৃতি, মাংসাসী সিংহ শার্দ্দূলাদি অপেক্ষা অতিশয় সুবোধ সহিষ্ণু ও কার্য্যক্ষম হইয়া থাকে। সেই কারণেই সর্পজাতি আহারের দোষেই হিংস্র স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। যে কারণে ব্যাঘ্র, ভল্লুক, শৃগাল, কক্কুর প্রভৃতির নখ-দন্তাদি বিষাক্ত, সেই কারণেই সর্প মারাত্মক বিষ-ধর হইয়া উঠিয়াছে। গ্রীষ্ম-প্রধান প্রদেশই বিষ-ধর সর্পের জন্ম-ভূমি। গ্রীষ্ম-প্রধান স্থানে সূর্য্য-তাপের আধিক্য বশত জন্তু ও উদ্ভিদ-বিকার অতিমাত্র বৃদ্ধি পায়, তাহা বোধ হয় সকলেই প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করিয়াছেন। প্রখর সূর্য্য-রশ্মি-প্রভাবে যখন খাল বিল তড়াগ প্রভৃতি শুষ্ক হইতে আরম্ভ হয়, তখন তন্মধ্য-স্থিত তৃণ গুল্ম, লতা শৈবাল এবং কীট পতঙ্গ শুক্তিকা শম্বুক প্রভৃতি মৃত্যু-মুখে নিপতিত হইয়া ভূরি পরিমাণে উদ্ভিদ ও জন্তুবিকার-সম্ভূত অনিষ্টকর উদজান গন্ধক যবক্ষারজান অঙ্গারক *

* উদ্ভিদ ও জন্তু-বিকার হইতে প্রধানত উদজান গন্ধক যবক্ষারজান অঙ্গারক প্রভৃতি অনিষ্টকর বিষ-বায়ু বাষ্পাকারে সমুদ্ভূত হয়; ডাক্তার আরম্‌এস্‌ট্রং পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে সর্প-গরলে ঐ সকল পদার্থই নিম্নলিখিত পরিমাণে বিদ্যমান আছে। যথা অঙ্গারক ৪৫.৭৬, যবক্ষার জান ১৪.৩, উদযান ৬.৬ গন্ধক ২.৫।

প্রভৃতি বাষ্পীয় পদার্থ দ্বারা বায়ুরাশিকে বিষাক্ত ও অস্বাস্থ্যকর করিয়া তোলে। সূর্য্য-কিরণ প্রভৃতি দ্বারা দিবসে যতদূর বায়ু সাগর বিশোধিত হইবার তাহা তো হইয়াই থাকে; সূর্য্য অস্তমিত হইলে অপরাপর নিশাচর প্রাণির ন্যায় গহ্বর বিবর, তৃণ গুল্ম-রাশির অভ্যন্তর হইতে আহার অন্বেষণার্থ বিষধর সর্প সমূহ বিনির্গত হইয়া যেমন কীট পতঙ্গ ভক্ষণ করে, তেমনি মৎস্যের সলিল-মল আহারের ন্যায়, সর্প বায়ু-সাগরের বিষাক্ত বাষ্পীয় পদার্থ সকল ভক্ষণ করিয়া থাকে। এই জন্যই সর্প বায়ুভুক বলিয়া অভিহিত হয়। যে দুর্গন্ধময় বিষতুল্য বায়ু, ক্ষণকাল মাত্র সেবন বা আঘ্রাণ করিলে মনুষ্যের স্বাস্থ্য ভঙ্গ এবং প্রাণনাশ হইবার সম্ভাবনা, সর্পজাতি মঙ্গলময় ঈশ্বরের সুবিধান বলে তাহাই ভক্ষণ করত বলবীর্য্য লাভ করে। সেই বিষ-বায়ু ভক্ষণ নিবন্ধনই তাহাদের দন্ত-মূলে বিষ-রূপী অমৃত বিন্দু সঞ্চিত হইয়া থাকে। তদ্দ্বারা তাহারা যেমন আততায়ী দমনে সমর্থ হয়, তেমনি প্রখর-বুদ্ধি মনুষ্য, সেই বিষ-বিন্দুর অমৃততুল্য গুণ রাশি অবগত হইয়া তাহা সংহরণ পূর্ব্বক চমৎকার দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধি-সমূহ নিবারণের মহৌষধ সকল প্রস্তুত করিয়া মুমূর্ষু মৃতকল্প দেহে নব-জীবন প্রদান করে এবং গলিত কুষ্ঠাক্রান্ত কলেবরে নবতর শ্রীসৌন্দর্য্য প্রদান পূর্ব্বক অনন্তমঙ্গল-স্বরূপ ঈশ্বরের জয়-কীর্ত্তন করিয়া থাকে।

ক্রমশঃ।

ব্যাখ্যান-মঞ্জরী।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ব্যাখ্যান মূলক পদ্য।

দশম ব্যাখ্যান।

তিনি ধর্ম্ম-ধন, করেন প্রেরণ, জগৎ উদ্ধার তরে।
বলে দেন বিধি, কত সত্য-নিধি, আপন ভকত ন

পরম ঈশ্বর মহিমা অপার।
জানিতে তাঁহারে কিবা সাধ্য কার?
অসংখ্য জগৎ রচনা যাঁহার।
গগনে গগনে করিছে বিহার॥
সুদূর তারকে যেবা জীব চয়।
এক বিন্দু জলে যে কীটাণু রয়॥
সবারে তিনিই করেন পালন।
সবে তাঁর দানে করে সঞ্চরণ॥
অতুলন যাঁর সৃষ্টির কৌশল।
বিকাশে যাহাতে অদ্ভুত মঙ্গল॥
তাঁহার স্বরূপ তাঁর প্রেম জ্ঞান।
অধম মানবে কি পাবে সন্ধান॥
কিন্তু তাঁর দয়া কিবা সত্য প্রীতি।
তাঁহারে ডাকিতে তিনি দেন মতি॥
দেন সর্ব্বজনে আভাস আপন।
তাই জানে তিনি পরম কারণ॥
তিনি শিব-দাতা জানিছে সবাই
যাচয়ে মঙ্গল সবে তাঁর ঠাঁই॥
যদি কেহ কয় আশিস বচন।
"ঈশ্বর করুন" বলে সে তখন॥
তাঁহার ইচ্ছায় চলিছে সংসার।
জানে সবে-তিনি প্রভু সবাকার॥

যদিও ঈশ্বর হৃদয়ে সবার।
দেন পথ বলি তাঁরে জানিবার॥
অবহেলে তায় মূঢ় জগজন।
সদাই হইছে বিষয়ে মগন॥
তাই যুগে যুগে কত মহাজনে।
উদ্ধার করিতে জন সাধারণে॥
প্রেরণ করেন তিনিই ধরায়।
তাঁহাদের হস্তে লোকে তরে যায়॥

কোথা ঈশা, ব্যাস, কোথাও নানক।
তাঁহার ধর্ম্মের হন প্রচারক ॥
চৈতন্য বিভোর বিভু প্রেম বশে।
মাতাইল সবে সেই প্রেম রসে ॥
ধর্ম্মরাজ্যে হয় যেটীর অভাব।
মহাজন হতে তার আবির্ভাব ॥
অমৃতের এঁরা হয়েন আধার।
জীবেরে অমৃত করেন প্রচার ॥
প্রতি মহাজন তাঁরে দিয়া প্রাণ।
আপন প্রবৃত্তি করেন নির্ব্বাণ ॥
শরীর সময় ক্ষমতা বা ধন।
তাঁহার পদেতে করেন অর্পণ ॥
আপনারে জানি প্রতিনিধি তাঁর।
সাধেন বিভুর প্রিয়কার্য্যভার ॥
জীবন তাঁহার ঈশ্বরে গঠিত।
বাণী তাঁর হয় ঈশ্বর-প্রেরিত ॥
ঈশ্বরের তিনি হয়ে অনুচর।
ঘোষেন তাঁহার তত্ত্ব নিরন্তর ॥
হউক বিপত্তি দারুণ ভীষণ।
কিছুতে না টলে কভু তাঁর মন ॥
ঈশ্বর ভজন ঈশ্বর সাধনে।
কি আনন্দ তাঁর না যায় কথনে ॥

ঈশ্বরের প্রিয় হন মহাজন।
তবে কেন তাঁর বিপদে পতন ?
প্রিয়পুত্রে বিভু দিয়া কঠোরতা।
প্রচারেন নিজ মধুর বারতা!
সংঘর্ষে যেমন উপজে চন্দন,
তেমতি দুঃখেতে ভকত জীবন,
তাঁহাতে নির্ভর বিকাশে ক্রমিক।
প্রেমের সুবাসে ভরে সমধিক ॥
ভকতের বিভু হন পুরস্কার।
উথলিয়া তার সুখ পারাবার ॥
ভক্ত গদ গদ তাঁহারে দেখিয়া।
তাঁহার মঙ্গল ছায়ারে লভিয়া ॥
তিনি অন্ধ-বল তাহার আত্মার।
পরম সম্পদ তিনিই তাহার ॥

ক্রমশঃ

নূতন পুস্তক।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে নিম্নলিখিত একখণ্ড পুস্তক উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি।

"ব্রাহ্মণ সর্ব্বস্বম্" শ্রীযুক্ত তেজশ্চন্দ্র বিদ্যানন্দ দ্বারা প্রকাশিত ও সংশোধিত। মূল্য ২॥০ টাকা।

বিজ্ঞাপন।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সুপ্রসিদ্ধ ব্যাখ্যান পদ্যে রূপান্তরিত ও মুদ্রিত হইল। এরূপ ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মপ্রেম ও ব্রহ্মযোগ বিষয়ক গ্রন্থ অতি বিরল,ইহা সর্ব্বসাধারণের পাঠোপযোগী করিবার নিমিত্ত আমি সরল পদ্যে রূপান্তরিত করিলাম। অল্পজ্ঞ বালক ও অল্পজ্ঞ স্ত্রীলোকও ইহা বুঝিতে পারিবেন। যাঁহারা ধর্ম্মপিপাসু এই গ্রন্থ পাঠ করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য। ইহা উৎকৃষ্ট কাগজ ও উৎকৃষ্ট অক্ষরে মুদ্রিত এবং সুন্দর বস্ত্রে বাঁধান, ইহার মূল্য ১।০ টাকা। যাঁহাদের আবশ্যক হইবে তাঁহারা আদি ব্রাহ্মসমাজে অনুসন্ধান করিলেই পাইবেন।

হিমালয় শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী।

আগামী ৩০ কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার বেহালা ব্রাহ্মসমাজের ত্রিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে অপরাহ্ণ তিন ঘণ্টার পর ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ হইবে এবং সন্ধ্যা সাত ঘণ্টার সময়ে ব্রহ্মোপাসনা হইবেক।

শ্রীশ্রীরাম চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক।

আগামী ৩০ আশ্বিন মঙ্গলবার কালনা ব্রাহ্মসমাজের ষোড়শ সাম্বৎসরিক মহোৎসব হইবে। প্রাতে ৮ টার পর এবং সন্ধ্যা ৭॥ টার পর উপাসনাদি কার্য্যারম্ভ হইবে।

শ্রীবিহারিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

একাদশ কল্প
প্রথম ভাগ
৪৮৩ সংখ্যা | কার্ত্তিক ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৪ | শক ১৮০৫

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

পরলোকতত্ত্ব।

(হিন্দুশাস্ত্রমূলক)

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

১৯। চন্দ্রোপলক্ষিত যে স্বর্গ তাহারই নাম পিতৃলোক। স্বত্বগুণের যে ধাতু — স্বর্গের নেতা তাহাকে দক্ষিণমার্গ, দক্ষিণায়ন মার্গ, ধূমমার্গ, কৃষ্ণমার্গ, পিতৃযান প্রভৃতি কহে। অধিকন্তু তাহা ঈড়ানাড়ী অথবা গঙ্গানদী বলিয়া কথিত হয়।

উক্ত পিতৃযান মার্গকে যে ঈড়ানাড়ী বলে তাহার প্রমাণ (উত্তর গীতা ২ অঃ ১২।)

"ঈড়া চ বামনিশ্বাসসোমমণ্ডলগোচরা।
পিতৃযানমিতি জ্ঞেয়া বামমাশ্রিত্য তিষ্ঠতি।"

নরদেহের বামাংশে ঈড়া নাম্নী নাড়ী আছে। তাহা বাম-নিশ্বাস-স্বরূপা। তাহা চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় অল্প-প্রকাশ-বিশিষ্টা। সেই নাড়ীকে পিতৃযান বলিয়া জানিবে।

ইষ্টাপূর্ত্ত ক্রিয়ার দ্বারা যে সকল কর্ম্ম-যোগীর চিত্ত পিতৃলোকে যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হয়, তাঁহাদের ঐ নাড়ী দীপ্তি পায়। তাহা স্বর্গপথস্বরূপে পিতৃলোকস্থান চন্দ্র-মণ্ডল পর্য্যন্ত আয়ত্ত। সূর্য্যদেব দক্ষিণায়ন কালে কান্তিদেশ যেমন পৃথিবীর উত্তর ভাগে তাহার অল্প প্রকাশ পায়, জ্ঞানরূপ সূর্য্যের সম্যক জ্যোতির অভাবে কর্ম্মীগণের সূক্ষ্মদেহে তদ্রূপ মানসিক স্ফূর্ত্তি সংকীর্ণভাবে উদিত হয়। এই সুকৃত মুক্তিজনক নহে, কিন্তু কর্ম্মীগণের প্রার্থনার অনুরূপ সাংসারিক সৌভাগ্যজনক। চন্দ্রগ্রহ হইতে অমৃতরূপ প্রাণ ও মনের পরিতৃপ্তি হেতু। অতএব অন্নময়, প্রাণময় ও মনোময় কোষধারী ইষ্টাপূর্ত্তাদি-ক্রিয়াশীল জীবগণ তাদৃশ সুকৃতের অনুরূপ চন্দ্রগ্রহের অধিকারভূত পিতৃস্বর্গ, বা ইন্দ্রলোক স্থান লাভ করেন। পশ্চাৎ দৃষ্ট হইবে যে, ঐ সমস্ত স্বর্গলোক দিবাকর ও চন্দ্রভুক্ত দক্ষিণায়ন-উৎপাদক নক্ষত্রমণ্ডলের মধ্যেই স্থিতি করে। এই নিমিত্ত তাহা চন্দ্রোপলক্ষিত দক্ষিণায়ন মার্গ অথবা দক্ষিণমার্গ বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

২০। সত্ত্বগুণের যেরূপ ধাতু দেবস্বর্গের নেতা তাহাকে উত্তর মার্গ, উত্তরায়ণমার্গ, অগ্নিমার্গ, জ্যোতিঃমার্গ; সূর্য্যদ্বার, শুক্লমার্গ, অর্চ্চিরাদি মার্গ, দেবযান প্রভৃতি কহে. অধিকন্তু তাহা পিঙ্গলা নাড়ী অথবা যমুনা নদী বলিয়া উক্ত হয়।

শেষোক্ত উক্তির প্রমাণ (উত্তর গীঃ ২।১১) যথা—

"দক্ষিণা পিঙ্গলা নাড়ী বহ্নিমণ্ডলগোচরা।
দেবযানমিতি জ্ঞেয়া পুণ্যকর্ম্মানুসারিণী॥"

দেহের দক্ষিণাংশে দক্ষিণ-নিশাস-স্বরূপা বহ্নিমণ্ডলগোচরা পুণ্যকর্ম্মানুসারিণী পিঙ্গলা নাম্নী নাড়ী আছে। তাহাকে দেবযান অর্থাৎ দেবস্বর্গে যাইবার পথ বলিয়া জানিবে।

দেবযজ্ঞাদি মহা মহা পুণ্য কর্ম্ম দ্বারা যে সকল মহাত্মাগণের চিত্ত দেবলোকে যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হয় তাঁহাদের অন্তরে ঐ নাড়ী দীপ্তি পায়। তাহা স্বর্গপথ স্বরূপে সূর্য্যপ্রভাসমুজ্জ্বলিত স্বরলোক পর্যন্ত আয়ত। তাহাকে মহাদীপ্তিমান উত্তরায়ণমার্গ, বা উত্তরমার্গ কহে।

২১। সত্ত্বগুণের যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধাতু ব্রহ্মস্বর্গের নেতা তাহাকেও প্রাগুক্ত প্রকারে উত্তর বা অর্চ্চিরাদি মার্গ কহে। কিন্তু তাৎপর্য্যের ভেদ আছে। যে সকল ব্যক্তি উক্ত উভয় প্রকার পিতৃ এবং দৈব কর্ম্মে আসক্তচিত্ত নহেন, কিন্তু যাঁহারা সগুণ ব্রহ্মোপাসনারূপ শাণ্ডিল্য প্রভৃতি বিদ্যা দ্বারা অথবা হিরণ্যগর্ভাদি বিষয়ক বিদ্যা যোগাচরণ ও তপস্যা দ্বারা স্ব স্ব চিত্তক্ষেত্রকে নির্ম্মল করিয়াছেন তাঁহাদের জ্ঞানজ্যোতিঃ কর্ম্মনিষ্পন্ন আলোকাপেক্ষা প্রখর। এই জন্য মার্গস্থলে, পূর্ব্ববৎ উত্তর মার্গ ব্যবহার করিয়া ও শাস্ত্রে নাড়ী উপলক্ষে বিশেষতা দর্শাইয়াছেন।

উত্তর গীতায় (২।১৪—১৫)

"দীর্ঘাস্থিমূর্দ্ধ্নি পর্য্যন্তং ব্রহ্মদণ্ডেতি কথ্যতে।
তস্যান্তে সুষিরং সূক্ষ্মং ব্রহ্মনাড়ীতি সূরিভিঃ॥
ঈড়াপিঙ্গলয়োর্মধ্যে সুষুম্না সূক্ষ্মরূপিণী।
সর্ব্বপ্রতিষ্ঠিতং যস্মিন্ সর্ব্বগং সর্ব্বতোমুখং॥

জীবের মূলাধার অবধি মস্তক পর্য্যন্ত যে দীর্ঘ অস্থি আছে তাহার নাম মেরুদণ্ড অথবা ব্রহ্মদণ্ড। তাহার মধ্য দিয়া যে সূক্ষ্ম নাড়ী প্রবাহিত হয় তাহারই নাম সুষুম্না। তাহাকে বুধগণ ব্রহ্মনাড়ীও কহিয়া থাকেন। তাহারই নামান্তর জ্ঞাননাড়ী। তাহা ঈড়া ও পিঙ্গলার মধ্যবর্ত্তী এবং যেমন ব্রহ্মলোক হইতে সকল লোকমণ্ডল নিঃসৃত হইয়াছে সেইরূপ জীবের পক্ষে ঐ নাড়ী অপর সমস্ত নাড়ীর সঙ্গমস্থল। শাস্ত্রে এই জ্ঞানস্বরূপিণী নাড়ীকে সরস্বতী বলেন। (যথা জ্ঞানসঙ্কলিনী তন্ত্রে ১০)—

"ঈড়া ভগবতী গঙ্গা, পিঙ্গলা যমুনা নদী।
ঈড়াপিঙ্গলয়োর্মধ্যে সুষুম্না চ সরস্বতী॥"

ঈড়া নাড়ী গঙ্গা, পিঙ্গলা যমুনা, এবং তদুভয়ের মধ্যপ্রবাহিতা সুষুম্না সরস্বতী নদী।

সগুণব্রহ্মোপাসক ও যোগীগণের পক্ষে সুষুম্না নাড়ী মহর্লোকাবধি সত্যলোকের সোপানস্বরূপ। "সুষুম্না ভানুমার্গেণ ব্রহ্মদ্বারাবধি স্থিতা" (যোগস্বরোদয়ঃ) সুষুম্না নাড়ী সূর্য্যরশ্মিসম্পন্ন তেজঃপথ দ্বারা ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত গতি করে। উহা জীবদেহে যেমন মূলাধারাবধি ব্রহ্মরন্ধ্র পর্য্যন্ত প্রবাহিত আছে, সগুণব্রহ্মোপাসক ও যোগীগণের পক্ষে উহা মৃত্যু সময়ে সেইরূপ তাঁহাদের অন্তঃকরণাভ্যন্তরে মহর্লোকাদি ভেদ পূর্ব্বক সত্যাখ্য ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সুপ্রকাশিত হয়।

২২। ঐরূপে প্রকাশিত উক্ত নাড়ী আশ্চর্য্য গতি-শক্তি-বিশিষ্ট যান স্বরূপে বা পথ-স্বরূপে প্রকটিত হয়। পশ্চাৎ দৃষ্ট হইবে যে উহা মানসিক শক্তির সজাতীয় বিদ্যুৎ শক্তি মাত্র। সুতরাং, আত্মার সম্মুখে তাহা সুচারুরূপে আবির্ভূত হয়। দেহ পরিত্যাগকালে জীবাত্মা ঐ ভাবে মহানন্দে স্বীয় গম্যস্থানকে জ্ঞাননেত্রের সম্মুখে শোভনরূপে সুপ্রকাশিত দেখেন এবং চিরপ্রবাসী ব্যক্তির পিতৃনিকেতন দর্শনে যেমন আনন্দ হয়, সেইরূপ আনন্দে স্বর্গ-ভুবনে গমনে প্রস্তুত হন। উক্ত তাড়িত পন্থার এই প্রভাব, স্বরূপে

সামান্য তড়িত বা সামান্য পথের ন্যায় নহে। কর্ম্ম বশত তদীয় সূক্ষ্মদেহাবস্থিত বিদ্যুতীয় শক্তি মাত্র। তাঁহার তপস্যার প্রভাবে ব্রহ্মলোক হইতে তাহার আকর্ষণ হইয়া থাকে।

মহর্ষি বেদব্যাস শারীরকে (৪।৩।৪—৬) মীমাংসা করিয়াছেন "আতিবাহিকাস্তল্লিঙ্গাৎ" অর্চ্চিরাদি পদার্থ সকল সামান্য পথস্বরূপ বা ভোগস্থান নহে। উহা আতিবাহিক মাত্র। অর্থাৎ জীবকে উহা মৃত্যুকালে ঊর্দ্ধলোকে বহন করে। কেন না তৎকালে জীবের কর্ম্মোপযোগী স্থূল দেহ থাকে না সুতরাং জীব স্বয়ং তখন চলৎশক্তিরহিত। এজন্য পর সূত্রে কহিলেন 'উভয়ব্যামোহাত্তৎসিদ্ধেঃ।' যদি বল অর্চ্চিরাদি মার্গের চৈতন্য নাই এবং জীবও তখন চলৎশক্তিহীন, তবে কিরূপে গমন-ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, সে জন্য কহিলেন যে অর্চ্চিরাদির চৈতন্য নাই বলিয়া যে তদ্দ্বারা পরলোকগামী আত্মার চালন হইতে পারে না এমত নহে। তাহার চেতনবৎ কার্য্য অঙ্গীকার করিতে হইবে। তন্নিমিত্তে কৌষীতকী ব্রাহ্মণ উপনিষদে তাঁহাকে বিদ্যুতে পুরুষ এবং ছান্দোগ্যে "অমানব পুরুষ" বলিয়াছেন। তদুপলক্ষে পর সূত্রে কহিতেছেন বৈদ্যুতেনৈব ততস্তচ্ছ্রুতেঃ"। বিদ্যুতলোকস্থিত যে অমানব পুরুষ তিনি বিদ্যুতলোকের ঊর্দ্ধ ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত জীবকে লইয়া যান। বেদে এইরূপ শ্রুতি আছে। এতাবতা অর্চ্চিরাদি সামান্য-পথ-জ্ঞাপক নহে কিন্তু বিদ্যুৎশক্তিসম্পন্ন আতিবাহিকী দেবতা বা শক্তিবাচক।

উপরিউক্ত সূত্রত্রয় ও তল্লক্ষিত বেদবাক্য উপলক্ষ করিয়া আচার্য্যেরা বিচার করিয়াছেন যে শাস্ত্রে (ছাঃ ৫ প্র পাঃ ১০) অর্চ্চিরাদি অর্থাৎ উত্তরায়ণ মার্গের যেরূপ ক্রম দিয়াছেন তাহাতে সহসা তাহাকে লৌকিক পথের ন্যায় পথ বলিয়াই অনুমান হইতে পারে। ছান্দোগ্যে আছে যে অর্চ্চিরাদি-মার্গগামী জীব "প্রথমতঃ তেজঃপথকে প্রাপ্ত হয়েন, পশ্চাৎ দিবা, পশ্চাৎ পৌর্ণমাসী, পশ্চাৎ ছয়মাস উত্তরায়ণ, পশ্চাৎ সম্বৎসর পশ্চাৎ সূর্য্যের দ্বারা যান"। ইত্যাদি। এই রূপ উক্তিতে কেহ পূর্ব্বপক্ষ করিতে পারেন যে ঐ পথটি লৌকিক পথের তুল্য। যেমন গ্রাম হইতে নির্গত হইয়া নদীদিয়া কিছু দূর যাওয়া গেল। তাহার পর পর্ব্বতে আরোহণ করা গেল। তাহার পর ঘোষপল্লীতে উপস্থিত হওয়া গেল। সেইরূপই অর্চ্চির মার্গ। কেন না জীব দেহত্যাগ করিয়া প্রথমে তেজঃপথ দিয়া কিছু দূর গমন করিলেন। পশ্চাৎ দিবা পৌর্ণমাসী, উত্তরায়ণ প্রভৃতি দিয়া সূর্য্যদ্বারে উত্তীর্ণ হইলেন। পশ্চাৎ তড়িত, বরুণ, ইত্যাদি লোক ভ্রমণ করিয়া এবং তথাকার ভোগাদি সম্ভোগ পূর্ব্বক অবশেষে গম্যস্থানে (ব্রহ্মলোকে) উপনীত হইলেন। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের সিদ্ধান্ত এই।

"তৎপুরুষোঽমানবঃ সএতান ব্রহ্ম গময়তীত্যস্মিন্ শ্রূয়মানস্যামানবস্য বিদ্যুৎপুরুষস্য নেতৃত্বাবগমাৎ। তৎসাহচর্য্যাদর্চ্চিরাদয়োঽপি আতিবাহিকা দেবতা ইত্যবগম্যতে। যত্তু নির্দ্দেশসাম্যমুক্তং তৎ আতিবাহিকদেবতাস্বপি সমানং। লোকশব্দস্তু উপাসকানাং তত্র ভোগাভাবেঽপ্যাতিবাহিকদেবানাং ভোগাপেক্ষোপপদ্যতে তস্মাদাতিবাহিকাঃ অর্চ্চিরাদয়ঃ"।

এই সিদ্ধান্তের সংক্ষেপ তাৎপর্য্য এই যে সেই অমানব পুরুষ মৃত্যুর পরে উপাসককে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। তৎপক্ষে উক্ত অমানব বিদ্যুত পুরুষের নেতৃত্ব আছে। অর্চ্চিরাদির চৈতন্য না থাকিলেও বিদ্যুত পুরুষের সাহায্য বশতঃ তাহা দেববৎ হইতেছে। উক্ত মার্গমধ্যে বরুণ লোক বিদ্যুত লোক ইত্যাদি যে শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা অর্চ্চিরাদির মধ্যগত কিন্তু উপাসকগণের ভোগভূমি নহে। এতাবতা অর্চ্চি-

রাদি আতিবাহিকী দেবতা অর্থাৎ বহন করিবার বিদ্যুতীয় শক্তি মাত্র।

অর্চ্চিরাদি মার্গ কেবল ব্রহ্মচারী, যোগী প্রভৃতি সগুণব্রহ্মোপাসকের অণিমাদি শুভ ধাতু মাত্র। তাহাই বিদ্যুৎশক্তিসম্পন্ন মুহূর্ত্তগামী তেজোমার্গ বিশেষ। তাহা সহস্র নিরাকার হইলেও জ্ঞানালোক-সম্পাদিত সূক্ষ্ম দেহের অঙ্গস্বরূপ—নাড়ী স্বরূপ। সূক্ষ্মদেহ ভৌতিক দ্রব্যধাতুর সারাংশবিশিষ্ট। সুতরাং ঐ নাড়ী অথবা অর্চ্চিরাদি মার্গও সারাংশ-বিশিষ্ট। সেই সারত্বসম্পন্ন জ্ঞানালোক-সমুদ্ভাসিত অর্চ্চিরাদি মার্গস্বরূপ ব্রহ্মনাড়ি বিদ্যুৎ-শক্তি-যুক্ত। বাহ্য বিদ্যুৎ যেমন দ্রব্য ধাতুর সূক্ষ্মাংশ মাত্র ঐ স্বর্গীয় বিদ্যুৎও সেইরূপ প্রাকৃতিক সূক্ষ্ম শক্তিমাত্র। সেই বিদ্যুৎশক্তি শাস্ত্রে "অমানব" অর্থাৎ "দৈবপুরুষ" রূপে উক্ত হইয়াছে। কিন্তু সামান্য বিদ্যুৎ যেমন জল সংযোগ ব্যতীত অর্থাৎ মেঘ ও বৃষ্টি দ্বারা গগনমণ্ডল আর্দ্র না হইলে প্রতিফলিত হয় না, তাহার ন্যায় ঐ স্বর্গীয় বিদ্যুৎও সূক্ষ্ম জলের সহিত সম্বন্ধ রাখে। মহর্ষি ব্যাসদেব শারীরকে (৪।৩।৩) মীমাংসা করিয়াছেন "তড়িতোঽধিবরুণ সম্বন্ধাৎ"। কৌষীতকীর উক্ত যে বরুণলোক সে তড়িত লোকের উপর। যেহেতু জল-সহিত মেঘস্বরূপ বরুণের তড়িত-রাজ্যের উপরেই সম্বন্ধের সম্ভাবনা হয়।

"সম্বন্ধবশাৎ ব্যবস্থাপ্যতে, বিদ্যুতপূর্ব্বকবৃষ্টিগত নিরস্য বরুণোবিপত্তিরিতি বিদ্যুৎবরুণয়োঃ সম্বন্ধঃ"

এই সম্বন্ধ জনাই এরূপ ব্যবস্থা হইয়াছে। বিদ্যুৎ পূর্ব্বক যে বৃষ্টি হয় বরুণই তাহার অধিপতি এই জন্য বিদ্যুতে এবং বরুণে নিকট সম্বন্ধ। অর্চ্চিরাদি মার্গে যে বিদ্যুৎলোক, বরুণলোক ইত্যাদি লোক সন্নিবেশ করিয়াছেন তাহার তাৎপর্য্য এই যে সেই সেই লোকের সম্বন্ধানুসারে অর্চ্চিরাদি মার্গ সম্পূর্ণ হইয়া থাকে। এক্ষণে সহজ ভাষায় বক্তব্য এই মৃত্যুর পর উপাসক মহর্লোক প্রভৃতি বা তদূর্দ্ধ ব্রহ্মলোকে যাইবেন। তাঁহার অন্তরে তাহার পথরূপ নাড়ী প্রস্তুত। ব্রহ্মলোকের দিকে সেই নাড়ীর আকর্ষণ। সেই আকর্ষণটি তাড়িতাকর্ষণ। তৎসাহচর্য্যে ঐ নাড়ীও তড়িতযুক্ত হয়। কিন্তু ব্রহ্মলোকের নিম্নে ও তড়িৎলোকের উপরে বরুণলোক থাকায় তাদৃশ তড়িতের উৎপত্তি হয়। এবং তাহা উপাসকের ব্রহ্মনাড়ীতে প্রবাহিত হইয়া ঐ নাড়ীকে বিদ্যুতশক্তিযুক্ত করে। ফলতঃ জীবের যোগাচার, উপাসনা ও তপস্যাই ঐ তাড়িতাকর্ষণের হেতু। তপস্যা প্রভাবে ব্রহ্মনাড়ী প্রস্তুত হইলেই মৃত্যুসময়ে বরুণ-সম্বন্ধ-বিশিষ্ট বিদ্যুতদেবতা আসিয়া সেই নাড়ীর যোগে সূক্ষ্মশরীরের সহিত উপাসককে মুহূর্ত্তের মধ্যে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত করেন। পুরাণশাস্ত্রে এই অমানব বিদ্যুতস্বরূপ নেতৃপুরুষকে "বিষ্ণুদুত," "শিবদুত" ইত্যাদি শব্দে কহেন। উপাসকও মৃত্যুকালে উপাসনা ও তপস্যার প্রভাবে মনোভাবের অনুরূপ স্বীয় শুভাবহ ধাতুর আবির্ভাবস্বরূপ সেই দেবপুরুষের মূর্ত্তি দেখিয়া থাকেন। শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এই যে, সূক্ষ্ম দেহের আশ্চর্য্য প্রভাব এবং তপস্যার চমৎকার শক্তি

২৩। সূক্ষ্ম দেহের এই সকল অলৌকিক প্রভাবের প্রতি দৃষ্টি করিয়া পূর্ব্বকালে আশঙ্কা হইয়াছিল যে একই নাড়ীদ্বারা পাপী, পুণ্যবান ও উপাসক প্রভৃতি সর্ব্বপ্রকার জীবের পরলোকে নিঃসারণ হয় কি না? এই আশঙ্কা দুর করিবার জন্য মহর্ষি বেদব্যাস শারীরকে (৪।২।১৭) মীমাংসা করিয়াছেন যে,

"তদোকগ্রজ্বলনং তৎপ্রকাশিতদ্বারোবিদ্যাসামর্থ্যাৎ তচ্ছেষগত্যনুস্মৃতিযোগাচ্চ হার্দ্দানুগৃহীতঃ শতাধিকয়া।"

ইহার তাৎপর্য্য এই যে উপাসক যৎকালে কলেবর ত্যাগ করেন তখন তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত প্রজ্বলিত হয়। সেই তেজ হইতে যে কোন নাড়ীর দ্বার অর্থাৎ চক্ষু, কর্ণ নাসা বদন প্রভৃতি রন্ধ্র প্রকাশ পায় সেই নাড়ীরূপ পথ দিয়া জীবের নিঃসরণ হয়। সেই মনোহর পথই স্বর্গের দ্বারস্বরূপ। জীবের হৃদয়ে তৎপ্রকাশমাত্রে জীব কলেবর ত্যাগের যন্ত্রণা বিস্মৃত হইয়া স্বর্গীয় আনন্দ-ভোগে প্রবৃত্ত হন। ফলে সকল জীবের যে সমান গতি হয় তাহা নহে। কোন জীব ঈড়া নাড়ীর দ্বারস্বরূপ বাম-নাসা-রন্ধ্র দ্বারা, কোন জীব পিঙ্গলার দ্বারস্বরূপ দক্ষিণ-নাসা-রন্ধ্র দ্বারা, কোন জীব বা অপরাপর দ্বার-যোগে উৎক্রমণ করেন। কিন্তু হার্দানুগৃহীত অর্থাৎ অন্তর্যামীর উপাসকগণের আত্মা শতাধিকা অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধ্র দ্বারা নির্গত হয়েন। ইহা ব্রহ্মবিদ্যার ফল বলিয়া কথিত হয়। সেই ফলে ব্রহ্মরন্ধ্রভেদী ব্রহ্মলোকস্পর্শী বিদ্যুতশক্তি ও শতসূর্য্যপ্রভাসমন্বিত সুষুম্না নাড়ী দ্বারা তাদৃশ উপাসকের সদ্গতি হইয়া থাকে। এই সূত্র উপলক্ষে আচার্য্যেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে,

'মূর্দ্ধন্যয়ৈব নাড্যা উপাসকোনির্গচ্ছতি, ইতরাভ্যাং ইতরে।

অর্থাৎ উপাসক মূর্দ্ধন্য নাড়ী দ্বারা নির্গত হন। অন্যে অন্য নাড়ী দ্বারা গমন করিয়া থাকেন। শ্রুতিতেও কহিয়াছেন (কাঠকে ৬ ষ্ঠী বঃ)

"শতং চৈকা চ হৃদয়স্য নাড্যস্তাসাং মূর্দ্ধানমভিনিঃসৃতৈকা। তয়োর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বমেতি বিষ্বঙন্যা উৎক্রমণে ভবন্তি।"

পুরুষের হৃদয়-বিনিঃসৃতা একশত এক নাড়ী আছে। তন্মধ্যে একটী নাড়ী অর্থাৎ সুষুম্না মস্তক পর্য্যন্ত অভিনিঃসৃত হইয়াছে। মৃত্যুকালে উপাসক এই নাড়ী দ্বারা আদিত্য দ্বারযোগে অমৃতলোকস্বরূপ ব্রহ্মনিকেতন লাভ করেন। অন্য সকল নাড়ী দ্বারা উৎক্রমণ হইলে অন্যান্য প্রকার গতি হয়।

ক্রমশঃ।

বেদান্ত দর্শন।

পূর্ব্ববারের অনুবৃত্তি।

এই সকল বৈদান্তিক দৃষ্টি প্রতিপাদন করার উদ্দেশে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের প্রথমেই প্রশ্ন আছে।

"কিং কারণং ব্রহ্ম" ইত্যাদি।

ব্রহ্ম কোন্ প্রকার কারণ ? ইত্যাদি

এই প্রশ্নের উত্তরে প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয় মন্ত্রে কহিয়াছেন।

"দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্
যঃ কারণানি নিখিলানি তানি
কালাত্মযুক্তান্যধিতিষ্ঠত্যেকঃ।"

পরমাত্মার শক্তি যাহা পরমাত্মার সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সর্ব্বেশ্বরত্ব প্রভৃতি গুণের দ্বারা নিগূঢ় তাহাই এই সৃষ্টির কারণ। সেই শক্তি স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসিদ্ধ নহে। তাহা সেই পরম দেবতারই আত্মশক্তি। তাহাই প্রকৃতি। যিনি সেই এক অদ্বিতীয় কারণ তিনি পরমাত্মা। তিনি স্বরূপে ও শক্তিরূপে অবস্থিত। স্বরূপে তিনি নিমিত্ত কারণ এবং আত্মার জনক। শক্তিরূপে তিনি জড় ও ঐন্দ্রিয়ক জগতের উপাদান কারণ। তিনি কাল, স্বভাব, প্রকৃতি, জীবাত্মা, প্রভৃতি অবান্তর কারণ সমূহকে নিয়মিত করেন। অতএব পরমাত্মাই এই সংসারের একমাত্র সর্ব্বগুণযুক্ত কারণ। অন্য কাহারো জগদুৎপাদনের শক্তি নাই।

ইত্যাদি উপক্রমানন্তর বহু উপদেশের পর গ্রন্থশেষে অষ্টমাধ্যায়ে সমাহার করিয়াছেন। যথা-

যেনাবৃতং নিত্যমিদং হি সর্ব্বং
জ্ঞঃ কালকারোগুণীসর্ব্ববিদ্যঃ।
তেনেশিতং কর্ম্ম বিবর্ত্ততেহ
পৃথ্ব্যাপতেজোনিলখানি চিন্ত্যম্॥ ২॥

যাঁহার দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ড নিত্যকাল আবৃত রহিয়াছে তিনি সর্ব্বজ্ঞ, কালের সৃষ্টিকর্ত্তা সর্ব্বগুণের ঈশ্বর এবং সর্ব্ববিৎ। তঁ হাঃ আদেশে এই জগৎ বিবর্ত্তিত হইতেছে। প্রথমাধ্যায়ে যে পৃথ্বী অপ তেজ বায়ু আকাশাদিকে জগৎকারণ বলিয়া সংশয় হইয়া ছিল তাহা নিরস্ত হইল।

ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে
ন তৎ সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে।
পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ॥ ৮॥

তাঁহার শরীর ও ইন্দ্রিয় নাই। কাহাকেও তাঁহার সমান বা তাঁহা হইতে অধিক দেখা যায় না। তাঁহার বিচিত্র ও মহতী শক্তি সর্ব্বত্র শ্রুত হয়। তাঁহার জ্ঞানক্রিয়া ও বল-ক্রিয়া স্বভাবসিদ্ধ।

ন তস্য কশ্চিৎ পতিরস্তি লোকে।
ন চেশিতা নৈব চ তস্য লিঙ্গং।
সকারণং করণাধিপাধিপো-
ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ॥ ৯॥

জগতে তাঁহার কেহ পতি নাই এবং নিয়ন্তাও নাই। তাঁহার কোন সূক্ষ্ম অবয়বও নাই। তিনি সকলের কারণ। ইন্দ্রিয় প্রভৃতি করণগণের অধিপতি যে মন তিনি তাহারও অধিপতি। তাঁহার কেহ জনক নাই এবং অধিপতিও নাই।

একোদেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ
সাক্ষী চেতা কেবলোনির্গুণশ্চ॥ ১॥

এক যে পরমেশ্বর তিনি সর্ব্বভূতেতে গূঢ়রূপে স্থিতি করিতেছেন, তিনি সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা। তিনি সর্ব্বপ্রাণিকৃত সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মের অধ্যক্ষ। তিনি সর্ব্বভূতের আশ্রয়। তিনি সকলের সাক্ষী, সকলের চেতা, সঙ্গশূন্য, কৈবল্যস্বরূপ, এবং সত্ত্বাদি জড়গুণ-রহিত।

সবিশ্বকৃদ্বিশ্ববিদাত্মযোনিঃ
জ্ঞঃ কালকালোগুণী সর্ব্ববিদ্যঃ।
প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ
সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ॥ ১৬॥

তিনি বিশ্বকর্ত্তা, বিশ্ববেত্তা, জীবাত্মার প্রভবস্থান, জ্ঞানবান্, কালের কর্ত্তা, গুণবান্, ও সর্ব্ববিৎ। তিনি প্রধানের পতি, জীবাত্মার পতি, সত্ত্বাদি গুণের ঈশ্বর এবং সংসার, মোক্ষ, স্থিতি, বন্ধের হেতু।

সতন্ময়োহ্যমৃত ঈশসংস্থো
জ্ঞঃ সর্ব্বগোভুবনস্যাস্য গোপ্তা
য ঈশেহস্য জগতোনিত্যমেব
নান্যোহেতুর্ব্বিদ্যতে ঈশনায়॥ ১৭॥

তিনি চৈতন্যময় অমৃত এবং সর্ব্বস্বামীরূপে সম্যক স্থিতি করিতেছেন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বত্রগামী, এবং এই ভুবনের প্রতিপালক। যিনি এই জগৎকে নিত্য নিয়মে রাখিয়াছেন, তিনি ভিন্ন বিশ্বশাসনের অন্য হেতু নাই

যোব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং
যোবৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধিপ্রকাশং
মুমুক্ষুর্ব্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে॥ ১৮॥

যিনি সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মাকে সৃজন করিয়াছেন। যিনি তাঁহার হৃদয়ে বেদ সকলকে প্রকাশ করিয়াছেন, আমি মুমুক্ষু হইয়া সেই আত্ম-বুদ্ধি-প্রকাশক পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হই। অর্থাৎ যিনি পূর্ব্বে সকল জীবাত্মার মনোবুদ্ধি ইন্দ্রিয় প্রভৃতি সূক্ষ্মদেহের প্রকাশক স্বরূপে আপনাকে হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মা, বা মহত্তত্ত্ব নামে সৃজন করিয়াছিলেন। যিনি প্রত্যেক জীবের বুদ্ধিতে পরিবেষণ জন্য বেদ-পদ-বাচ্য সকল জ্ঞান স্বকীয় সেই হিরণ্যগর্ভ বা মহত্তত্ত্বরূপ সমষ্টি-

বুদ্ধিতে সমর্পণ করিয়াছিলেন, আমি মোক্ষাভিলাষী হইয়া সেই সর্ব্বজীবের আত্মবুদ্ধি-প্রকাশক দেবতার শরণাপন্ন হই।

উপরি উক্ত বেদবচন সমূহ হইতে জগৎ-কারণ আত্মার সর্ব্বজ্ঞত্ব ও প্রয়োজন-বিজ্ঞবানত্ব সুন্দররূপে সংগৃহীত হইতেছে। যথা 'দেবাত্মশক্তিং' যিনি জগৎকারণ তিনি আত্মা,প্রকৃতি তাঁহারই শক্তি এবং পরমাত্মাই একমাত্র সর্ব্বগুণ-যুক্ত কারণ। তাঁহার সৃষ্টির বহির্ভূত অন্য কোন পদার্থ নাই। তিনি 'কালকারঃ' কালের স্রষ্টা, তিনি 'গুণী' সর্ব্বগুণের প্রকাশক, প্রকৃতির গুণ তাঁহার সৃষ্ট। তিনি 'জ্ঞঃ' সর্ব্বজ্ঞ এবং সর্ব্ববিৎ। পৃথ্বী, অপ, তেজ প্রভৃতি ভূতগণও জগৎকারণ নহে। তাহারা তাঁহারই সৃষ্ট। শরীর ইন্দ্রিয় পঞ্চভূত প্রাণবায়ু প্রভৃতি কাহারই তিনি অধীন নহেন। তিনি একাকী সর্ব্বকারণ, 'ন তস্য কার্য্যং' তিনি সৃষ্টিরূপ ক্রিয়া-প্রকাশের জন্য কার্য্যরূপী হন নাই, অর্থাৎ বিরাটাদি শরীর ধারণ করেন নাই। 'ন করণঞ্চ' কুম্ভকারের যেমন দণ্ড চক্র সলিল সূত্র 'করণ' (যন্ত্র), তাঁহার তাদৃশ কোন 'করণ' নাই। তাঁহার শক্তি পরা ও বিবিধা, তাঁহার জ্ঞান-ক্রিয়া ও বল-ক্রিয়া স্বভাবসিদ্ধ ইহা সর্ব্ববেদে কহেন। তাঁহার জ্ঞান যোগীদিগের জ্ঞানের ন্যায় জড়প্রকৃতির গুণ-সম্পাদিত নহে। তাঁহার বলক্রিয়াও প্রাকৃতিক-শক্তি-জনিত নহে। সে সমস্ত তাঁহার স্বীয় স্বভাবসিদ্ধ। তাঁহার মূলে কোন কারণরূপ অধিপতি, তাঁহার বীজরূপে কোন কারণশরীর বা লিঙ্গশরীর নাই। তিনিই কারণ, 'সকারণং'। তিনি সকলের 'করণাধিপঃ' যে মন তাহারও অধিপতি। তিনি 'একোদেবঃ' অথচ 'সর্ব্বভূতান্তরাত্মা'। তিনি 'কর্ম্মাধ্যক্ষঃ', যদি বল ফলপ্রদ কর্ম্মই সংসারের হেতু সে জন্য কহিলেন তিনিই কর্ম্মাধ্যক্ষ। কর্ম্ম অচেতন, ফলদাতা তিনি। তিনি 'সাক্ষী' সকল কর্ম্মের জীবন্ত পরিদর্শক। 'চেতা' সকলের চেতয়িতা জ্ঞানদাতা। তিনি 'কেবলঃ' অসঙ্গ। তিনি মোক্ষাধিকারে কৈবল্য স্বরূপ। 'নির্গুণশ্চ' তিনি প্রকৃতির গুণের স্রষ্টা হইয়াও স্বয়ং তাহাতে লিপ্ত নহেন। 'সবিশ্বকৃৎ' এমন যে পরমেশ্বর তিনিই বিশ্বসৃজন করিয়াছেন, 'বিশ্ববিৎ' তিনি বিশ্বকে সর্ব্বতোভাবে জানেন, 'আত্মযোনি' জীবাত্মার জন্মস্থানস্বরূপ মহানাত্মা, 'জ্ঞ' সর্ব্বজ্ঞ, 'প্রধানপতি' প্রকৃতির প্রকাশক, 'ক্ষেত্রজ্ঞপতি' জীবাত্মার প্রকাশক, এবং সংসাররূপ বন্ধন ও মোক্ষরূপ স্বাধীনতার হেতু।

> "তস্মাৎ সর্ব্বজ্ঞং ব্রহ্ম জগতঃ কারণং।
> নাচেতনং প্রধানমন্যদ্বেতি সিদ্ধং।"
> (শাঃ ভাঃ)

এতাবতা সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মই জগতের কারণ। অচেতন প্রকৃতি বা অন্য কিছু জগৎ-কারণ নহে ইহা সপ্রমাণ হইল।

পরব্রহ্মের সর্ব্বজ্ঞত্ব সম্বন্ধে আরো কিঞ্চিৎ না বলিয়া এ অধিকরণ সমাপ্ত করিতে পারি না। পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রের লক্ষিত স্পষ্টার্থ-প্রতিপাদক বেদবাক্য অবলম্বন পূর্ব্বক এ স্থানে পরব্রহ্মের যে সর্ব্বজ্ঞত্ব স্থাপন করিলেন তাহায় প্রকারান্তর ব্যাখ্যা মাণ্ডুক্যোপনিষদে দৃষ্ট হয়। সেই ব্যাখ্যার সহিত এই সকল সূত্রের তাৎপর্য্য সমন্বয় পূর্ব্বক পাঠ করিলে এ সম্বন্ধে বেদান্তের অভিপ্রায় উত্তমরূপে বুঝা যাইবে।

উক্ত উপনিষদে দ্বিতীয় শ্রুতিতে আছে 'সর্ব্বংহ্যেতদ্ব্রহ্ম' এই সমস্তই ব্রহ্ম। এই শ্রুতিবাক্য ইতিপূর্ব্বের ব্যাখ্যাত "সৎ" শব্দকেই প্রকারান্তরে নির্দ্দেশ করিতেছে। ছান্দোগ্যের প্রতিজ্ঞা এই যে সেই "সৎ" কে জানিলেই সব জানা যায়। এখানেও সেই প্রতিজ্ঞা ফলিতেছে। "এই সমস্ত জগৎই

ব্রহ্ম।” কেন না মূলেতে “সৎ” পদবাচ্য ব্রহ্মরূপ বীজ ছিলেন। তিনিই বহু হওয়ায় “এই সমস্ত বস্তুই ব্রহ্ম” এরূপ বলা যাইতে পারে। কিন্তু শুদ্ধ তাহা বলিলে বেদান্তবাক্যের সঙ্গতি থাকে না। যদি আপত্তি করা যায় যে ঐ ব্রহ্মটি জড়প্রকৃতি, উপাদানকারণ, এবং পরিণামী মূলতত্ত্ব, তাহা হইলেই বেদান্ত অপদস্থ। বেদান্তের অন্তরের কথা এই যে তিনি সচেতন কারণ সুতরাং স্বয়ং কিছু হন নাই। ঐ অন্তরের কথাটী ঐ শ্রুতির মধ্য ও শেষাংশে কহিয়াছেন। যথা ‘অয়মাত্মাব্রহ্ম।’ ব্রহ্ম জড় নহেন কিন্তু এই প্রত্যক্ষ আত্মা। এ কথাতেও আপত্তি গেল না। কারণ সন্দেহ হইতে পারে তিনি কি তবে জীবাত্মা? এই জন্য সমাহার বাক্য দিতেছেন, যথা ‘সোয়মাত্মা চতুষ্পাৎ” এই আত্মা চারি পদে বিভক্ত। উত্তরোত্তর শ্রুতি সমূহে ঐ কথার ব্যাখ্যা আছে।—যথা—

জীবের জাগ্রত অবস্থায় স্থূল শরীরের প্রভাব, স্থূল ভোগের প্রভাব এবং স্থূল জগতের প্রভাব। সেই জাগ্রদবস্থাপন্ন ভোগাধিক জীবাত্মার সত্তা এবং স্থূল জগতের সত্তা পরমাত্মার আশ্রিত। পরমাত্মা প্রকাশ না করিলে তাহা প্রকাশ পায় না। ঐ প্রকাশকার্য্য সাধনের নিমিত্তে জীবাত্মাতে ও স্থূল জগতে পরমাত্মার যে অধিষ্ঠান তাহাই আত্মার ‘প্রথমপাদ বৈশ্বানর’ বা বিরাট শব্দে কথিত হয়। পরমাত্মার এই অধিষ্ঠানটী কি স্থূল জগৎ? উপরিউক্ত ব্যাখ্যা উত্তর দিতেছে যে, উহা স্থূল জগৎ নহে, কিন্তু স্থূল জগতের আত্মা। দ্বিতীয়তঃ ঐ অধিষ্ঠানটী কি জাগ্রদবস্থার স্থূলভুক্ জীবাত্মা? ঐ ব্যাখ্যাই উত্তর দিতেছে যে উহা জাগ্রদবস্থার জীবাত্মাও নহে কিন্তু তাহার অন্তঃরাত্মা ও তাহার স্থূল দেহের নিয়ামক। তৃতীয়তঃ ঐ অধিষ্ঠানটী কি জগৎকারণ ও ব্রহ্ম? ইহার উত্তর এই যে, যে অধিষ্ঠান স্থূলে, তাহা কারণ ও সর্ব্বজ্ঞ পদবাচ্য হইতে পারে না। কেন না, স্থূলের মূলে সূক্ষ্ম সৃষ্টি আছে। যথা—

জীবের স্বপ্নাবস্থা সূক্ষ্ম দেহের পরিচয় দেয়। তখন জীব ঈশ্বর-নিয়মিত মানসিক শক্তিবলে কেবল মনের কর্ত্তৃত্বে এবং কেবল মনেরই উপাদানে আপনার স্বপ্নদেহ বিন্যাস করে, সূক্ষ্ম ভোগ্য রচনা করে এবং সূক্ষ্ম ভাবে তাহা ভোগ করে। বেদান্তের সিদ্ধান্ত এই যে পরমাত্মার আশ্রয় ভিন্ন জীব তাহা করিতে পারে না। অতএব পরমাত্মা এ অবস্থায়ও জীবের অন্তর্যামি ও নিয়ামকরূপে অধিষ্ঠিত। তদ্রূপ স্থূল সৃষ্টি প্রকটিত হওয়ার পূর্ব্বে সৃষ্টি যখন বিভাগক্রমে পঞ্চতন্মাত্র ও সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের সহিত মনোবুদ্ধি ও প্রাণের সহিত সূক্ষ্মরূপে অবস্থিতি করে, তখনও পরমাত্মা তন্মধ্যে নিয়ন্তারূপে অধিষ্ঠান করেন। জীবের সূক্ষ্মদেহে বা সৃষ্টির সূক্ষ্মাবস্থায় পরমাত্মার এই যে অধিষ্ঠান তাহা আত্মার ‘তৈজস’ বা হিরণ্যগর্ভ দ্বিতীয় পাদ। এই ‘তৈজসাত্মা’ কি সূক্ষ্ম জগৎ? তিনি কি স্বয়ং সূক্ষ্মাবস্থার বা স্বপ্নাবস্থার জীবাত্মা? অথবা তিনি কি সর্ব্বজ্ঞ জগৎকারণ? উপরিউক্ত ব্যাখ্যা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, তিনি সূক্ষ্ম জগতের, সূক্ষ্মদেহের, ও সূক্ষ্মদেহাবচ্ছিন্ন জীবাত্মার অন্তরাত্মাও নিয়ামক মাত্র নতুবা তিনি স্বয়ং সূক্ষ্মজগৎও নহেন, জীবাত্মাও নহেন। অতঃপর সেই অধিষ্ঠানকে সর্ব্বজ্ঞ জগৎকারণও বলা যাইতে পারে না। কেন না সূক্ষ্মের মূলে কারণাবস্থা আছে। যথা—

জীবের সুষুপ্তি অবস্থায় কেবল কারণ শরীরের প্রভাব। তখন স্থূল সূক্ষ্ম দেহ কার্য্য করে না এবং স্থূল সূক্ষ্ম কোন ভোগও থাকে না। তখন জীবাত্মা পরমাত্মাতে নিদ্রা যান। তখন সমস্তই একীভূত।

এক ঘোরা রজনী। সে অবস্থাতেও পরমাত্মা জীবের অন্তর্যামিরূপে অধিষ্ঠিত। জীবের কারণাবস্থারূপ ঘন নিবিড় উপাধি যে প্রকার এই সুষুপ্তি অবস্থা তাহারই প্রতিকৃতি। এই চেতনাচেতন জগৎও সূক্ষ্ম ও স্থূলাবস্থার আদিতে ঐরূপ নিশ্চেষ্ট, গভীর ও অবিভক্ত অবস্থায় থাকে। তখন নামরূপ ও ভেদ-জাত থাকে না। তখন সকলই একীভূত। এক ঘোরা মহা রজনী। সে রজনীতে সর্ব্ব জীবের ও সর্ব্বজগতের অন্তর্যামিরূপে যে ব্রহ্মাধিষ্ঠাতৃত্ব বিদ্যমান থাকিয়া সমগ্র কারণা-বস্থাকে রক্ষা করেন, সেই অধিষ্ঠানটি আত্মার 'প্রাজ্ঞ বা সর্ব্বজ্ঞ' নামক তৃতীয় পাদ। এই অধিষ্ঠান কি কারণাবস্থায় জীবাত্মা? এই অধিষ্ঠান কি অপ্রকটিত কারণীভূত জড় জগৎ? প্রাগুক্ত ব্যাখ্যায় প্রতিপন্ন করিতেছে যে আত্মার সে অধিষ্ঠান জীবাত্মাও নহে এবং জগতের উপাদান কারণস্বরূপ কোন দ্রব্য-ধাতুও নহে।

"এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ।
সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং" (মাণ্ডুক্য ৬)।

ইনিই 'সর্ব্বেশ্বর' সমস্ত ভেদজাতের ঈশ্বর, ইনিই 'সর্ব্বজ্ঞ' সর্ব্বভেদাবস্থার জ্ঞাতা, ইনিই 'অন্তর্যামী' সর্ব্বভূতের অন্তরে থাকিয়া তাহা-দিগকে নিয়মিত করেন, ইনিই 'যোনি' ইনি সমস্ত ভেদজাতের জন্মস্থান। এবং সর্ব্ব ভূতের প্রভব ও অপায়ের কারণ।

এতাবতা পরমাত্মা কোন অবস্থায় স্বয়ং জগতও হন নাই, জীবও হন নাই। তিনি কারণাবস্থাতেও জীবাত্মার অন্তর্যামী মাত্র। তিনি সর্ব্বকাল ও সর্ব্বাবস্থাতেই জীবাত্মার অন্তরাত্মা। সুতরাং তিনি সচেতন আত্মা এবং জীবাত্মার প্রাণবিধায় তিনিই প্রত্যক্ আত্মা। জীবাত্মার সুষুপ্তি এবং প্রলয়কালীন কারণাবস্থাতে তিনি সাক্ষীরূপে উপস্থিত থাকেন বলিয়া তিনি সর্ব্বজ্ঞ এবং সেই অবস্থা অবধি স্থূলাবস্থা পর্য্যন্ত সর্ব্বাবস্থাকে নিয়-মিত করেন বলিয়া তিনি সর্ব্বেশ্বর শব্দের বাচ্য। এ পর্য্যন্ত আত্মার যে তিন পাদ উক্ত হইল, তাহার মধ্যে কোন পাদই যে স্বয়ং জীবাত্মা বা জগৎ নহে তাহা বুঝা গেল। এক্ষণে আত্মার চতুর্থ পাদটি কিপ্রকার তাহা বলা যাইতেছে।

মাণ্ডুক্যোপনিষদের 'নান্তঃপ্রজ্ঞং' প্রভৃতি শ্রুতিতে কহিয়াছেন যে সেই পাদটী 'প্রপ-ঞ্চোপশমং' জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি বা স্থূল সূক্ষ্ম কারণ কোন অবস্থায় লিপ্ত নহে। তাহা প্রকৃতির অতীত এবং মায়া-রাজ্যের ঊর্দ্ধে প্রতিষ্ঠিত। প্রলয়াবস্থা, অঙ্কুরাবস্থা, ও ব্যক্তাবস্থা ইহার কিছু না থাকিলেও ঐ পাদ বিদ্যমান থাকে। ঐ পাদ অবিদ্যা-সং-স্পর্শশূন্য অনাদি অনন্ত জাগ্রত-স্বভাব পরমচৈতন্য স্বরূপ। তাহা 'অগ্রাহ্য' বুদ্ধির অগম্য, 'অলক্ষণ' কোন লক্ষণদ্বারা নিরূপণের অযোগ্য, 'অব্যপদেশ্য' কোনরূপ নির্দ্দেশের বিষয় নহে, 'অচিন্ত্যং' চিন্তা, ধ্যান, প্রভৃতি মানস ব্যাপারের বিষয় নহে। তাহা 'একাত্ম-প্রত্যয়সারং' একমাত্র আত্মপ্রত্যয়ের গম্য। 'সেই পাদটি একমাত্র আত্মারূপে আছেন,' সকলেরই আত্মা তন্নিষ্ঠ বিধায় তাঁহাকে প্রমাণ করিতেছে। সেই পাদ 'অদ্বৈত', দ্বৈতস্বরূপ সৃষ্টির সর্ব্বাবস্থার অতীত বিধায় তাহা 'অদ্বিতীয়' অর্থাৎ একমাত্র। 'স আত্মা' তাহাই আত্মা। পরমাত্মার জগদন্তর্যামিত্ব কেবল পরিবর্ত্তনশীল উপাধিতে বিদ্যমান, কিন্তু সেই অনিত্য উপাধি সমস্ত হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেখিলে তাঁহার যে শুদ্ধ ভাব পাওয়া যায় তাহাই 'আত্মা' শব্দের বাচ্য। 'সবিজ্ঞেয়ঃ' তিনিই মোক্ষাধিকারে জানিবার যোগ্য।

'সংবিশত্যি আত্মনা স্বেনৈব স্বং পরমাত্মানং য এবং বেদ'।

আবর্জ্জনাদি দূরীকৃত করিয়া পবিত্রতা সাধন না করেন, স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক মঙ্গলময় ঈশ্বরের কল্যাণকর নিয়ম-পালনে ঔদাস্য অবহেলা-জনিত কষ্ট ক্লেশ যে তাহাকে সম্ভোগ করিতে এবং সময় বিশেষে বা অবস্থা বিশেষে যে মৃত্যু-মুখে নিপতিত হইতে হইবে, তাহার আর আশ্চর্য্য কি ?

অনেকের মুখে এরূপ শ্রুত হওয়া যায় যে, কোন কোন গৃহস্থ বাস্তু সর্প বধ করাতে অল্প কালের মধ্যে তাহার পরিবারস্থ অনেকেরই অকাল-মৃত্যু হইয়াছে এবং অনেকেই উৎকট ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া নিদারুণ কষ্ট ভোগ করিয়াছে। এরূপ জন-প্রবাদ নিতান্ত ভ্রমাত্মক বলিয়া বোধ হয় না। বাস্তুসর্প বধ করিয়া সত্বর গৃহ-সংস্কার না করিলে, আবাস-নিকেতনাদি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিতে প্রবৃত্ত না হইলে, গৃহের জঞ্জাল আবর্জ্জনা সকল বিদূরিত করিয়া না দিলে, যে তজ্জাত দূষিত বাষ্পাদি দ্বারা যে অকাল মৃত্যু ও স্বাস্থ্য-নাশ সংঘটিত হইবে, তাহার আর বিচিত্র কি ?

রোগ-রাজি সমুৎপাদনের কারণ সকল নিবাস-নিকেতন হইতে নিরাকৃত না করিয়া শুদ্ধ বাস্তুসর্প বধ করিলে তো অনিষ্টপাতেরই সম্ভাবনা। আলয় আশ্রম সকল পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিলে সর্প কার্য্যাভাব নিবন্ধন আপনা হইতেই প্রস্থান করে।

সর্প নানা জাতীয় হইলেও এতদ্দেশ মধ্যে বিষধর সর্প বর্ণানুক্রমে চারি জাতি বলিয়া অবধারিত আছে, যথা শুক্ল রক্ত পীত এবং কৃষ্ণবর্ণ এবং তাহারদিগের স্বভাবের উৎকর্ষতা ও অপকর্ষতা অনুসারে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র * এই চারি বর্ণাত্মক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। সামান্যত গৃহস্থ ভবনে যে সর্প অবস্থান করে, তাহা শুক্লবর্ণ। তাহা গোখুরা বা বাস্তুসর্প বলিয়া অভিহিত হয়। কৃষ্ণসর্পের ন্যায় তাহার স্বভাব তত উগ্র নহে। সামান্য উত্তেজনায় কদাপি উত্তেজিত হয় না, বা সামান্য আঘাতে প্রায়ই দংশন করে না। লোকালয়ে অবস্থান-জনিত তাহার স্বভাব প্রকৃতি ভিন্ন ভাব ধারণ করে। দিবাভাগে লোকের সম্মুখেই বহির্গত হয় এবং গৃহমধ্যে ইতস্তত বিচরণ করিয়া থাকে। একটু শব্দ বা ভয় প্রদর্শন করিলে ধীরে ধীরে গুপ্ত স্থানে যাইয়া লুক্কায়িত হয়। দৈবাৎ তাহার গাত্রে হস্তপদ লাগিলে প্রায়ই দংশন করে না। দংশন করিলেও কৃষ্ণসর্প-দংশনের ন্যায় আশু মারাত্মক নহে, অত্যল্প চিকিৎসা-কালও প্রাপ্ত হওয়া যায়। সর্পশ্রেণীর মধ্যে যেমন কৃষ্ণ সর্প অতীব তীব্র বিষধর, তেমনি খাল বিল জলা বাদা ও নিতান্ত অপরিষ্কার একান্ত অপরিচ্ছন্ন, উদ্ভিদ ও জন্তুবিকারপূর্ণ স্থান সমূহই তাহার বাসস্থান। কোন রূপে তাড়িত বা পথভ্রান্ত অথবা অন্য কোন কারণে বাসচ্যুত না হইলে প্রায়ই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন লোকালয়ে আগমন করে না। তীব্র বিষধর সর্প প্রায়ই দিবাভাগে বহির্গত হয় না। কৃষ্ণসর্প অতিশয় তেজস্বী ও অত্যন্ত ক্রোধী। ঈশ্বরের কেমনই করুণা যে তাহার সেই তেজস্বিতা ও ক্রোধান্ধতাই তাহার মনুষ্য কর্ত্তৃক ধৃত হইবার ও গরল সংহরণ করিবার এক মাত্র উপায়। যখন সে সক্রোধে ও সতেজে কোন বস্তুকে দংশন করিবার জন্য ফণা বিস্তার করিয়া সগর্ব্বে দণ্ডায়মান হয়, তখন তাহার আর পার্শ্বদৃষ্টি থাকে না, কেবলই একদৃষ্টিতে সম্মুখস্থ পদার্থের প্রতি চাহিয়া গর্জ্জন করিতে থাকে। তৎকালে তাহার পার্শ্বদেশ দিয়া বামহস্ত বিস্তার পূর্ব্বক অনায়াসে ব্যালধীগণ তাহার কণ্ঠ ধারণ পূর্ব্বক সকল গর্ব্ব খর্ব্ব করিয়া দেয়। বিষ-গ্রহণের

* শুক্লা তু ব্রাহ্মণী জ্ঞেয়া রক্তা তু ক্ষত্রিয়া স্মৃতা।
বৈশ্যা তু পীতিকা জ্ঞেয়া কৃষ্ণা শূদ্রা তু কথ্যতে।

সময় তাহাকে পেটক বা ঝাঁপি হইতে বহির্গত করিয়া উত্তেজিত করে, এবং তাহার অদূরে কোন পদার্থ ধারণ করিলে যখন সে সক্রোধে তৎপ্রতি একদৃষ্টিতে চাহিয়া দংশন জন্য আস্ফালন করিতে থাকে, তখন প্রাগুক্তরূপে বাম হস্ত দ্বারা ব্যালধীগণ তাহার কণ্ঠ ও বামপদ দ্বারা তাহার পুচ্ছ ধারণ পূর্ব্বক দক্ষিণ হস্তে তালপত্র-আচ্ছাদিত একখানি শুক্তিকা ধারণ করিয়া একটু হস্ত শিথিল করিলে অমনি সে তাল পত্রোপরি সক্রোধে দংশন করিয়া থাকে। দংশন মাত্র তালপত্র দন্ত দ্বারা ভেদ হইয়া শুক্তিকাগর্ভে বিষ বিন্দু সকল পতিত হয়। সর্প যদি নিতান্ত বলবান হয়, এবং ব্যালধী বিশেষ সাহসী বা সুপটু না হয়, তাহা হইলে পেটক হইতে সর্পকে বহির্গত করিয়া দণ্ডাদি দ্বারা চাপিয়া বাম পদে লেজ ও বাম হস্তে কণ্ঠ ধারণ পূর্ব্বক প্রাগুক্ত রূপে বিষ-সংহরণ করিয়া থাকে। বিষধর জাতীয় সকল সর্পগরলই রোগনাশক কিন্তু তন্মধ্যে চতুর্থবর্ণাত্মক কৃষ্ণসর্প-বিষই সর্ব্বাপেক্ষা তীব্রতম। সুতরাং তাহারই গরল-জাত ঔষধ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও আশু-উপকারী বলিয়া সাদরে গৃহীত হইয়া থাকে। অপরাপর সর্প-গরল অপেক্ষাকৃত হীনবীর্য্য বলিয়া সকল অবস্থায় গৃহীত হয় না। শ্লেষ্মা সন্নিপাত ও বিকার অধিকারে যেমন কৃষ্ণসর্প-বিষ-জাত ঔষধ অব্যর্থফলপ্রদ, তেমনি গলিত কুষ্ঠ প্রভৃতি বিবিধ দুশ্চিকিৎস্য ব্যাধিতে অন্ত্র ও পুচ্ছ-মস্তক-পরিত্যক্ত কৃষ্ণ-সর্প-শরীর-জাত তৈল একটী মহৌষধরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে*। এদেশে রসায়ন বিদ্যার প্রচার নাই বলিয়া অধুনাতন অনেকানেক কৃতবিদ্য জনগণকে বিলাপ করিতে দেখা যায় কিন্তু তাঁহারা যদি পারদ ও প্রত্যক্ষ কাল-স্বরূপ কালকূট বিশোধন পদ্ধতি একবার স্বচক্ষে সন্দর্শন করেন এবং তজ্জাত ঔষধের পরিদৃশ্যমান কল্যাণপ্রদ ফল পরীক্ষা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগের সে ভ্রম প্রমাদ অনেকাংশে তিরোহিত হইতে পারে। পারদ ও সর্পবিষ যেরূপ সামান্য পদার্থযোগে ও সামান্য পত্র-নির্যাস প্রভৃতি দ্বারা বিশোধিত হইয়া অমৃততুল্য গুণ ধারণ করে, অধুনাতন ইউরোপীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞান তৎসমূহের রাসায়নিক গুণগ্রামের এখনও সম্যক মর্ম্মভেদ করিতে সমর্থ হয় নাই। মহামূল্য অদ্ভুত কৌশল-সম্পন্ন যন্ত্র-সংগ্রহের আড়ম্বর নাই, অর্থ সামর্থ্যের প্রাচুর্য্য নাই, অথচ অত্যল্প কালের মধ্যে যৎসামান্য দ্রব্যযোগে যে কিরূপে প্রত্যক্ষ প্রাণসংহারক খনিজ দারুজ এবং জন্তুজ তীব্র কালকূট সকল অমৃতের গুণ প্রাপ্ত হয়, এবং আর্য্য-চিকিৎসাশাস্ত্র-অনুমোদিত তজ্জাত ঔষধাদি দ্বারা যে কি প্রকারে সকল প্রকার চিকিৎসক-পরিত্যক্ত সঙ্কট রোগাক্রান্ত কঙ্কাল-অবশিষ্ট রোগী রোগ-মুক্ত হইয়া বল-স্বাস্থ্য লাভ করে, তদ্দর্শনে বিদ্যা-বিজ্ঞানসম্পন্ন সকল দেশীয় নিরপেক্ষ চিকিৎসক মাত্রকেই বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধভাণ্ডার হইতে বহুবিধ অমূল্য রত্নের সহিত পারদ পর্য্যন্ত ইয়ুরোপীয় চিকিৎসকগণ-কর্ত্তৃক অপহৃত হইলেও এখনও তাঁহারা নিঃশঙ্করূপে সকল ব্যাধিতে পারদ-জাত ঔষধকে অব্যর্থ-ফলপ্রদ বলিয়া প্রয়োগ করিতে পারেন না। কোন কোন ব্যাধিতে প্রয়োগ করিয়া রোগ বিশেষ আরোগ্য করিলে আবার প্রায়ই রোগান্তর উপস্থিত হইতে দেখা যায়। কিন্তু আর্য্য-চিকিৎসা-বিজ্ঞান-অনুমোদিত শোধিত পারদ সকল রোগেরই মহৌষধ। পারদ, কি জ্বর-

* মৃতস্য কৃষ্ণসর্পস্য শিরঃপুচ্ছান্ত্রবর্জিতম্।
অন্তর্ধূমকৃতং ভস্ম বাকুচীতৈলমিশ্রিতম্॥
এতেন মর্দনাদেব গলৎকুষ্ঠং বিনশ্যতি
ভৈষজ্য রত্নাবলী।

বিকার, কি শ্লেষ্মা-সন্নিপাত, কি গ্রহিণী বিসূচিকা প্রভৃতি সকল রোগেই প্রযোজ্য। এবং সকল ব্যাধিতেই তাহা অব্যর্থ-ফলপ্রদ।

গরলের সমান তীব্র উত্তেজক ঔষধ প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। যেখানে ইয়ুরোপীয় উগ্রতর সুরা, রোগীর শীতল অঙ্গকে উষ্ণ, মগ্ন ধাতুকে উত্তোলন, সুষুপ্ত ইন্দ্রিয়গণকে জাগ্রত করিতে পারে না, সেখানে বিন্দু-প্রমাণ কালানল বাড়বানল মৃত-সঞ্জীবনী ও কালবারিণী এবং সূচিকাভরণ প্রভৃতি গরল-ঔষধ ক্ষণকাল মধ্যে রোগীর সর্ব্বাঙ্গকে উত্তপ্ত, সকল ইন্দ্রিকে কার্য্যক্ষম করিয়া তোলে। সুরা যে পরিমাণে রোগীকে উত্তেজিত করে, তদভাবে সেই পরিমাণে বা স্থল-বিশেষে তদপেক্ষাও অধিকতর অবসাদ আনয়ন করিয়া থাকে। কিন্তু গরলজাত ঔষধের শক্তি ক্রম-উত্তেজক। একবার ঔষধ-ক্রিয়া প্রকাশ পাইলে, আর প্রায় অবসাদ উপস্থিত হয় না, উত্তরোত্তর আরো উষ্ণই হইতে থাকে। বঙ্গের বা ভারতের খনিজ উদ্ভিজ-বিষ বহুপরিমাণে ইয়ুরোপীয় চিকিৎসাশাস্ত্রে গৃহীত হইয়াছে, কিন্তু সর্প-গরল ইয়ুরোপ এখনও স্পর্শ করিতে পারেন নাই, আমেরিকা সরল ও সহজ উপায়ে অদ্যাপি বঙ্গের ন্যায় বিবিধ ব্যাধিতে নির্ভয়ে প্রয়োগ করিতে সাহসী হয় নাই। পারদ ও গরল যেমন আর্য্য-চিকিৎসকগণ দ্বারা বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে বিশোধিত হয়, যেমন নিঃশঙ্ক ভাবে ব্যবহৃত হয়, যেমন অল্প মূল্যে বিক্রীত হইয়া থাকে, এমন আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। বস্তুত বৈদ্য-শাস্ত্র-বিশোধিত পারদ-গরল সেবনে কোনরূপ অনিষ্ট আশঙ্কা নাই। তাহারা যেমন ভারত-অভিধানে অমৃত নামে আখ্যাত হয়, তেমনি যথার্থই তাহারা অমৃততুল্য কার্য্য করে।

সর্পদংশন দ্বারা প্রাণ বিনষ্ট হয় সত্য বটে কিন্তু সর্পবিষের বহুতর অব্যর্থ ঔষধও বর্ত্তমান আছে। সুশ্রুত প্রভৃতি প্রাচীন বৈদ্যক-গ্রন্থে সর্প-চিকিৎসার যে সকল সুব্যবস্থা দৃষ্ট হয়, তাহা অধুনাতন চিকিৎসা-শাস্ত্র অপেক্ষা কোন অংশে নিকৃষ্ট নহে। তদ্ভিন্ন কোল ভিল, সাঁওতাল ধাঙড়, নাগা প্রভৃতি অরণ্য-পর্ব্বত-স্থিত আদিম নিবাসী এবং এতদ্দেশীয় কৃষক ও মৎস্যজীবী প্রভৃতি যাহারা অরণ্য পর্ব্বত, খাল বিল ও তড়াগ-সন্নিহিত স্থানে বাস করে, তাহারদিগের মধ্যে অনেকেই সর্প-দংশন-চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী। দুঃখের বিষয় এই যে, তাহারা নিরক্ষর বলিয়া মান-মর্য্যাদার ও ঔষধ-শক্তির লাঘব-আশঙ্কায় কুসংস্কার নিবন্ধন অন্যের নিকট তাহা ব্যক্ত করে না। ঔষধ প্রকাশ বিষয়ে যে কেবল এতদ্দেশীয় নিরক্ষর ব্যক্তি-বর্গই নিবৃত্ত রহিয়াছে, তাহা নহে; স্বার্থ-হানির আশঙ্কায় জ্ঞান-বিজ্ঞান উন্নত সুসভ্য ইয়ুরোপীয় প্রভৃতিদিগের মধ্যেও অদ্যাপি অনেককেই ঔষধ উপাদান বা ঔষধ প্রস্তুত-প্রণালী সংগোপন করিয়া রাখিতে দেখা যায়। বঙ্গের নিরক্ষর সর্প-চিকিৎসকগণ সর্প-দংশনের সংবাদ পাইবামাত্রই সহস্র কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সহস্র বাধা-বিঘ্ন অতি-ক্রম পূর্ব্বক রোগী-গৃহে চিকিৎসা জন্য উপস্থিত হয়। পাথেয় পুরস্কার গ্রহণ করা দূরে থাকুক, গুরু-আদেশ-ক্রমে প্রাণওষ্ঠাগত হইলেও রোগীগৃহে কদাপি অন্ন জল প্রভৃতি কিছুই গ্রহণ করে না। নিষ্কাম নিঃস্বার্থ ভাবে চিকিৎসা করিয়া থাকে কিন্তু ইয়ুরোপীয় কৃত-বিদ্য (প্যাটেন্ট) ঔষধ বিক্রেতাগণ তাঁহাদিগের আবিষ্কৃত ঔষধের বিংশতি গুণ মূল্য গ্রহণ করিয়াও কেবল স্বার্থলোপ-ভয়ে তৎসংক্রান্ত বিবরণ প্রকাশে বিলক্ষণ শঠতা ও খলতা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। বঙ্গদেশে ও মাদ্রাজ প্রভৃতি স্থানে অব্যর্থ সর্প-ঔষধ

না থাকিলে কোন রূপেই বিষধর সর্প ধারণ বা সর্পক্রীড়া প্রদর্শন-পদ্ধতি প্রচলিত থাকিত না। বেদে বা সাপুড়েগণ যে প্রকার নির্ভীক-ভাবে সর্প ধৃত করিয়া থাকে, এবং যেরূপ অবলীলাক্রমে আপন আপন পুত্র কন্যা দ্বারা সর্পসংক্রান্ত ক্রীড়া-কৌতুক প্রদর্শন করে, ইহাতে সর্প-ঔষধের প্রতি তাহাদিগের আন্তরিক বিশ্বাস ও অমোঘ ফলবত্তার অত্যুজ্জ্বলতর প্রমাণই প্রকাশ পায়। সর্প-গরল চিকিৎসার অব্যর্থ ঔষধ তো পল্লীগ্রামবাসীদিগের মধ্যে অনেকেই অবগত আছেন।

সর্পদংশন ও গরল ভক্ষণাদির চিকিৎসার বিশুদ্ধ প্রণালী ও ফলপ্রদ ঔষধ সুশ্রুত প্রভৃতি প্রাচীন বৈদ্যক গ্রন্থে যথেষ্ট পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু সর্পবিষ, অমোঘ অব্যর্থ ঔষধরূপে ব্যবহার করিবার পদ্ধতি অতি প্রাচীন বৈদ্যক গ্রন্থে প্রায় দৃষ্ট হয় না। পারদ ও গরল-চিকিৎসা তন্ত্র শাস্ত্র-অনুমোদিত বলিয়াই প্রসিদ্ধ আছে। যে মহাপুরুষ সর্ব্ব প্রথমে এই দুইটী প্রত্যক্ষ প্রাণ-সংহারক পদার্থের মৃত-সঞ্জীবনী শক্তি প্রকাশ করিয়া ঈশ্বরের মঙ্গলভাবের প্রত্যক্ষ প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন, তাঁহার নিকট চিরকালই মানবকুল কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ থাকিবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। এই পরমাশ্চর্য্য পরমহিতকর আবিষ্কার পৃথিবীর অন্য দেশ-দেশান্তরে বা ভারতের অন্য কোন স্থানে হয় নাই। তন্ত্র যেমন বঙ্গদেশে, পারদ ও গরল-গুণরাশি সেইরূপ বঙ্গভূমিতেই আবিষ্কৃত হইয়া তন্ত্রোক্ত চিকিৎসা-বিজ্ঞানেই তাহা বাহুল্যরূপে বহুকাল হইতে সুরক্ষিত হইতেছে। "বিষস্য বিষমৌষধং" এই মহাবাক্যের যাথার্থ্য গরল চিকিৎসাতেই নিঃসন্দেহরূপে সপ্রমাণ হইয়াছে। সর্পদংশন বা গরলভক্ষণ করিলে রোগীর যাদৃশ মুমূর্ষু অবস্থা উপস্থিত হয়, রোগ-জনিত তাদৃশ মৃত-কল্প অবস্থাতেই বিষ-চিকিৎসকগণ সূচিকাভরণ প্রভৃতি তীব্র কালকূট-জাত ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। তদ্দ্বারা শরীর সতেজ ও উষ্ণ হয়, ইন্দ্রিয় সকল কর্ম্মক্ষম হয়, জ্ঞানের সঞ্চার হইয়া রোগী আরোগ্য লাভ করে। সেই শ্লেষ্মা সন্নিপাত অবস্থাতে বিষ-প্রয়োগ দ্বারা শরীর এরূপ উষ্ণ হয় যে, নানাবিধ স্নিগ্ধ-ক্রিয়া না করিলে রোগী সুস্থ হইতে পারে না।

বেদ-বেদান্ত শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি আর্য্য-ধর্ম্মের সার গ্রন্থ হইলেও বঙ্গে যেমন তন্ত্র-শাস্ত্রের বহুল প্রচার দৃষ্ট হয়; তেমনি আয়ুর্ব্বেদ এবং সুশ্রুত চরক বাভটাদি চিকিৎসা গ্রন্থ, প্রাচীন ও প্রধানতম হইলেও তন্ত্রোক্ত পারদ ও গরল চিকিৎসাই বঙ্গদেশে উচ্চাসন প্রাপ্ত হইয়াছে। নিম্নতর বঙ্গভূমি যে প্রকার অস্বাস্থ্যকর স্থান, এখানে যেপ্রকার দুশ্চিকিৎস্য রোগ-রাজির প্রাদুর্ভাব, এখানকার লোক-সাধারণের যেরূপ অর্থ-অসঙ্গতি, কৃষি-শিল্পিগণের কর্ম্মক্ষেত্র যাদৃশ জল রোদ্র প্রধান, তাহাতে স্বল্পমূল্য বায়সাধ্য বিষ চিকিৎসা এদেশের পক্ষে কোনরূপেই অনুপযোগী বলিয়া বোধ হয় না। সেই কারণেই মহাস্তের গুড়া, সন্ন্যাসীর চটী, বসুর নাশ প্রভৃতি বিষ-প্রধান ঔষধ সকলের বহুল প্রকাশ হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত ঔষধ সেবন দ্বারা একবার রোগী নীরোগী হইলে যথেচ্ছ স্নিগ্ধ-ক্রিয়া যথেচ্ছ পান ভোজন ও উৎকট পরিশ্রম করিলেও দীর্ঘকাল শরীর সুস্থ ও সবল থাকে; জল রৌদ্র ও হিমের আশঙ্কায় সর্ব্বদা সাবধান ও সতর্ক থাকিতে হয় না। এখনও যে বঙ্গের কৃষক ও শ্রমজীবী প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীস্থ জনগণ সুস্থশরীরে জল রৌদ্রে উৎকট পরিশ্রম করিয়া শুদ্ধ

ভারতবর্ষ নয়, পৃথিবীর অনেক স্থানকে পোষণ করিতেছে, বিষ-চিকিৎসা-জনিত শারীরিক সুস্থতাই তাহার প্রধান কারণ।

সর্প দ্বারা বিষ-বায়ু ভক্ষিত হয়, সর্প-গরল দ্বারা উৎকট রোগ-রাজি দূর হইয়া থাকে। সর্প যে বিষ-বায়ু ভক্ষণ করিয়া জীর্ণ করে, অন্য কোন জন্তুই তাহা পারে না। সর্প না থাকিলে ঈশ্বরের মঙ্গল-রাজ্যে বায়ু-বিশোধনের একটি প্রবলতর সজীব-যন্ত্রের অভাব হইয়া জীব-রাজ্যের মহা অনিষ্ট সংঘটিত হইত। এই কারণেই সর্পকে বিশ্ব-আদি বিষ-বীজ স্বরূপ মহাদেবের কল্পিত মঙ্গল-মূর্ত্তির শিরোভূষণ রূপে প্রদত্ত হইয়াছে। অরূপী অশরীরী নিষ্কলঙ্ক ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপের নাম রূপ কল্পনা করিতে গিয়া যে মহাদেবকে রজত-গিরি-নিভ (সমুদ্র-সম্ভূত-গরল-ভক্ষণ জনিত) নীলকণ্ঠ ফণিভূষণ, (সর্ব্বব্যাপিত্বের পরিজ্ঞাপক) দিগম্বর প্রভৃতি রূপ অলঙ্কার ও সনাম প্রদত্ত হইয়াছে, ইহার দ্বারা সত্যের সুন্দর অভিনয়, কবির উচ্চ কল্পনা ও বিশুদ্ধ রুচিই প্রকাশ পাইতেছে।

পূর্ণ মঙ্গল ঈশ্বরের রাজ্যে কিছুই ব্যর্থ সৃষ্টি নাই। যত জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতি হইবে, মনুষ্যের বুদ্ধিবৃত্তি ও ঈশ্বর-প্রেম প্রদীপ্ত হইবে, ততই ভূলোক দ্যুলোকে তাঁহারই স্নেহ-প্রেম মঙ্গল-ভাবের উচ্চতর নিদর্শন সকল প্রকাশ পাইতে থাকিবে। মনুষ্য ততই তাঁহার কৌশল-কলাপের মধ্যে মঙ্গল উদ্দেশ্য সকল সন্দর্শন করিয়া নির্ভয় ও নিঃশঙ্ক হৃদয়ে জয় জয় রবে তাঁহারই মহিমা ঘোষণা করিতে থাকিবে।

ব্যাখ্যান-মঞ্জরী।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ব্যাখ্যানমূলক পদ্য।

আশ্বিন মাসের পত্রিকার ১২০ পৃষ্ঠার পর।

দশম ব্যাখ্যান।

কি ভয় ভাবনা ঈশ্বর যখন।
করিছেন তাঁর ধর্ম্মের যাজন॥
তাঁহার ইচ্ছায় নর সমুদয়।
করিবে তাঁহার ধর্ম্মের আশ্রয়॥
কালে সবে মেলি গাবে তাঁর নাম।
পৃথিবী হইবে স্বরগের ধাম॥
কিন্তু তাঁর ধর্ম্ম প্রচারে সত্বর।
প্রতি জনে যোগ দাও ওহে নর!
দেখ তিনি কিবা অপার মঙ্গল।
তিনিই তোমারে দেন ধর্ম্ম বল॥
যিনি শিক্ষা দেন তাঁহারে ডাকিতে।
ডাক সদা তাঁরে কায়মন চিতে॥
চাও তাঁর কাছে তাঁহার প্রসাদ।
ঘুচিবে তোমার যত অবসাদ॥
করিছেন তিনি কৃপা বরিষণ।
যতনে হৃদয়ে কর তা ধারণ॥
চাও দেখি তাঁরে কাতর নয়নে।
বঞ্চিত হবে না তাঁর দরশনে।
হে ভকত জন! প্রাণের আরাম।
আত্মার জীবন—সর্ব্ব-গুণ-ধাম॥
সৌন্দর্য্যে মঙ্গলে যাঁহার সমান।
নাহি আর কেহ নাহি বিদ্যমান॥
হেন জনে তুমি পাইয়া জীবনে।
করিছ আনন্দ কত তাঁর সনে॥
তাঁহার অমৃত কর সবে দান।
যত দিন তব দেহে রবে প্রাণ॥
তাঁহার প্রসাদে পাবে তাঁরে সবে।
তাঁহার প্রেমিক অনুগত হবে॥
কিন্তু তুমি ইথে কর প্রাণপণ।
তাঁর নাম সবে করাও গ্রহণ॥

তাঁহাকে পাবার তিন আছয়ে উপায়।
জ্ঞান প্রীতি ইচ্ছা যোগে তাঁরে পাওয়া যায়॥
জ্ঞান নেত্র যত তব হবে বিকসিত।
দেখিবে ততই তিনি হৃদি বিরাজিত॥
দেখিবে তাঁহারে তুমি ভূধর সাগরে।
নদী প্রস্রবণ কিম্বা শিশির নিকরে॥
তাঁহার প্রভাবে রবি বিতরে কিরণ।
কত রবি শশি তারা করিছে ভ্রমণ॥
সুশীতল বারি মেঘ করে বরিষণ।
জীবের জীবন সদা বহিছে পবন॥
পাখী সব গান গায় সুললিত স্বরে।
বিবিধ বর্ণের ফুল কিবা মন হরে॥
তিনি হন জগতের সকলের প্রাণ।
তাঁহার সত্ত্বায় সবে হয় প্রাণবান্॥
অসংখ্য জীবেরে তিনি করিয়া সৃজন।
বিধিমতে সবাকারে করেন পালন॥
অন্তরাত্মা প্রভু তিনি হন সবাকার।
তাঁহার ইচ্ছায় এই চলিছে সংসার॥
প্রত্যেক আত্মাতে তিনি থাকিয়া আসীন।
করিতে চাহেন তারে তাঁর প্রেমাধীন॥
দেখি তাঁর স্নেহ প্রেম জননী সমান।
করিবে না তাঁরে তুমি প্রেম প্রতিদান?
যতই তাঁহার প্রেমে মজিবে হৃদয়।
নাশিবে তোমার তত প্রবৃত্তি নিচয়॥
আপন ইচ্ছার তব হইবে বিরাম।
তাঁর ইচ্ছা মতে চলি হবে আপ্তকাম॥
জ্ঞান প্রীতি ইচ্ছা হলে তাঁতে উপযোগ।
করিতে পারিবে তুমি তাঁরে উপভোগ॥
দেখ তবে তাঁরে তুমি জ্ঞানের নয়নে।
একান্ত হৃদয়ে প্রেম কর তাঁর সনে॥
আপন ইচ্ছারে কর তাঁহাতে অর্পণ।
তবে ত পাইবে তাঁরে যিনি প্রেমধন॥
না দেখিলে তাঁরে-তাঁরে প্রেম না করিলে।
আত্মারে একান্তে যদি তাঁরে না সঁপিলে॥
তবে ত জীবন তব বৃথা চলি যায়।
এখনো সময় আছে করহ উপায়॥
না জানিলে তাঁরে যদি থাকিয়া সংসারে।
কি হইবে হায়! যবে মৃত্যু পর পারে?
তাঁরে পাইবার আছে এখনো সময়।
লভ তাঁরে থাকিবে না ভব-মৃত্যু-ভয়॥

তাঁহাতে সনাথ তব হইবে জীবন।
দিবেন মরণকালে অভয় শরণ॥
বিলম্ব না কর তবে তাঁহারে জানিতে।
প্রেমভরে তাঁর পদে আপনা সঁপিতে॥
কত সাধু তাঁর ধর্ম্ম করিতে পালন।
তাঁর সুধা করিবারে সবে বিতরণ॥
অকাতরে ছাড়ি রাজ্য দারা পুত্র ধন।
করিল উৎসর্গ তাঁরে আপন জীবন॥
তিনি ছাড়া হেন বস্তু নাহিক ধরায়।
যার তরে অনায়াসে প্রাণ দেওয়া যায়॥
ভক্ত তাঁর নাম জপ করয়ে উল্লাসে।
তাঁরে করে আবাহন প্রত্যেক নিশ্বাসে॥
প্রত্যেক প্রশ্বাসে তাঁরে করিয়া স্মরণ।
আপনারে তাঁর ক্রোড়ে করে সমর্পণ॥

ভজ তাঁরে প্রেমভরে সবে একমনে।
ভেবে দেখ কি সম্বন্ধ হয় তাঁর সনে॥
তিনি পিতা তিনি মাতা গুরু জ্ঞান দাতা।
পরম সুহৃদ্ বন্ধু বিপদের ত্রাতা॥
কত শুভ মতি তিনি করিয়া প্রেরণ।
করিছেন তাঁর দিকে সবে আকর্ষণ॥
ধার্ম্মিকেরে দেন তিনি ইহ পুরস্কার।
সহবাস পদছায়া চির আপনার॥
পাপীজন যদি তাঁরে বলে একবার।
ক্ষমা কর মোরে নাথ! হর পাপ ভার
দয়া করি তার পাপ করেন মোচন।
তাঁর পথে যাইবারে বলেন বচন॥
বিশেষ সম্বন্ধ তাঁর আত্মার সহিত।
ভাবিয়া দেখিলে তাহা হইবে বিদিত॥
আপন সদৃশ ভাব দেন জীবাত্মারে।
তাই সে তাঁহারে কিছু জানিবারে পারে॥
জ্ঞানের সমুদ্র তিনি জ্ঞানের স্বরূপ।
আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান তাঁর অনুরূপ॥
তিনি হন শুদ্ধ কিবা পবিত্রতাময়।
আমাদেরো মাত্র কিছু শুভ দিকে রয়॥
তিনি হন দয়াময় মঙ্গল অপার।
আমাদেরো ইচ্ছা আছে হিত করিবার॥
স্বতন্ত্র স্বাধীন ভাব আছয়ে তাঁহার।
কণামাত্র স্বাধীনতা দেখহ আত্মার॥

আত্মা যবে বদ্ধ নহে সংসার-শৃঙ্খলে।
তাঁর পথ জানি তাহে দৃঢ় ভাবে চলে॥
হয় তাঁর অনুগত তাঁহার অধীন।
তখন স্বাধীন তাহা হয় অনু দিন॥
নর নারি! হও তাঁর সন্তান সন্ততি।
বলিছেন ইহা তিনি তোমাদের প্রতি॥
তাঁর সনে আছে যোগ আত্মায় আত্মায়।
আত্মার যে ধর্ম্ম ভাব দেয় তাহে সায়॥
দেখ বুঝি—পিতা বলি তাঁরে ডাকিবার।
আছে তোমাদের আছে কিবা অধিকার॥
তিনি পিতা সবে তাঁর পুত্র কন্যাগণ।
সম্বন্ধ তাঁহার সনে করহ যোজন॥
যতই পুণ্যের ভাব করিবে অর্জ্জন।
তাঁহারে ততই সবে করিবে গ্রহণ॥
যদি থাক পশু মত পশুভাব লয়ে।
তাঁহারে কেমনে তবে পাইবে হৃদয়ে?
কে বলে ঈশ্বরে নর কেমনে জানিবে?
পাবে তাঁর সহবাস প্রেমেতে মজিবে?
নির্ম্মল হইবে যাঁর জ্ঞানের নয়ন।
সাধুভাব হৃদি যিনি করেন ধারণ॥
করেন প্রার্থনা যিনি তাঁরে অনুক্ষণ।
পাবেন তাঁহারে তিনি করিতে দর্শন॥
অরূপ সে রূপ বটে কিন্তু মনোহর।
যোগী জন ধ্যায়ে তাহা হৃদি নিরন্তর॥
প্রেমের মূরতি তাহা কিবা অতুলন!
সুধাময় ভাব তার নয়ন রঞ্জন॥
অসার ছাড়িয়া যেই তাঁরে করে সার।
দেখিতে সে প্রেমানন চায় অনিবার॥
যে ভিখারী হয়ে তাঁর দ্বারেতে দাঁড়ায়।
শূন্য হৃদে সেই কভু ফিরে নাহি যায়॥

ইতি দশম ব্যাখ্যান সমাপ্ত।

SERMONS OF MAHARSHI DEBENDRO NATH TAGORE, CHIEF MINISTER OF THE BRAHMO SAMAJ.

Translated from Bengali.

Sermon IV.

How to see God in the soul.

"হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলম্"

The pure soul who is without parts is in the bright and excellent sheath of the soul.

We have just been told that God is the Lord of our body, the household deity of every one of us. He is the innermost Soul of our souls. They see Him truly who see him as immanent to their souls. The efforts of those who seek Him within never fail. But how few of us seek him there? Many of us, absorbed in the affairs of the external world, forget themselves, sacrifice all they possess at the altar of worldly desires. We can never see God in the external world as near to us. He pervades the infinite sky, but to see him in the sky is not to see Him as near to us. In the universe is the reflection of His image, but in the soul is his image, in the beauty of the creation, in the loveliness of the human face, and in the good deeds of the virtuous we only see the reflection of His nature. It is in the soul where his true image shines. There is He manifest as Truth itself, Knowledge itself, Infinity itself. There is he manifest as the All-tranquil the Good, the One without a second. The reflection of his image is everywhere; the affection of the mother, the attachment of the brother, and the pure love of the devoted and chaste wife—all these are the reflections of the image of God, but in the soul alone is His image manifest. In the bright and excellent sheath of the soul He is visibly present. That Being who is Truth itself, Love itself, and without death, is manifest there. The universe is but a sullied mirror of the Lord. His stainless beautiful image which is without form, is no where so vividly manifest as in the soul. He who seeks Him within is never disappointed in his efforts.

But what is the nature of his manifestation in the Soul? How is He manifest there? Some say, "I can not see God as clearly as I see myself, I can not feel God as truly as I feel myself within my body." These men cannot feel God in the soul—the Being who is the soul of the soul and whose body is the soul! It is because they do not see him as he ought to be seen. We know by intuitive knowledge that the Infinite is the support of the finite. The human soul can not remain separate from its first cause and support. How can I remain away from him who is my support? We see before us a tree with its branches and leaves, fruits and flowers, and can we say that it has no root because that

is hidden within the ground? In the same manner our finite soul cannot exist without the First Cause. When I know that I am, I know that I am finite and dependent and that there is a great Being above me upon whom I depend. Look at the knowledge you possess. It is finite and limited on all sides, but your finite knowledge gives glimpses of the Infinite knowledge of God. Look at your will, it is free but limited. You will perceive that it is subject to the great will of God and that its freedom is able to manifest itself through his Infinite power Examine your feelings of love and reverence and regard, and you will perceive they are never satisfied until they are placed on God, you will perceive that your whole soul is supported by God. With your soul you will perceive its prime cause and Support. Like all things the human soul exists through God. In the Supreme Immortal and Undecaying spirit human spirits are stationed. As the spokes of a wheel rest on its nave and outer rim, so all beings—all gods, all men, all animals, and all these souls rest on that Supreme Spirit. The Supreme Soul and the human soul are so near to each other that there is no interval of space between them. Such is the close relation between God and man! Being dependent, shall we not know Him on whom we depend, He who sees Him within, sees Him as one who is One without a second, who is his Support and who supports all The human soul and the Supreme Soul live together and are friends of each other. They always live together. The one is the supported and the other the support, the one is the Giver and the other the enjoyer of the fruits of his actions. How close, then, is our relation to Him.

Some ask how can we live in company with God? Man only can be companion of man, but how can he, being such an insignificant creature, and beset with so many wants and miseries, be a companion of the great God who is without beginning and end? These men perceiving their littleness before the great God, shrink from approaching Him. What is companionship but living together. We can not live in company with a distant object, but why can we not live in company with the Being who lives in the innermost recesses of our soul? Why can we not live in company with One who is so near to us? Can the dependent live separate from Him upon whom he depends? The Maharshi in the days of yore living with God said that, he could be felt as an amalak fruit placed in the hand. As we touch an amalak fruit with our hands, so we can touch God with our soul. God is living so near to us that our soul knows him by touch.. Our soul is always in contact with Him. When He is so near to us, why can we not live in company with Him? What else does companionship mean? We are praying to Him with an open heart and He is listening to us He is giving us knowledge and we are listening to His sweet words Is not this companionship? He always hears whatever I speak to Him; I hear whatever He commands me What more can be companionship than this? We see His loving face we hear His wise instructions and we receive His responses to our prayers to Him What more can be companionship than this? If they who declare that it is impossible to live in company with God, think on the subject for a time, they would perceive that with none else can we live in company so well. His words of instruction have no audible sound, yet we receive them. In order to live with Him there is no necessity of these gross senses—of these eyes and these ears. As He having no eyes and no ears sees and hears all, so we see Him without the help of our material eyes and hear his sweet words without the aid of our material ears When in this way we see Him, hear His words, and touch Him, by what other way can we express this relationship than by saying that we live in company with Him He is an object of taste, we can taste Him as we taste any other object All living beings rejoice by obtaining Him. As we see Him by Intuition without the least aid of the eyes, and as we touch Him with our soul without the least aid of the organs of touch so we taste his sweetness and blissful nature without the least aid of the tongue. His unparalleled joy of love moistens our soul When this pure joy rises in our mind we can not express all our feeling except by calling Him Sweetness itself There is no sweetness like the sweetness of the Lord, there is no sweetness with which His sweet-

শক ১৮০৫

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

কালনা ব্রাহ্মসমাজ।

ষোড়শ সাম্বৎসরিক উৎসব।

৩০ আশ্বিন, মঙ্গলবার। ১৮০৫ শক।

আজ কালনা ব্রাহ্মসমাজের ষোড়শ সাম্বৎসরিক মহোৎসব। আজ আমাদের অতি শুভ দিন, পরম আনন্দের দিন। আমরা পরম কারুণিক জগৎপিতার অনুগ্রহে এই শুভ দিন প্রাপ্ত হইয়াছি। আজ এক বৎসর কাল পরে এই পবিত্র ব্রহ্মমন্দিরে অতুল আনন্দ সহকারে এক-[illegible] হইয়া সেই আনন্দময়ের চরণে ভক্তি-কুসুম-হার দিবার জন্য, তাঁহার নামামৃত পান করিয়া শুষ্ক হৃদয় পরিতৃপ্ত করিবার জন্য, অতুল ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিবার জন্য, ধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করিবার জন্য, [illegible] তাঁহার গুণ গান করিয়া [illegible] সার্থক করিবার জন্য সকলে [illegible] অপেক্ষা এই সংসারে [illegible] আর কি আছে। [illegible] নাই, এ সুখের তুলনা নাই। [illegible] করিয়া দেখ, সকল [illegible] ও আনন্দময় ভাব [illegible] হৃদয়তলে অপূর্ব্ব [illegible] ধর্ম্মের ভাব প্রতীয়মান হইতেছে। আজ এই গৃহের অপূর্ব্ব শোভা, পবিত্র স্বর্গীয় ভাব সকলেরই মনে অপার আনন্দ বিতরণ করিতেছে। ইহার কারণ, কেবল সেই মঙ্গলময় পূর্ণ পুরুষের আবির্ভাব ও তাঁহার অসীম করুণা। এখন প্রায় কাহারও মনে সাংসারিক ভাবের কিছুমাত্র আবির্ভাব নাই। কে যেন আসিয়া আমাদিগের হৃদয়কে অপার আনন্দ-নীরে প্লাবিত করিতেছে, কে যেন আমাদিগের হৃদয়ে কত উৎসাহ-বারি সেচন করিতেছে।

আজ ধর্ম্মানুষ্ঠান-জনিত বিশুদ্ধ সুখ সম্ভোগ করিবার নিমিত্ত সমাগত ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয়ে বিলক্ষণ ব্যগ্রতা উপস্থিত হইয়াছে। সকলেই সেই সর্ব্বশক্তিমান মুক্তিদাতা ঈশ্বরের গুণানুবাদ শ্রবণ করিবার জন্য, ধর্ম্মের মহিমা কীর্ত্তন করিবার জন্য ঔৎসুক্য সহকারে উন্মুখ হইয়া রহিয়াছেন। যাঁহারা এই সনাতন ধর্ম্মে দীক্ষিত, তাঁহাদিগের ত কথাই নাই। যাঁহারা এধর্ম্মের মর্ম্ম সবিশেষ কিছু জানেন না বা জানিবার চেষ্টা করেন না, তাঁহাদিগেরও মনে আজ কেমন ঔৎসুক্য, কেমন প্রফুল্লতা ও কেমন অনুরাগ উপস্থিত হইয়াছে। আজ সমাজ-গৃহের

প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বোধ হইবে যেন, এই ব্রাহ্ম সমাজের কতই উন্নতি হইয়াছে, কতই সভ্য-সংখ্যা বৰ্দ্ধিত হইয়াছে। না জানি, কত ব্যক্তিই এই সনাতন ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ব্রহ্মের মহিমা প্রচার করিতে সমুৎসুক ও সমাজের উন্নতি সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন। আজিকার ভাব-গতি দেখিয়া আমাদিগের মনে কত আশা, কত ভরসা ও কত উৎসাহ হইতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, সে আশা কখনই ফলবতী হইল না। উহা দরিদ্রের মনোরথের ন্যায় আমাদিগের হৃদয় মধ্যেই বিলীন হইয়া যায়।

এই কালনা ব্রাহ্মসমাজ আজ সপ্তদশবৎসরে পদার্পণ করিল; কিন্তু ইহার ত কিছুমাত্র উন্নতি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। এই ষোড়শ বৎসর একভাবেই চলিয়া আসিতেছে। এই বৃহৎ নগরে অনেক ঐশ্বর্য্যশালী ধর্ম্মানুরাগী কৃতবিদ্য উৎসাহশীল লোক আছেন। ধর্ম্ম যে কি পদার্থ, তাহা তাঁহারা বিলক্ষণ জানেন।

'এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।"

ধর্ম্মই আমাদিগের একমাত্র বন্ধু, ধর্ম্মই আমাদিগের পরলোকে একমাত্র সহায়, ধর্ম্মই সুখের হেতু ও স্বর্গের সেতু। ধর্ম্মই মুক্তিপথের নেতা ও শান্তির প্রাপয়িতা। ইহা তাহারা বিশেষরূপে অবগত আছেন। ধর্ম্মের যে কত ক্ষমতা, তাহাও তাঁহারা পদে পদে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিতেছেন। ধর্ম্মবল ভিন্ন কোন দেশে কোন কালে কোন জাতির উন্নতি সাধিত হয় নাই। ধর্ম্মই একমাত্র দেশের উন্নতি-সাধক, ধর্ম্মই একমাত্র জাতির উৎকর্ষ-বিধায়ক, ধর্ম্মই একমাত্র ঐহিক ও ও পারত্রিক সুখসচ্ছন্দতার নিদান, ধর্ম্মই মানব জাতির সর্ব্বস্ব। ইহা তাঁহারা বিলক্ষণ বুঝেন; তথাপি এই সত্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে অগ্রসর হয়েন না ও ইহাতে অনুরাগ প্রদর্শন করেন না, ইহাই অত্যন্ত দুঃখের বিষয়। ইহাই অত্যন্ত অনুশোচনার বিষয়।

এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে অনেকে অনেকরূপ মনে করেন। সেটি কতদূর সঙ্গত, একবার তাঁহারাই স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখুন। এই ব্রাহ্মধর্ম্ম আমাদিগের সনাতন ধর্ম্ম। পূজ্যপাদ মহর্ষিগণের হৃদয়ের ধর্ম্ম। ইহা বিদেশীয় ধর্ম্ম নহে। প্রাচীন ঋষিরা এই ব্রাহ্মধর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম ও ব্রহ্মবিদ্যাকেই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং ব্রহ্মজ্ঞানকেই মুক্তির কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

'অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।"

যে বিদ্যা দ্বারা সেই অক্ষর পুরুষকে জানা যায়, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা।

'তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।"

সাধক সেই পরব্রহ্মকে জানিয়া মৃত্যু অতিক্রম করেন, অর্থাৎ মুক্তি লাভ করেন; মুক্তিলাভের আর অন্য পথ নাই।

'তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং।"

যে জ্ঞানি ব্যক্তিরা সেই ব্রহ্মকে আত্মস্থ দেখেন, তাঁহাদিগেরই নিত্য শান্তি লাভ হয়, অর্থাৎ মুক্তি হয়; অন্য লোকের তাহা হয় না। উপনিষদাদি শাস্ত্রে ভূরি ভূরি স্থানে একবাক্যে সমস্বরে এই ধর্ম্মজ্ঞানের প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছে। মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে পরমযোগী মহাদেব স্বীয় পত্নী পার্ব্বতীকে বলিয়াছেন

"বহুনাত্র কিমুক্তেন তবাগ্রে কথ্যতে প্রিয়ে।
ধ্যেয়ঃ পূজ্যঃ সুখারাধ্যস্তং বিনা নাস্তি মুক্তয়ে।"

প্রিয়ে, এবিষয়ে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই, তোমার নিকট এইমাত্র বলিতেছি যে, সেই পরব্রহ্মই ধ্যেয় পূজ্য ও সুখারাধ্য। তিনি ভিন্ন মুক্তিদাতা আর কেহ নাই। আবার বলিয়াছেন।

"বালক্রীড়নকবৎ সর্ব্বং রূপনামাদিকল্পনম্।
বিহায় ব্রহ্মনিষ্ঠো যঃ স মুক্তো নাত্র সংশয়ঃ।"

ব্রহ্মের নামরূপাদি কল্পনা বালকের ক্রীড়ার ন্যায়, যিনি উহা পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মপরায়ণ হন, তিনিই মুক্তি লাভ করিতে পারেন; ইহাতে আর সংশয় নাই। কি ধর্ম্মশাস্ত্র কি পুরাণ, কি তন্ত্রশাস্ত্র, সকল শাস্ত্রেই প্রথমে নানা বিষয়ের উল্লেখ করিয়া চরমে পরাৎপর পরব্রহ্মই একমাত্র মুক্তিদাতা বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সেই পরব্রহ্মের উপাসনা লইয়াই ব্রাহ্মধর্ম্ম। ব্রাহ্মধর্ম্ম নূতন ধর্ম্ম নহে।

এবিষয়ে আর অধিক কি বলিব। এই ভারতবর্ষ ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা-ভূমি। ব্রহ্ম যে এ দেশের চিরকালের আরাধ্য তাহা এক ব্রাহ্মণ শব্দের দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে। 'ব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ।' যিনি ব্রহ্মকে জানেন, অর্থাৎ ব্রহ্ম-পরায়ণ হন, তিনিই ব্রাহ্মণ। একবার স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখুন, ব্রাহ্মণগণের প্রথমে দীক্ষা কি? তাঁহাদিগের প্রথম দীক্ষা এই—পূজনীয় আচার্য্য আসন পরিগ্রহ করিয়া ব্রাহ্মণ কুমারকে পবিত্র গৈরিক বসন পরিধান করাইয়া তাহার কর্ণে মহা মন্ত্র গায়ত্রী প্রদান করেন। সেই মহা মন্ত্রের অর্থ এই সেই সর্ব্বলোকপ্রকাশক সর্ব্বব্যাপী পূর্ণ মঙ্গল জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা পরম দেবতার বরণীয় জ্ঞান ও শক্তি ধ্যান করি, যিনি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছেন। যখন ব্রাহ্মণ কুমারেরা ঐ মহা মন্ত্র প্রাপ্ত হইলেন, তখনই ত তাঁহারা পর ব্রহ্মের উপাসক হইলেন, তখনই ত তাঁহারা শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিলেন, তখনই ত তাঁহারা সনাতন ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন। সুতরাং এই ধর্ম্ম আমাদিগের সনাতন কৌলিক ধর্ম্ম। এই ধর্ম্মের মহিমা-বলেই বিশ্বামিত্র মুনি ক্ষত্রিয় হইয়াও পর ব্রহ্মের উপাসক হওয়াতে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন ও সকলের নিকট ব্রাহ্মণোচিত সম্মাননা লাভ করিয়াছিলেন। তৎকালে যিনি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পরব্রহ্মকে জানিতেন ও তাঁহার উপাসক হইতেন, তিনি সমাজ মধ্যে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিগণিত হইয়া ব্রাহ্মণোচিত সম্মাননা লাভ করিতে পারিতেন। মহামান্য মহাজ্ঞানী ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ব্রহ্মপরায়ণ ঋষিরা তাঁহাকে পবিত্র হৃদয়ে গ্রহণ করিতেন।

আমাদিগের দুর্ভাগ্য বশত কালক্রমে নানা কারণে ব্রহ্মবিদ্যা ও ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতির আলোচনার হ্রাস হওয়াতে ঐ উৎকৃষ্ট রীতির বিপর্য্যয় ঘটিয়াছে। কিন্তু জ্ঞাননেত্রে পর্য্যবেক্ষণ করিলে, ইহা অবশ্যই প্রতিভাত হইবে যে, যে কোন জাতি হউক না কেন, ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক পরব্রহ্মের উপাসক হইলে, আমরা তাঁহাকে পবিত্র বলিয়া হৃদয়ের সহিত গ্রহণ করিতে পারি। আমাদিগের শাস্ত্রেও দেখিতেছি,

"জন্মনা জায়তে শূদ্রঃ সংস্কারাৎ দ্বিজ উচ্যতে।
বেদাভ্যাসাৎ ভবেদ্বিপ্রোব্রহ্ম জানাতি ব্রাহ্মণঃ।"

ব্রাহ্মণ-কুমার যখন ভূমিষ্ঠ হন তখন তিনি শূদ্র, জাতকর্ম্মাদি সংস্কার সকল সম্পন্ন হইলে দ্বিজ, বেদাভ্যাস করিলে বিপ্র ও পরিশেষে ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রাহ্মণ হন। ব্রহ্মজ্ঞানের কি সামান্য মহিমা! ব্রহ্মোপাসনার কি সামান্য গৌরব! আমাদিগের সকল শাস্ত্রেই ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়াছেন ও পদে পদে ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন মুক্তির আর উপায় নাই বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। ব্রাহ্ম ধর্ম্ম সেই ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মোপাসনার উপদেশ দিতেছেন।

"তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।"

তাঁহার প্রতি প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য

গাবন করাই তাঁহার উপাসনা, ব্রাহ্মধর্ম্ম ইহাই শিক্ষা দিতেছেন। এই ব্রাহ্ম ধর্ম্মই জগতের একমাত্র সত্য ধর্ম্ম। পৃথিবীতে যে কিছু সুখ শান্তি হইতে পারে, এই ব্রাহ্ম ধর্ম্মই তাহার মূল, এই ব্রাহ্ম ধর্ম্মই তাহার একমাত্র নিদান, এই ব্রাহ্ম ধর্ম্মই তাহার একমাত্র জনয়িতা।

যে সকল শাস্ত্র ব্রহ্মজ্ঞানের ও ব্রহ্মোপাসনার অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন, সেই সকল শাস্ত্রের সার মর্ম্মই এই [illegible]। এই ধর্ম্ম আবির্ভূত না হইলে আমাদিগের দুর্দ্দশার একশেষ হইত। বিবেচনা করিয়া দেখুন, বৈদেশিক ধর্ম্ম সকল প্রবল পরাক্রমে আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছিল, কাহার সাধ্য যে তাহার [illegible] আক্রমণ হইতে রক্ষা পায়। [illegible] করুণাময় পরম পিতা আমাদিগের প্রতি করুণা করিয়া সময় বুঝিয়া যাই এই সত্য ধর্ম্ম পৃথিবীতে প্রেরণ করিলেন ও সেই সত্য ধর্ম্মের জ্যোতি চারি দিকে বিকীর্ণ [illegible], তাই আমাদিগের জাতীয় [illegible] সম্মান সংরক্ষা [illegible], তাহাতেই আমরা বৈদেশিক ধর্ম্মের করাল কবল হইতে রক্ষা পাইলাম। সেই সত্য ধর্ম্মের প্রভাবেই আমরা ক্রমে [illegible] বলীয়ান্ হইতে লাগিলাম। [illegible] আমাদিগের [illegible] কিছুই নাই। তাহাতে যদি এই [illegible] ধর্ম্মের বল না পাইতাম, তাহা হইলে আমরা কোথায় [illegible] হইতাম, তাহার কিছুই স্থিরতা থাকিত না। আমরা সেই মহামান্য অসামান্য জ্ঞানশালী ঋষিদিগের বংশসম্ভূত হইয়া অন্ধকূপে পতিত হইয়াছিলাম। আমাদিগের [illegible] ধর্ম্ম ও জাতীয় গৌরব সকলই নষ্ট হইবার উপক্রম হইয়াছিল। এক্ষণে [illegible] কৃপাবলেই আমরা আমাদিগের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিবার সময় পাইয়াছি। বহু দিনের পর আমাদিগের সৌভাগ্য-সূর্য্যের উদয় হইয়াছে। বহু কালের পর আমাদিগের শুভ দিনের সমাগম হইয়াছে। বহু কালের পর আমাদিগের প্রতি সেই কৃপানিধান পরম পুরুষের কৃপাদৃষ্টি পতিত হইয়াছে। বহু দিনের পর আমরা আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণের আরাধ্য দেবাদিদেব ইষ্ট দেবকে প্রাপ্ত হইয়াছি। আমাদের আর আনন্দের সীমা নাই! অদ্য কাল প্রায় সকল প্রদেশে, সকল নগরে, সকল গ্রামে সেই আর্য্যদিগের দেবদেব ইষ্ট দেবের পূজা হইতেছে। তাঁহার স্তুতি গীতে চতুর্দ্দিক প্রতিধ্বনিত হইতেছে। তাঁহার সত্য ধর্ম্মের জ্বলন্ত জ্যোতিতে মর্ত্ত্য লোক আলোকিত হইতেছে। ভ্রমান্ধকার বিদূরিত হইতেছে। কুসংস্কার সকল উন্মূলিত হইতেছে। সত্য ধর্ম্মের মহিমা প্রচারিত হইতেছে।

হে সাধুমণ্ডলী, একবার বিবেক সহকারে জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করিয়া দেখুন, আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্য ঋষিগণ জ্ঞান ধর্ম্মে কত দূর উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। অদ্য পর্য্যন্ত কোন দেশে কোন জাতির মধ্যে কেহ তাঁহাদিগের সমকক্ষ হইতে পারেন নাই। যে কোন জাতি হউন না কেন, ধর্ম্ম বিষয়ে এখনও আর্য্য ধর্ম্মের নিকট অনেক শিক্ষা করিতে পারেন। আমরা সেই উন্নত আর্য্যবংশ-সম্ভূত হইয়া যে দিনদিন এত হীন হইয়া পড়িতেছি, এত দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছি, সে কেবল আমাদিগের নিজের দোষেই ঘটিয়া উঠিয়াছে। আমরা একের সন্তান হইয়া যখন পরস্পর বিচ্ছিন্ন ভাব অবলম্বন করিতেছি, যখন আমরা বিদ্বেষ সহকারে বিভিন্ন হৃদয়ে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি, যখন আমরা নানা বিধ কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া অনিষ্টকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছি, তখন

যে আমাদের দুর্দ্দশা অতিশয় ও ইহকাল পরকালে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? ধর্ম্মই সমাজের একমাত্র জীবনী শক্তি। সেই শক্তি বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে, সমাজ কখনই প্রতিষ্ঠিত ও বলিষ্ঠ হইতে পারে না এবং সমাজের সমবেত বলও একটা কখনই সঞ্চিত হইতে পারে না। আপনারা ইতিহাসে ইহার শত শত জাজ্বল্যমান প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতএব এ বিষয়ে আর অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। এক্ষণে বিনীত ভাবে এইমাত্র বক্তব্য যে,যখন জ্ঞান জ্যোতি চারি দিকে বিকীর্ণ হইয়া লোকের হৃদয়-কন্দর আলোকিত করিতেছে, ভ্রমান্ধকার বিদূরিত করিতেছে, যখন বিজ্ঞান শাস্ত্রের প্রভাবে বদ্ধমূল কুসংস্কার সকল লোকের হৃদয় হইতে অপসৃত হইতেছে ও সত্যের জ্যোতি উদিত হইয়া চারি দিক আলোকিত করিতেছে, যখন জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত হইয়া শুভাশুভ ফল অবলোকন করিতেছে, তখন আর এই সনাতন সত্য ধর্ম্মের প্রতি ঔদাসীন্য ভাব প্রদর্শন করা কৃতবিদ্যগণের উচিত নহে। এক্ষণে এই সার্ব্বধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করা, জাতীয় গৌরব রক্ষা করা ও আপনাদিগের হিত সাধন করা সর্ব্বান্তঃকরণে সকলেরই কর্ত্তব্য বলিয়া প্রতিপন্ন হইতেছে।

করুণাময় পরমেশ্বর আমাদিগের মঙ্গল সাধনের জন্য প্রকৃত সময়েই এই ব্রাহ্মধর্ম প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব আপনারা দৃঢ়তর অনুরাগ সহকারে একমনে এই সনাতন ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে ব্রতী হইয়া দেশের হিত সাধন করুন, জাতীয় গৌরব রক্ষা করুন, এই স্বর্গীয় মহোৎসবের মহিমা প্রকাশিত করুন সেই মহামহিমান্বিত [illegible] মহোৎসবের [illegible] চরিতার্থ করুন। [illegible]

সংসাধনের জন্যই এ মহোৎসবের আয়োজন। লৌকিক ব্যবহার সম্পাদনের জন্য ইহার আয়োজন নহে। ইহাতে তামসিক ব্যাপারের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। ইহা একটি পবিত্র আনন্দপরিপূর্ণ অলৌকিক মহোৎসব। আমরা সকলে এই পবিত্র মহোৎসবে সমবেত হইয়া একতান মনে ভক্তি সহকারে সেই সত্য সুন্দর পুরুষের পূজা করিয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করিবার জন্যই এই পবিত্র স্থানে উপস্থিত হইয়াছি। দেখুন, আজ আমাদের হৃদয়ে কিরূপ ভাবের আবির্ভাব হইয়াছে রূপ ভাব ত আমরা আর কোথাও অনুভব করি নাই। ইহাতে স্পষ্টই বোধ হইতেছে যে, সেই সত্য সুন্দর পরম পুরুষ যেন আমাদিগের সম্মুখে সমুপস্থিত হইয়া আমাদিগের মনে পবিত্র ধর্ম্মের ভাব প্রেরণ করিতেছেন, হৃদয়ের উৎসাহ বর্দ্ধিত করিতেছেন, ধর্ম্মের বল প্রবাহিত করিতেছেন। কে যেন হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে বলিতেছেন, তোমরা সকলে এক-হৃদয় হইয়া অবিচ্ছিন্ন ভাবে একতা সহকারে এই সত্য ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর, তাহা হইলে, ইহ কাল ও পর কালে সুখ সচ্ছন্দতা লাভ করিতে পারিবে, দেশের মুখ উজ্জ্বল করিয়া জাতীয় গৌরব রক্ষা করিতে পারিবে. সত্যের জয় সত্যের জয় বলিয়া এই পৃথিবীতে জয়পতাকা উড্ডীন করিতে সমর্থ হইবে।

হে ব্রাহ্ম ভ্রাতৃগণ, আজ আমাদের সাম্বৎসরিক মহোৎসবের দিন; অপার আনন্দের দিন। সেই পরম দয়াময় পরম পিতার অনুগ্রহে এই ক্ষুদ্র ব্রাহ্মসমাজ আজ সপ্তদশ বৎসরে পদার্পণ করিল। আমরা তাঁহার অক্ষম পাপী সন্তান। আমাদের সহায় নাই কোন বলও নাই। এক মাত্র তিনিই আমাদের সহায়; তিনিই আমাদের বল। আ

আমরা চির-পিপাসিত শুষ্কপ্রায় জীবনকে তাঁহার নামামৃত পানে পরিতৃপ্ত করিব ব-লিয়া এই পবিত্র ব্রহ্মমন্দিরে সমুপস্থিত হইয়াছি। কত আশা করিতেছি, তাঁহার প্রেমের ভিখারী হইয়া তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইয়াছি, অবশ্যই মনোরথ পূর্ণ হইবে। তিনি যে দরিদ্রের ধন, পাপীর জীবন। পিতা আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন তোমারই ধর্ম্ম-পথের পথিক হইয়া চির জীবন যাপন করিতে পারি। তোমার প্রেমের প্রবাহ যেন আ-মাদিগের হৃদয় মধ্যে নিরন্তর প্রবাহিত হইতে থাকে। নাথ, এই নগরবাসীদিগের চিত্ত ক্ষেত্রে তোমার সত্য ধর্ম্মের বীজ বপন কর, সত্যের মহিমা প্রচার করিবার জন্য তাহাদি-গের হৃদয়ে উৎসাহ-শিখা প্রজ্বলিত কর। ভ্রাতৃগণ, আসুন, আমরা এক্ষণে একাগ্র মনে প্রেম-কুসুমে সেই পরম দয়াবান মুক্তিদাতা ঈশ্বরের পূজা করিয়া চিত্ত পুলকিত ও জীবন সার্থক করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

হাজারিবাগ ব্রাহ্মসমাজ।

আশ্বিন, ১৮০৫ শক।

বেদবেদান্তপ্রতিপাদিত প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মই ব্রাহ্মধর্ম্ম। বেদ জ্ঞানে যাহা শিখাইয়াছেন, পুরাণ ভাবে যে জ্ঞানটী প্রচার করিয়াছেন তাহাই এই ব্রাহ্মধর্ম্ম। যদিও এই ধর্ম্ম শাস্ত্রের সীমা লঙ্ঘন করিয়া পৃথিবীস্থ সকল মনুষ্যের প্রকৃতিতে নিহিত হইয়া তাহা-দিগের হৃদয় অধিকার করিয়া আছে কিন্তু যাঁহারা পৃথিবীর প্রলোভন তুচ্ছ করিয়া বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভের জন্য নানা ত্যাগ স্বী-কার করিয়া আত্মাতেই ক্রীড়া ও আত্মাতেই রমণ করিতেন সেই ঋষিদিগের উদ্ভাবিত শাস্ত্রকেই আমরা হৃদয়ের সহিত শ্রদ্ধা করি। ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই সকল শাস্ত্রের সার মর্ম্ম। ঋষিগণের হৃদয়কন্দরস্থ ব্রহ্মই আমাদিগের আরাধ্য, আমরা অরণ্যের ধর্ম্মকে গৃহে আনি-য়াছি। ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ। আমরা গৃহী এবং ব্রহ্মপরায়ণ। সংসার ও ধর্ম্ম উভয়কেই আমরা রক্ষা করিব ইহা অত্যন্ত কঠিন কথা। এ জন্য শান্তো-দান্ত উপরত তিতিক্ষুঃ ক্ষমাবান আত্মন্যেবা-ত্মানং পশ্যতি, আমাদিগকে শম দমাদি যত্ন পূর্ব্বক শিক্ষা করিতে হইবে। বাহ্য পরিহার করিয়া অন্তর্দৃষ্টি প্রসারিত করিতে হইবে তবেই আমরা ব্রাহ্ম। পদ্মপত্রমিবা-ম্ভসা, পদ্মপত্রে জল যেমন লিপ্ত হয় না সেই রূপ আমরা সংসারে থাকিব অথচ সংসারে লিপ্ত না হইয়া—হৃদয়ে সংসারাসক্তি পরি-ত্যাগ করিয়া ধর্ম্মের সেবা করিব তবেই আমরা ব্রাহ্ম। ইহা ভোগ পরিত্যাগের ধর্ম্ম নয় কিন্তু ভোগে অত্যাসক্তি পরিত্যাগের ধর্ম্ম। জনক রাজার ন্যায় ধর্ম্ম ও সংসারকে রক্ষাই এই ধর্ম্মের লক্ষ্য। কিন্তু ইহা নিরাশ হইবার—হতাশ হইবার কথা নয়। ভোগে অত্যাসক্তি পরিত্যাগ অর্থাৎ বৈরাগ্য অভ্যাস। তদ্বলেই ইহা সহজ ও সুসাধ্য হয়। আমরা চিজ্জড়-গ্রন্থিতে বদ্ধ, সুতরাং অগ্রে দেহাভিমান পরি-ত্যাগ কর। দেখ মৃত্যু এক সময় তোমাকে এই অভিমান পরিত্যাগ করাইবে, এখন তুমি ইচ্ছা পূর্ব্বক যাহা করিতে প্রস্তুত নও পরে কিন্তু বাধ্য হইয়া তাহা করিতেই হইবে, তুমি শ্মশানে শব হইয়া পড়িয়া থাকিবে। যে কার্য্য অবশ্যম্ভাবী তুমি শত পুরুষকারে যাহার হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না জীব-দ্দশাতেই তাহা কর, দেহাভিমান ছাড়, এই জড় দেহটা যে তুমি নও ইহাতে নিঃসংশয় হও, জীবদ্দশাতেই মর। এই জীবন্মৃতকে বলে জীবন্মুক্তি। যদি জীবন্মুক্ত হইতে পার তবেই বৈরাগ্য সহজ ও সুসাধ্য

দেহেই তোমার [illegible] আছে তাবৎই [illegible] তোমার হইবে না তখন [illegible] আর [illegible] তোমার থাকিবে। [illegible] বুঝিবে তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ। তখন ঈশ্বরকেই পুত্র ও মিত্র হইতে প্রিয় এবং আর আর সমস্ত হইতে প্রিয় বুঝিবে। এই দেহাভিমান যাইলেই আত্মজ্ঞান পরিস্ফুট হইবে। তুমি যে দেহ নও, তুমি যে আত্মা তখন তাহা বুঝিতে পারিবে। তখন দেখিবে এই জড় আবরণ—দেহের হ্রাস বৃদ্ধিতে তোমার কিছুমাত্র হ্রাস বৃদ্ধি নাই। ইহার কাতরতায় তুমি সুস্থ। শরীর শস্ত্রেই ছিন্ন হউক অগ্নিতেই দগ্ধ হউক এবং জলেই ক্লিন্ন হউক কিন্তু 'নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রানি নৈনং দহতি পাবকঃ নচৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপঃ' শরীর-ধর্ম্মে আত্মা বদ্ধ নহে। তখন আত্মায় চির বসন্ত বিরাজ করিবে। ইহাই দ্বিজত্ব ইহাই নব জীবন। এই দ্বিজত্ব এই নব জীবন যদি লাভ না করিতে পার তবে তোমার ব্রহ্মজ্ঞান বহু দূরে। জড় রাজ্যে ঈশ্বরের বিভূতি আত্মাতেই সেই অরূপীর রূপ। যদি তাঁহার রূপ দেখিতে চাও তাহা হইলে অন্নময় প্রাণময়াদি পঞ্চকোষ ভেদ করিয়া তাহা প্রত্যক্ষ কর। তখন দেখিবে এই হিরন্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং। গ্রন্থের কীট হইয়া থাকিলে ব্রহ্মদর্শন হয় না, অনশন ব্রত উপবাসাদিতেও ব্রহ্মদর্শন হয় না, সন্ন্যাসীবেশে দেশে দেশে পর্য্যটন করিলেও ব্রহ্মদর্শন [illegible] না আত্মার মধ্যে তাঁহাকে দেখিতে [illegible] তাঁহাকে দেখিতে [illegible]। ব্রহ্মসংস্পর্শ কম্মতে, আত্মাতেই [illegible] স্পর্শানুভব করিবে, এবং [illegible] শুনিতে পাইবে। [illegible] তুমি এমন মনে [illegible] আপনার পুরুষকার প্রভাবে এই দুঃসাধ্য বিষয় সাধন করিবে। তোমার কি সাধ্য যে তুমি আপন ইচ্ছায় তাঁহাকে দেখিতে পাও। কৃষক অতি যত্নের সহিত ভূমি কর্ষণ করে, কিন্তু তাহাকে বৃষ্টির প্রতীক্ষা করিতে হয়। তোমার পুরুষকার এই বিষয়ে যেমন আবশ্যক ঈশ্বরের প্রসন্নতা তদপেক্ষা বহুগুণে আবশ্যক। একজন ভক্ত যথার্থই কহিয়াছেন "যে মে তু জানায়া ওহি জন জানে।" তুমি যাঁহাকে জানাও সেই তোমাকে জানিতে পারে।

সংসার ও ধর্ম্ম উভয়কে একত্রে রক্ষা করিবার প্রধান উপায় হৃদয়ে সংসারে অনাসক্তি, দেহাভিমান পরিত্যাগ ও আত্মদৃষ্টি। কিন্তু আমাদের এই কয়টী উপায়েরই সম্পূর্ণ অভাব। দেশীয় শিক্ষা এদেশ হইতে ক্রমশ বিদায় গ্রহণ করিতেছে, এখন বিদেশীয় শিক্ষার প্রাদুর্ভাব। এই বিদেশীয় শিক্ষা আমাদের বাহ্য দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া অন্তর্দৃষ্টি সঙ্কুচিত করিয়া ফেলিতেছে। যেখানে বাহ্য দৃষ্টি প্রবল সেখানে ভোগাসক্তি বলবৎ। ভোগাসক্তিতে দেহাভিমান বর্দ্ধিত হয় এবং মনুষ্য ঘোর সংসারী হইয়া উঠে। বর্ত্তমানে আমাদের এই সঙ্কট অবস্থা উপস্থিত। আমরা ধর্ম্ম অপেক্ষা সংসারকে অধিক করিয়া দেখি। এই জন্য প্রতি সপ্তাহে সমাজে উপস্থিত হই, আচার্য্যের উপদেশ শুনি, উপাসনা করি কিন্তু কিছুতেই ফলোদয় হয় না। যে হৃদয় সংসারাসক্তি হ্রাস করিয়া আমাদিগকে ধর্ম্মানুরাগী করে সে হৃদয় লাভ হয় না। আমরা কিছু দিন সমাজে গতায়াত করি পরে নিরাশ হইয়া একবারে ফিরিয়া যাই। এইরূপ সঙ্কট অবস্থায় আমাদিগের বিশেষ আবশ্যক অন্তর্দৃষ্টি প্রবল করা। অন্তর্দৃষ্টি লাভ হইলেই সকলং হস্তগতং সমস্তই সুখসাধ্য হইবে। ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান রোদন বিলাপ আর

থাকিবে না। এবং আমরাও ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়া সুখী হইব। আমরা বিজাতীয় বিদ্যার মোহে এই অন্তদৃর্ষ্টিতে যেন উপেক্ষা না করি। হিন্দুর শোণিত আমাদিগের শিরায় উপশিরায়, আমরা ধর্ম্মপ্রাণ ঋষিগণের পুত্র। এই পুণ্যভূমি ভারতক্ষেত্রে আমাদের জন্ম। এই সমস্ত উপেক্ষা করিয়া আমরা বিজাতীয় ভাবে পুষ্ট না হই। আমরা জন্মে হিন্দু, প্রাণে হিন্দু, ভাবে হিন্দু এইটী যেন আমরা বিস্মৃত না হই।

জগদীশ্বর! এই বিজাতীয় ভাবে ভারত উচ্ছিন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে। আমরা ভারতের জ্ঞান হারাইতেছি, ব্যবহার হারাইতেছি, ইহার জন্য নাথ! বড় ভীত হইয়া তোমাকে ডাকিতেছি তুমি আমাদিগকে এই সঙ্কট হইতে রক্ষা কর। আমরা বহুকাল হইতে স্বাধীনতা হারাইয়াছি, দাসত্ব-নিগড় পদে ধারণ করিয়াছি তাহাতেও ক্ষতি নাই কিন্তু নাথ! বেদবেদান্তপ্রতিপাদিত সনাতন ধর্ম্ম যেন আমরা না হারাই। বিদেশীয় ভাবের চাকচিক্যে ভীত হইয়া হে অনাথশরণ! তোমাকে ডাকিতেছি তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

পরলোকতত্ত্ব।

(হিন্দুশাস্ত্রমূলক)

(৬৮৩ সংখ্যা ১২৫ পৃষ্ঠা পর।)

২৪। কিন্তু নাড়ী শব্দে সামান্যতঃ লোকের যে বোধ আছে তাহা স্বতন্ত্র। শাস্ত্রে আছে (শারীরকে ৪।২) "সূক্ষ্মং প্রমাণশ্চ তথোপলব্ধেঃ" লিঙ্গ শরীর ভূতজ হইলেও তাহা চক্ষুর্গোলকস্থ দর্শনশক্তির ন্যায় একান্ত সূক্ষ্ম। সুতরাং তাহার স্বরূপ প্রকট নহে। বেদেতে লিঙ্গ শরীরকে এমত সূক্ষ্ম করিয়া কহিয়াছেন যে নাড়ী দ্বারা তাহার নিঃসরণ হয়। যেহেতু মৃত্যুকালে লিঙ্গ শরীর স্বীয় শুভাশুভ ধাতুস্বরূপ নাড়ীদ্বার দিয়া জীবকে পরলোকে বহন করে। "নোপমর্দ্দেনাতঃ"। লিঙ্গ শরীর অতি সূক্ষ্ম হয় এই হেতু স্থূল দেহের মর্দ্দনেতে লিঙ্গদেহের মর্দ্দন হয় না। "অস্যৈব চোপপত্তেরেষ উষ্মা"। লিঙ্গ শরীরের উষ্মার দ্বারা স্থূল শরীরের উষ্মা উপলব্ধি হয়। অর্থাৎ সূক্ষ্মদেহে যে প্রাণনশক্তিরূপ তেজ আছে তাহাই স্থূল শরীরকে চেষ্টাবিশিষ্ট করে। সুতরাং সূক্ষ্মশরীর চর্ম্মচক্ষুর অগোচর। তাহা সমস্ত ইন্দ্রিয় ও প্রাণন-শক্তির সমষ্টি মাত্র। এবম্বিধ সূক্ষ্ম শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে যখন নাড়ীর দ্বারস্বরূপে বর্ণন করিয়াছেন তখন নাড়ী সকলও সামান্য নাড়ী নহে। তাহাও ঐরূপ সূক্ষ্ম, এমত কি সূক্ষ্মদেহের ধাতু স্বরূপ। শুভাশুভ কর্ম্মাদি দ্বারা তাহার উৎকর্ষাপকর্ষ হইয়া থাকে। যাঁহাদের চিত্ত ইন্দ্রিয়-চরিতার্থকর, প্রাণ, মন, ও বুদ্ধি চরিতার্থকর বিষয়ে বদ্ধ এবং বিষয়রূপ ফলকামনায় যাঁহারা যাগাদি করেন তাঁহাদের ইন্দ্রিয়গণের প্রতিই অসাধারণ অনুরাগ। সুতরাং মৃত্যুসময়ে তাঁহাদের তদুপযুক্ত ধাতুরূপ নাড়ীর পক্ষে ইন্দ্রিয়ই দ্বার স্বরূপ হয় এবং তাঁহারা তাদৃশ নাড়ীর দ্বারা তাদৃশ দ্বারযোগে যথাসঙ্কল্পিত ফলরাজ্যে গিয়া উপস্থিত হন। কিন্তু যাঁহারা তপস্যা ও শ্রদ্ধা সহকারে যোগৈশ্বর্য্য প্রভৃতি কামনায় অথবা ভক্তিপূর্ব্বক ঈশ্বরের উপাসনা করেন তাঁহাদের কোন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বা প্রাণমনাদি তৃপ্তিকর বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ থাকে না। ইন্দ্রিয়াতীত ঐশ্বর্য্য ও ঈশ্বরের প্রতিই তাঁহাদের নিষ্ঠা থাকে। সেই নিষ্ঠানুযায়ী মহর্লোকাবধি ব্রহ্মলোকে নিঃসৃত হইবার নিমিত্তে বিষয়নিষ্ঠ ইন্দ্রিয়গণ দ্বার হইতে পারে না। অতএব

ব্রহ্মরন্ধ্রই তাহার দ্বারস্বরূপে উক্ত হই-য়াছে। উপাসকের দেহত্যাগ-কালে তাঁহার জ্ঞান-নাড়ীর দ্বারস্বরূপে ঐ ব্রহ্মরন্ধ্র দীপ্তি পাইয়া থাকে। এতাবতা নাড়ী সকল অতিশয় সূক্ষ্ম। এ স্থলে তাহাদের সূক্ষ্ম-ত্বের প্রতিই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। তাহাদের স্থূলত্ব স্বীকার করিলেও তদ্দিগের বিদ্যুতীয় শক্তি উপলক্ষে সূক্ষ্মত্ব সপ্রমাণ হইতেছে। সেই শক্তির সূক্ষ্মত্বই নাড়ীর সূক্ষ্মত্ব। ইহা-তেই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য।

জীবের যেমন কর্ম্ম, যেমন তপস্যা, যেমন জ্ঞান সেইরূপ গতি হয়। সূক্ষ্মদেহ ও তদীয় ধাতুস্বরূপ নাড়ী, সকল রূপ পবিত্রতা ও শক্তি ধারণ করে। তাহারা স্বীয় অনু-রূপ লোকে কর্ত্তাস্বরূপ জীবকে লইয়া যায়। উত্তরমার্গ ও দক্ষিণমার্গাদি ঊর্দ্ধগতি, অথবা সংযমনী-প্রাপ্তিরূপ অধোগতি এ সমস্তই কর্ম্মভোগ মাত্র। এই ঊর্দ্ধ ও অধোগতি দুই তাৎপর্য্যেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। শুভ-গতি যেমন গুণেতে ঊর্দ্ধ, সেইরূপ দেশতঃ ঊর্দ্ধ। অশুভগতি গুণেতেও অধঃ, দেশতঃও অধঃ।

২৫। যদিও প্রকৃত প্রস্তাবে জগতে ঊর্দ্ধ ও অধঃ কিছুই নাই, তথাপি এই ভূলো-কের সম্বন্ধে আকাশ ও তত্রত্য গ্রহ নক্ষত্র ঊর্দ্ধে স্থিত ও পাতাল ও নরকাদি অধোদেশে স্থিত বলিয়া ব্যবহৃত হয়।

অপরঞ্চ যাহা কিছু উৎকৃষ্ট তাহা ঊর্দ্ধ-স্থিত এবং যাহা অপকৃষ্ট এবং অধম, তাহা অধঃস্থিত বলিয়া ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এইরূপ ব্যবহার নিতান্ত অমূলক নহে।

অধিকাংশ স্থলেই দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে পদার্থের উৎকৃষ্ট ও সার ভাগ সমস্তই ঊর্দ্ধস্থিত অথবা ঊর্দ্ধগামী। পৃথিবী, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ এই পঞ্চভূতের মধ্যে পর পর ভূতগুলি ক্রমে সূক্ষ্মতর। সুতরাং ঊর্দ্ধ-ব্যাপী। পৃথিবীর অসাধারণ সূক্ষ্মাংশ স্বরূপ যে গন্ধগুণ তাহা নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধব্যাপী হইয়া থাকে। জলের সূক্ষ্মাংশ বাষ্প ঊর্দ্ধ-গমনশীল। অগ্নির শিখা ঊর্দ্ধেই উত্থিত হইয়া থাকে। বায়ুর প্রবাহ ঊর্দ্ধপথেই নির্ম্মল।

অপরন্তু বৃক্ষের উৎকৃষ্টাংশ পত্র পুষ্প ফল। সে সমস্তই বৃক্ষগণ ঊর্দ্ধেতে ধারণ করে। দুগ্ধ ঊর্দ্ধদেশেই স্বীয় সার স্বরূপ নবনীতকে প্রকাশ করে। প্রাণী-শ্রেষ্ঠ মান-বের দেহ ঊর্দ্ধমুখী। মানবদেহে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রসনা প্রভৃতি উৎকৃষ্ট ইন্দ্রিয়-দ্বার সকল তদীয় উত্তমাঙ্গ স্বরূপ মস্তকে দীপ্তি পাইতেছে। তাঁহার ব্রহ্মরন্ধ্র স্বরূপ সহ-স্রার কমল সর্ব্বোর্দ্ধে বিকসিত থাকিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে অমৃত বর্ষণ করিতেছে।

যখন প্রকৃতি-বিরচিত দৃশ্য পদার্থে অধি-কাংশতঃ উৎকৃষ্টের স্থান ঊর্দ্ধে ও অপকৃষ্টের স্থান অধোদেশে দৃষ্ট হইতেছে তখন সেই প্রকৃতি-বিরচিত সূক্ষ্ম ও নির্ম্মলতর আনন্দ-

এবং তদ্বিপরীত আনন্দশূন্য স্থান সকল যে অধোদেশে স্থিতি করিবেক তাহার আশ্চর্য্য কি?

এই দৃষ্টিতে শাস্ত্রে ভূলোকের ঊর্দ্ধভাগে চন্দ্র, তারা ও গ্রহমণ্ডলাবধি এবং তদূর্দ্ধেও সপ্তর্ষিমণ্ডল এবং ধ্রুবনক্ষত্রের উপরি পর্য্যন্ত ভুবর্লোকাবধি ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত ষট্প্রকার স্বর্গভুবনের স্থান নিরূপণ করিয়াছেন এবং যমাধিকৃত নরকলোক সমূহকে এই পৃথিবীর দক্ষিণে, মেরুর নিকটে, লোকালোক পর্ব্বতের নিম্নভাগে সন্নিবেশ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

"উত্তিষ্ঠত জাগ্রত।"

উত্থান কর, জাগ্রত হও—হে মনুষ্য! মোহ-নিদ্রা হইতে জাগ্রত হও। কত দিন—আর কত দিন অচেতন হইয়া থাকিবে? এমন দুর্ল্লভ মানব জীবন প্রাপ্ত হইয়া তুমি তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারিলে না। মোহময়ী মদিরা পান করিয়া তুমি উন্মত্ত হইয়াছ। তোমাকে দেখিলে দুঃখের উদয় হয়। যে শরীর এই আছে এই নাই—যাহা জলে গলিয়া যায়, অনলে দগ্ধ হয়—"ধূলিসার হবে যার মস্তক চরণ" তাহার নিমিত্ত আবার গর্ব্ব করিয়া থাক। যদি ঈশ্বরের কৃপায় শারীরিক বল পাইয়া থাক, তবে তাহাকে কি পরের অনিষ্ট সাধনে নিযুক্ত করিতে হইবে? যে হস্তে পরের সেবা করিয়া তাহার দুঃখ দূর করিতে পার তদ্দ্বারা কি তাহাকে আঘাত করিয়া বীরত্বের পরিচয় দিতে হইবে? তুমি বেশ ভূসার গর্ব্ব করিয়া থাক। কিন্তু তোমার এ গর্ব্ব শোভা পায় না। প্রজাপতির দুই খানি সুন্দর পক্ষ আছে, কিন্তু সে প্রজাপতি পতঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই নহে। তুমি রূপের গৌরব করিয়া থাক। প্রাতঃকালে শিশিরবিন্দু যেমন দুর্ব্বাদলোপরি ক্ষণমাত্র শোভা পাইয়া বিলীন হয়, রূপ তেমনি অল্প কালের জন্য শরীরমধ্যে বিকসিত হইয়া শীঘ্রই বিলীন হইয়া যায়। তুমি ধন-মদে সৌভাগ্য মদে উন্মত্ত হইয়া থাক। কেন হও? ধন অস্থায়ী সৌভাগ্য চঞ্চল। ইহারা থাকিতে থাকিতে ইহাদের সদ্ব্যবহার করিয়া কি সুখী হইতে পার না? জীবনের ফললাভ করিতে পার না? ভাল জিনিস হস্তগত হইলে তাহার সাহায্যে কি পরের সুখ শান্তি হরণ করিতে হয়, আপনাকে পশুবৎ করিয়া ফেলিতে হয়? সুকোমল রসনা পাইয়া তাহা দ্বারা কি কটু কঠোর নিষ্ঠুর মর্ম্মভেদী কথা উচ্চারণ করিতে হয়? তুমি বুঝিয়া রাখিয়াছ সকলে তোমাকে সমাদর করিতে বাধ্য, কিন্তু "যথার্হং প্রতিপূজা চ সর্ব্বভূতেষু বৈ সদা" "সদা সকলের প্রতি যথোচিত সমাদর করিবেক" এই মধুময় উপদেশ তোমার পাপ মনে কি প্রতিভাত হয় না? তুমি কুল-মদ পান করিয়া মনুষ্য হইয়া মনুষ্যকে ঘৃণা কর, নিজে তৃণতুল্য হইয়া অন্যকে তৃণতুল্য দেখ। আমরা সেই এক পিতার পুত্র—সকলেই তাঁহার সন্তান এ সহজ কথা পাপ মনে ধারণা করিতে না পারিয়া কি ভ্রমেই পড়িয়াছ! যাহা কিছুই নহে—যাহা ছায়া মাত্র, তাহা তোমার নিকট সর্ব্বস্ব! তুমি বিদ্যামদে মত্ত হইয়া স্ফীত হও, কিন্তু একটি তৃণের স্বরূপও বুঝিতে পার না। বিদ্যা বিস্তীর্ণ সমুদ্র, তাহার বেলাভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া উপলখণ্ড মাত্র সংগ্রহ করিয়া মনে কর সমস্ত রত্ন তোমার হস্তগত হইয়াছে। হে মনুষ্য! তুমি কখন কখন ধর্ম্ম-মদ পান করিয়া উন্মত্ত হও। ইহা সর্ব্বাপেক্ষা লজ্জা ও পরিতাপের বিষয়। তুমি সেই অনন্তদেবের কিছুমাত্র না জানিয়া আপনাকে মহাজ্ঞানী ও যোগী ভাবিয়া অন্যকে অশ্রদ্ধা কর। তুমি বৃথা লৌকিক অনুষ্ঠান করিয়া আপনাকে ধর্ম্মবীর বলিয়া ঘোষণা কর। এই শরীর মন বল বুদ্ধি ঐশ্বর্য্য সকলি তাঁহার—এ সার মন্ত্রে তুমি শিক্ষিত ও দীক্ষিত হইতে পারিলে না? কেবল শিখিয়াছ যে এ সকল তোমার নিজের সম্পত্তি "এ সব কোথা যাবে এক পলকে" অতএব আর মোহ-মদ পান করিয়া এমন দুর্ল্লভ মানব জীবন বিফলে যাইতে দিও না। সেই দেবদেব সেই অনন্ত দেবকে জ্ঞাননেত্রের সম্মুখে স্থাপন কর, তবে বুঝিতে পারিবে, তুমি কেমন ক্ষুদ্র হইতেও ক্ষুদ্র। "জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুতশ্রীভিরেধমানমদঃ পুমান্। নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ

ত্যাকিঞ্চনগোচরঃ। দেখ, ঈশ্বর অকিঞ্চন নিরীহ লোকেরই হৃদয়ে থাকেন, যে পুরুষ কুল-মদ ঐশ্বর্য্য-মদ বিদ্যা-মদ ও সৌন্দর্য্য-মদে মত্ত, সেই পাষণ্ড তাঁহার নামও মুখে উচ্চারণ করিবার অধিকারী নহে। এই শাস্ত্রার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, ইহাতে তোমার অহঙ্কার চূর্ণ হইবে। সেই শুদ্ধ বুদ্ধ পবিত্র স্বরূপের সম্মুখীন হও, তবে বুঝিতে পারিবে তুমি কেমন হীন ও মলিন। সেই দেবদেবকে ভক্তির সহিত বল, "পিতা নোঽসি পিতা নোবোধি" "তুমি আমাদের পিতা, পিতার ন্যায় আমাদিগকে জ্ঞান শিক্ষা দাও" তবে বুঝিতে পারিবে ভ্রাতৃভাব কেমন মধুর, তবে তোমার বিনয় শিক্ষা হইবে, এবং মোহমদের ঘোর কাটিয়া যাইবে। যিনি যথার্থই সেই প্রেমময় ঈশ্বরকে হৃদয়ে ধারণ করেন, তিনি কি অবিনয়ী হইতে পারেন? অবিনয় তাঁহাকে স্পর্শও করিতে পারে না—অহঙ্কার তাঁহার ত্রিসীমায় যাইতে পারে না। দেহমদ, ধনমদ, বিদ্যামদ, ধর্ম্মমদ পান করিয়া তিনি কখন উন্মত্ত হয়েন না। তিনি তাঁহাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া স্নিগ্ধ ও শান্তরূপ ধারণ করেন—বাক্যাতীত শান্তি লাভ করিয়া ইহলোকেই ব্রহ্মধামের আনন্দ ভোগ করেন।

নারীর ব্রহ্মচর্য্য।

ইন্দ্রিয়সংযম পূর্ব্বক দৃঢ়-ব্রত হইয়া আমৃত্যু ধর্ম্ম-সাধন করার নামই ব্রহ্মচর্য্য। নর-নারীর যাহাতে শরীর দৃঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ এবং ইন্দ্রিয়-সকল সহজে সংযত হয়, মনের বৃত্তি প্রবৃত্তি সকল যাহাতে আপনা হইতেই অসৎ বিষয় হইতে নিবৃত্ত হয়, এবং আত্মার ধর্ম্মভাব সকল যাহাতে স্বতই উদ্দীপ্ত হইতে পারে, ব্রহ্মচর্য্য-সাধন-বিষয়ক আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্রের নানাবিধ বিধি-নিষেধের তাহাই কেবল একমাত্র তাৎপর্য্য। উপনয়ন কাল হইতেই পুরুষের ব্রহ্মচর্য্য আরম্ভ হয়, সেই সময় হইতেই সে নবজীবন ধারণ করে বলিয়া সে দ্বিজ নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। উপনয়নানন্তর পুরুষকে গুরু-গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক নিরলস হইয়া দীর্ঘকাল অধ্যয়ন উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা ইন্দ্রিয়-নিগ্রহে চরিত্রশোধনে জ্ঞান-উপার্জ্জনে ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিবার ব্যবস্থা আছে; নারীর পক্ষে যদিও উপনয়নের তাদৃশ ব্যবস্থা নাই, কিন্তু বিবাহই স্ত্রীলোকের উপনয়ন-সংস্কার রূপে অভিহিত হইয়াছে। যথা

> বৈবাহিকোবিধিঃ স্ত্রীণাং সংস্কারোবৈদিকঃ স্মৃতঃ।
> পতিসেবা গুরৌ বাসোগৃহার্থোঽগ্নিপরিক্রিয়া।

"বিবাহ-সংস্কারই স্ত্রীলোকের পক্ষে বৈদিক উপনয়ন-সংস্কার। পতি-সেবাই গুরু-কুলে বাস, গৃহ কর্ম্মই সায়ং প্রাতঃ হোমরূপ অগ্নিসেবা জানিবে।" বিবাহ-কাল হইতেই নারীকুল প্রশস্ত শিক্ষা ক্ষেত্র লাভ করে, তাহারদের মনের ভাব, কার্য্যের প্রবাহ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, তাহারা ভর্ত্তৃরূপ নেতা-উপদেষ্টা লাভ করিয়া কল্যাণতর জীবন পথে ধাবিত হইতে আরম্ভ করিয়া থাকে।

উপনয়নানন্তর পুরুষ দীর্ঘ কাল গুরু-গৃহে অবস্থান পূর্ব্বক সাধুসঙ্গ, সদ্ দৃষ্টান্ত সদুপদেশ ও সংশিক্ষা লাভ ও সমাবর্ত্তন করিয়া দার-পরিগ্রহ করিলে কোন রূপেই নারীর পক্ষে অযোগ্য স্বামী হইবার আশঙ্কা থাকে না এবং

> "কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।
> দেযা বরায় বিদুষে ধনরত্নসমন্বিতা"।

পিতা মাতা পুত্রের ন্যায় কন্যাকেও পালন করিবেক ও অতি যত্নের সহিত শিক্ষা দিবেক এবং ধন রত্নের সহিত সুপণ্ডিত পাত্রে সম্প্রদান করিবেক" এই অনুশাসন

ক্রমে সুযোগ্য পাত্রে কন্যাদান করিলে কোন রূপেই স্বামীর পক্ষে অযোগ্যা পত্নী লাভেরও আশঙ্কা থাকে না। এবং নারীর পক্ষেও অনুপযুক্ত নেতা, অযোগ্য উপদেষ্টা, অক্ষম স্বামী হইবারও কোন সম্ভাবনা থাকে না। পুরুষের গুরুকুলবাসের ন্যায় নারী স্বামী-গৃহে স্বচ্ছন্দে অবস্থান করিয়া জ্ঞান ধর্ম্ম শিক্ষা ও পবিত্র সংসার-কার্য্য সম্পাদন বিষয়ে পটুতা লাভ করিতে পারেন এবং তিনি স্নেহ প্রেম প্রীতি-সদ্ভাব ও সম্মান-সমাদর সহকারে নির্ব্বিঘ্নে উত্তরোত্তর উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্ত হইতে সমর্থ হয়েন। এই জন্যই বিবাহ নারীদিগের উপনয়ন-সংস্কার রূপে অভিহিত হইয়াছে। যত কাল পতি জীবিত থাকিবেন, তত কাল তাহার শিক্ষার কোন রূপ অসদ্ভাব ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। পতির মৃত্যু হইলে সংযতেন্দ্রিয়া পতি-প্রাণা সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবেন, এরূপ ভূরি ভূরি উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা

> আসীতামরণাৎ ক্ষান্তা নিয়তা ব্রহ্মচারিণী।
> যোধর্ম্ম একপত্নীনাং কাঙ্ক্ষন্তী তমনুত্তমং॥

পতি-প্রাণা ক্ষমাগুণশালিনী সাধ্বী স্ত্রী আমৃত্যু ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া থাকিবেন।

> কামন্তু ক্ষপয়েদ্দেহং পুষ্পমূলফলৈঃশুভৈঃ।
> ন তু নামাপি গৃহ্নীয়াৎ পত্যৌ প্রেতে পরস্য তু।

ফল মূল পুষ্পাদি ভক্ষণ করিয়া দেহ-যাত্রা নির্ব্বাহ করিবেক, তথাচ বিধবা নারী ব্যভিচার-বুদ্ধিতে পরপুরুষের নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ করিবেক না।

> মৃতে ভর্ত্তরি সাধ্বী স্ত্রী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
> স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ।

সাধ্বী স্ত্রী স্বামীর মৃত্যু হইলে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবেন। তিনি অপুত্রা হইলেও ব্রহ্মচারিদিগের ন্যায় স্বর্গ গমন করেন।

> পতিং যা নাভিচরতি মনোবাগ্দেহসংযতা।
> সা ভর্তৃলোকমাপ্নোতি সদ্ভিঃ সাধ্বীতি চোচ্যতে।

যে স্ত্রী কায়মনোবাক্যে সংযত হইয়া স্বামীকে অতিক্রম না করেন, তিনি ভর্তৃ-লোকে গমন করেন, সাধু লোকেরা তাঁহাকে সাধ্বী বলিয়া প্রশংসা করেন।

আর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্রে বিধবা নারীদিগের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য ধারণ বিষয়ে যে রাশি রাশি উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, প্রস্তাব-বাহুল্য-ভয়ে তন্মধ্যে কয়েকটী সারগর্ভ বিধি বাক্য উদ্ধৃত হইল। ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিতে গেলে ব্রহ্মচারীগণের যে কোন্ কোন্ কার্য্য নিষিদ্ধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহা প্রদর্শন করি-লেই ব্রহ্মচারিণীগণের পক্ষে যে কি কি কর্ম্ম অননুষ্ঠেয়, তাহা আর স্বতন্ত্র রূপে বলিবার প্রয়োজন হইবে না।

> বর্জ্জয়েন্মধুমাংসঞ্চ গন্ধং মাল্যং রসান্ স্ত্রিয়ঃ
> শুক্তানি যানি সর্ব্বাণি প্রাণিনাঞ্চৈব হিংসনং॥

ব্রহ্মচারী মধু মাংস ভোজন করিবে না, গন্ধ মাল্য কর্পূর ব্যবহার ও স্ত্রীসহবাস করিবে না এবং আপাততঃ মধুর এবং পরি-ণামে অম্লকর ও উত্তেজক দ্রব্যাদি ভোজন এবং প্রাণিহিংসা করিবে না।

> অভ্যঙ্গমঞ্জনঞ্চাক্ষোরুপানচ্ছত্রধারণং।
> কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ নর্ত্তনং গীতবাদনং॥

অভ্যঙ্গরূপে তৈল ব্যবহার করিবে না, নয়নে অঞ্জন দিবেক না ও চর্ম্মপাদুকা ছত্র ব্যবহার করিবে না, কাম-ক্রোধ-লোভ এবং নৃত্য-গীত-বাদ্য পরিত্যাগ করিবে।

> দ্যুতঞ্চ জনবাদঞ্চ পরিবাদং তথানৃতং।
> স্ত্রীণাঞ্চ প্রেক্ষণালম্ভমুপঘাতং পরস্য চ॥

অক্ষাদি ক্রীড়া, বৃথা কলহ, পরদোষ ঘোষণা, মিথ্যা কথন, স্ত্রীলোকের প্রতি কুদৃষ্টিপাত বা আলিঙ্গন এবং পরের অনিষ্টা-চরণ করিবে না।

> একঃ শয়ীত সর্ব্বত্র ন রেতঃ স্কন্দয়েৎ ক্বচিৎ।
> কামাদ্ধি স্কন্দয়ন্ রেতোহিনস্তি ব্রতমাত্মনঃ॥

সর্ব্বত্র একাকী শয়ন করিবে, ইচ্ছাপূর্ব্বক

রেতঃপাত করিবে না, কামতঃ রেতঃপাত করিলে ব্রতহানি হয়।

মধু মাংস প্রভৃতি উত্তেজক দ্রব্য, গন্ধ মাল্য, স্ত্রীসংসর্গ এবং প্রাণিহিংসা পরিহার প্রভৃতি নিষেধ-বাক্যগুলির তাৎপর্য্য সবিশেষ আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রকাশ পায় যে, কেবল শরীরের সুস্থতা ও দৃঢ়তা-সাধন, বিলাস-ইচ্ছার সংযমন, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমূহের বশীকরণ-জনিত মনের স্থৈর্য্য সম্পাদনই তৎসমূহের একমাত্র উদ্দেশ্য। মধু-মাংস প্রভৃতি উষ্ণ ও উত্তেজক দ্রব্যাদি ভক্ষণ করিলে যে শরীর মনের বীর-ভাবই বর্দ্ধিত হয়, নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি সমূহই যে তেজস্বী হইয়া থাকে, তাহা আর বিশদরূপে বুঝাইবার প্রয়োজন নাই। নিরামিষভোজী নিরীহ মনুষ্যগণের এবং তৃণ-গুল্মাহারী জীবজন্তু প্রভৃতির স্বভাব প্রকৃতি সন্দর্শন করিলে তাহা সকলেরই প্রত্যক্ষ প্রতীতি হইবে। নিরামিষভোজীগণ সহিষ্ণু নিরলস কার্য্যক্ষম এবং প্রশান্তমতি হইয়া থাকে। নিরামিষ-ভোজীদিগের পীড়াদি অতি অল্পই হয়, বসন্ত বিসূচিকাদি সংক্রামক ব্যাধি প্রায়ই আক্রমণ করে না। নিরামিষ ভোজনের মহোপকারিতা অবগত হইয়া মাংসাসী ইয়ুরোপ খণ্ডের অত্যুন্নত কৃতবিদ্যদিগের মধ্যে অনেকেই মাংস ভোজন পরিত্যাগ করিতেছেন। বহুবিধ চিকিৎসালয়ে রোগ-প্রশমন ও সংক্রামক ব্যাধি দ্বারা আক্রমণ-আশঙ্কা বিদুরিত করিবার জন্য রোগীদিগের মধ্যে নিরামিষ ভোজনের পদ্ধতি প্রবর্ত্তিত হইতেছে।

বঙ্গবাসী ভারতবাসীদিগের নিকটে নিরামিষ ভোজনের মাহাত্ম্য বর্ণন করা পুনরুক্তি মাত্র। এদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই নিরামিষ ভোজনের মধুময় ফল বিশেষরূপে অবগত আছেন। যতি পরমহংস, ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী, আচার্য্য হোতা পুরোহিত এবং বিধবা রমণীগণের নিরামিষ-ভোজন-জনিত শরীরের দিব্য কান্তি, অসামান্য সহিষ্ণুতা ও দৃঢ়তা, অনুপম-কার্য্যকারিতা এবং দীর্ঘ জীবন-প্রাপ্তি প্রভৃতি বহুবিধ ফল, সকলে প্রতিদিন প্রত্যক্ষ সন্দর্শন করিতেছেন। আহারের গুণেই শরীর সুস্থ সবল—সাত্ত্বিক আহারের গুণেই মনের অসৎ প্রবৃত্তি সকল আপনা হইতেই সংযত হয়, এবং চিত্তের স্থিরতা নিবন্ধন সদ্ভাব ও ধর্ম্মভাব সকল স্বতই উদ্দীপ্ত হইয়া থাকে। নিরামিষ ভোজনের এই সকল পরীক্ষাসিদ্ধ সদ্‌গুণদৃষ্টে তত্ত্বদর্শী আর্য্য ঋষিগণ সাধক উপাসকগণের পক্ষে সাত্ত্বিক আহারই ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। মৎস্য মাংস পরিত্যাগ করিলে স্বতঃ প্রাণিহিংসার আর প্রয়োজন থাকে না।

গন্ধ মাল্যাদি ধারণ, অভ্যঙ্গরূপে তৈল-মর্দ্দন, নয়নে অঞ্জন দান, চর্ম্মপাদুকা ও ছত্রাদি ব্যবহার, অক্ষক্রীড়া এবং নৃত্যগীত বাদ্যাদি বিলাসেরই সহচর। বৃথা পরদোষ-ঘোষণা, মিথ্যা কথন প্রভৃতি অসংযতচিত্ত বিষয়সর্ব্বস্ব হীন-প্রকৃতি লোকদিগেরই নিত্য কার্য্য। যিনি ইন্দ্রিয়-সংযমনে, বিলাস-ইচ্ছা-সম্বরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, অন্যের চক্ষে শোভনীয় হইবার জন্য তাঁহার গন্ধ মাল্যাদি ধারণ, অন্যের চিত্তকে আকর্ষণ করিবার নিমিত্ত তাঁহার মনোহর বেশ-ভূষায় কি প্রয়োজন। যিনি ঈশ্বরের শ্রবণ মনন ধ্যান ধারণা ও সমাধি সাধনে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে ক্রীড়া কৌতুক, পার্থিব আমোদ প্রমোদ নৃত্যগীত বাদ্য কি আবশ্যক। যিনি আত্মার নির্ম্মলতা সাধনে, ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সমূহের উৎকর্ষ সম্পাদনে দৃঢ়ব্রত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষে বৃথা কলহ, পরদোষঘোষণা, মিথ্যা কথনাদি তো বিষবৎ পরিত্যাজ্য। ঈশ্বর

যাঁহার শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের একমাত্র বিষয়, শুদ্ধ একাকী শয়ন কেন, সর্ব্বদা নির্জ্জন-বাসই তাঁহার পক্ষে কল্যাণপ্রদ। ধর্ম্মের এমনই সম্মোহিনী শক্তি, ঈশ্বর-চিন্তা-জনিত পবিত্র আনন্দের এমনই দুনিবার্য্য প্রলোভন যে, যিনি সৌভাগ্য বশত তাহার কিছুমাত্র প্রতীতি করিয়াছেন, তাঁহাকে যত্ন চেষ্টা করিয়া আর নির্জ্জন-বাসে যাইতে হয় না। তিনি অতুল ধন-সম্পদ-সম্পন্ন, অসামান্য-বল-প্রতাপশালী এবং বহুসংখ্যক বৃহস্পতি স্বরস্বতি-তুল্য সন্তান সন্ততির জনক জননী হইলেও তাঁহাকে সংসারের সহস্র বন্ধন ছিন্ন করিয়া আপনা হইতেই নির্জ্জনবাসী হইতে দেখা যায়। পর্ব্বত অরণ্যবাসী বিহঙ্গকুলের সুমধুর সঙ্গীতালাপ, মৃৎপাষাণ-স্তূপ, গিরিশ্রেণীর অনির্ব্বচনীয় শ্রী সৌন্দর্য্য, তরুলতা-গুল্মাদির চিত্তবিমোহিনী বিচিত্র শোভা, স্রোতস্বতী বেগবতী নদ-নদী সমূহের কল কল ধ্বনি, তাঁহার দিবা রাত্রি যে কল্যাণতর আনন্দ বিধান করে, বিষয় সম্পদের কোলাহল, লোকের যশোধ্বনি, উপাসকের স্তুতিবাদ, তাঁহার কর্ণকুহরে তাদৃশ তৃপ্তি-সুধা বর্ষণ করিতে পারে না। যে নর-নারী ধর্ম্মরত ব্রহ্মগত-প্রাণ হয়েন, তাঁহারদের নিকটে ধর্ম্ম ও ঈশ্বর-প্রসঙ্গ ভিন্ন আর কিছুই ভাল লাগে না। ঈশ্বরের কথা বলিতেই তাঁহারদের আমোদ, পরলোক-চর্চ্চাতেই তাঁহারদের তৃপ্তি, ধর্ম্মের মাহাত্ম্য শ্রবণেই তাঁহারদের স্পৃহা, পরব্রহ্মের ধ্যান ধারণা উপাসনাতেই তাঁহারদের শান্তি। অনিত্য অচির বিষয়-আমোদ, অস্থায়ী অকিঞ্চিৎকর ইন্দ্রিয়-সুখ, তাঁহারদের চিত্তকে কি আর আকর্ষণ করিতে পারে? না তৎসম্ভোগে তাঁহারদের প্রবৃত্তি জন্মে? ব্রহ্মচারী বা ব্রহ্মচারিণীগণের শরীরের সুস্থতা ও দৃঢ়তা এবং মনের স্থৈর্য্য ও একাগ্রতা এবং আত্মার নির্ম্মলতা ও পবিত্রতা সম্পাদন উদ্দেশেই প্রাগুক্ত বিধি এবং নিষেধ-বাক্য সকল উক্ত হইয়াছে। সামাজিক রীতি-পদ্ধতিতেও তাহাই এতাবৎকাল আর্য্য-সমাজে রক্ষিত ও পালিত হইয়া আসিতেছে। বিবাহ-কার্য্যাদির আয়োজনে বিধবা রমণীগণের সংলিপ্ত থাকিবার বিধি নাই, বাসর-গৃহে তাহারদিগের অবস্থান করা বা নৃত্য-গীত আমোদ প্রমোদে প্রবৃত্ত হওয়া অবৈধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে; ইত্যাদি কয়েকটী বিষয় দেখিয়া অনেকেই বলিয়া থাকেন, যে "বিধবা স্ত্রীলোকদিগকে হিন্দু-সমাজ অতি ঘৃণার চক্ষে সন্দর্শন করেন" কিন্তু ইহার গূঢ় তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে সহজেই প্রতীতি হইবে যে, কেবল তাহারদিগকে ব্রহ্মচর্য্য-সাধন বিষয়ে উৎসাহ দিবার জন্যই আর্য্য পরিবারমধ্যে ঈদৃশ রীতি-পদ্ধতির প্রবর্ত্তনা হইয়াছে। প্রাগুক্ত কার্য্যে সংলিপ্ত থাকিলে পাছে তাহারদিগের বিস্মৃত-প্রায় দাম্পত্য প্রেম উদ্দীপ্ত হয়, পাছে তদ্দর্শনে তাহারদিগের হৃদয়ের কোন নীচ ভাব মলিন বাসনা জাগ্রত হইয়া উঠে, পাছে তাহারদের মনে কোন অসৎ কামনা, অসৎ ইচ্ছার সঞ্চার হয়, এই সকল আশঙ্কায় তাহারদিগকে তাহার উদ্দীপক বিষয় হইতে দূরে রাখাই সমাজ-প্রচলিত উল্লিখিত আচার ব্যবহার সমূহের একমাত্র উদ্দেশ্য এবং একাকী শয়ন করিবার উপদেশ প্রভৃতিরও একমাত্র তাৎপর্য্য, নতুবা সাত্ত্বিক কার্য্যাদি সম্পাদন বিষয়ে বিধবাগণই অগ্রগণ্য। দেব-গৃহ-পরিমার্জ্জন, পূজার্চ্চনার আয়োজন, ভোগ-নৈবেদ্য সমাহরণ প্রভৃতি দেব-কার্য্য ও পিতৃকার্য্যাদি সম্পাদন বিষয়ে সধবা অপেক্ষা বিধবাদিগের সাহায্য বিশুদ্ধতর এবং কল্যাণতর বলিয়া সাদরে পরিগৃহীত হইয়া থাকে।

আর্য্যসমাজে দেশ কাল পাত্র বিবেচনায়

কুমারী সধবা ও বিধবাদিগের বেশবিন্যাস আচার ব্যবহার, কার্য্য-কলাপের ইতর বিশেষ পদ্ধতি প্রচলিত আছে। কুমারীদিগের হৃদয় মন যেরূপ নির্ম্মল ও নিষ্পাপ, তাহারদিগের বেশবিন্যাসও সেইরূপ ভক্তিরস-উদ্দীপক করিয়া দিবার ব্যবস্থা আছে। তাহারদিগের বিবাহ-কার্য্যাদিতে সংলিপ্ত থাকিবার ব্যবস্থা নাই। কুমারীদিগের মস্তকে সিন্দূর ও দন্তে মঞ্জনাদি দেওয়া নিষেধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যাহাতে কুমারীদিগকে দেখিলে লোকের শ্রদ্ধা ভক্তি উদ্দীপ্ত হয়, এবং তাহারা পূজার্হ বলিয়া পরিগৃহীত হইতে পারে, এইরূপে তাহারদিগকে পবিত্র ভাবে রক্ষা করা ও পবিত্র বেশ ভূষা প্রদান করা আর্য্য ধর্ম্মশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। কুমারী সরলতা পবিত্রতা প্রভৃতির আদর্শ বলিয়া তন্ত্রশাস্ত্রে দেবীরূপে পূজনীয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। আর্য্যসমাজে এতাবৎকাল সেই অনুশাসন ক্রমেই কুমারীগণ প্রতিপালিত হইয়া আসিতেছিলেন সংপ্রতি ইয়ুরোপীয় শিক্ষা ও সভ্যতার দুর্জ্জয় পরাক্রমে অনেক স্থলে তাহার ব্যতিক্রম সংঘটিত হইতেছে।

সধবাগণ মস্তকে সিন্দূর প্রদান করিবেন, চিত্র বস্ত্র ব্যবহার করিবেন, বামহস্তে লৌহ-কঙ্কন ধারণ করিবেন, বেশ বিন্যাসে আচার ব্যবহারে সাধ্বী ভাবই প্রদর্শন করিবেন, "সদাচারা ও সংযতেন্দ্রিয়া হইবেন, অত্যল্প দুঃসঙ্গ হইতেও আপনারদিগকে বিশেষরূপে রক্ষা করিবেন; ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুগতা সখীর ন্যায় তাঁহার হিতকর্ম্মসাধিকা হইবেন, এবং স্বচ্ছা থাকিবেন ও সর্ব্বদা প্রহৃষ্ট থাকিয়া গৃহকার্য্যে সুদক্ষা হইবেন, লজ্জাশীলা হইবেন, কথাতে, ভাবেতে, বেশ বিন্যাসে যত্নপূর্ব্বক হ্রীকে রক্ষা করিবেন"। বর্ত্তমান সময়ে অনেক পরিবারে প্রায়ই আর্য্য সধবা-চিহ্ন পরিলক্ষিত হয় না। কুমারী সধবা বা বিধবাদিগের অবস্থা-জ্ঞাপক প্রয়োজনীয় চিহ্নাদি অথবা বেশ-বিন্যাসের ইতর বিশেষ অনেক স্থলেই দৃষ্ট হয় না। কি বস্ত্র-পরিধান-রীতি, কি কেশ-বিন্যাস-পদ্ধতি, কি অলঙ্কার-ব্যবহার-প্রণালী কোন প্রকার ভক্তিভাব-উদ্দীপক বিশুদ্ধ রুচির অনুমোদিত হয় না। কুত্রাপি বা বেশ-বিলাসিনী ইয়ুরোপীয় কামিনীগণের আদর্শে বঙ্গীয় অঙ্গনাদিগকে সুসজ্জিত হইতে দেখা যায়। দেশীয় ভাবানুরূপ বা জাতীয় প্রথানুমোদিত কোন প্রকার নব-উদ্ভাবিত বিশুদ্ধতর বেশ-ভূষা ব্যবহারই প্রার্থনীয়। যে দেশে নারীই গৃহ-উজ্জ্বলকারিণী লক্ষ্মীস্বরূপা, যে দেশে নারীই পূজার্হা বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন সে দেশের নারীকুলের মধ্যে বিজাতীয় বা ঘৃণিত বেশভূষা প্রচলিত হইতে আরম্ভ হওয়া নিতান্ত আক্ষেপের বিষয়। যাহাতে আর্য্য পরিবারের মধ্যে অভদ্র বেশভূষা, অভদ্র আচার ব্যবহার, অভদ্র আমোদ প্রমোদ, প্রবিষ্ট হইয়া সন্তান সন্ততি, আত্মীয় স্বজনের ধর্ম্মভাব মলিন করিয়া না ফেলে, তৎপ্রতি বিদ্যা-বুদ্ধি-সম্পন্ন ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিমাত্রেরই বিশেষ যত্নবান হওয়া একান্ত প্রয়োজন। যাহাতে এই পরিবর্ত্তন স্রোতে আর্য্য-সমাজ বিজাতীয় আকারে গঠিত না হয়, বিজাতীয় সাজে সজ্জিত হইয়া জাতিগত স্বাতন্ত্র ও স্বাধীনতা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া না পড়ে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলা স্বদেশপ্রেমী চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেরই কর্ত্তব্য কর্ম্ম। জন-সমাজ মধ্যে একবার বিজাতীয় ভাব প্রবিষ্ট হইলে, একবার অনুকরণ-বৃত্তি প্রবল হইয়া উঠিলে আর তাহা অবরোধ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। ভারতের সমুদ্রকুলবর্ত্তী কয়েকটী প্রদেশে ঐরূপ দুর্গতি উপস্থিত হইয়াছে।

ক্রমশঃ।

শারদীয় উৎসব।

বঙ্গদেশের গত শারদীয় উৎসবের সময় অনেক ব্রাহ্ম সংশোধিত প্রণালীতে ঐ উৎসবের কার্য্য সমাধা করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আমাদিগের কিছু বলিবার আছে।

শরৎকাল দ্বিতীয় বসন্ত কাল বলিলে হয়। এই সময়ে আকাশ নির্ম্মল হয়, সরোবর সকল পূর্ণ হয়, ধান্যক্ষেত্র বর্দ্ধমান ধান্যবৃক্ষে পরিপূর্ণ হইয়া অপূর্ব্ব লহরী-লীলা প্রদর্শন করত মন হরণ করিতে থাকে। এই সময়ে স্বভাবতঃ মন আহ্লাদে মগ্ন হয়। এই সময়ে স্বভাবতঃ মনে উৎসবের ভাব উদিত হয়। এই সময় বসন্ত ঋতুর ন্যায় কিন্তু ইহাতে বসন্তের লঘুতা নাই। ইহাতে কেমন একটু গাম্ভীর্য্য আছে যাহা বর্ণনাতীত। এই ঋতু একটি সন্ধি-সময়। ইহা বর্ষা ও শীত ঋতুর মধ্যস্থিত। ইহা প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল রূপ সন্ধি সময়ের ন্যায় ব্রহ্মোপাসনার ভাব স্বভাবতঃ মনে উদ্রেক করে। অতএব এই সময় যে আমাদিগের দেশে বিশেষ ধর্ম্মোৎসবের সময় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে ইহা বিচিত্র নহে। আমাদিগের দেশের সকল ধর্ম্মোৎসব অপেক্ষা শারদীয় উৎসব প্রধান। আমাদিগের দেশের সকল ব্যক্তি এই উৎসব আগ্রহের সহিত প্রতীক্ষা করিতে থাকেন। এই উৎসবে সকল লোকে যেরূপ আনন্দ লাভ করেন এবং দরিদ্রকে দান ও বন্ধু ও আত্মীয়বর্গকে আহার করাইয়া সুখ উপভোগ করেন এমন অন্য কোন উৎসবে নহে। এই ধর্ম্মোৎসবের সময় আমাদিগের দেশের লোকেরা সকল প্রকার শত্রুভাব বিস্মৃত হইয়া পরস্পর প্রেমালিঙ্গন করেন। এ প্রকার মনোহর উৎসব যদি পরিবর্ত্তনের স্রোতে ভাসিয়া যায় তাহা হইলে বিশেষ দুঃখের বিষয় হইবে।

আমাদিগের সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজের বন্ধুরা এই উৎসব পরিবর্ত্তনের স্রোতে ভাসাইয়া দেন নাই ইহা অবগত হইয়া আমরা অতিশয় সুখী হইলাম। আমরা তাঁহাদিগের প্রকাশিত পত্রিকা পাঠে জ্ঞাত হইলাম যে তাঁহারা উক্ত উৎসব সংশোধিত প্রণালী অনুসারে সম্পাদন করিয়াছেন কিন্তু তাঁহারা যে প্রণালীতে উহার কার্য্য সমাধা করিয়াছেন আমরা সম্পূর্ণরূপে সে প্রণালীর অনুমোদন করি না। আমরা যে প্রণালী অনুসারে উক্ত উৎসবের কার্য্য সমাধা করিতে ইচ্ছা করি তাহা নিম্নে বিবৃত হইতেছে। সে বিষয়ে ব্রাহ্মগণ আমাদিগকে তাঁহাদিগের নিজ নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া বাধিত করিবেন।

আমরা প্রস্তাব করি যে উক্ত উৎসবের কার্য্য সমাজ-গৃহে সম্পাদিত না হইয়া প্রত্যেক ব্রাহ্মের গৃহে সম্পাদিত হয়। সাধারণতঃ আমাদিগের দেশে উক্ত উৎসবে যে সমস্ত আনন্দের ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয় তাহা সকলই অনুষ্ঠিত হইবে, কেবল পরিমিত দেবতার উপাসনা হইবে না। উৎসব ধূপধুনার গন্ধে আমোদিত ও পুষ্প লতা দ্বারা সুশোভিত গৃহে ব্রহ্মোপাসনা দ্বারা আরম্ভ হইবে। উপাসনার পর যে উপদেশ প্রদত্ত হইবে তাহাতে ঈশ্বরের শক্তি বিশেষ করিয়া বর্ণনা করা হইবে। যে শক্তির অঙ্গুলির ইঙ্গিতে গ্রহ নক্ষত্র সকল অসীম আকাশে ভ্রাম্যমান হইতেছে, যে শক্তি এই প্রকাণ্ড পৃথিবীকে একটি ক্ষুদ্র বর্ত্তুলের ন্যায় সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরাইতেছে, যে শক্তিকে অবলম্বন করিয়া বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতেছে, সূর্য্য উদিত হইতেছে এবং মৃত্যু ধাবিত হইতেছে, যে শক্তিকে অবলম্বন করিয়া আমরা জীবিত রহিয়াছি এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস-ক্রিয়া সম্পাদন করিতেছি,

যে শক্তিকে অবলম্বন করিয়া আমাদিগের শরীরে রক্ত প্রবাহিত হইতেছে, যে শক্তি আমাদিগকে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছে, বিশেষতঃ যে শক্তি আমাদিগের মনে পরমার্থ-বুদ্ধি প্রকাশ করিতেছে আচার্য্য বাগ্মিতার সহিত সেই অচিন্ত্য অনন্ত শক্তির বর্ণনা করিবেন এবং সেই শক্তিকে মনে মনে ধ্যান করিয়া তাহার সমীপে উপাসকদিগকে প্রণত হইতে বলিবেন। তৎপরে বাঙ্গালী জাতির সকল বিষয়ে ক্ষীণতা এবং সে জাতির শক্তির উপাসক হওয়ার অর্থাৎ একান্ত চিত্তে শারীরিক মানসিক সকল প্রকার শক্তি লাভ করিতে চেষ্টিত হওয়ার নিতান্ত কর্ত্তব্যতা দেখাইবেন। উপদেশ কালীন আচার্য্য সাধারণ লোকে শারদীয় উৎসব যে প্রকারে সম্পাদন করে তাহা অপেক্ষা এইরূপ প্রণালীর উৎকৃষ্টতা অবশ্য দেখাইবেন কিন্তু পৌত্তলিকতাকে গালি দিবেন না যেহেতু পৌত্তলিকেরা যে ঈশ্বরের উপাসনা অন্ধরূপে করিতেছে আমরাও সেই ঈশ্বরের . : উপাসনাহীন দুরাচার ব্রাহ্ম অপেক্ষা ধার্ম্মিক পৌত্তলিক শ্রেষ্ঠ। পৌত্তলিকতাকে গালি না দিয়া দুর্গা-প্রতিমা দ্বারা রূপকচ্ছলে যে অমূল্য উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে এবং যে উপদেশ আমাদিগের প্রাচীন ঋষিদিগের অতি আশ্চর্য্য ধর্ম্মজ্ঞান প্রকাশ করিতেছে আচার্য্য সেই উপদেশের ব্যাখ্যা করিবেন। আচার্য্য এইরূপে পৌত্তলিকতাকে গালি না দিয়া আমাদিগের দেশস্থ সাকারবাদী মহাশয়েরা যে রূপককে রূপক না মনে করিয়া সত্য বলিয়া মনে করেন সেই রূপকের ব্যাখ্যা করিবেন এবং রূপক হইতে রূপকাচ্ছাদিত সত্যে আরোহণ করিতে তাঁহাদিগকে উপদেশ দিবেন। এইরূপে তিন দিন উপাসনা হইয়া চতুর্থ দিবসে আচার্য্য মৈত্রী ও ভ্রাতৃভাব বিষয়ে উপদেশ দিবেন। তৎপরে ব্রাহ্মগণ পরস্পরের সহিত এবং আত্মীয় প্রতিবাসীদিগের সহিত প্রেমালিঙ্গন করিবেন। সকল ধর্ম্ম-সংস্কারকের কর্ত্তব্য দেশে যে রীতি প্রচলিত আছে সেই রীতিকে মূল করিয়া সংস্কার-কার্য্য সমাধা করেন। তাহা হইলেই কৃতকার্য্য হইবার সম্ভাবনা, নতুবা সম্ভাবনা নাই।

ব্যাখ্যান-মঞ্জরী।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের
ব্যাখ্যানমূলক পদ্য।

— –

একাদশ ব্যাখ্যান।

চারিদিকে তাঁর মহিমা অপার . . তাঁর কথা যায়।
তাঁর প্রেমানন, স্নেহের নয়ন, স . . পানে চায়।

দেখ এ মোহন সৃষ্টি, দেখ ঈশ্বরের দৃষ্টি
সর্ব্বত্র তাহাতে নিপতিত।
সৃজন পালন লয়, তাঁহার ইচ্ছায় হয়,
যা করেন মঙ্গলে পূরিত॥
কে করিল প্রভাকর, মনোহর শশধর,
কে করিল গ্রহ তারাগণ?
পেয়ে তাঁর কাছে কর, জ্বলে তারা প্রভাকর,
তিনি যে জ্যোতির জ্যোতি হন॥
অগণন প্রাণিগণ, করে সুখে বিচরণ,
পালিছেন তিনি এ সংসার।
তাঁহার ইঙ্গিতে হয়, . . . যে সুখচয়,
তিনি হন সর্ব্ব মূলাধার।
দিব্য চক্ষে যেই চায়, দেখিবারে সেই পায়,
তিনি হন সবে বিরাজিত।
কি সজন কি নির্জনে পর্ব্বত সমুদ্র বনে
অন্তরে বাহিরে প্রকাশিত॥
তাঁর জ্যোতি নিভাবারে, অন্ধকার নাহি পারে,
তিনি চির দীপ্ত হুতাশন।
হে জীব! একাকী রবে, তিনি তব সঙ্গী তবে,
তব আত্মা করেন দর্শন॥
এই ভব-অন্ধকারে, কে দেখিতে পায় তাঁরে?
জ্ঞান-নেত্র যার প্রস্ফুটিত।

যে কাতরে তাঁরে চায়, এক মনে তাঁরে ধ্যায়,
তিনি তার হৃদি সমুদিত ॥
থাকিয়া হৃদয়ে তার, বচন সুধার ধার,
বলেন কতই সঙ্গোপনে।
সে বাণী আশ্বাস-ভরা, পাপ তাপ শোক-হরা,
হয় ভেলা ভবের তরঙ্গে ॥
কুটিল কামনা পাশ, ছাড় যদি মিছা আশ,
রাখ তাঁরে অন্তর-অন্তরে।
তাঁরে করি শিরোধার্য্য, কর সংসারের কার্য্য,
অমৃতের পাইবে সাগরে ॥
বিষয়ে মগন হই, পাপেতে মলিন রই,
ভব ঘুরে হইয়া বেড়াই।
তাই মায়া মোহ বশে, নাহি মজি তাঁর রসে,
তাঁর বাক্য শুনিতে না পাই ॥
সংসার হৃদয় যার, করিয়াছে অধিকার,
আত্মা তার জড় প্রায় হয়।
জড় কি কখন পারে, চেতনেরে দেখিবারে ?
তিনি যে চেতন জ্ঞানময় ॥
হায়! মোরা মূঢ়মতি, ভয় করি লোক প্রতি,
চলি কত হয়ে সাবধান।
কিন্তু যাঁর চক্ষু আছে, আমাদের কাছে কাছে,
তাঁরে নাহি জানি বিদ্যমান ॥
তাঁরে নাহি করি ভয়, করি কত পাপ চয়,
পুষি কত মলিন কামনা।
মোহের ছলনে কিবা, পড়ে থাকি রাত্রি দিবা,
পাইতেছি গভীর যাতনা ॥
সে যাতনা ঘুচাবার, তিনি বিনা নাহি আর,
ডাক তাঁরে সদা কায়মনে।
[illegible] তাপ হতে ত্রাণ, করি আপনারে দান,
লইবেন অমৃত ভবনে ॥

প্রার্থনা।

হে নাথ! না পেয়ে তোমা কত দুখ পাই,
ভ্রমিতেছি তোমাহারা বিষম বিপথে,
জীবন চলিছে কিবা প্রবৃত্তির স্রোতে,
রাখ রাখ, দয়াময়! দিয়া পদ-তরী,
তুলে লও অধীনেরে তব পদ-কূলে।
তব সনে জীবনের নাহি যদি যোগ,
তবে ত বৃথায় গেল বৃথায় জীবন!
করিব তোমারে আমি হৃদি রাজ্যেশ্বর,
হৃদি সিংহাসনে আজি বসাব তোমায়,
জানি তুমি চাও মোর সকল হৃদয়,
না দিলে সকল তুমি না কর গ্রহণ,
না রাখিব তাতে আর সংসার বাসনা,
পবিত্র করিব আমি তোমার আসন।
তুমি মোর বর্ম্ম—হৃদি অক্ষয় কবচ,
তোমারে পরিয়া আমি থাকিব সদাই,
ভব-ভয়-মোহ হতে পাইবারে ত্রাণ।
তব কৃপা গাঁথি গাঁথি রাখিব হৃদয়ে,
অনুক্ষণ তব কৃপা করিব স্মরণ।
কি সুন্দর হয় নাথ তব প্রেমানন।
তোমার করুণা প্রেম বলিতে না পারি,
কিন্তু তব রূপে গুণে নাহি মুগ্ধ হই,
চাহি সংসারের পানে-সতৃষ্ণ নয়নে।
কেমনে তোমারে আমি পাব অহরহ,
মধুময়ী শান্তি তব পাব এ জীবনে।
মোহের কুহক মোর ভাঙ্গি দাও তুমি।
অশিব যা আছে এই অন্তর-অন্তরে,
নিবার তা—কর আত্মা তোমাতে প্রবণ।
তোমাতেই কর তার মতি গতি স্থির।
বিনা গতি মোর নাহিক সংসারে,
দিয়াছ যে দেব-ভাব অমৃতের বীজ,
ফোটায়ে সে সব কর জীবন সার্থক।
দেহ মন যাহা কিছু সকলি তোমারি,
সঁপি যেন সেই সব তোমারই কাযে,
হৃদয়ের প্রেম-পুষ্প-সেও ত তোমার,
করুক তোমারে সদা তাহা গন্ধ দান।
জীবনের ধ্রুব তারা! রাখি যেন তোমা
নয়নে নয়নে। যেন কাটে এ জীবন
স্নেহের নয়ন তব নিরখি নিরখি,
তোমার অমৃত পান করিতে করিতে।
আসিয়াছি তব দ্বারে হইয়া কাতর,
ফিরাও না ভিখারীরে করিয়া নিরাশ।
তুমি মোর পিতা মাতা অভয়শরণ!
তুমি বন্ধু পাতা প্রভু তুমি মুক্তিদাতা,
লইলাম এবে আমি তোমার শরণ,
রক্ষ রক্ষ অধমেরে দিয়া পদ-ছায়া,
পিয়াও অমৃত তব, রাখি নিজ কাছে।
এতক্ষণ ছিনু নাথ! সংসারে মগন,
পাইয়া তোমারে হলো নূতন জীবন,

তুমি যবে থাক হৃদি-মা থাকে হেথায়
প্রবৃত্তির নির্যাতন—এই মাত্র আশা,
দিবালোকে ছাড়ি কেবা খদ্যোতেরে চায়?
পাই যেন তোমা আমি জীবন মরণে,
তবে ত লভিব তোমা অনন্ত জীবনে,
অপরাধী হই যদি তোমার চরণে,
দণ্ড দাও এইবার যাহা ইচ্ছা হয়।
কিন্তু যবে দণ্ড দাও, এই ভিক্ষা চাই,
তোমার আশ্বাস বাণী করো না বঞ্চিত,
প্রেমের আনন তব নাহি হারা হই,
যেন নাহি পাই তব বিচ্ছেদ যাতনা।
কি আর জানাব তোমা—কর অধিকার
এ হৃদয়, দাও তব বল। তব বলে
কর বলী নাহি ভয় থাকিবে আমার।

একাদশ ব্যাখ্যান সমাপ্ত।

দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫০ শকাব্দা ১৮০০।

১ চৈত্র—অদ্য Theosophist পত্রিকায় A Turkish Effendi on Christendom and Islam বিষয়ে একটি অতি কৌতূহলজনক প্রস্তাব [illegible] দেশীয় উক্ত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বলেন যে ইউরোপের বর্তমান ধর্ম not Christianity but Anti Christianity" খ্রীষ্টীয় ধর্ম নহে, অখ্রিষ্টীয় ধর্ম, ইউরোপের একমাত্র ধর্ম স্বার্থপরতা ও ধনলিপ্সা। মুসলমান বন্ধুবান্ধবেরা এত অর্থগৃধ্নু নহে আর তাহারা অল্পে সন্তুষ্ট। "Developing the resources of the country" 'দেশের অর্থোৎপাদন ক্ষমতার উন্মেষসাধন' এই রাজ্যের পুরাতন নিবাসীদিগের বিলোপসাধন করা ও সেই নিবাসীদিগের মধ্যে যাহারা দৈব ঘটনা ক্রমে বাঁচিয়া যায় তাহাদিগকে স্বার্থপর ও অধার্মিক করা এই মত অনেক পরিমাণে সত্য।

৫ চৈত্র—অদ্য প্রাতে বাড়ওয়া নদীপার হইয়া আর পারস্থিত গ্রাম দর্শন করি। বেলুনোর বিষয় যেমন উন্নতি হইতেছে তেমন যদি আধ্যাত্মিক বিষয়ে উন্নতি হইত তাহা হইলে কি ভাবনা ছিল।

৯ চৈত্র—অদ্য "Indian deligate Fund" নামক চাঁদার নিমিত্ত টাকা উঠাইবার চেষ্টা করা যায়।

১২ চৈত্র—অদ্য 'Paternoster' বিষয়ে বরনী সাহেবের উপদেশ (sermon) পাঠ করি। "Let not the sun go down upon your wrath" "অস্তমান সূর্য্য যেন তোমার ক্রোধ স্থায়ী হইতে না দেখে" এই বিষয়ে তিনি উত্তম লিখিয়াছেন।

১৪ চৈত্র—অদ্য প্রাতে পোষ্ট আফিসের দিকে যাইবার সময় একজন গেরুয়া কাপড় পরা গাঁট্টাগোট্টা হিন্দুস্থানীকে দেখে বোধ হইল কোন প্রতারক ভণ্ড হইবে। এমন ভয়ানক অসৌম্য মূর্ত্তি কখন দেখি নাই। সে আমাকে [illegible] আমার [illegible] লোচনে কি [illegible] আমারও তাহার প্রতি অসাধারণ [illegible] ভাব উদয় হইল। কোন কোন ব্যক্তিকে [illegible] তৎক্ষণাৎ সম্পর্ক [illegible] বলিয়া বোধ হইল, [illegible] রূপ বোধ হইল। [illegible] প্রয়োজন আছে কিন্তু [illegible] ঈশ্বরের [illegible] প্রতিকার।

১৭ চৈত্র—অদ্য [illegible] হইল [illegible] বিষয়ে প্রস্তাব আরম্ভ করি। অদ্য আমি এখানকার লোক দ্বারা আগামী রবিবার পরকাল বিষয়ে বক্তৃতা করিতে অনুরুদ্ধ হই।

১৯ চৈত্র—অদ্য সন্ধ্যা [illegible] মাষ্টারের বাসায় [illegible] উপাসনা [illegible] তাহার ব্যবসায়ে বিশেষ নৈপুণ্য প্রকাশ।

[illegible] চৈত্র—অদ্য [illegible] সময় [illegible] আমি [illegible] বাঙ্গলায় [illegible] আসিয়া গেল। তিন চারি [illegible] বন্ধন কাষ্ঠ সকল ভিতরে পড়িল। আমার [illegible] অথবা গুরুতর আঘাত লাগিবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সময় আমরা ঈশ্বরের করুণায় আসন্ন [illegible] হইতে অলৌকিকরূপ রক্ষা পাই।

২১ চৈত্র—অদ্য সন্ধ্যার সময় স্কুল গৃহে [illegible] কথন সভা হয়। উপাসনার কথোপকথন হইবার পূর্ব্বে তাহাতে সাহায্যার্থ স্বরূপ পরকাল বিষয়ে বক্তৃতা করি। আমি এই বক্তৃতাতে প্রজাপতি প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দেখাইয়া নৈসর্গিক সাদৃশ্য মূলক যুক্তি কত দূর পরকালের মত পোষণ করে তাহা দেখাই। তৎপরে আত্মার [illegible] মূলক যুক্তি অবলম্বন করিয়া পরকাল প্রমাণ করি।

চেষ্টা করি। কি কি কারণে আত্মা শরীর হইতে স্বতন্ত্র ইহা সিদ্ধান্তীকৃত হয় তাহা দেখাই। তৎপরে পরকাল বিষয়ের মূল তত্ত্বে সকল মনুষ্যের বিশ্বাসের সমানতা প্রদর্শন করি। তৎপরে জিজীবিষা, বিবিদিষা, উন্নতীচ্ছা ধর্ম্মোন্নতি সংসাধনের ইচ্ছা, এবং সুখেষণা প্রভৃতি বৃত্তি নিচয়ের অস্তিত্ব পরকাল কিরূপ প্রমাণ করে সে বিষয়ে বলি। প্রকৃতির সকল কার্য্যের সম্পূর্ণতা আছে কিন্তু এ সকল বৃত্তির চরিতার্থতা বিষয়ের নাই কেন? ইহার সামঞ্জস্য ইহকালে হইতেছে না, পর কালে হইবে এইরূপ বলি। বাহ্য জগতে কি সামঞ্জস্য! মনুষ্যের আত্মার ভিতর কি গোলযোগ! ইহার সামঞ্জস্য কি কখন হইবে না? তৎপরে ঈশ্বরের করুণা, ন্যায় প্রভৃতি লক্ষণমূলক যুক্তি পরকাল কি সুন্দররূপে প্রমাণ করে তাহা দেখাই। পারলৌকিক অবস্থা বিষয়ে মনুষ্যের বিশেষ জ্ঞান হইতে পারে না। সে ঐ অবস্থা বিষয়ে কেবল এইমাত্র জানিতে সক্ষম হয় যে (১) পরকাল আছে (২) পরলোকে দণ্ড পুরস্কার আছে (৩) পরলোকে আত্মার ক্রমশ উন্নতি হইবে। দণ্ড পুরস্কার বিষয়ে বিবার সময় এই কথা বলি যে অন্তঃকরণ স্বর্গ ও আত্মগ্লানি নরক। পারলৌকিক অবস্থা বিষয়ে মনুষ্য সাধারণের বিশেষ জ্ঞান নাই কিন্তু প্রত্যেক জাতি অথবা ব্যক্তি ঐ বিষয়ে নিজের নিজের বিশেষ বিশেষ মত আছে। ঐ বিষয়ে আমার নিজের বিশেষ মত কি বলিয়া বক্তৃতা সমাপন করি।

নূতন পুস্তক।

"ভারতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস" শ্রীযুক্ত বাবু ননীলাল মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত। আমরা এই ইতিহাস খানি পাঠ করিয়া প্রীত হইলাম। ইহা বঙ্গবিদ্যালয়ে পাঠের সম্পূর্ণ উপযোগী হইয়াছে।

"Gleams of the New Light" ইহা শ্রীযুক্ত বাবু সীতানাথ দত্ত কর্ত্তৃক ইংরাজি ভাষায় প্রণীত। আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে করিতে লেখকের পরমার্থ তত্ত্বে গাঢ় অভিনিবেশ উচ্চ সাধন ঈশ্বরের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ও প্রেমের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে বার বার সাধুবাদ প্রদান করিলাম ও তাঁহার ভাষার ওজস্বিতা ও প্রাঞ্জলতার জন্য ভুয়সী প্রশংসা করিলাম। পুস্তকখানি সহৃদয় ঈশ্বর-ভক্ত-দিগের সহচর হয় ইহা আমাদিগের একান্ত প্রার্থনা।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয় এই পুস্তক পাঠ করিয়া যেরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন আমরা ঐ পুস্তক হইতে তাহাও এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

"Gleams of the new Light." নামে যে পুস্তিকা রচনা করিয়াছ তাহা এ সময়ের উপযুক্ত হইয়াছে এবং তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের অনেক অভাব পূরণ হইবে। ইহার আলোকে অনেক সুশিক্ষিত যুবকের চক্ষু খুলিয়া যাইবে এবং হৃদয়ে ঈশ্বরপ্রেমের ও সদ্ভাবের সঞ্চার হইবে। . . . . এই গ্রন্থ তোমার চিন্তাশীলতার . . . পরিচয় দিতেছে। এই গ্রন্থের মধ্যে যে সকল নিগূঢ় ভাব আছে, তাহা সুস্পষ্ট ব্যক্ত হইয়াছে এবং তাহা সহজেই সকলের বোধগম্য হইবে। এই গ্রন্থের উপরে ঈশ্বরের প্রসাদ অবতীর্ণ হউক।

আগামী ৫ পৌষ বুধবার সন্ধ্যা ৭ ঘটিকার পর বলুহাটী ব্রাহ্মসমাজের অষ্টবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব হইবে।

একাদশ কল্প
প্রথম ভাগ
পৌষ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৪

৪৮৫ সংখ্যা।　　　　শক ১৮০৫

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন।

চতুঃপঞ্চাশ সাংবৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

১১মাঘ বৃহস্পতিবার প্রাতঃকাল ৮ঘণ্টার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে এবং সায়ংকালে ৭ ঘণ্টার সময়ে শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

পঞ্চম প্রপাঠকে ষোড়শঃ খণ্ডঃ।

অথ হোবাচ বুড়িলমাশ্বতরাশ্বিং বৈয়াঘ্র-পদ্য কং ত্বমাত্মানমুপাস্স ইতি অপ এব ভগবো-রাজন্নিতি হোবাচৈষ বৈ রয়িরাত্মা বৈশ্বা-নরো যং ত্বমাত্মানমুপাস্সে তস্মাত্ত্বং রয়িমান্ পুষ্টিমানসি ॥ ১ ॥

'অথ হ উবাচ বুড়িলং আশ্বতরাশ্বিং হে' বৈয়াঘ্র ... কং আত্মানং ত্বং উপাস্সে ইতি'। অপঃ এব ভগবঃ রাজন্ ইতি'। 'হ উবাচ এষঃ বৈ রয়িঃ' 'বৈশ্বানরঃ' ধনরূপঃ। 'যং ত্বম্ আত্মানম্ উপাস্সে তস্মাৎ ত্বং' 'রয়িমান্' ধনবান্ 'পুষ্টিমান্' ... পুষ্টেঃ অন্ন-নিমিত্তত্বাৎ 'অসি' ॥ ১

তার পরে বুড়িল-অশ্বতরিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ব্যাঘ্রপদ্য তুমি কোন্ আত্মার উপাসনা করিয়া থাক। তিনি বলিলেন, হে ভগবন্ হে রাজন্, আমি জলের উপাসনা করি। রাজা বলিলেন, ইহা রয়ি নামক বৈশ্বানর আত্মা। তুমি এই আত্মাকে উপাসনা কর এই জন্য তুমি ধনবান্ এবং পুষ্টিমান্ হইয়াছ। ১।

অৎস্যন্নং পশ্যসি প্রিয়মত্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চসং কুলে য এতমেব-মাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে বস্তিস্ত্বেষ আত্মন ইতি হোবাচ বস্তিস্তে ব্যভেৎস্যদ্যন্মাং নাগ-মিষ্য ইতি ॥ ২ ॥

'অৎসি অন্নং পশ্যসি প্রিয়ং' 'অত্তি অন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবতি অস্য ব্রহ্মবর্চসং কুলে যঃ এতং এবং আত্মানং বৈশ্বানরং উপাস্তে'। 'বস্তিঃ' মূত্রসংগ্রহস্থানং 'তু এষঃ আত্মনঃ ইতি'। 'হ উবাচ' 'বস্তিঃ তে' 'ব্যভেৎস্যৎ' ভিন্নোঽভবিষ্যৎ 'যৎ মাং ন আগমিষ্যঃ ইতি' ২।

তুমি অন্নভোগ এবং প্রিয়জন দর্শন করিয়া থাক। আর যে কেহ এই প্রকারে এই আত্মার উপাসনা করেন তিনিও অন্ন ভোগ এবং প্রিয় জন দর্শন করেন। তাঁহার কুলে ব্রহ্মতেজ হয়। ইহা কিন্তু ব্রহ্মের বস্তি-স্থান। যদি তুমি আমার নিকট না আসিতে তোমার বস্তি ভগ্ন হইয়া যাইত। ২।

সপ্তদশঃ খণ্ডঃ।

অথ হোবাচোদ্দালকমারুণিং গৌতম কং ত্বমাত্মানমুপাস্স ইতি পৃথিবীমেব ভগবোরাজন্নিতি হোবাচৈষ বৈ প্রতিষ্ঠাত্মা বৈশ্বানরো-হয়ং ত্বমাত্মানমুপাস্সে তস্মাত্ত্বং প্রতিষ্ঠিতো-হসি প্রজয়া চ পশুভিশ্চ ॥ ১ ॥

'অথ হ উবাচ উদ্দালকং আরুণিং' হে 'গৌতম কং ত্বং আত্মানং উপাস্সে ইতি' 'পৃথিবীং এব ভগবঃ রাজন্ ইতি হ উবাচ' 'এষঃ বৈ প্রতিষ্ঠা আত্মা বৈশ্বানরঃ' প্রতিষ্ঠা পাদৌ বৈশ্বানরস্য। 'অয়ং যং আত্মানং ত্বং উপাস্সে তস্মাৎ ত্বং প্রতিষ্ঠিতঃ অসি প্রজয়া চ পশুভিঃ চ' ॥ ১

তাহার পর উদ্দালক-আরুণিকে কহিলেন, হে গৌতম তুমি কোন্ আত্মাকে উপাসনা করিয়া থাক। গৌতম বলিলেন, হে রাজন্ হে মহাশয়, পৃথিবীকে উপাসনা করি। রাজা বলিলেন, ইহা বৈশ্বানর আত্মার পদ। ইহাকে তুমি উপা[illegible] কর এই জন্য পুত্র পশু দ্বারা তুমি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ। ১।

অৎস্যন্নং পশ্যসি প্রিয়মত্ত্যন্নং পশ্যতি প্রিয়ং ভবত্যস্য ব্রহ্মবর্চসং কুলে য এতমেবমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে পাদৌ ত্বেতাবাত্মন ইতি হোবাচ পাদৌ তে ব্যম্লাস্যেতাং যন্মাং নাগমিষ্য ইতি ॥ ২ ॥

'অত্সি অন্নং পশ্যসি প্রিয়ং' 'অত্তি অন্নং পশ্যতি প্রিয়ং' 'ভবতি অস্য ব্রহ্মবর্চসং কুলে যঃ এতং এবং আত্মানং বৈশ্বানরং উপাস্তে'। 'পাদৌ তু এতৌ আত্মনঃ ইতি'। 'হ উবাচ' 'পাদৌ তে' 'ব্যম্লাস্যেতাং' বিম্লানৌ অভবিষ্যেতাং শিথিলীভূতৌ 'যৎ মাং ন আগমিষ্য ইতি' ॥ ২

তুমি অন্ন ভোগ এবং প্রিয়জন দর্শন করিয়া থাক। আর যে কেহ এই প্রকারে এই আত্মার উপাসনা করেন তিনি ও অন্ন ভোগ এবং প্রিয়জন দর্শন করেন। তাঁহার কুলে ব্রহ্মতেজ হয়। ইহা কিন্তু ব্রহ্মের পদ। যদি তুমি আমার নিকট না আসিতে তবে তোমার দুই পদ শিথিল হইয়া যাইত। ২।

অষ্টাদশঃ খণ্ডঃ

তান্ হোবাচৈতে বৈ খলু যূয়ং পৃথগিবেমমাত্মানং বৈশ্বানরং বিদ্বাংসোহন্নমত্থ যস্ত্বেতমেবং প্রাদেশমাত্রমভিবিমানমাত্মানং বৈশ্বানরমুপাস্তে স সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বেষ্বাত্মস্বন্নমত্তি ॥ ১ ॥

'তান্' যথোক্তবৈশ্বানরদর্শনবতঃ 'হ উবাচ' 'এতে বৈ খলু যূয়ং বিদ্বাংসঃ' 'পৃথক্ ইব' ভিন্নমিব 'ইমং আত্মানং বৈশ্বানরং' 'অন্নং অত্থ' পরিচ্ছিন্নাত্মবুদ্ধ্যা হস্তিদর্শনইব জাত্যন্ধাঃ। 'যঃ তু এতং এবং' ত্রাবয়বৈর্দ্ধ্যমূর্দ্ধাদিভির্বিশিষ্টমেকং 'প্রাদেশমাত্রং' দেশৈর্দ্যুমূর্দ্ধাদিভিঃ পৃথিবীপাদান্তৈরধ্যাত্মং মী. জায়ত ইতি প্রাদেশমাত্রং। 'অভিবিমানং' প্রত্যগাত্মতয়াঽভিবিমীযতেঽহমিতি জায়ত ইত্যভিবিমানঃ ই 'আত্মানং' 'বৈশ্বানরং' বিশ্বান্নরান্নয়তি পুণ্যপাপ... রূপাং গতিং। 'উপাস্তে' 'সঃ সর্ব্বেষু লোকেষু ভূতেষু' 'সর্ব্বেষু আত্মসু' শরীরেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি আত্মকল্পনাব্যপদেশঃ প্রাণিনাং 'অন্নং অত্তি' ॥ ১

তাঁহাদিগকে সকলকে বলিলেন, তোমরা বৈশ্বানর আত্মাকে পৃথক পৃথক জানিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছ। কিন্তু যিনি এই প্রত্যেক দেশগত বৈশ্বানর আত্মাকে সেই এক পরমাত্মা বলিয়া জানেন তিনি সকল লোকে সকল ভূতে সকল আত্মাতেই থাকিয়া আপন জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। ১।

তস্য হ বা এতস্যাত্মনো বৈশ্বানরস্য মূর্দ্ধৈব সুতেজাশ্চক্ষুর্বিশ্বরূপঃ প্রাণঃ পৃথগ্বর্ত্মাত্মা সন্দেহো বহুলো বস্তিরেব রয়িঃ পৃথিব্যেব পাদাবুর এব বেদির্লোমানি বর্হির্হৃদয়ং গার্হপত্যো মনোঽন্বাহার্য্যপচন আস্যমাহবনীয়ঃ ॥ ২ ॥

'তস্য হ বৈ এতস্য আত্মনঃ বৈশ্বানরস্য' 'মূর্দ্ধা এব সুতেজাঃ' 'চক্ষুঃ বিশ্বরূপঃ' 'প্রাণঃ পৃথগ্বর্ত্মা আত্মা' 'সন্দেহঃ বহুলঃ' 'বস্তিঃ এব রয়িঃ' 'পৃথিবী এব পাদৌ' 'উরঃ এব বেদিঃ' 'লোমানি বর্হিঃ' 'হৃদয়ং গার্হপত্যঃ' 'মনঃ অন্বাহার্য্যপচনঃ' 'আস্যং আহবনীয়ঃ' ॥ ২

সেই এই বৈশ্বানর আত্মার মস্তক দ্যুলোক। চক্ষু বিশ্বরূপ। প্রাণ বায়ু। সন্দিহল আকাশ। বস্তি-স্থান ধন। পৃথিবী পা। বক্ষ বেদি। লোম দুর্ব্বা। হৃদয় গার্হপত্য অগ্নি। মন অন্বাহার্য্যপচন অগ্নি। মুখ আহবনীয় অগ্নি। ২।

প্রার্থনা।

পরমেশ্বর আমাদের পিতা মাতা, আমরা তাঁহার সন্তান। তিনি সর্ব্বশক্তিমান—মঙ্গল স্বরূপ পূর্ণ স্বরূপ এবং স্নেহ বাৎসল্যের আকর। তিনি আশ্রয়, আমরা তাঁহার আশ্রিত। আমরা সেই পরম পিতা পরম মাতার ক্রোড়েই পালিত ও শিক্ষিত হইতেছি। এখন যেমন তাঁহার আশ্রয়ে রহিয়াছি, সেইরূপ অনন্ত কাল তাঁহার আশ্রয়ে থাকিব। তাঁহার কোন বিষয়ের অভাব নাই—কারণ তিনি পূর্ণস্বরূপ। আমরা অপূর্ণ জীব। আমাদের অনেক অভাব। শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক অভাব। এমন সময় কখনই আসিবে না যখন আমাদের কোন অভাব থাকিবে না। কারণ ঈশ্বরই একমাত্র পরিপূর্ণ স্বরূপ—এবং আমাদের গতি অনন্ত কালই তাঁহার অভিমুখে হইতে থাকিবে। আমরা ক্রমশই সেই পূর্ণ স্বরূপের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিব, কিন্তু কখনই সেই পূর্ণভাব প্রাপ্ত হইব না। সেই স্নেহময় পিতা সেই করুণাময়ী মাতা আমাদিগকে এই কঠোর শিক্ষাস্থান সংসারে আনিয়া, আমাদের নিকট হইতে দূরে চলিয়া যান নাই। কিন্তু আমাদের সঙ্গে সঙ্গেই রহিয়াছেন। শিশু যে প্রকার মাতৃক্রোড়ে বিন্যস্ত থাকে, আমরা ঠিক সেইরূপ তাঁহার অমৃতময় ক্রোড়ে স্থাপিত রহিয়াছি। শিশু যেমন তাহার সমস্ত অভাব তাহার মাতাকে জানায়—বলিতে না পারিলেও যেমন অস্ফুট স্বরে জানায়, আমরা তেমনি আমাদের সকল অভাব আমাদের পরম মাতার নিকট না জানাইয়া থাকিতে পারি না। বিচার ও যুক্তি করিয়া আমরা তাঁহাকে কিছু জানাইতে যাই না। কিছু জানাইবার কারণ উপস্থিত হইলে, আপনা হইতেই জানাইয়া থাকি। যেন মাতা অতি নিকটে, পাশ ফিরিলেই দেখিতে পাই। যেন তিনি আমাদের কাছে বসিয়া সকলি শুনিতেছেন। এই বিশ্বাস শিক্ষা করিয়া জন্মে নাই, শুনিয়াও উপস্থিত হয় নাই। ইহা আত্মার ভিতরে প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার ন্যায় জ্বলিতেছে। এ অগ্নি স্বর্গীয় অগ্নি। ইহা তর্ক-বারিতে নির্ব্বাণ হয় না। কুসুম যেমন সহজে গন্ধদান করে, হৃদয়ের প্রার্থনা তেমনি সহজে তাঁহার অভিমুখে উত্থিত হয়। তাঁহার চক্ষুর সম্মুখে জীবন ধারণ করিয়া, সদ্ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা সকল প্রার্থনাই তাঁহার নিকট করিতে পারি। মাতার নিকট সন্তান মন-দ্বার খুলিবে ইহাতে আশ্চর্য্য কি? এতটুকু অসুখের কারণ উপস্থিত হইলেও আমরা তাঁহাকে জানাইয়া থাকি। এ ঘোরতর সংসারে দুঃখ দুর্দ্দিনে বিষাদ-অন্ধকার আসিয়া যখন আমাদিগকে বেষ্টন করে, সম্পত্তির সচ্ছলাবস্থা হইতে যখন বিপত্তির কঠোর কশাঘাত সহ্য করি, বিপদকালে যখন সকলে ফেলিয়া চলিয়া যায়, বন্ধুবান্ধবহীন হইয়া যখন শত্রুর নির্য্যাতন সহ্য করি, প্রাণাধিক প্রিয় জনের বিয়োগ-বেদনা যখন হৃদয়কে আকুল করিয়া তুলে, যখন রোগ-শয্যায় কাতর হই, যখন পাপানলে দগ্ধ ও অনুতপ্ত হই, তখন এই সকল শারীরিক মানসিক ও আধ্যাত্মিক যাতনার হস্ত হইতে মুক্ত হইবার জন্য আমরা উপদিষ্ট না হইলেও স্বভাবতই তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিয়া থাকি।

পৃথিবী যে প্রকার কঠোর স্থান, তাহাতে আবার আমরা যে প্রকার দুর্ব্বল, সেখানে

প্রার্থনা আমাদের নিত্য ব্রত। তিনি আমাদের সকল প্রার্থনাই শ্রবণ করেন, যাহা উপযুক্ত তাহা পূর্ণ করেন। আমরা কিন্তু ব্যাকুল হইলেই তাঁহার দ্বারে উপস্থিত হইয়া ক্রন্দন করি, কিছুতেই আমাদিগকে বাধা দিতে পারে না। তাঁহার সহিত আমাদের এত নিকট সম্পর্ক যে কোন বিষয় তাঁহাকে না জানাইয়া থাকিতে পারি না। তিনি শান্তিনিকেতন, মুহুর্মুহুঃ তথায় না যাইলে জুড়াইবার স্থান আর কোথাও পাই না। তাঁহাকে মনের কথা না জানাইলে বোধ হয় যেন হৃদয়ে কণ্টক বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে, সে কণ্টক খুলিতেই হইবে। মনের কথা তাঁহার নিকট কহিতেই হইবে। যাঁহারা এই প্রকারে তাঁহার নিকট মনের কথা কহেন, প্রার্থনা করেন, তাঁহারা তাঁহার মাতৃভাব উপলব্ধি করিয়া অভয় প্রাপ্ত হন। তাঁহার নিকট হইতে বল লাভ করিয়া প্রতিকূল অবস্থার সহিত সংগ্রাম করিতে পারেন। এই প্রকার অবস্থা-বিশেষে আমরা তাঁহার নিকটে বিশেষ বিশেষ প্রার্থনা করিয়া থাকি ও বিশেষ বিশেষ কথা বলিয়া থাকি। এই প্রকার প্রার্থনাকে সাময়িক বা ঘটনামূলক প্রার্থনা বলা যাইতে পারে। কিন্তু তাঁহার নিকট আমাদের ইহা হইতেও উচ্চতর প্রার্থনা আছে। সে প্রার্থনা সাময়িক বা ঘটনামূলক নহে। সে প্রার্থনা বিদ্যুতের ন্যায় অস্থায়ী নহে। কিন্তু অচলের ন্যায় স্থির। শিশু সন্তানের প্রকৃতি পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাই, সে যখন ভয়ের অধীন হয়—কোন বিশেষ অভাব বা অসুখ অনুভব করে, তখন তৎক্ষণাৎ তাহার মাতার নিকট উপস্থিত হয় এবং তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করে, কিন্তু ভয় অসুখ বা কোন প্রকার অসুবিধার কারণ তিরোহিত হইবামাত্র আর সে ব্যাকুলতা সহকারে ঐ প্রকার প্রার্থনা করে না। যখন সে সুস্থির হয়, তখন তাহার হৃদগত অস্ফুট প্রার্থনা প্রকাশ হইয়া পড়ে। তখন সে সকল ভুলিয়া কেবল তাহার জননীর স্নেহপূর্ণ মুখের দিকে বারম্বার দৃষ্টিপাত করে। বারম্বার তাঁহার মুখ চুম্বন করে। তাঁহার হস্তে স্কন্ধে পৃষ্ঠে উঠিয়া ক্রীড়া করিতে থাকে। এই অবস্থাই তাহার বিশেষ প্রার্থনীয় ও সুখের অবস্থা। এই অবস্থায় থাকিতেই তাহার বিশেষ আনন্দ। পরম মাতার নিকটে আমরাও ঠিক সেইরূপ। আমরা সংসারের নানাবিধ সংকটে পড়িয়া আমাদের পরম মাতার নিকটে বিপদ উদ্ধারের জন্য বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিশেষ বিশেষ প্রার্থনা করিয়া থাকি। এইরূপ প্রার্থনার সঙ্গে সঙ্গেই—আমাদের আত্মার গভীরতম প্রদেশ হইতে আর একটি উচ্চ হইতে উচ্চতর প্রার্থনা উত্থিত হইতে থাকে। সে প্রার্থনা এই যে কতক্ষণে আমরা নির্বিঘ্নে ও নিষ্কণ্টকে অনুকূল অবস্থা পাইয়া তাঁহার প্রেম-মুখ দর্শন ও স্পর্শ-সুখ অনুভব করিয়া চরিতার্থ হইব—তাঁহার সৌন্দর্য্যে নিমগ্ন হইয়া মলিন সংসারকে ভুলিয়া যাইব—ভক্তিতে তদ্গতচিত্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ তাঁহার গুণ গান করিব। বহির্জ্জগতের হৃদয়গ্রাহী শোভা দেখিতে দেখিতে সেই শোভার শোভায় মিশাইয়া যাইব—সেই অতি উৎকৃষ্ট পবিত্রতম—দেবস্পৃহনীয় ধ্যানের অবস্থা প্রাপ্ত হইব—যখন সংসারবন্ধন সকল আপনা হইতে খুলিয়া যাইবে—যখন তাঁহা হইতে আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে ইচ্ছা হইবে না।

যে ব্যক্তি তাঁহার ভক্ত—যে সন্তান প্রকৃতই তাঁহাকে মা বলিয়া ভক্তি করে—তিনি এ প্রকার প্রার্থনাশীল না হইয়া থাকিতে পারেন না। তিনি নিয়তই তাঁহার অভয় ক্রোড়ে স্থিতি করেন, এবং নিয়তই তাঁহার

পবিত্র সহবাস-জনিত আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য উৎসুক হয়েন। তাঁহার নিকটে তাঁহাকে প্রার্থনা করাই আমাদের প্রধানতম প্রার্থনা। তিনি আমাদের চক্ষের আলোক, বক্ষের ধন, হৃদয়ের শান্তি। আইস, সকলে সেই চির শান্তির জন্য প্রার্থনা করি—হে অখিলমাতা! জগতের জনক জননী—একবার তোমার মলিন সন্তানগণকে দেখা দেও। আমরা যে তোমা ভিন্ন জানি না আমাদের অশ্রু মার্জ্জনা কর—সংসার-সঙ্কটে ভীত হইয়া ডাকিতেছি, মাতঃ তোমার অভয় ক্রোড়ে স্থান দাও—এবং সকল প্রকার বন্ধন হইতে উন্মুক্ত করিয়া অনুরাগের সহিত তোমার নাম উচ্চারণ করিতে দেও এবং তোমার অমৃতময় সহবাস-সুখ দান করিয়া আমাদিগকে চরিতার্থ কর।

কালনা ষোড়শ সাম্বৎসরিক মহোৎসব।

৩০ আশ্বিন।

অনেক বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া, কষ্ট সহ্য করিয়া, ধর্ম্মরাজ ঈশ্বরের কৃপায় আজ কালনা ব্রাহ্মসমাজ সপ্তদশ বৎসরে পদার্পণ করিল। এই দীর্ঘকাল সভ্যসংখ্যা যেরূপ অধিক হওয়া উচিত ছিল তাহা হয় নাই। না হইবার কারণই অধিক। চতুর্দ্দিকে বৌদ্ধ প্রলোভন, তন্ত্রশাস্ত্রের ভূরি অনুশীলন, অথবা কেবল অনুশীলন কেন লোকে তাহাতে একবারে নিমগ্নচিত্ত ও মুহ্যমান, ক্রমোন্নতির প্রতি দৃষ্টি নাই, বৈদিক জ্ঞানে আস্থা নাই, সমাজসংশোধনে যত্ন নাই। যাঁহারা উক্ত রূপে ব্রহ্মের অনুসন্ধান করেন তাঁহাদের প্রতি আমাদের কিছুই বক্তব্য নাই। সে সম্প্রদায়কে বিরক্ত করিয়া সফলপ্রযত্ন হইবার আশাও নাই। কৃতবিদ্য যুবকগণের উপর কুসংস্কারবিরহিত লোকের উপরেই আমাদের আশা। যাঁহাদের উপর আমাদের এত আশা, যাঁহারা ঋষিগণের মহান্ উদ্দেশ্য বুঝিতে চেষ্টা করেন, ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি—সত্যধর্ম্মের প্রতি তাঁহাদের ঔদাসীন্য, তাঁহাদের নিস্তব্ধ ভাব কেন? এই গভীর প্রশ্নের প্রতি মনোনিবেশ করিলে আশু এই কারণ প্রতীয়মান হয় বিদ্যালয়ে ধর্ম্মভাবশূন্য বিদ্যাধ্যয়ন, গৃহে গিয়া সেই শুষ্ক বিদ্যারই অনুশীলনে অন্তঃকরণ কঠোর ও বিশুষ্ক হইয়া উঠে—সেই নীরস হৃদয়ে ঈশ্বরপ্রীতির শনৈঃ সঞ্চারের কোনই সম্ভাবনা থাকে না, কাজেই ধর্ম্মানুরাগ প্রকাশ পায় না। ধর্ম্মের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয় না। অথচ এই সময়ে তাঁহাদের অন্তঃকরণে ধর্ম্মাগ্নি জ্বালিয়া না দিলে, ধর্ম্মের ভাব উদ্দীপ্ত করিয়া না দিলে, কর্ত্তব্যের গুরু ভার স্কন্ধে ন্যস্ত না করিয়া দিলে, আর তাঁহাদের দ্বারা ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতির আশা, সমাজের উন্নতির আশা, কুসংস্কার উন্মূলিত করিবার আশা সুদূরপরাহত। সত্য বটে যে, কেহ কেহ বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়াই বা পরিত্যাগের কিছু দিন পূর্ব্ব হইতেই ব্রাহ্মসমাজে গমনাগমন করেন, প্রচলিত প্রথায় প্রবর্ত্তিত হইয়া দেশহিতৈষিতা প্রদর্শন করেন, বান্ধবগণকে দেখাইতে চাহেন তিনি একজন ব্রহ্মোপাসক কিন্তু সে ভাব সে চেষ্টা সে যত্ন কত দিন থাকে? না, যতদিন লোকের নিকট পরিচিত [illegible]

একবার লব্ধপ্রতিষ্ঠ [illegible] সম্ভ্রান্ত হইলে, অবলম্বিত বিষয়ে প্রাপ্তাধিকার হইলে আর সমাজ মনে হয় না, ধর্ম্মের ভাব স্মরণ হয় না, উপাসনায় যোগ দিতে চাহেন না, সমাজে আসা অসম্মানের বিষয় মনে করেন; এই ভাবই সর্ব্বনাশের হেতু, উন্নতির অন্তরায় অধঃপতনের মূলীভূত কারণ।

সকলের পক্ষে না হউক কিন্তু কতকগুলি

লোকের অন্তঃকরণ দ্বিতীয় কারণে নিতান্ত বিপর্য্যস্ত হইয়া আছে, অচল জড়বৎ নিশ্চেষ্ট হইয়া আছে। যখন সময়-স্রোতের প্রবল বেগ, তাহাতে আবার অবিদ্যার ঘোর অন্ধকার, অসভ্যতার একশেষ ছিল, তখন সমাজে রচনা-চাতুর্য্য, উপাসনার পৃথক প্রণালী প্রবর্ত্তিত না করিলে লোক সমাজের ধর্ম্মভাব রক্ষা করা দুষ্কর ও অসাধ্য। সে সময়ে সে রচনা-চাতুরী, সে উপাসনা-পদ্ধতি ফলোপধায়ী হইয়াছিল। কিন্তু এক সময়ে যাহা হিতকর বলিয়া বোধ, উপকারী বা উপাদেয় বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে, সময়ান্তরে তাহারও অনিষ্টকারিতা অনুভূত হয়। ঘোর সান্নিপাতিক বিকারে সর্পবিষ প্রয়োগ করা উচিত এবং সে সময়ে তাহাতে হিতসাধন করে, কিন্তু সুস্থ অবস্থায় সে বিষ অনিষ্টকর প্রাণনাশক। ঘোর বিকারের সময়ে রোগীর দৈহিক সন্তাপ রক্ষা করিবার জন্য চিকিৎসকগণ জ্বরের প্রার্থনা করেন, অবস্থা বিশেষে অনেক চিকিৎসক ক্ষত স্থান সরস রাখিতে যত্নবান হন, ক্ষত বিশুষ্ক হইতে দেন না, কিন্তু সময়ে সেই জ্বর, সেই ক্ষত কি কেহ প্রার্থনা করে? না, কেহই তাহা চায় না। এক সময়ে সমাজও সেইরূপ বিকৃত অবস্থাপন্ন হইয়াছিল। বিকারে বিষ-প্রয়োগ শাস্ত্রসম্মত ও হিতকর। ঋষিগণ বুঝিয়াই উপযুক্ত উপাসনাঙ্গ সঙ্গঠিত করিয়াছিলেন। সে সময়ে তাহার উপকারিতাও অনুভূত হইয়াছিল। আজ সমাজের সে অবস্থা নাই, অপেক্ষাকৃত জ্ঞানের ভাব বিকশিত হইতেছে, কুসংস্কার তিরোহিত হইতেছে। এমন সময়ে কৃতবিদ্যগণ নিস্তব্ধ ও নিশ্চেষ্ট হইলে ত চলিবে না, বিকলাঙ্গ ধর্ম্মভাব বিশোধিত হইবে না, আশা পরিপূর্ণ হইবে না। আপনারা হৃদয়-বল প্রদর্শন করুন, ক্রমোন্নতির প্রতিরোধক ধর্ম্মবণিকদিগকে সতর্কে প্রবোধিত করুন, ভণ্ডভাব বিদূরিত করিতে যত্নবান্ হউন। সত্য বটে যে বহু শতাব্দীর সঙ্গঠিত ধর্ম্মভাব বিশোধিত করা, বদ্ধমূল ও অভ্যস্ত সংস্কার সকল নিরাকরণ করা সহজ নহে। করিতে হইলে এক দলের স্বার্থ নষ্ট হয়। নষ্টস্বার্থ হইয়া লক্ষ লক্ষ লোককে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য উপায়ান্তর অবলম্বন ও অঙ্গ সঞ্চালন করিতে হইবে। স্থির সাগরে তরঙ্গ উঠিলে মহান কোলাহল উঠিবে, কষ্ট অনুভব করিতে হইবে—হউক ক্ষতি নাই, এরূপ বিপ্লব ভিন্ন সমাজের উন্নতি ও ধর্ম্মভাব বিশোধিত হইবার আশা নাই। এক দিনে বা এক বর্ষে সে পরিবর্ত্তনের আশা নাই, কিন্তু ব্যাকুলতা বা ব্যগ্রতা দেখাইতে হইবে, ত্যাগস্বীকার করিয়া প্রলোভন তুচ্ছবোধ করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, তাহা হইলেই আমরা স্থির হইতে পারি, তাহা হইলেই আমরা আশা করিতে পারি আজি হউক দশ বৎসর পরেই হউক উন্নতির মুখ দেখিতে পাইব, এত বাধা অতিক্রম করিয়া বিঘ্নরাশি ভেদ করিয়া সুখের মুখ দেখিতে পাইব। দুঃখের পর সুখ প্রকৃতির নিত্য নিয়ম। আমরা ঐশ্বর্য্য-লাভ-জনিত বা দাসত্বের উচ্চ শিখরে আরোহণ-জনিত সুখের কথা কহিতেছি না এবং তাহা কহিতে চাই না। আমরা চাই সকলে আত্মোৎকর্ষ সাধনে যত্নবান হউন, ব্রাহ্মসমাজের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করুন। তাহা হইলে উৎসাহ ও বহু-বল-সমন্বিত হইয়া ব্রহ্ম-উপাসনা করিয়া সুখী হই, শান্তিলাভ করি।

কেহ কেহ বলেন "ব্রাহ্মধর্ম্ম নূতন ধর্ম্ম। রামমোহন রায়ের কল্পিত ধর্ম্ম।" যাঁহারা এ কথা কহেন তাঁহাদের প্রতি বক্তব্য এই যে যাহা নূতন তাহা অবশ্য পূর্ব্বে ছিল না, কিন্তু ব্রহ্ম কি আমাদের দেশের নূতন উপাস্য দেবতা? শ্রুতি বলিতেছেন "ব্রহ্ম বা একমিদমগ্রআসীৎ, অগ্রে একমাত্র ব্রহ্মই

ছিলেন" সেই আদি অনন্ত দেবকেই ঋষিগণ ধ্যান করিতেন, হৃদয়ে ধারণ করিতেন। ঋষিগণ মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে কেবল পরব্রহ্মের উপাসনার কথাই কহিয়া গিয়াছেন। এখনও এদেশে ব্রাহ্মণগণের মনে ব্রহ্ম-নাম জাগরিত রহিয়াছে, উপনয়নকালে এখনও অগ্রে তাঁহারা ব্রহ্ম-মন্ত্রে দীক্ষিত হন, বেদমাতা গায়ত্রীই সেই মহামন্ত্র। বেদ-প্রতিপাদ্য ঈশ্বরই উপাস্য দেবতা। ব্রাহ্ম-গণ সেই অনাদি অনন্ত পুরাতন ব্রহ্মের উপাসনা করেন। এবং সেই উপাসনারই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। যে দেশে যজ্ঞো-পবীতে ব্রহ্মনাম, বিবাহে ব্রহ্মনাম, মৃত্যু-কালে ব্রহ্মনাম সেই দেশের লোকের নিকট এই ব্রাহ্মধর্ম্মকে নূতন বা কল্পিত বলিয়া ব্যাখ্যা করা বা লোককে ভ্রান্তি জালে আবদ্ধ করা সামান্য স্বার্থান্ধতার কথা নহে। খনি হইতে মণি উদ্ধৃত হইলে সে মণি নূতন হইল না। আর্য্যভট্ট ও কোপর্নিকশ পৃথিবীর গতি নির্ণয় ও স্থিরীকৃত করেন বলিয়া সেই শক্তি বা গতি কি নূতন হইতে পারে? আর্য্যভট্ট ও নিউটন পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করেন বলিয়া সে আকর্ষণ-শক্তি পৃথিবীতে ছিল না এমন কথা বলা যাইতে পারে না। তবে আবিষ্কারকর্ত্তারা লোক-সমাজে যত দুর পূজ্য তাঁহাদের নিকট লোকে যতদুর ঋণী ব্রাহ্মধর্ম্মপ্রকাশক মহাত্মা রামমোহন রায়ও ব্রাহ্মগণের নিকটে বা ভারতে সেইরূপ ভক্তিভাজন ও শ্রদ্ধেয়। আরও বলিতেছি চৈতন্য হরিনাম কীর্ত্তন করিয়া সাধক-সমাজকে উন্নত করিয়া তুলি-লেন, জগতে ধর্ম্মাগ্নি জ্বলিল, সাধু হৃদয় দ্রবীভূত হইল। চৈতন্য সর্ব্বত্যাগী হইলেন, নাম প্রচার করিতে লাগিলেন, পুরাতন হরি নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিয়া আকাশ-পটে লম্বিত করিয়া দিলেন, নাম সাধকের মুখে নূতন শুনাইতে লাগিল। কিন্তু হরিনাম কি বাস্তবিক নূতন? তাহা নহে। তবে চৈতন্যের চেষ্টা যত্নও যেমন হিতজনক, ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রকাশক মহাত্মাও সেইরূপ চির স্মরণীয়। ভূগর্ভস্থ দ্রবীভূত ধাতু জাতবেগ হইয়া বহুস্তরসম্পন্ন ধরণাবক্ষ বা পর্ব্বত-শৃঙ্গ ভেদ করিয়া যেমন উৎক্ষিপ্ত হয় ধর্ম্মাগ্নির গতিও প্রকৃত ঠিক সেই রূপ। ইহা জাতবেগ হইলে সাধকের আত্মা ভেদ করিয়া জগতে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। মহাত্মা রামমোহন রায়ের আত্মা ভেদ করিয়া সেই-রূপ ব্রাহ্মধর্ম্ম ভারতে আবির্ভূত হইয়াছে। যুগ যুগান্তে সাধকের আত্মা ভেদ করিয়াই ধর্ম্মের প্রভাব প্রকাশিত হয়। সাধক সমা-জের অন্তঃকরণ আলোকিত করে। ধর্ম্মা-লোকে সাধকের আত্মা বিশোধিত ও পরি-শোভিত হইলে তখন আর ক্ষুদ্র ভাব থাকে না, দ্বিজ শূদ্রের অভিমান থাকে না, কুসং-স্কারে অন্তঃকরণ আচ্ছন্ন থাকে না। যাহা আত্মার ধর্ম্ম যে ধর্ম্মে আত্মার উৎকর্ষ সাধন হয়, সেই ধর্ম্মই মনুষ্যের অবলম্বনীয়। ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই পবিত্র ধর্ম্ম। ব্রহ্মই মনুষ্যের পুরাতন উপাস্য দেবতা।

হে শ্রদ্ধাস্পদ ব্রাহ্মগণ, হে সহৃদয় দর্শক-গণ, আপনারা শাস্ত্রার্থ অবগত হইয়া ও পূর্ব্বাপর বিবেচনা করিয়া ধর্ম্মসাধনে প্রবৃত্ত হউন, আর্য্য ধর্ম্মের পবিত্র জ্যোতি বিকীর্ণ করুন

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

মানব মনের স্থিতি-স্থাপকতা গুণ।

পৃথিবী বড় কঠিন স্থান। বিপদের দ্বার সকল স্থানেই উদ্ঘাটিত রহিয়াছে। কখন্ বিপদ ঘটিবে তাহার স্থিরতা নাই। এই আ-

মোদ কোলাহল হইতেছে; সকলই হাস্যপূর্ণ আননে কাল যাপন করিতেছেন কিন্তু হঠাৎ এমনি একটি বিপদ ঘটিতে পারে যে চক্ষু স্থির হইয়া যায়। পৃথিবীর এই প্রকৃতি ভাবিতে গেলে হৃদয়ের শোণিত শুষ্ক হইতে থাকে। যদি মর্ত্ত্য লোকে এইরূপ প্রকৃতির চিন্তা আমাদিগের অন্তঃকরণে নিরন্তর বিরাজিত থাকিত তাহা হইলে আমরা পৃথিবীর কার্য্য করিতে পারিতাম না কিন্তু মানব মনের একটি স্থিতিস্থাপকতা গুণ আছে। কোন রবর-নির্ম্মিত পদার্থ টানিয়া যদি তাহা ছাড়িয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে তাহা সেই পূর্ব্বের অবস্থা প্রাপ্ত হয়। মনুষ্য বিপদে পড়িলে তৎপরে তাহা হইতে উদ্ধার হইলে তাহার আর কিছু মনে থাকে না। করুণাময় পরমেশ্বর মানব মনকে এই স্থিতিস্থাপকতা গুণ প্রদান করিয়া তাঁহার আশ্চর্য্য মহিমা প্রকাশ করিয়াছেন। যদি মনের এই গুণ না থাকিত তাহা হইলে মনুষ্য একেবারে ভগ্নচিত্ত হইয়া মারা পড়িত।

অন্যান্য বিষয়ে যেমন আমরা মনের স্থিতিস্থাপকতা গুণ প্রকাশ করি সেইরূপ আধ্যাত্মিক বিষয়ে ঐ গুণ প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। আমাদিগের শাস্ত্রে লিখিত আছে যে যোগসাধন সময়ে রাক্ষস, পিশাচ প্রভৃতি উপদেবতারা যোগীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহাকে ভয় প্রদর্শন করে এবং যোগের ব্যাঘাত প্রদান করে। এই সকল ভূত প্রেত পিশাচের মধ্যে আধ্যাত্মিক নৈরাশ্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। এই নৈরাশ্য আমাদিগের আত্মাকে ধরিলে ধর্ম্মসাধন বিষয়ে আমরা কোন কার্য্য করিতে সক্ষম হই না। কর্ণধার যেমন প্রবল ঝটিকার সময়ে নৈরাশ্যে অভিভূত হইয়া হাল ছাড়িয়া দেয় সেইরূপ আত্মা পাপ দমনে নিরাশ হইয়া হাল ছাড়িয়া দেয়। যে ব্যক্তি এইরূপ হাল ছাড়িয়া দিয়া বসে তাহার কোন আশা নাই। আত্মাকে এরূপ নৈরাশ্যে অভিভূত হইতে দেওয়া কর্ত্তব্য নহে। মাতা যেমন সন্তানকে হস্ত ধারণ করিয়া হাঁটিতে শিখান সেইরূপ পরমেশ্বর আমাদিগের হস্ত ধারণ করিয়া আধ্যাত্মিক মঙ্গলের পথে হাঁটিতে শিখাইতেছেন। মাতা যেমন প্রত্যাশা করেন না যে শিশু একেবারে হাঁটিতে শিখিবে, ঈশ্বরও সেইরূপ প্রত্যাশা করেন না যে আমরা একেবারে ধার্ম্মিক হইব। শিশু হাঁটিতে শিখিবার সময় যেমন সহস্রবার পড়ে এবং সহস্রবার উঠে সেইরূপ মনুষ্য ধর্ম্মপথে হাঁটিবার সময় সহস্র বার পড়ে এবং সহস্রবার উঠে। আমরা একেবারে পূর্ণতা লাভ করিবার প্রত্যাশা করিতে পারি না। করুণাময়ী পরম মাতা জানেন যে আমরা ধূলিকণা দ্বারা নির্ম্মিত ক্ষীণ জীব। তিনি অবশ্য আমাদিগকে দয়া করিবেন। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বীরা বিশ্বাস করে যে এই পৃথিবী পরীক্ষার স্থান। ঈশ্বর আমাদিগকে অহরহ পরীক্ষা করিতেছেন কিন্তু আমরা বলি পৃথিবী শিক্ষার স্থান। ছাত্র যেমন এক শ্রেণী হইতে উপরের শ্রেণীতে উত্থিত হয় তেমনি আত্মা এক অবস্থা হইতে উচ্চতর অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ছাত্র যেমন একেবারে কোন বিদ্যায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারে না, অনেকবার ভুল করে, সেইরূপ ধর্ম্ম বিষয়ে আমাদিগের সর্ব্বদা ত্রুটি হইয়া থাকে। পৃথিবী ধর্ম্মের বর্ণমালা মাত্র শিখিবার স্থান। এখানে ছাত্রের অধিক ভুল হইবার সম্ভাবনা। পরম গুরু ঈশ্বর যদি সেই সকল ত্রুটি ধরিতেন তাহা হইলে কি আর রক্ষা ছিল? অতএব ধর্ম্মবিষয়ে আমাদিগের পুনঃ পুনঃ ত্রুটি হইলেও নিরাশ হওয়া কর্ত্তব্য নহে। ঈশ্বরে "লগ লাগায়কে রহো" সর্ব্বদা সংলগ্ন থাক অবশ্য তিনি এক সময়ে তোমাকে করুণা করিবেন।

নারীর ব্রহ্মচর্য্য।

(পূর্ব্বের অনুবৃত্তি)

সধবার চিহ্নস্বরূপ মস্তকে ধান্যপ্রমাণ সিন্দূর ব্যবহার, বাম হস্তে রেখাসদৃশ লৌহ-কঙ্কন ধারণ করা আর্য্য-সামাজ-প্রচলিত একটী নির্দ্দোষ পদ্ধতি কাল-পরম্পরাক্রমে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। আশ্চর্য্য, বিজাতীয় সভ্যতা-দুষিত যুবকদিগের নেত্র-যুগলে তাহাও কুসংস্কার ও অসভ্যতা বলিয়া অনেক স্থলে পরিত্যক্ত হইতেছে। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে স্বভাবত কুৎসিত হইয়া লোকের নিকটে সুন্দরী, সুশ্রী হইয়াও আরো সৌন্দর্য্যচ্ছটা বিকীর্ণ করিবার জন্য বিদেশীয় চূর্ণ বা বর্ণ-বিশেষ দ্বারা সমস্ত মুখমণ্ডলকে রঞ্জিত করিয়া একরূপ হইয়া আপনাকে অন্যের চক্ষে ভিন্ন রূপে প্রদর্শন করাকে শঠতা বা কপটতা বলিয়া স্বীকার করেন না। সধবা-চিহ্নস্বরূপ স্বাস্থ্যপ্রদ লঘুভার লৌহ-কঙ্কন ব্যবহার অনেকের পক্ষে দুর্ব্বহ ভার-স্বরূপ বোধ হইয়া থাকে কিন্তু নিদারুণ গ্রীষ্ম-প্রধান দেশে রোমজ বস্ত্রাদি পরিধান ও অস্বাস্থ্যকর অস্থি সীস বা কাষ্ঠাদি-নির্ম্মিত অসংখ্য বন্ধক বহন করা কষ্টকর বলিয়া বোধ হয় না। অনুকরণ-বৃত্তির এমনই দুর্জ্জয় অন্ধশক্তি যে, তাহাতে মনুষ্যকে দিক্‌-বিদিক-জ্ঞান-শূন্য করিয়া ফেলে। বঙ্গীয় সমাজের বর্ত্তমান অবস্থাই তাহার সাক্ষ্যস্থান। কুমারী সধবা এবং বিধবাদিগের শ্রেণীগত প্রভেদ-চিহ্ন রক্ষা করিয়া চলিলে ঐহিক পারত্রিকের কোন প্রকার অনিষ্ট সংঘটিত হইবার আশঙ্কা নাই বরং সামাজিক ও পারিবারিক বিশেষ শৃঙ্খলাই সুরক্ষিত হইয়া থাকে। আত্ম-পরিচয় না দিলেও সহস্র নারীর মধ্যেও কুমারী সধবা এবং বিধবা নির্ব্বাচন করিয়া লওয়া যাইতে পারে। ঈদৃশ সহজ ও অড়ম্বরশূন্য সুপ্রণালী অন্য দেশে প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। বিধবা ব্রহ্মচারিণী বলিয়া অন্যের তুষ্টি-সাধন ও অন্যের চিত্তরঞ্জনে তাঁহার কোন প্রয়োজন নাই, সেই জন্যই তিনি বিলাস-উপকরণ-স্বরূপ বেশ ভুষা ও অঙ্গরাগাদি পরিত্যাগ করিয়া সাত্ত্বিক আহার, সাত্ত্বিক ব্যবহার দ্বারা ইন্দ্রিয়সংযম পূর্ব্বক নিয়ত পূজার্চ্চনায়, যপ তপ ধ্যান ধারণায় কালাতিপাত করিয়া থাকেন। পতি-প্রাণা সংযতেন্দ্রিয়া সাধ্বী বিধবা নারীদিগের পক্ষে ইহাই শ্রেষ্ঠ সাধন বলিয়া আর্য্যধর্ম্ম শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে।

উপনয়নানন্তর সমাবর্ত্তন পূর্ব্বক দারপরিগ্রহ না করিয়া যেমন পুরুষের পক্ষে আমৃত্যু ব্রহ্মচর্য্য ধারণের ব্যবস্থা আছে, তেমনি নারীর বিবাহরূপ উপনয়নান্তে পতির মৃত্যু হইলে পুনর্ব্বার বিবাহ না করিয়া আমরণ ব্রহ্মচর্য্য ধারণ করিবারও বিধিবাক্য বর্ত্তমান রহিয়াছে। যথা।

> মৃতে ভর্ত্তরি যা নারী ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা।
> সা মৃতা লভতে স্বর্গং যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥

স্বামীর মৃত্যু হইলে যে নারী ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক অবস্থান করে, সে মরণানন্তর নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীর ন্যায় স্বর্গ লাভ করিয়া থাকে। গুরু-গৃহে অবস্থানানন্তর সমাবর্ত্তন করিয়া চির-ব্রহ্মচর্য্য ধারণে অসক্ত ব্যক্তি যেমন দারপরিগ্রহ করিতে পারে তেমনি যে সকল বিধবা নারী অসংযতেন্দ্রিয়া, যাহারদিগের চিত্ত নিরবচ্ছিন্ন বিষয়সুখ, ইন্দ্রিয়-সুখ উপভোগের জন্য লোলুপ, যাহারা বিধবা-উচিত ব্রহ্মচর্য্য-ধারণে নিতান্ত অক্ষম, যাহারদিগকে পুনর্ব্বার বিবাহ না দিলে পরিবার ও জন সমাজ পাপ-স্রোতে প্লাবিত হইবার সম্ভাবনা, তাহারদিগের পক্ষে পুনর্ব্বার বিবাহ করা একান্ত কর্ত্তব্য। অথবা স্বামী যদি নিরুদ্দেশ হয়, কালগ্রাসে পতিত হয়, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে,

তাহা হইলে এই পঞ্চবিধ আপদেই নারীর অন্যপতি গ্রহণ শাস্ত্রে বিহিত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যথা

নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ।
পঞ্চস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্যোবিধীয়তে॥

ধর্ম্মের জন্য, পতি-প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত ব্যভিচার-বুদ্ধিতে পর-পুরুষের নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ না করিয়া আমৃত্যু সংযতেন্দ্রিয়া হইয়া অবস্থান করাই বিধবা নারীর বিশেষ মহত্ত্বভাব ও দেব-প্রকৃতির নিদর্শন। বিষয়-জঞ্জাল হইতে বিমুক্ত হইয়া আমৃত্যু ব্রহ্মচর্য্য ধারণ পূর্ব্বক ধর্ম্মসাধন করা পবিত্র জীবন বহন করাই বিশেষ গৌরব ও শ্লাঘার বিষয়।

হিন্দু বিধবাদিগের একাদশীর নিরম্বু উপবাসের রীতি পদ্ধতি দেখিয়া অনেকেই বলিতে পারেন যে ইহার পর নিষ্ঠুর ও কঠোর বিধি আর দ্বিতীয় নাই, অসহায় বিধবা নারীদিগকে কষ্ট ক্লেশে নিক্ষেপ করত বিনাশ করাই যেন ইহার একমাত্র উদ্দেশ্য। যে যে প্রাচীনতম ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে পূর্ব্বোল্লিখিত বাক্য সকল উদ্ধৃত হইয়াছে, তৎতৎ গ্রন্থে নিরম্বু উপবাসাদির উপদেশ অনুজ্ঞা প্রায়ই দৃষ্ট হয় না, বেদ উপনিষদে ইহার আভাস মাত্রও প্রাপ্ত হওয়া যায় না, বরং তদ্বিপরীত শরীরকে ক্ষীণ না করিয়া ও যাতনা না দিয়া ধর্ম্মসাধন করিবে; এই বিষয়েই রাশি রাশি উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। যথা

বশে কৃত্বেন্দ্রিয়গ্রামং সংযম্য চ মনস্তথা।
সর্ব্বান্ সংসাধয়েদর্থানক্ষিণ্বন্ যোগতস্তনুং।

যাহাতে শরীর ক্ষীণ না হয়, এমত উপায় দ্বারা মন ও ইন্দ্রিয় সকলকে বশীভূত করিয়া সর্ব্বার্থ সাধন করিবেক। "শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্" "ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামা রোগ্যমুল-মুত্তমং।" যে দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রের উচ্চতম উপদেশ শরীরকে রুগ্ন ভগ্ন বা অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলা কখনই সে দেশের ব্রত কর্ম্মের নিগূঢ় উদ্দেশ্য হইতে পারে না।

বেদ নিত্য অপরিবর্ত্তনীয় এবং অপৌরুষেয় বলিয়া আর্য্যজাতি স্বীকার করিলেও আর্য্যধর্ম্মশাস্ত্র চির-দিন একভাবে অবস্থান করে নাই। প্রাচীন কালে বৈদিক যাগ-যজ্ঞের বাহুল্য, উপনিষৎ সময়ে ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মসাধনের প্রাধান্য এবং পৌরাণিক ও তান্ত্রিক সময়ে ব্রত-উপবাস ক্রিয়াকাণ্ডের প্রাচুর্য্যই পরিলক্ষিত হয়। বেদ-বাক্য ও বেদার্থপ্রচারই পুরাণ তন্ত্রাদির একমাত্র উদ্দেশ্য হইলেও সকল স্থলে পুরাণ তন্ত্র সেই লক্ষ্য স্থির রাখিয়া চলিতে পারেন নাই। বিষয়বিশেষে স্বকপোলকল্পিত নানা মতও প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বহু স্থানে গভীর চিন্তা, অসামান্য পরীক্ষা ও অনুসন্ধান-সম্পাদিত জ্ঞান বিজ্ঞান-ঘটিত বহুতর উজ্জ্বল অনুপম সত্যও প্রচার করিয়া জন-সমাজের অশেষ কল্যাণ সংসাধিত করিয়াছেন। তন্নিবন্ধন এদেশের সংস্কার-কার্য্য, ক্রিয়া কর্ম্ম, ও ব্রতধর্ম্ম বিষয়ক নিয়ম-পদ্ধতিতে বেদ-উপনিষৎ পুরাণ তন্ত্র সকলেরই ছায়া নিপতিত হইয়াছে। কোন কোন স্থলে পুরাণ তন্ত্রাদির স্বতন্ত্র পদ্ধতিও প্রচলিত হইয়া গিয়াছে। সেই কারণেই প্রধানতঃ বহুতর পুরাণ ও তন্ত্র গ্রন্থে একাদশী উপবাসের নিয়ম পদ্ধতিরই বহুল প্রচার দৃষ্ট হইয়া থাকে।

একাদশী ব্রত যে কেবল বিধবাদিগেরই প্রতিপাল্য তাহা নহে, অষ্টম-বর্ষাধিক বয়ঃক্রম হইতে অশীতি বৎসর পর্য্যন্ত বালক বৃদ্ধ যুবা, নর নারী, সধবা বিধবা, ব্রাহ্মণ শূদ্র, শাক্ত বৈষ্ণব সকলেরই পক্ষে একাদশী ব্রত অনুষ্ঠেয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কোন কোন পুরাণে একাদশী উপবাস কাম্য, কোন কোন গ্রন্থে নিত্য, কুত্রাপি বা কাম্য ও নিত্য

লিয়া উভয়ই কীর্ত্তিত হইয়াছে। গ্রন্থ বিশেষে কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশীরই বিশেষ মাহাত্ম্য কীর্ত্তন দেখা যায়। যথা—

"সর্ব্বসাং কৃষ্ণৈকাদশ্যাং বৈষ্ণবানাং সপুত্রাণাং গৃহস্থানামপ্যুপবাসো নিত্যঃ। ব্রাহ্মণস্য বিশেষতো নিত্যঃ বৈষ্ণবেতরেষাং তাদৃশানাং হরিশয়নমধ্যবর্ত্তিনীষু কৃষ্ণৈকাদশীষু উপবাসো নিত্যঃ। অপুত্রবত্যাগৃহীণান্তু সর্ব্বাস্বেব নিত্যাধিকারঃ। কাম্যোপবাসে তু-বিশেষেণৈব সর্ব্বেষামধিকারঃ। * * * *।

ইত্যেকাদশীতত্ত্বোক্ত ব্যবস্থা।

আবার তত্ত্বসাগর গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে।

"যথা শুক্লা তথা কৃষ্ণা যথা কৃষ্ণা তথেতরা।
তুল্যেতি মন্যতে যস্তু স বৈ বৈষ্ণব উচ্যতে।
শুক্লে বা যদি বা কৃষ্ণে বিষ্ণুপূজনতৎপরঃ।
একাদশ্যাং ন ভুঞ্জীত পক্ষয়োরুভয়োরপি।

বিষ্ণু রহস্য॥

একাদশী ব্রত পালনে জনসাধারণকে প্রবৃত্তি দিবার জন্য তত্ত্বসাগর এবং গরুড় পুরাণ প্রভৃতিতে বহুবিধ ফলশ্রুতি কথিত হইয়াছে। যথা—

একাদশীসমং কিঞ্চিৎ পাবনং ন চ বিদ্যতে।
স্বর্গমোক্ষপ্রদা হোষা রাজ্যপুত্রপ্রদায়িনী॥
একাদশীব্রতং ভক্ত্যা যঃ করোতি নরঃ সদা।
স বিষ্ণুলোকং ব্রজতি যাতি বিষ্ণোঃ সরূপতাং॥

একাদশী ব্রত পালন সকলেরই একান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া উক্ত হইলেও উপবাসে অশক্ত ব্যক্তিদিগের পক্ষে প্রতিনিধি ও অনুকল্পেরও ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। যথা—

"উপবাসে ত্বশক্তস্য আহিতাগ্নেরথাপি বা।
পুত্রান্ বা কারয়েদন্যান্ ব্রাহ্মণান্ বাপি কারয়েৎ॥
অথবা বিপ্রমুখ্যেভ্যোদানং দদ্যাৎ স্বশক্তিতঃ।
উপবাসন্তু কুর্ব্বাণঃ পুণ্যং শতগুণং ভবেৎ॥

বায়ুপুরাণ।

একভক্তেন নক্তেন বালবৃদ্ধাতুরঃ ক্ষিপেৎ।
পয়োমূলফলৈর্ব্বাপি ন নির্দ্বাদশিকোভবেৎ॥

মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

অষ্টায়ে তান্যুপানেত নোপবাসঃ প্রণশ্যতি।

দেবল।

একাদশী ব্রত বিষয়ে পুরাণাদি গ্রন্থে যেমন ব্যবস্থা-বিভেদ দৃষ্ট হয়, তেমনি তাহার অনুষ্ঠান বিষয়েও ব্রহ্মাবর্ত্ত ও আর্য্যাবর্ত্তের নানা স্থানে নানা প্রকার আচার ব্যবহার পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। কোন কোন স্থানের লোকেরা সমস্ত দিন উপবাস করিয়া রাত্রিকালে ফল মূল আহার করে, কুত্রাপি বা দিবসে ফল মূলাদি ভক্ষণ, কোথায় বা তণ্ডুল ভিন্ন গোধূম প্রভৃতি অন্যবিধ খাদ্য-দ্রব্য ব্যবহার প্রচলিত আছে। কোন কোন স্থানে ব্রাহ্মণ বিধবাগণও ফলাহার করিয়া থাকেন। কোন কোন স্থানের উচ্চশ্রেণীর শূদ্রেরা একাদশী দিবসে নিরামিষ মাত্র ভোজন করিত। পুরুষোত্তমে একাদশী দিবসে ব্রাহ্মণ শূদ্র, সধবা বিধবা সকলেই যথেচ্ছ পান ভোজন করিয়া থাকেন। কলিকাতার নিকটবর্ত্তী কিয়দংশ স্থান লইয়া বিধবা রমণীদিগের নিরম্বু উপবাসেরই বলবর্ত্তী প্রথা প্রচলন দেখা যায় কিন্তু সাধারণতঃ পুরুষ সমাজের মধ্যে ও সধবাকুলের অভ্যন্তরে একাদশী ব্রতানুষ্ঠানের তাদৃশ সমাদর দৃষ্ট হয় না। ব্রাহ্মণ শূদ্রাদি যাঁহারা একাদশী করিয়া থাকেন, তাঁহারা কেহই নিরম্বু উপবাস করেন না। জনক-রাজ্য মিথিলা-প্রদেশের প্রায় সর্ব্বত্রই একাদশীর অনুকল্প প্রণালী প্রচলিত আছে। বর্ত্তমান রাজ-বংশের মধ্যেও একাদশী ব্রত বিধবার পক্ষেও কাম্যস্থানে উদ্‌যাপিত হইতেও দৃষ্ট হইয়াছে। বঙ্গের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বংশেও উপনয়নানন্তর প্রায়ই বর্ষ-কাল মাত্র অনুকল্প-পদ্ধতিক্রমে ব্রাহ্মণ-কুমারগণকে একাদশী ব্রত প্রতিপালন করিতে দেখা যায়।

ধর্ম্মপরায়ণা বিধবা রমণীগন দেশাচার দৃষ্টে আত্ম-নিহিত ধর্ম্মভাবে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া একাদশীর উপবাস করিয়া থাকেন: উপবাস-জনিত কষ্ট ক্লেশে প্রাণ ওষ্ঠাগত

হইলেও বিন্দুমাত্র জল পান করেন না; আত্মীয় স্বজনকেও অন্ন জল প্রদানে অগ্রসর হইতে দেখা যায় না। তাঁহারদিগের ও তাঁহারদিগের অভিভাবকগণের শাস্ত্র-জ্ঞান-অন্ধতাই ইহার একমাত্র কারণ।

এদেশের কি প্রাতঃস্নান, কি রোমজ-আসন ব্যবহার, কি পট্ট বা ধৌত বস্ত্র পরিধান, কি হবিষ্যান্ন ভোজন, কি একাদশীর উপবাস-পদ্ধতি প্রভৃতি সকলেতেই স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের উজ্জ্বল উন্নত সত্য সকল ধর্ম্মের আবরণে আচ্ছাদিত রহিয়াছে। একদিকে তৎসমুদায়ের অনুষ্ঠান দ্বারা যেমন মনের প্রশান্ততা, চিত্তের স্থিরতা, ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের প্রতি আত্মার স্থির-নিশ্চয়তা বৃদ্ধি পায়; আর এক দিকে তেমনি শরীরের সুস্থতা, দৃঢ়তা এবং নীরোগিতা নিবন্ধন কার্য্যপটুতা সহিষ্ণুতা প্রভৃতি বৃদ্ধি পায় এবং দীর্ঘ-জীবন লাভ হইয়া থাকে। একাদশী ব্রত পালন শারীরিক স্বাস্থ্য রক্ষার একটী বলবৎ উপায়। এই প্রস্তাবে তদ্‌বিষয়ক প্রমাণাদি প্রদর্শন করা উদ্দেশ্য নহে, ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে দেশব্যাপী জল-বায়ু-দোষোৎপিত জ্বর, পর্য্যায় জ্বর, অম্লপীড়া অজীর্ণ, শূল এবং বাত-রোগ প্রভৃতি অনেক ব্যাধিই একাদশীর উপবাস দ্বারা প্রশমিত বা এককালে আরোগ্য হইতে সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে। পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় উপবাসও প্রাগুক্ত দ্বিবিধ লক্ষ্য সাধন জন্য অনুষ্ঠেয় বলিয়া আর্য্য ধর্ম্ম শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। কি মুসলমান কি বৌদ্ধ খৃষ্টান প্রভৃতি সকল সম্প্রদায়ের মধ্যেই ধর্ম্ম সাধন উদ্দেশে বহু-বিধ উপবাস অনুশাসন প্রচলিত আছে, কিন্তু তৎসমূহ ধর্ম্ম-শাস্ত্রের অনুমোদিত হইলেও স্বাস্থ্য-বিজ্ঞানের সহিত তাহার কোন সম্পর্কই দৃষ্ট হয় না; বরং তাহার বিরোধী বলিয়াই প্রত্যক্ষ প্রতীয়মান হয়।

অন্য জাতির পক্ষে স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম-বিজ্ঞান যেমন স্বতন্ত্র, আর্য্য-জাতির মধ্যে সেরূপ নহে। শরীর মন আত্মা তিনেরই উন্নতি ও উৎকর্ষ সাধন আর্য্যজাতি সাধারণের অভ্যন্তরে ধর্ম্ম বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। শরীর বাক্য এবং মনের অসংযম বা অপব্যবহার-জনিত মনুষ্য শারীরিক বাচনিক এবং মানসিক ত্রিবিধ পাপে আক্রান্ত হইয়া ধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হওত অধোগতি লাভ করে এরূপ উপদেশ ও অনুশাসন আর্য্য ধর্ম্ম শাস্ত্রে রাশি রাশি প্রাপ্ত হওয়া যায়। যথা-

> "পাপং চিন্তয়তে চৈব ব্রবীতি চ করোতি চ
> তস্যাধর্ম্মে প্রবিষ্টস্য গুণা নশ্যন্তি সাধবঃ।"

সেই জন্যই স্বাস্থ্য বিজ্ঞানের মূল সত্য-সকল আর্য্য ঋষিগণ ধর্ম্মের সঙ্গে মিলিত করিয়া দিয়া তৎপ্রতিপালনে জনসাধারণকে এককালে বাধ্য করিয়া গিয়াছেন। "আত্মানং সততং গোপায়ীত" যে দেশের ধর্ম্ম-শাস্ত্রের সারগর্ভ উপদেশ, একাদশীর ব্রত উপবাস সে দেশের নর নারীকুলের শরীর পাতন, বা দেহের ক্ষীণতা সম্পাদন ও কষ্ট ক্লেশ পরিবর্দ্ধন জন্য কখনই প্রবর্ত্তিত হয় নাই। ধর্ম্ম-সাধন বিষয়ে শরীরশোষণের প্রাধান্য কোন স্থলেই প্রদর্শিত হইতে দৃষ্ট হয় না। বরং তদ্বিপরীত উপদেশই প্রদত্ত হইয়াছে। যথা

> যে পাপানি ন কুর্ব্বন্তি মনোবাক্‌কর্ম্মবুদ্ধিভিঃ।
> তে তপন্তি মহাত্মানো ন শরীরস্য শোষণম্॥

যাঁহারা মন ও বাক্য ও কর্ম্ম ও বুদ্ধি দ্বারা পাপাচরণ না করেন, সেই মহাত্মারাই তপস্যা করেন, যাঁহারা শরীর শোষণ করেন, তাঁহারা তপস্যা করেন না।

বিজাতীয় শিক্ষা ও সভ্যতার দোষে বর্ত্তমান সময়ে যেমন কুমারীর পবিত্র বেশ-ভূষা, পবিত্র আচার ব্যবহারের অন্যথা হই-

তেছে, তেমনি সর্ব্বদা পুরুষ-সংসর্গে অবস্থান, পুরুষ-সন্নিধানে অধিকাংশ কাল শিক্ষালাভ হেতু নারীকুল-সুলভ স্বাভাবিক কমনীয় ভাব আর স্ফূর্ত্তি পাইতেছে না। প্রত্যুত তাহারদিগের স্বভাব প্রকৃতি পুরুষ-ভাবেই গঠিত হইতেছে। সধবাগণ, তাঁহারদিগের অবলম্বনতরু স্বামীগণের আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহারদের উপদেশ দৃষ্টান্ত ও আচরণ এবং বিজাতীয় ভাব ভঙ্গির অনুকরণ করেন, সুতরাং তাঁহারদের মনের ভাব, কার্য্যের প্রবাহ, আর্য্য-প্রথা-বিরুদ্ধ বিপরীত পথেই ধাবিত হইতেছে। এখনকার শিক্ষিত পুরুষ-সমাজের মধ্যে যেমন সাধারণতঃ অনেকেরই সন্ধ্যাবন্দনা বা সাধন উপাসনায় অনুরাগ আসক্তি দৃষ্ট হয় না; তাঁহারদের পত্নীগণের মধ্যেও তেমনি ধর্ম্ম-ব্রত প্রতিপালন, ধর্ম্মকার্য্য সাধন-বিষয়ে আগ্রহাতিশয়ও দেখা যায় না। সুতরাং আজীবন যাঁহারা ধর্ম্মের সহিত—ঈশ্বরের সহিত যোগ রক্ষা করিয়া চলিতেছেন না, ভোজন ভ্রমণ, বেশবিন্যাস প্রভৃতি সকল বিষয়েই কেবল বিলাসেরই পূজার্চ্চনা ও সেবাশুশ্রূষা করিয়া আসিতেছেন, ধর্ম্মজনিত সুখ, সাধন-সমাধান-জনিত উচ্চতর পবিত্রতর আনন্দ কখনও উপভোগ করিলেন না, বৈধব্যে ব্রহ্মচর্য্য ধারণে তাঁহাদের কেন রতি মতি বা স্পৃহা প্রবৃত্তি উপস্থিত হইবে। সেই জন্যই পূর্ব্বাপেক্ষা বর্ত্তমান সময়ে বিধবা বিবাহের আবশ্যকতা অধিকতররূপে অনুভূত হইতেছে। যাঁহারা স্ত্রীহত্যা ভ্রূণহত্যা প্রভৃতি পাপস্রোত অবরুদ্ধ করিবার জন্য অগ্রসর, তাঁহারদিগকে আমরা বিনয় সহকারে এই বলি, যে ধর্ম্ম ভিন্ন পৃথিবীর পাপভার আর কিছুতেই খর্ব্ব হইবে না। যৌবন-পরিণয় বা বিধবাবিবাহ-পদ্ধতিই প্রচলিত হউক, যদি নরনারীর হৃদয়ে ধর্ম্মভয় ঈশ্বর-ভক্তি এবং পরলোকদৃষ্টি না থাকে, তাহা হইলে সহস্রবিধ সামাজিক উৎকৃষ্টতর নিয়ম প্রণালী অবলম্বিত হইলেও পাপস্রোত কোনরূপেই অবরুদ্ধ হইবে না। যাঁহারা কেবল বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিয়া জন-সমাজের পাপ-প্রবাহ-বেগ মন্দীভূত করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যথায় বিধবাবিবাহের যথেষ্ট প্রচলন আছে সেই ইংলণ্ড প্রভৃতি সুসভ্য প্রদেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া একবার এই সত্য সারগর্ভ ঋষি-বাক্যটী আবৃত্তি ও আলোচনা করিয়া ইহার সত্যতা উপলব্ধি করুন যে, "কাম্য বস্তুর উপভোগ দ্বারা কামনার কখন নিবৃত্তি হয় না, প্রত্যুত ঘৃতপ্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় আরও বৃদ্ধিই হইতে থাকে। যথা—

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে।

ব্যাখ্যান-মঞ্জরী।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের
ব্যাখ্যানমূলক পদ্য

দ্বাদশ ব্যাখ্যান।

দেখি তাঁর কার্য্য, হয় এই ধার্য্য, তিনি হন ইচ্ছাময়।
পুরুষ প্রধান, করেন বিধান, যা কিছু জগতে হয়॥

এবিশ্ব ভবন, যাঁহার সৃজন,
বাখানিবে কেবা তাঁরে?
যাঁহার কৌশল, অপার মঙ্গল,
বর্ণিবারে বর্ণ হারে॥
কেহ না বুঝিয়া, প্রকৃতি দেখিয়া,
বলে তিনি তা সমান।
বীজ হতে যব, সেরূপ এ ভব
তাঁহা হতে বহমান॥
কোন শাস্ত্রে কয়, বিশ্ব মিথ্যা হয়,
তিনি ছাড়া নাহি আর।

যত নাম রূপ, তাঁহারি স্বরূপ,
তিনি সবে একাকার ॥
কহে আর জন, অন্ধ শক্তি হন,
জগৎ রচনা যাঁর।
ঘুণাক্ষরবৎ, করিয়া জগৎ,
না দেখেন তাহা আর ॥
কেহ বলে সার, বিবিধ প্রকার,
পরমাণু আগে ছিল।
সৃজন সময়ে, তা সবারে লয়ে,
ধাতা বিশ্ব নিরমিল ॥
ব্রাহ্মধর্ম্ম তাঁর, স্বরূপ প্রকার,
বলিতেছে অন্য রূপ।
সর্ব্ব শক্তিমান্, পুরুষ প্রধান,
জ্ঞানময় প্রেম রূপ ॥
আপন ইচ্ছায়, হয়ে অসহায়,
সৃজিলেন এ ভুবন।
সংকল্প মঙ্গল, আশ্চর্য্য কৌশল,
করি তাহে নিয়োজন ॥
নিয়মে তাঁহার, কিবা চমৎকার,
চলিতেছে এ সংসার।
সব চরাচর, তাঁরে নিরন্তর,
ঘোষিতেছে অনিবার ॥
তপন উদিয়া, পৃথিবী জুড়িয়া,
তাঁর নাম গান করে।
নিভিলে তপন, শশী তারাগণ,
সেই গান পুন ধরে ॥
রবি শশী তারা, কি বলিছে তারা,
"আমাদের যে সৃজিল।
বিতরিতে কর, লোক-সুখ-কর,
আমাদের যে করিল ॥
তাঁরে বিদিতে, জগতে জগতে,
আমরা ঘোষণা করি।
হে মানব যত ! আমাদের মত,
গাও তাঁরে প্রাণ ভরি ॥"

মঙ্গল যাঁহার গীত পুরিছে সংসার।
মঙ্গল তাঁহার নাম মঙ্গল আধার ॥
তাঁর ভানু বিতরিয়া অমৃত কিরণ।
উজ্জ্বল করিছে কিবা সকল ভুবন ॥
বিশদ চন্দ্রমা তাঁর মধুর কিরণে।
পরিতৃপ্ত করিতেছে যত জীবগণে ॥
ধন ধান্য পূর্ণ ধরা তাঁহার দয়ায়।
তাঁহার দয়ায় জীব কত সুখ পায় ॥
তাঁহার এ সৃষ্টি কিবা সৌন্দর্য্যে ভূষিত।
রবি শশী তারা যথা রজতে রঞ্জিত ॥
গিরি নদী সিন্ধু মেঘ চারু শোভা ধরে।
তাঁহার রচনা কিবা মনঃ প্রাণ হরে ॥
নিত্যই নূতন তাঁর সৃষ্টির লক্ষণ।
নব নব শোভা যথা হয় প্রকটন ॥
বৃক্ষ সব তেয়াগিয়া পত্র পুরাতন।
বর্ষে বর্ষে নব পত্র করয়ে ধারণ ॥
পতঙ্গ মলিন দেহ করি বিসর্জ্জন।
ধরে নব কলেবর সুন্দর মোহন ॥
শিখিদল পাশরিয়া পুরাণ চন্দ্রকে।
নূতন পুচ্ছেতে কিবা সুন্দর চমকে ॥
জড় রাজ্যে যাঁর এই নিয়ম সুন্দর।
আত্মাতেও আছে তার আছে ত প্রসর ॥
সে নিয়ম বলে আত্মা ত্যজে পুরাতন।
স্বর্গীয় ভাবেতে হয় কেমন নূতন ॥
মলিন কামনা আশা ক্রমে যায় তার।
হেথাকার সুখে তৃপ্ত নাহি থাকে আর ॥
অমৃতের ধাম সেই দেখিবারে পায়।
অমৃতের বিন্দু তবে তাঁর কাছে চায় ॥
নূতন জগৎ সেই করে বিলোকন।
বিহরিতে তথা সদা করে আকিঞ্চন ॥
যে কাতরে সে অমৃত করয়ে যাচন।
তাহার প্রার্থনা তিনি করেন পূরণ ॥
তাঁর দিকে তিনি তারে ক্রমে লয়ে যান।
দেখান তাহারে নিজ অমৃত সোপান ॥
তাঁর প্রেম-নব রাজ্য-পায় সে দেখিতে।
কিবা সুখ হয় তার তাহাতে থাকিতে ॥
সত্য শৌচ ক্ষমা দয়া প্রেম সর্ব্ব জনে।
ক্রমে ক্রমে সমুদিত হয় তার মনে ॥
তাঁর প্রেমে চিত্ত তার হয় বিগলিত।
তাঁর প্রেমে কার্য্য করে হয়ে আনন্দিত ॥
নব অনুরাগ তার হৃদয় কন্দরে।
তাঁহার প্রসাদে কিবা সদাই বিহরে ॥

প্রেমানন্দে গাঁথি মালা নবীন বন্ধন।
তাঁহার চরণে করে একান্তে অর্পণ॥
বলে তাঁরে "প্রাণনাথ! ছাড়িয়া তোমায়।
রহিব না আর আমি সংসার মায়ায়॥
রাখি দিব আমি তোমা হৃদয়ে যতনে।
যাহা কিছু আছে মোর দিব হে চরণে॥
তোমার সহিত আমি থাকি যতক্ষণ।
ততক্ষণ হয় মম সার্থক জীবন॥
ওহে নাথ! কর মোর জীবন সনাথ।
জীবন মরণে যেন থাকি তব সাথ॥"
আত্মার যে দেবভাব হেথা সমুদিত।
নিত্য ধামে হবে তাহা ক্রমে প্রস্ফুটিত॥
এখানে জ্ঞানের তার নাহি হবে শেষ।
পাবে তথা নবতর বিজ্ঞান অশেষ॥
প্রেমানন্দ স্বাদ যাহা পাইবে হেথায়।
ক্রমাগত সে আনন্দ পাইবে তথায়॥
তার সাক্ষী দেখ তাঁর প্রেমিক যে জন।
তাঁর প্রেমে পরিতৃপ্ত না হয় কখন॥
তাঁর প্রেম সুধারস যত সেই পায়।
আরো পাইবারে তাহা সকাতরে চায়॥
যত সেই করে হেথা আত্ম বিসর্জ্জন।
দেখে না হইল তাহা মনের মতন॥
চায় করিবারে কর্ম্ম তাঁর প্রেম ভরে।
দেখে অন্য ভাব আসে হৃদয় অন্তরে॥
উন্নতি সোপানে যত করয়ে গমন।
উঠিবারে আরো ঊর্দ্ধে করে আকিঞ্চন॥
বিশ্বমাতা দেন কিবা মধুর আশ্বাস।
আত্মার হইবে কত আনন্দ বিকাশ॥
আত্মারে পীযুষ কত দিবেন তথায়।
কত সুখ সুধা রত্ন বলা নাহি যায়॥
আত্মারে দিবেন তিনি তাঁর নিত্য ধাম।
সহবাস তাঁর সনে বড় তার কাম॥
দেখ দেখ ঈশ্বরের করুণা অপার।
আত্মারে দিলেন তিনি কিবা অধিকার॥
বিবিধ নিয়ম তিনি করিয়া স্থাপন।
জড় রাজ্য দৃঢ় রূপে করেন বন্ধন॥
জল যথা বদ্ধ হয় পাইয়া তুষার।
সে রূপ নিয়মে বদ্ধ জগৎ সংসার॥
কিন্তু যবে হিমরাশি রবিকর পায়।
বেগবতী স্রোতস্বতী রূপে তাহা ধায়॥
বসুমতী ফলবতী তাহার সিঞ্চনে।
কত সুখে পূর্ণ ধরা তাহার বহনে॥
হিমানি গলিয়া যথা নদী প্রস্রবণ।
আত্মা পেয়ে সেই রূপ তাঁহার কিরণ॥
প্রেম নদী রূপে তাহা হয় বিগলিত।
শ্রেয় পথে কুতূহলে হয় প্রবাহিত॥
তাঁহার মঙ্গল যবে করয়ে বিস্তার।
বাধা বিঘ্ন নাহি মানে তবে সেথাকার॥
সুমঙ্গল নীরে সবে করিয়া প্লাবিত।
অমৃত সাগরে আসি হয় নিপতিত॥
কিন্তু দেখ তাঁর সনে মিলনো যখন।
আপন কর্ত্তৃত্ব তবু না ছাড়ে তখন॥
আশা সহচর হয়ে তাঁর অনুচর।
তাঁহার অধীন দাস থাকে নিরন্তর॥

ক্রমশঃ

দেবগৃহে দৈনন্দিন লিপি

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫০ শকাব্দা ১৮০০।

২৯ চৈত্র—অদ্য সন্ধ্যার পর যা, বাবুর বাসায় উপাসনা করি তথায় হে, চ, ক, বাবু উপস্থিত ছিলেন। ইনি রেজিষ্ট্রেষণ বিভাগে গবর্ণমেণ্টের এক জন অতি উচ্চ কর্ম্মচারী। সরকারী কার্য্য উপলক্ষে এখানে আসিয়াছেন। ইঁহারই অনুরোধ বশতঃ উপাসনা করি। ইঁহার সঙ্গে বারো বৎসর পূর্ব্বে আমি আগ্রা পর্য্যন্ত যাই। ইনি একবার লক্ষ্ণৌ নগরে রাজা দক্ষিণা রঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের আলয়ে আমার উপাসনা শুনিয়া বলিয়াছিলেন যে আপনাদিগের উপাসনা অতি উত্তম, ইহাতে হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টীয়ান সকলেই যোগ দিতে পারেন। ইনি উক্ত উপাসনা সময়ে রামমোহন রায়ের যে গীতের আদিতে "ভাব সেই একে" বাক্য আছে সেই গীতটি উত্তম রূপে গাইয়াছিলেন। ইনি ইংরাজী ভাষা ঠিক ইংরাজের মতন বলিতে পারেন, ইংরাজী খানা বড় ভাল বাসেন।

৩০ চৈত্র—অদ্য সন্ধ্যার পর স্কুল গৃহে "আর্য্য জাতির উৎপত্তি ও বিস্তার" বিষয়ে বক্তৃতা করি। এই বক্তৃতাতে ইওরোপবাসী জাতিদিগের ও হিন্দুজাতির

ভাষার শব্দ-সাদৃশ্য, উক্ত জাতিদিগের পুরাণের সাদৃশ্য, তাহাদিগের রীতি নীতি, উৎসব ও ধর্ম্মক্রিয়ার সাদৃশ্য, এমন কি নামের সাদৃশ্য দেখাইয়া আমি প্রমাণ করি যে আর্য্যজাতি এক সময়ে পৃথিবীর নানা স্থানে ছড়িয়া পড়িয়াছিল ও তাহারা সকল স্থানে গমনাগমন করিত। নামের সাদৃশ্যের সময় বলিলাম যে ইটালি ভাষায় "ডাওডাটি" নাম ও আমাদিগের সে কালের "দেবদত্ত" নামের সম্পূর্ণ সাদৃশ্য আছে। এই বক্তৃতাতে আমি বলি যে এক সময়ে পৃথিবীতে একটী সুবিস্তীর্ণ আর্য্য সাম্রাজ্য ছিল এবং তাহার রাজধানী হিন্দুকুষ পর্ব্বতের উত্তরে স্থিত ছিল। সে রাজধানীর নাম ইন্দ্রালয় ছিল। (Johnstone's Wall Map of Asia দেখ।) উক্ত সাম্রাজ্যের সম্রাটদিগের উপাধি তাহাদিগের প্রধান দেবতার নাম অনুসারে ইন্দ্র ছিল। অসুর অর্থাৎ তুরবংশীয় রাজাদিগের সহিত যুদ্ধের সময় উক্ত সম্রাটেরা তাহাদিগের অধীনস্থ ভারতবর্ষীয় রাজাদিগের নিকট হইতে সাহায্য প্রার্থনা করিতেন। সেই সকল অধীনস্থ রাজারা স্বয়ং গিয়া তাহাদিগকে যুদ্ধে সাহায্য করিতেন। উক্ত রাজধানী ও চতুর্দ্দিকস্থ দেশ দেবলোক নামে খ্যাত ছিল। উহা আর্য্যদিগের প্রধান স্থান ছিল। ঐ দেশ হইতে পৃথিবীর নানা স্থানে উপনিবেশ প্রেরিত হইত। উক্ত দেবলোকনিবাসীরা অতি সুসভ্য ও নানা জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্পন্ন ছিলেন। অর্জ্জুন প্রভৃতি ভারতবর্ষবাসী প্রধান প্রধান ব্যক্তিরা তথায় অস্ত্র বিদ্যা ও অন্যান্য বিদ্যা শিক্ষা করিতে যাইতেন। এক্ষণে যেমন ইংলণ্ডে লোকে বিদ্যা শিক্ষার্থে যায় সেইরূপ যাইতেন। জ্ঞান বিজ্ঞান ভারতবর্ষে যেরূপ প্রচলিত ছিল তদপেক্ষা উক্ত দেবলোকে তাহা অধিকতর প্রচলিত ছিল এই জন্য লোকে বলিত যে অমুক গ্রন্থের এত অধ্যায় মর্ত্ত্যলোকে প্রচলিত আছে, আর তাহা অপেক্ষা অধিক সংখ্যক অধ্যায় দেবলোকে প্রচলিত আছে।

ব্রাহ্মসম্বৎ ৫১, শকাব্দা ১৮০২।

৩ বৈশাখ—অদ্য বৈকালে চ, বাবুর পুত্রের অন্নপ্রাসন উপলক্ষে সাঁওতালের নাচ দেখি। এই নাচে কেমন একটু বন্য মধুরতা আছে। নর্ত্তক ও নর্ত্তকীরা একটি বিশেষ নাচে সাঁওতালেরা বৃক্ষের নিম্নে ছড়ানো মৌলফুল কেমন করিয়া তোলে তাহার অনুকৃতি দেখাইল। সেটি অতি মনোহর।

৬ বৈশাখ—অদ্য "মিরর" পত্রে পাঠ করিলাম যে ভারতবর্ষীয় সভার সভ্যেরা লার্ড লিটনকে হাওড়া ষ্টেষণ পর্য্যন্ত আগাইয়া দিয়া আসিয়াছিলেন। যে লার্ড লিটন তাঁহাদিগকে একবার গবর্ণমেন্ট হৌসে যৎপরোনাস্তি অপমান করিয়াছিলেন তাঁহার প্রতি তাঁহারা এরূপ সম্মান প্রকাশ করিলেন। ইংরাজ হইলে কখন এমন করিত না। আমাদিগের দেশের লোক ঠিক স্ত্রীলোকের ন্যায়। Athenian women ! no longer Athenian men (Demosthenes) "হে এথেন্সবাসী স্ত্রীলোকগণ ! তোমাদিগকে আর পুরুষ বলিয়া সম্বোধন করা যাইতে পারে না"। ডিমস্থিনিজের একটি বক্তৃতার প্রারম্ভ। কোন কালেই বা আমাদিগের পুরুষ পুরুষ তাহা বলা যায় না।

৭ বৈশাখ—গত কল্যের Sunday Mirror পত্রিকায় এই বাক্য দেখিলাম "When you rise in the morning, form a resolution to make the day a happy one to a fellow creature. It is easily done: a left off garment to the man who need it, a kind word to the sorrowful, an encouraging expression to the striving." "যখন প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিবে তখন দিনটিকে মনুষ্য সম্বন্ধে সুখকর করিবার চেষ্টা করিবে। ইহা অনায়াসে করা যাইতে পারে। যাহার বস্ত্র নাই তাহাকে একখানি পুরাতন বস্ত্র দেওয়া, শোকাকুল ব্যক্তিকে একটি শান্ত্বনা বাক্য বলা; যে ব্যক্তি আপনার অবস্থা উন্নত করিতে চেষ্টা করে তাহাকে একটি উৎসাহকর বাক্য বলা ইত্যাদি।"

প্রেরিত।

মান্যবর শ্রীযুক্ত তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা
সম্পাদক মহাশয়েষু।

ঈশ্বর একমাত্র আরাধ্য দেবতা।

'য আত্মদাঃ' যিনি জীবাত্মার জীবনদাতা। 'বলদাঃ' যিনি বলদাতা। 'যস্য বিশ্ব উপাসতে প্রশিষং' এই সমুদায় বিশ্ব সংসার যাঁহার শাসনের অনুসরণ করিতেছে। 'যস্য দেবাঃ' দেবতারা যাঁহার অনুশাসনে অনুশিষ্ট। 'যস্য চ্ছায়াহমৃতং' অমৃত যাঁহার ছায়া। 'যস্য মৃত্যুঃ' এবং মৃত্যুও যাঁহার ছায়া। 'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম' তাঁহা

ব্যতীত আর কাহার আমরা উপাসনা করিব। ইহাই ব্রহ্মবাদীদিগের প্রাণের কথা।

ঈশ্বর যিনি তিনি জ্ঞান-শক্তি-সমন্বিত পরম পুরুষ। জ্ঞান এবং শক্তি পুরুষ হইতে প্রত্যাহার করিলে সে জ্ঞান কুহকের ন্যায় এবং সে শক্তি অসারবৎ হইয়া পড়ে। কিন্তু যখন পুরুষের সঙ্গে সংযুক্ত করিয়া তাহাদের দেখি তখনই জ্ঞানের প্রভাব, শক্তির প্রভাব প্রকাশ পায়।

শাক্তগণ পুরুষ হইতে শক্তিকে প্রত্যাহার করিয়া তাহার উপাসনা করিয়া থাকেন। শক্তির এরূপ উপাসনা জড়োপাসনা হইতে অধিক নহে। কিন্তু উন্নত অধিকারী ব্রাহ্মগণ এইরূপ শক্তির উপাসনা করিতে পারেন না। তাঁহারা শক্তি-সমন্বিত এবং শক্তির ঈশিতা সেই পুরুষের উপাসনা করেন। যে পুরুষের শাসনে সূর্য্য চন্দ্র বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে, যে পুরুষের শাসনে দ্যুলোক ও ভূলোক বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে, যে পুরুষের শাসনে নিমেষ, মুহূর্ত্ত, অহোরাত্র, পক্ষ, মাস, ঋতু, সম্বৎসর; সমুদায় বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে, পূর্ব্ববাহিনী পশ্চিমবাহিনী নদী শ্বেত পর্ব্বত সকল হইতে যাঁহার শাসনে স্যন্দমান হইতেছে তিনিই একমাত্র উপাস্য, তাঁহা ব্যতীত আর কিছুরই উপাসনা হইতে পারে না। জ্ঞান-শক্তি-সমন্বিত সেই পুরুষকেই ঋষিরা ধ্যানযোগে দর্শন করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা সেই জ্ঞান-শক্তি সম্পন্ন তাঁহারই উপাসনা করিয়াছিলেন, তাঁহা হইতে পৃথক করিয়া তাঁহার গুণমাত্রের উপাসনা করেন নাই এবং আমরাও তাহা করিব না।

"তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াং।"

যদি কখন কোন জাতি বা ব্যক্তি-বিশেষ শারীরিক বা মানসিক জ্ঞান ও শক্তি লাভ করিতে চেষ্টিত হয়েন তবে তাঁহার জ্ঞান-শক্তি-সমন্বিত পুরুষ সেই পূর্ণ ব্রহ্মেরই উপাসনা করা চাই। ইহাতেই মনুষ্যের সকল প্রকার কামনার সিদ্ধি হয়।

গত বারের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ব্রাহ্মদিগের মধ্যে শক্তির উপাসনা প্রবর্ত্তন করিবার প্রস্তাব পাঠ করিয়া আমরা আশ্চর্য্য ও দুঃখিত হইয়াছি। পূর্ণশক্তি-সমন্বিত পূর্ণ ব্রহ্মের উপাসনার স্থলে তাঁহার শক্তি মাত্রকে উপাসনা করিবার পরামর্শ কি ব্রাহ্মদিগের অনুমোদনীয় হইতে পারে? তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে এপ্রকার অকিঞ্চিৎকর প্রস্তাব প্রকাশ হওয়া অতি অসঙ্গত—ইহাতে অনেকের অনিষ্ট হইবার সম্ভব।

শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ১১ মাঘ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ উপলক্ষে ১১।১২।১৩ মাঘে আদি ব্রাহ্মসমাজের পুস্তকালয়স্থ বিক্রেয় পুস্তক সকল ও পুরাতন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা সকল নিম্নলিখিত নগদ মূল্যে বিক্রয় হইবে।

মফস্বলের ক্রেতাগণ ১১ মাঘের মধ্যে মণিঅর্ডার বা হুণ্ডি দ্বারা পুস্তকের মূল্য ও আনুমানিক ডাক মাশুল সহকারী সম্পাদকের নিকট পাঠাইলে পুস্তক প্রাপ্ত হইবেন, ডাকের টিকিট পাঠাইবেন না।

নির্দ্ধারিত মূল্য।

ব্রাহ্মধর্ম্ম গীতা ১ম প্রকরণ (নব প্রকাশিত)
প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা কাহাকে বলে?
বিবিধ প্রবন্ধ (নব প্রকাশিত) ...
জীবনের উদ্দেশ্য ও তৎসাধনের উপায়
ব্রহ্মসঙ্গীত সম্পূর্ণ তাল বাঁধা (নূতন সংস্করণ)
এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পূর্ব্বাবস্থা ...
আত্মোৎকর্ষবিধান ...
ব্রাহ্ম বিবাহ বিচার
ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অসাম্প্রদায়িকতা ...
সঙ্গীত হার ... ...
ব্রহ্ম-সঙ্গীত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী প্রণীত ...

রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী ১ম সংখ্যা হইতে ১৩শ সংখ্যা পর্য্যন্ত প্রতি সংখ্যা ।০ সমুদায় ৩৷৷০
ভগবদ্গীতাসংগ্রহ ... ... ।০
বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা ৷৷০

	Rs	As	P.
A Discourse against Hero-making in religion	„	12	„
Science of Religion	„	4	„
Leonard's History of the Brahmo Samaj	3	„	„
Who is Christ ?	„	„	6,
Brahmo Catechism	„	1	„
Hindu Theist's Brotherly Gift to English Theists	„	4	„

২৫ টাকা কমিসন বাদে নির্দ্ধারিত মূ

ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান সম্পূর্ণ (নূতন সংস্করণ) ৩৷০
প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সংস্কৃত (লাল কাল অক্ষরে) ... ১৷৷০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (ঐ ভাল বাঁধা) ... ১৸৵০
ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড তাৎপর্য্য সহিত (মূল ও টীকা দেবনাগর অক্ষরে ও তাৎপর্য্য বাঙ্গলা অক্ষরে) ২৷৷৵০
বেদান্ত প্রবেশ ৸০
বক্তৃতা কুসুমাঞ্জলি ৸০
স্মৃতি ৸০
ব্রাহ্মধর্ম্মের মত ও বিশ্বাস ... ... ।৵০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা প্রথম ভাগ ।৵০
রাজনারায়ণ বসুর বক্তৃতা দ্বিতীয় ভাগ ৷৷৵০
হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা ... ।৵০
গৃহধর্ম্ম ৶০
প্রাত্যহিক ব্রহ্মোপাসনা ... ৵০

	As	P.
Defence of Brahmoism and the Brahma Samaj	3	„
Brahmic Questions of the Day	4	6
Brahmic Advice, Caution and Help	2	8
Adi Brahma Samaj, its Views and Principles	1	
Adi Brahma Samaj as a Church	2	3
A Reply to the Query; "What is Brahmoism ?"	3	„
Theistic Toleration and Diffusion of Theism	0	9
Reply to Bishop Watson's Apology for the Bible	4	6

নির্দ্ধারিত অর্দ্ধ মূল্য।

ব্রহ্মবিদ্যালয় ৷৷০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—প্রথম প্রকরণ ।০
ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান—দ্বিতীয় প্রকরণ ।০
মাসিক ব্রাহ্মসমাজের উপদেশ ... ৷৷০
ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের আধ্যাত্মিক অভাব ... ৶০
সংস্কৃত ব্রাহ্মধর্ম্ম (দেবনাগর অক্ষরে)
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম ১ ম ও ২ য় খণ্ড ৶০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম দ্বিতীয় খণ্ড ... ৴০
বাঙ্গালা ব্রাহ্মধর্ম্ম তাৎপর্য্য সহিত ... ।০
কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ... ৶০
ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ... ৶০
কাশীশ্বর মিত্রের বক্তৃতা ... ।০
বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতা ৶০
বোয়ালিয়া ব্রাহ্মসমাজের প্রার্থনা ও উপদেশ ৷৷০
তত্ত্ববিদ্যা দ্বিতীয় সংস্করণ ... ৸০
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ভাগ ... ৷৷০
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা ২য় ৷৷০
ধর্ম্মতত্ত্বদীপিকা প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একত্রে ১
অধিকারতত্ত্ব ... ... ।০
হিন্দুধর্ম্মনীতি ৷৷০
ধর্ম্ম ও জ্ঞানের মীমাংসা ৴১০
তত্ত্বপ্রকাশ ৴১০
ধর্ম্মতত্ত্বালোচনা ৴১০
ব্রহ্মোপাসনা ৶১০
ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি ৶১০
ধর্ম্মশিক্ষা ৴০
প্রবচন সংগ্রহ ৶১৫
ব্রহ্মসঙ্গীত চতুর্থ ভাগ ... ৴০
ব্রহ্ম-সঙ্গীত পঞ্চম ভাগ ... ৴০
সঙ্গীতমুক্তাবলি ১।২ ভাগ একত্রে ... ৶০
সঙ্গীত মুক্তাবলি তৃতীয় ভাগ ... ৶০
কুমারশিক্ষা ৶০

একাদশ কল্প
প্রথম ভাগ
মাঘ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৪
৪৮৬ সংখ্যা   শক ১৮০৫

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বিজ্ঞাপন।

চতুঃপঞ্চাশ সাংবৎসরিক

ব্রাহ্মসমাজ।

১১মাঘ বৃহস্পতিবার প্রাতঃকাল ৮ঘণ্টার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ-গৃহে এবং সায়ংকালে ৭ ঘণ্টার সময়ে শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে ব্রহ্মোপাসনা হইবে।

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।

বেহালা। ত্রিংশ সাম্বৎসরিক

।

৩০ কার্ত্তিক, বৃহস্পতিবার, ১৮০৫ শক।

যে সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বগত মহান্ পুরুষ, সমস্ত মানব-মণ্ডলীর সম্ভজনীয়, তিনিই এই আর্য্য-কুলের একমাত্র কুল-দেবতা। তিনিই এই প্রাচীন আর্য্য-বংশের পুরাতন পিতামহ। তাঁহার সিংহাসন অসীম চরাচরে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও, সমগ্র মানব-হৃদয় তাঁহার প্রিয় নিভৃত নিকেতন হইলেও সমুদায় মানব-জাতির মধ্যে আর্য্য ঋষিগণই তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে হৃদয়-সিংহাসন প্রদান করেন। তাঁহার সত্ত্বা-সন্নিকর্ষ আপনাপন আত্মাতেই সর্ব্বপ্রথমে প্রত্যক্ষ রূপে প্রতীতি করেন। রত্নাকর তো সকলেরই সম্মুখে প্রসারিত—ঈশ্বরের অনন্ত সৃষ্টি তো সকলেরই চক্ষুর সমক্ষে চির দিনই বিস্তারিত রহিয়াছে, আর্য্য ঋষিগণ সর্ব্ব-প্রথমে সর্ব্বস্ব জলাঞ্জলি দিয়া সেই অপার অতল-স্পর্শ সিন্ধুনীরে নিমজ্জিত হইয়া সেই অমূল্য নিধি উদ্ধার করিয়াছিলেন—প্রকৃতির সুদৃঢ় কবাট ভেদ করিয়া তাঁহারাই সর্ব্ব-প্রথমে জগতের অন্তরাত্মাকে দিব্য জ্ঞান-চক্ষে সন্দর্শন করত কৃতার্থ হইয়াছিলেন। 'কহিনুর' এখন যে জাতির যে কোন রাজ-মুকুটকে কেন শোভিত করুক না, তাহা যেমন আর্য্য জাতিরই অমূল্য ধন, তেমনি গভীর আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম-ভাব সকল, এখন দেশান্তরিত, ভাষান্তরিত বা রূপান্তরিত হইয়া

যে দেশের ধর্ম্ম-শাস্ত্রে কেন দীপ্তি পাউক না, তৎসমুহই আর্য্য জাতির সুগভীর চিন্তা, আর্য্য ঋষিগণের কঠোর তপস্যা, ঐকান্তিক ধ্যান-ধারণারই একমাত্র অমৃতময় ফল। সূর্য্য যেমন পূর্ব্ব-গগনে অভ্যুদিত হইয়া ক্রমে সমগ্র ভূমণ্ডলের অন্ধকার তিরোহিত করে, তেমনি আর্য্যজাতির মধ্যেই সর্ব্ব-প্রথমে উন্নত ব্রহ্মজ্ঞান, উজ্জ্বল ব্রহ্ম-তত্ত্ব, বিশুদ্ধ ব্রহ্মোপাসনা আবিষ্কৃত ও অনুষ্ঠিত হইয়া কাল-ক্রমে পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইতেছে। ইহা ব্যক্তি-বিশেষের উক্তি নহে, ইহা পৃথিবীর সমুদায় সভ্য জনপদের জ্ঞানি-জনাগ্রগণ্য মহা পুরুষ-গণের একতান বাক্য। হিমাচল-বিনিঃসৃত পুণ্যতোয়া গঙ্গা নদী যেমন ভারতের বালক বৃদ্ধ বনিতা সকলেরই পবিত্র, তেমনি আর্য্য ঋষিগণের হৃদয়-কন্দর নিঃসৃত ব্রহ্ম-জ্ঞান ব্রহ্ম-ভাব এদেশের সকলেরই প্রাণ-মজ্জাগত এবং আত্ম-নিহিত হইয়া রহিয়াছে। ব্রহ্মের ভাব এদেশের সকলেরই অন্তরে, মন্দগামিনী স্রোতস্বতীর ন্যায় প্রবাহিত হইতেছে।

অন্য দেশীয় জনগণের নিকট উন্নত ধর্ম্মতত্ত্ব প্রচার করিতে গেলে, কতই বাগ্-বিতণ্ডা উপস্থিত হয়, কত প্রকার বাধা বিঘ্ন প্রতিবন্ধকতা উত্থাপিত হইয়া সমাজে [illegible] ধর্ম্ম-বিপ্লব—স্থল-বিশেষে [illegible] রাজ্য-বিপ্লব পর্য্যন্ত সংঘটিত হইয়া থাকে। কিন্তু ভারতবর্ষে নানাবিধ ধর্ম্মগত নানাপ্রকার ধর্ম্ম-সম্প্রদায় বর্ত্তমান থাকিলেও ব্রহ্মের নামে এ দেশে বিবাদ নাই, বিসম্বাদ নাই। এতদ্দেশীয় জন-সাধারণের প্রতি-শিরা-শোণিতে, প্রতি-আচার-অনুষ্ঠানে উন্নত ব্রহ্ম-জ্ঞান, ব্রহ্ম-ভাব প্রচ্ছন্ন বা পরিস্ফুট ভাবে সঞ্চরণ করিতেছে। ঘোর শাক্তের সন্নিধানে ব্রহ্মোপাসনা প্রচার কর, তিনি যেমন অবনত-মস্তকে ইহার প্রাধান্য স্বীকার করিবেন, তেমনি শৈব বৈষ্ণব প্রভৃতির নিকটে ব্রহ্ম-পূজার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন কর, তাঁহারাও নত-শিরে ব্রহ্মোপাসনার উৎকর্ষতা বিষয়ে এক বাক্যে সম্মতি প্রদান করিবেন। অধিকার-ভেদে তাঁহারদিগের আচার-অনুষ্ঠান, মত ও বিশ্বাস যেরূপই হউক, ব্রহ্মের প্রতি—সেই আর্য্য-কুল-দেবতার প্রতি সকলেরই শ্রদ্ধা-ভক্তি, অনুরাগ-প্রীতি জাগ্রত জীবন্ত ভাবে দীপ্তি পাইতেছে! তাঁহারা অচল ধাতু-প্রস্তর বা সচল জীব-জন্তু যাহাকে যেরূপ মন্ত্রেই পূজার্চ্চনা করুন, ব্রহ্ম-বীজ ওঁঙ্কার-শব্দ সর্ব্বাগ্রে উচ্চারণ না করিলে কোন পূজাই সিদ্ধ হয় না; ইহা তাঁহারদিগের আন্তরিক বিশ্বাস। ঈশ্বরের সংস্থিতি যে আত্মাতে ইহাতে আর্য্য জাতির আন্তরিক প্রত্যয়। সেই জন্যই যে কোন পদার্থে, যতটুকু [illegible] জন্যই কেন আপনাপন উপাস্য দেবতাকে আহ্বান করত আরাধনা করুন না, অন্তর হইতে—আত্মার অভ্যন্তর হইতেই তাঁহাকে আহ্বান করিয়া বলেন "ওঁ ইহাগচ্ছ ইহ তিষ্ঠ" এই পদার্থে প্রবেশ কর, ইহাতেই স্থিতি কর, "মম পূজাং গৃহাণ" এবং আমার পূজা গ্রহণ কর; ইহা যেমন শৈব বৈষ্ণবের প্রার্থনা, "প্রবিশ্য তিষ্ঠ যজ্ঞেঽস্মিন্ যাবৎ পূজাং করোম্যহং" এই প্রতিমায় প্রবেশ কর, যাবৎ এই যজ্ঞ সমাপন না হয় তাবৎ ইহাতে স্থিতি করিয়া আমার পূজা গ্রহণ কর; তেমনি ইহা শাক্তেরও কামনা। পূজাসমাপনান্তে সেই অন্তরের দেবতাকে অন্তরে প্রবেশ করিবার জন্য বলিয়া থাকেন যে "ওঁ গচ্ছ দেব মমান্তরং" ইহা যেমন দেব-পক্ষে, তেমনি দেবী-পক্ষেও বলিয়া থাকেন "ওঁ গচ্ছ গচ্ছ পরং স্থানং স্বস্থানং পরমেশ্বরি" তুমি আমার আত্মরূপ নিভৃত নিকেতনে এবং তোমার চির-আবাস-স্থান আমার হৃদয়-কন্দরে গমন

কর। আত্মাই যে পরমাত্মার প্রিয় সিংহাসন, আত্মাতেই যে সেই জগতের অন্তরাত্মা অরূপী অশরীরী ভূমা পরব্রহ্ম বিরাজ করিতেছেন, ভারতে তেত্রিশ কোটি দেব-দেবীর পূজার্চ্চনা প্রচলিত থাকিলেও, এই মূল সত্যে কাহারও অবিশ্বাস বা অনাস্থা নাই। বিবিধ ধূপ-দীপ, পুষ্প-তোয়, ফল-মূল-নৈবেদ্য দেব-দেবী-পূজার উপাদান ও উপকরণ হইলেও, মানস পূজার প্রাধান্য সর্ব্বত্রই রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। মানস পূজাই প্রধান পূজা। বাহ্য পূজার সহস্র-বিধ আয়োজন থাকিলেও মানস পূজা ব্যতীত দেবার্চ্চনা, দেবারাধনা আদৌ সংপূর্ণই হয় না। মানস উপচার শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি থাকিলে, বাহ্য উপকরণ না থাকিলেও সকল পূজার্চ্চনাই সংসিদ্ধ হয়, সকল সাধকই সিদ্ধকাম হইয়া থাকেন। ইহা কি শ্রুতি-স্মৃতি, কি পুরাণ-তন্ত্র সকল শাস্ত্রেরই একবিধ বিধি-বাক্য। ইহা সর্ব্ব-শাস্ত্রের একই প্রকার উপদেশ। এ দেশের দেব-দেবীর ধ্যান-ধারণা মন্ত্রাদি যতই কেন উচ্চ কল্পনা, অসামান্য কবিত্ব ও রূপক-অলঙ্কারে অলঙ্কৃত হউক না, সকল আবরণ আচ্ছাদন ভেদ করিয়া সেই সত্য সুন্দর অরূপী মহান্ ভূমা ঈশ্বরের নিগূঢ় ভাব-জ্যোতি বিকীরিত হইতেছে। "সমস্তাৎ স্তুতমমরগণৈর্বিশ্বাদ্যং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং" অথবা "ধ্যেয়ঃ সদা সবিতৃমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী নারায়ণঃ" ইত্যাদি বাক্যে মহান্ ব্রহ্মের কি মহান্ ভাব কবিত্বের আবরণে আচ্ছাদিত রহিয়াছে। সেই অমরগণ-স্তুত রজত-গিরি-নিভ নির্ম্মল নিষ্কলঙ্ক ত্রিকালদর্শী সর্ব্ব-ব্যাপী বিশ্ব-আদি বিশ্ববীজ নিখিল-ভয়ত্রাতা মহেশ্বরের ধ্যান কর; জ্বলন্ত জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্যের অন্তরাত্মা সেই জ্যোতির জ্যোতি, মনুষ্যের পরাগতি নারায়ণের সর্ব্বদা ধ্যান কর, এ সকল বাক্যে কি ব্রহ্মোপাসনা বা ব্রহ্ম-চিন্তার উচ্চ উপদেশ স্পষ্টরূপে প্রদত্ত হইতেছে না? আমাদের জাতিগত জ্ঞান-ধর্ম্মের অসম্ভাবিত অবনতি হইলেও, আশ্চর্য্য ঈশ্বরের করুণা যে, ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্ম ভাব এ দেশ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। কাল-স্রোতে ভারতের যেমন কীর্ত্তি-কলাপ বিলোপ হইতে আরম্ভ হইল, আর্য্য-জাতির শারীরিক ও আধ্যাত্মিক শৌর্য্য-বীর্য্য হ্রাস হইতে লাগিল, বৃত্তি-প্রবৃত্তি সকল নানাদিকে ধাবিত হইতে আরম্ভ করিল, তেমনি সময়ে সময়ে ব্রহ্মগত-প্রাণ আর্য্য ঋষিগণ সেই উন্নত ব্রহ্ম-জ্ঞান ও ব্রহ্ম-ভাব-রূপ অমূল্য অক্ষয় রত্ন সকল, নানা আবরণ আচ্ছাদনে আবৃত করিয়া এই আশাতেই যেন কাল-স্রোতে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, যে ভারতের নিতান্ত দুর্দ্দিনে, একান্ত অবনতির সময়ে বা দুঃসহ আধ্যাত্মিক কষ্ট ক্লেশ-কালেও যদি একবার কল্পনার আবরণ কবিত্বের আচ্ছাদন উন্মোচন করিয়া এই সকল রত্ন-মণি গ্রহণ করিতে পারে, তাহা হইলে আবার ভারতের পুনরুত্থানের পথ প্রমুক্ত হইবে, আবার পারমার্থিক উন্নতি-সোপানে ভারতবাসিগণ উত্থিত হইয়া ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়া আপনারাও কৃতার্থ হইবে। তাঁহারদের সেই আশা-অভিসন্ধি যেন এত কাল পরে কার্য্যে পরিণত হইতেছে! পতনোন্মুখ ভারতবাসিগণকে ধর্ম্ম-বিলোপকারী নাস্তিকতা হইতে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহারা যে সকল কৌশল-কলাপ বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহাই যেন এতদিন ভারত-সন্তানগণকে ধ্বংশ বিধ্বংশ হইতে রক্ষা করিয়া এখন সেই আর্য্য-কুল-দেবতা জাগ্রত জীবন্ত পরব্রহ্মের সন্নিধানে আনয়ন করিতেছে। পরব্রহ্ম, ভারতের কুল-দেবতা না হইলে, ভারতবাসিগণের তাঁহার প্রতি আন্তরিক নিষ্ঠা না থাকিলে কি এত রাজ্য-বিপ্লব, সমাজ-বিপ্ল-

রের মধ্যেও তাঁহার প্রতি অগ্রসর হইতে পারিত ? চারি দিকে বিজাতীয় ভাব, বিজাতীয় দুর্জ্জয় আকর্ষণ-প্রলোভনের এত একাধিপত্য সত্ত্বেও কি কখন অসহায় নিরাশ্রয় ভারত—বঙ্গবাসিগণ পরব্রহ্মের নিরাপদ ক্রোড়ে আসিয়া উপনীত হইতে সমর্থ হইত ? দুস্তর সমুদ্র-নিক্ষিপ্ত বীজকণা সকল যেমন কালেতে কুল-প্রাপ্ত হইয়া অঙ্কুরিত হইয়া ক্রমে বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, তেমনি ভারতের সেই অক্ষয় ধর্ম্মবীজ——সেই অতুলন ব্রহ্ম-জ্ঞান এতকাল পরে স্বরাজ্য লাভ করিয়া সতেজে বর্দ্ধিত হইতেছে। বিজাতীয় বীজ, বিভিন্ন মৃত্তিকাতে বদ্ধ-মূল হইতে পারে না, অত্যল্প জল রৌদ্র বাত্যার অত্যাচারেই সমূলে উৎপাটিত হয়।

তের ব্রহ্ম-জ্ঞান — ভারতের ব্রহ্ম-বি

ভারতের ব্রহ্মোপাসনা যখন ভারতবাসিদিগের হৃদয়-কন্দরে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তখন আর কাহার সাধ্য যে ইহার মূল উৎপাটন করে ? ভারতের বট বৃক্ষ যেমন সামান্য বীজ-কণা হইতে উদ্গম হইয়া পরে মহাদ্রুম-রূপে পরিণত হইয়া অটল ভাবে জল-রৌদ্র প্রবল বাত্যার সহিত ক্রীড়া করে, অসংখ্য জীব-জন্তু, পক্ষী পতঙ্গকে আশ্রয় দান করিয়া থাকে, তেমনি এই পবিত্র ব্রহ্মোপাসনা যখন একবার ভারতবাসিদিগের হৃদয়ে স্থান প্রাপ্ত হইয়াছে, তখন বাহিরে যতই তরঙ্গ তুফান, ভয় বিভীষিকা উত্থিত হউক, ইহা আর বিলুপ্ত হইবার নয়। ক্রমে মহাদ্রুমের ন্যায় উপর হইতে ঈশ্বরের কৃপা-পবন অমৃত-জ্যোতি এবং অন্তর হইতে জ্ঞান-প্রেম-ভক্তি-রস আকর্ষণ করিয়া আপনা হইতেই উন্নত আকার ধারণ করিবে। সুদূর-প্রসারিত বট বৃক্ষ যেমন আপনার ছায়াতেই আপনার তল-ভূমিকে সিক্ত রাখে, তেমনি এক ব্রহ্ম-জ্ঞান এক ব্রহ্মোপাসনা ক্রমে বর্দ্ধিত হইয়া তাহার তল-ভূমি আত্মাকে চির-কাল অনন্ত-কাল সবল ও সতেজ করিয়া রাখিবে তাহার আর সন্দেহ নাই।

দুর্ব্বল সন্তানের প্রতি যেমন মাতার স্নেহ অধিক, তেমনি ধন-হীন বলহীন উপায়-আশ্রয়-বিহীন ভারতের প্রতি ঈশ্বরেরও করুণার আধিক্য জাজ্বল্যতর রূপে প্রকাশ পাইতেছে। তিনি এক ধর্ম্ম দিয়া আমারদের সকল দুঃখ বিমোচন করিয়াছেন। আমরা রোগে আতুর, শোকে কাতর, সেই জন্যই তিনি মাতার ন্যায় আমারদের অন্তরে প্রকাশিত হইয়া রোগ-শোকে সান্ত্বনা বিধান করিতেছেন। আমরাও তাঁর প্রেম-মুখ দেখিয়া সকল শোক-সন্তাপ সম্বরণ করিতেছি। আমারদের রাজ্য-রক্ষার সামর্থ্য নাই, বিষয়-বিস্তারের শক্তি নাই, স্বাধীন বিহারে পটুতা নাই, সেই জন্যই সর্ব্ব-সম্পদের মূল, সকল শক্তির একায়তন, সকল প্রকার উন্নতির একাধার ধর্ম্মকেই আমাদের নিকটে সর্ব্ব প্রথমে প্রেরণ করিয়াছেন। যে ধর্ম্ম-বলে——ব্রহ্ম-বলে একবালে ভারত-ভূমি পৃথ্বী-গুরু রূপে সর্ব্বত্র প্রপূজিত হইয়াছিলেন, সেই ধর্ম্মকে আমারদের সন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছেন। সেই পুরাতন পরব্রহ্ম স্বয়ংই আমারদের সন্নিধানে প্রকাশ পাইতেছেন।

হে ভারতবাসি——বঙ্গ-বাসিগণ। ঈশ্বরের স্নেহ-প্রেম প্রত্যক্ষ প্রতীতি করিয়া সকলে তাঁহার সন্নিধানে প্রণত হও। সেই প্রত্যক্ষ পিতা, পুরাতন পিতামহকে অন্তরে বাহিরে দেদীপ্যমান দেখিয়া প্রেমানন্দ-পূর্ণ হৃদয়ে তাঁহার পূজার্চ্চনা করত জীবনের সার্থকতা সম্পাদন কর। দেখ, বাহিরে ব্রহ্ম-পূজার এই সকল অনুকুল সাজ-সজ্জা। অন্তরে স্বতঃউদ্দীপ্ত ব্রহ্মানুরাগ ব্রহ্ম-প্রীতি, সম্মুখে আর্য্য সন্তানগণের প্রীতি-বিস্ফারিত

ব্রহ্ম-জ্যোতি-পূর্ণ মুখশ্রী, পশ্চাতে আর্য্য-কুল-গুরু ব্রহ্মর্ষিগণের—সেই পিতৃ পিতামহ সকলের 'মা ভৈঃ' শব্দ, ইহার মধ্যে থাকিয়া যদি এরূপ অনুকূল ঘটনা, অনুকূল স্থানে উপস্থিত হইয়াও ঈশ্বরের সত্ত্বা-সন্নিকর্ষ উপলব্ধি করিতে না পার, তবে আর কোথায় তাঁহাকে লাভ করিবে! বীণা-যন্ত্রের একতন্ত্রীতে আঘাত করিলে যেমন তাহার উভয়-পার্শ্ববর্ত্তী তন্ত্রী সকল হইতে মনোহর ঝঙ্কার উৎপাদিত হইয়া বাদকের হৃদয়-কমল বিকশিত করিয়া তোলে, তেমনি যখন আমরা কুল-মন্ত্রে শত-কণ্ঠে ঈশ্বরের স্তুতিগানে প্রবৃত্ত হই, তখন যেন আর্য্য-ঋষিদিগের—আমারদের সেই কুল গুরু, সেই নেতা পাতা পিতৃগণের সহস্র কণ্ঠ আমারদিগের সহিত মিলিত হইয়া অন্তরের উৎসাহ অনুরাগ—শ্রদ্ধা-ভক্তি-প্রেমের উচ্ছ্বাস দ্বিগুণিত চতুর্গুণিত রূপে বর্দ্ধিত করিয়া তোলে। যখন আমরা কষ্ট-ক্লেশে শোক-সন্তাপে অবসন্ন হই, তখন যেন আমারদিগের পিতৃ-পিতামহগণ পশ্চাৎ হইতে বলিতে থাকেন "ওঁ মিত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানং স্বস্তি বঃ পারায় তমসঃ পরস্তাৎ" "ওঁকার-প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মকে ধ্যান কর এবং নির্ব্বিঘ্নে তোমরা অজ্ঞান-তিমির হইতে উত্তীর্ণ হও।" এই তেজঃ-পূর্ণ উৎসাহ-পূর্ণ মহাবাক্যে আত্মার অন্তরে অপ্রতিহত উৎসাহ প্রজ্বলিত হইয়া উঠে! সেই পিতামহগণের আন্তরিক আশীর্ব্বাদ-বাক্যে যেন আমারদের শরীর রোমাঞ্চিত—হৃদয়ের শোণিত-প্রবাহ প্রবল-বেগে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হয়। এস; আজ সকলে সেই পিতৃ-পিতামহ-সেবিত অমর-স্তুত আর্য্য-কুল-দেব পরব্রহ্মের পূজার্চ্চনা করিয়া কৃতার্থ হই। তাঁর প্রেম-মুখ দেখিয়া সকল দুঃখ-ক্লেশ বিস্মৃত হই। হে শোকার্ত্ত তাপার্ত্ত ব্যক্তি-গণ। তাঁর পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া—তাঁর প্রেমামৃত পান করিয়া সকলে হৃদয়-জ্বালা নিবারণ কর। তাঁহার পূজার্চ্চনা করিয়া এই উপনিষৎ-বাক্যে তাঁহার নিকটে এই বর চাও:—

"ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি বাক্‌প্রাণশ্চক্ষুঃশ্রোত্রমথোবলমিন্দ্রিয়াণি চ সর্ব্বাণি সর্ব্বং ব্রহ্মৌপনিষদং। মাহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোদনিরাকরণমস্ত্বনিরাকরণং মেঽস্তু। তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্ম্মাস্তে ময়ি সন্তু তে ময়ি সন্তু।"

"উপনিষৎবেদ্য সর্ব্বান্তর্য্যামি পরব্রহ্ম আমার বাক্য, প্রাণ, চক্ষুঃ শ্রোত্র, বল, ইন্দ্রিয়, সমুদায় অঙ্গকে পরিতৃপ্ত করুন। ব্রহ্ম আমাকে পরিত্যাগ করেন নাই, আমি ব্রহ্মকে পরিত্যাগ না করি। তিনি সর্ব্বদা অপরিত্যক্ত থাকুন, তিনি আমা-কর্ত্তৃক সর্ব্বদা অপরিত্যক্ত থাকুন। আমি পরমাত্মাতে নিয়ত রত; অতএব উপনিষদে যে সকল ধর্ম্ম, তাহা আমাতে হউক, তাহা আমাতে হউক।"

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পৌরাণিক উপাখ্যান

পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠান নগরে কৌশিক নামে কোন এক ব্রাহ্মণ বাস করিত। সে পূর্ব্ব-জন্মকৃত পাপে কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হয়। তাহার ভার্য্যা সৎকুলোৎপন্না ও পতিপরায়ণা। সে তাহাকে দেববৎ সেবা করিত। তৈল-মর্দ্দন স্নান বস্ত্রপরিবর্ত্তন ভোজন এবং শ্লেষ্মা মল মূত্র ক্ষালন প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই সে স্বহস্তে করিয়া দিত। ক্ষণেকের জন্যও এই কার্য্যে তাহার আলস্য বা ঔদাস্য ছিল না এবং বিনয় ও প্রিয় সম্ভাষণে পতিকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য সতত চেষ্টা করিত। কিন্তু ঐ নিষ্ঠুর ব্রাহ্মণ অতি কোপনস্বভাব। ভার্য্যার এইরূপ সেবা শুশ্রূষাতেও অসন্তুষ্ট

হইয়া নিয়ত তাহাকে ভর্ৎসনা করিত। কিন্তু ইহাতেও ঐ পতিপ্রাণা ভর্ত্তৃপদে প্রণত ছিল। সে তাহাকে দেবতা বোধ করিত। এবং ঐ কুষ্ঠ-রোগাক্রান্ত বীভৎসদর্শন পুরুষকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বোধ করিত।

একদা কৌশিক কহিল, ব্রাহ্মণি! আমি প্রাতে রাজপথ দিয়া আসিবার কালে যে বেশ্যাকে দেখিয়াছিলাম তুমি আমাকে তাহার গৃহে লইয়া চল। তাহার সেই রূপরাশি আমার হৃদয়ে জাগরূক, আমি প্রাতে তাহাকে দেখিয়াছিলাম, এখন রাত্রি কাল, কিন্তু তাহার দর্শনাবধি আমি তাহাকে বিস্মৃত হইতে পারি নাই। যদি সেই সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীকে না পাই তবে জানিও আমি নিশ্চয় দেহত্যাগ করিব। সে অনেকেরই প্রার্থনীয়, এবং আমিও চলৎশক্তিরহিত, সুতরাং তাহাকে লাভ করা আমার সঙ্কট বোধ হইতেছে।

তখন ঐ পতিপরায়ণা পত্নী কটিতট সুদৃঢ় বন্ধন করিল, এবং বেশ্যার জন্য প্রচুর অর্থ লইয়া পতিকে স্কন্ধে আরোপণ পূর্ব্বক মৃদুমন্দ গমনে যাইতে লাগিল। একে রাত্রি, তাহাতে আকাশ ঘনঘটায় আচ্ছন্ন, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ হইতেছে; বিপ্রপত্নী পতির তুষ্টি সাধনের জন্য ঐ ক্ষণস্থায়ী বিদ্যুতের আলোকে পথ দেখিয়া যাইতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বে রাজপুরুষেরা মহর্ষি মাণ্ডব্যকে তস্কর বোধ করিয়া শূলে আক্ষেপণ করিয়াছিল। মাণ্ডব্য পথপ্রান্তে যন্ত্রণায় অতিমাত্র কাতর হইয়া অবস্থান করিতেছিলেন। কৌশিক পত্নীর স্কন্ধে সমারূঢ়; ঘোর অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না, ইত্যবসরে সহসা গতিবশাৎ কৌশিকের পদ মাণ্ডব্যের গাত্রে লাগিল। তখন মাণ্ডব্য ঐ পদাবমর্ষে অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, দেখ্ আমি একে শূলযন্ত্রণায় অস্থির আছি, তাহার উপর যে পাপিষ্ঠ নরাধম পদাঘাতে আমায় চালিত করিয়া অধিকতর যন্ত্রণা দিল সে নিশ্চয় সূর্য্যোদয় হইবামাত্র বিনষ্ট হইবে।

পতিপরায়ণা ব্রাহ্মণী এই নিদারুণ অভিশাপ শুনিয়া অতিমাত্র ব্যথিত হইয়া কহিল, যদি আমি হৃদয়ের সহিত পতিসেবা করিয়া থাকি তবে তাহার প্রভাবে কদাচ সূর্য্যোদয় হইবে না। তখন সূর্য্যোদয়ের অভাবে রাত্রি ক্রমশঃ বিস্তীর্ণ হইয়া উঠিল। সমস্ত জগৎ স্বাধ্যায় শ্রাদ্ধ হোমাদি শূন্য ও সঙ্কটাপন্ন, দিবারাত্রির আর ব্যবস্থা নাই, মাস ও ঋতু তিরোহিত হইল, সূর্য্যের দক্ষিণ ও উত্তরে অয়নজ্ঞান আর কাহারই রহিল না, অয়ন-বিজ্ঞান ব্যতীত কাল ও বৎসর জ্ঞান অসম্ভব হইয়া উঠিল। তদ্দৃষ্টে দেবতারা ভীত হইয়া কহিতে লাগিলেন পতিব্রতার বাক্যে সূর্য্যোদয় হইতেছে না, সূর্য্যোদয় বিনা স্নান দানাদি কার্য্য অগ্নিপরিচর্য্যা ও যজ্ঞ রহিত হইয়াছে। আমরা যথোচিত যজ্ঞভাগে পরিতৃপ্ত হইয়া মনুষ্যদিগকে শস্যসম্পদ সিদ্ধির জন্য বৃষ্টি দ্বারা অনুগৃহীত করিয়া থাকি। মনুষ্যেরা শস্যসম্পদ লাভ করিয়া যাগযজ্ঞ দ্বারা আমাদিগের অর্চ্চনা করে। আমরা নিম্নে বর্ষণ করি আর মনুষ্যেরা ঊর্দ্ধে বর্ষণ করিয়া থাকে। আমরা জলবর্ষী আর উহারা হবির্বর্ষী। যাহারা নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করে না এবং আমাদিগকে যজ্ঞভাগ না দিয়া আপনাদিগের উদরপূর্ত্তি করিয়া থাকে আমরা সেই সমস্ত লুব্ধস্বভাব অপকারী পাপাচার দুরাত্মার বিনাশার্থ জল সূর্য্য অগ্নি বায়ু ও পৃথিবীকে দূষিত করিয়া থাকি। বায়ু জলাদি দুষ্ট হইলে সেই সকল দুষ্কর্ম্মীর মৃত্যুর জন্য নানারূপ দারুণ উপসর্গ উপস্থিত হয়। কিন্তু যাঁহারা আমাদিগকে পরিতৃপ্ত করিয়া যজ্ঞশেষ ভোজন করেন আমরা সেই সকল

পুণ্যাত্মার জন্য পুণ্যলোক বিধান করিয়া থাকি। এক্ষণে সমস্ত লোপাপত্তি পাইবার উপক্রম হইয়াছে। জানি না কিরূপে দিন সৃষ্টি হইবে।

প্রজাপতি ব্রহ্মা কহিলেন, দেবগণ! তেজ তেজ দ্বারা এবং তপস্যা তপস্যা দ্বারা প্রশমিত হইয়া থাকে। এক্ষণে আমি এক সদুপায় কহিয়া দিতেছি শুন। দেখ, পতিব্রতার মাহাত্ম্যে সূর্য্যোদয় হইতেছে না, সূর্য্যোদয় না হওয়াতে দেব মনুষ্য সকলেরই যথেষ্ট ক্ষতি হইতেছে, অতএব তোমরা সূর্য্যোদয়ের জন্য অত্রিপত্নী পতিব্রতা অনসূয়াকে গিয়া প্রসন্ন কর।

অনন্তর দেবগণ অনসূয়াকে প্রসন্ন করিলে তিনি কহিলেন, তোমরা অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর। দেবগণ কহিলেন, দেবি! আবার পূর্ব্ববৎ দিন হউক। অনসূয়া কহিলেন, পতিব্রতার মাহাত্ম্য কিছুতেই হীন হইবে না, অতএব আমি সেই সাধ্বীকে সম্মান পূর্ব্ববৎ দিন সৃষ্টি করিব। যাহাতে পতিব্রতার পতি বিনষ্ট না হন অথচ দিন রাত্রির ব্যবস্থা থাকে আমি এইরূপই করিব।

পরে অনসূয়া পতিব্রতা ব্রাহ্মণীর গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহার ও তাঁহার স্বামীর কুশল ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের বিষয় জিজ্ঞাসিয়া কহিলেন, কল্যাণি! তুমি তো ভর্ত্তৃমুখ দর্শনে সুখী আছ? সমস্ত দেবতা অপেক্ষা স্বামীকে তো অধিক করিয়া দেখ? তুমি পতিশুশ্রূষাবলেই মহৎ ফললাভ করিয়াছ। বলিতে কি এক্ষণে তৎ প্রভাবেই জগতের নানারূপ সঙ্কট উপস্থিত। দেখ, মনুষ্যদিগকে দৈব ও পৈত্র কার্য্য সম্পাদন করিতে হইবে, স্ববর্ণবিহিত নিয়মে ধর্ম্মসঞ্চয় ও অর্থ সৎপাত্রে নিয়োগ করিয়া সত্য সরলতা তপ ও দয়া অর্জন করিতে হইবে। রাগ দ্বেষ-শূন্য শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট কার্য্য শ্রদ্ধার সহিত অনুষ্ঠান করিতে হইবে। সাধ্বি! মনুষ্যেরা এইরূপ অতি ক্লেশে সদ্গতি লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু স্ত্রীলোকেরা একমাত্র পতিশুশ্রূষাবলে মনুষ্যের এইরূপ দুঃখার্জ্জিত পুণ্যের তুল্যাংশ প্রাপ্ত হয়। স্ত্রীলোকের পৃথক্ যজ্ঞ শ্রাদ্ধ ও উপাবাসাদি কিছুই নাই। তাহারা এক পতিশুশ্রূষাবলেই অভীষ্ট লোক লাভ করিয়া থাকে। অতএব তুমি সর্ব্বপ্রযত্নে পতিশুশ্রূষা করিও, পতিই স্ত্রীলোকের পরম গতি।

তখন ব্রাহ্মণী এই সমস্ত কথা সাদরে গ্রহণ পূর্ব্বক কহিল, দেবি! তুমি যখন স্বয়ং আমার শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত করিতেছ, যখন দেবগণ স্বয়ং আসিয়া আমায় দর্শন দিলেন তখন আমি ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম। স্ত্রীলোকের পতির সমান আর যে গতি নাই আমি তাহা জানি, পতির প্রীতি ইহকাল ও পরকালের উপকারের জন্য আমি তাহাও জানি। স্ত্রীলোক পতিপ্রসাদাৎ ইহকাল ও পরকালে সুখলাভ করে, পতিই স্ত্রীলোকের পরম গতি। এক্ষণে বল তুমি কি জন্য আমার গৃহে আসিয়াছ। আমি ও আমার স্বামী আমরা তোমার কি করিব।

অনসূয়া কহিলেন, ভদ্রে! তোমার বাক্যে দিন রাত্রির ব্যবস্থা না থাকাতে পৃথিবী হইতে সৎকর্ম্ম উচ্ছিন্ন হইয়াছে এই জন্য এই সমস্ত ইন্দ্রাদি দেবতা আমার নিকট উপস্থিত হইয়া দুঃখিত মনে দিন রাত্রির ব্যবস্থা প্রার্থনা করিতেছেন। এক্ষণে ইহাঁরা যাহা কহিতেছেন শুন আমি তাহাই কহিতে আসিয়াছি। দিবসের অভাবে সমস্ত যাগ যজ্ঞ বিলুপ্ত, তন্নিবন্ধন দেবগণ আর তৃপ্তি ও পুষ্টিলাভ করিতে পারিতেছেন না। দিবসের অভাবে দৈব কার্য্যের অভাব, দৈবকার্য্যের অভাবে অনাবৃষ্টি ও বিশ্বনাশের উপক্রম উপস্থিত। সাধ্বি! যদি এই আপদ হইতে তোমার জগৎকে উদ্ধার করিবার বাসনা

থাকে তাহা হইলে প্রসন্ন হও, এবং পূর্ব্ববৎ যাগযজ্ঞাদি প্রবর্ত্তিত হউক।

ব্রাহ্মণী কহিল, দেবি! মহর্ষি মাণ্ডব্য ক্রোধভরে আমার স্বামীকে এই অভিসম্পাত করিয়াছেন যে সূর্য্যোদয় হইলেই তুমি বিনষ্ট হইবে। এই জন্য আমি সূর্য্যোদয় নিরোধ করিয়া আছি। অনসূয়া কহিলেন, ভদ্রে! যদি তুমি বল তাহা হইলে আমি পূর্ব্ববৎ দিনসৃষ্টি এবং তোমার স্বামীর পুনর্জ্জীবন দান করিতে পারি। পরে ব্রাহ্মণী তাঁহার বাক্যে সম্মত হইলে অনসূয়া অর্ঘ্যগ্রহণ পূর্ব্বক সূর্য্যকে আহ্বান করিলেন। রক্তোৎপলবর্ণ মণ্ডল সূর্য্য উদয়শিখরে দৃষ্ট হইলেন। অভিশপ্ত ব্রাহ্মণও তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ পূর্ব্বক ভূপৃষ্ঠে পড়িল। তখন অনসূয়া ঐ ব্রাহ্মণকে ধারণ করিয়া তাঁহার পত্নীকে কহিলেন, ভদ্রে! তুমি কিছুমাত্র বিষণ্ণ হইও না, আমি পতিশুশ্রূষার বলে যে বল পাইয়াছি তুমি তাহা স্বচক্ষে দেখ। আমি যদি রূপ কুল শীল বুদ্ধি বাক্যমাধুর্য্য ও বেশভূষাদি দ্বারা স্বামীর সমান অন্য পুরুষকে কখনও না দেখিয়া থাকি তবে সেই সত্যের বলে এই ব্রাহ্মণ আজ নীরোগ ও যুবা হইয়া পুনর্জীবিত হউন। আমি কখন ভর্ত্তার সমান অন্য দেবতা দেখি নাই আজ সেই সত্যের বলে এই ব্রাহ্মণ নীরোগ ও যুবা হইয়া পুনর্জীবিত হউন। আমি কায়মনোবাক্যে যদি স্বামীর আরাধনা করিয়া থাকি তবে সেই সত্যের বলে এই ব্রাহ্মণ নীরোগ ও যুবা হইয়া পুনর্জীবিত হউন।

অনন্তর ব্রাহ্মণ ব্যাধিমুক্ত হইয়া নবযৌবন লাভ পূর্ব্বক উত্থিত হইল এবং দেহকান্তিতে স্বগৃহ উজ্জ্বল করিয়া পত্নীর সহিত সুখে কাল যাপন করিতে লাগিল।

প্রীতি দুই প্রকার সকাম ও নিষ্কাম বা অহেতুক। সকাম প্রীতি আত্মসুখ চায়, আত্মসুখের ব্যতিক্রম ঘটিলে প্রীতিও টলিয়া থাকে। কিন্তু নিষ্কাম বা অহেতুক প্রীতি আত্মসুখ চায় না, ইহা আপনার স্থানে অপরকে প্রতিষ্ঠা করে। তিনি সুখী হইলে আমারই সুখ, তিনি দুঃখী হইলে আমারই দুঃখ অহেতুক প্রীতির এই উপদেশ। নিজের অস্তিত্বকে অন্যের অস্তিত্বে বিলোপ করা ইহার কার্য্য। এই প্রীতির আবেশে মনে রাগ দ্বেষ মান অভিমান আর কিছুই স্থান পায় না, তখন মন কেবলই বলে '....তোমারি হউক সফল হে'। এস্থলে বলাই অধিক যে একটা হেয় কার্য্যের উল্লেখ করিয়া উপাদেয় কার্য্যকে বলবৎ রাখা পুরাণের গূঢ় তাৎপর্য্য। এই জন্য দেখাইল স্বামী একে মহাব্যাধিগ্রস্ত ও দুর্ম্মুখ, তাহার উপর আবার অন্য স্ত্রীতে তাহার দূষিত অনুরাগ, কিন্তু অহেতুক প্রীতির এমনই বল যে সে তৎক্ষণাৎ বলিল 'ইচ্ছা তোমারি হউক সফল হে'। পত্নী কটিতটে ধটী বন্ধন পূর্ব্বক চলৎশক্তিরহিত স্বামীকে স্কন্ধে লইয়া চলিল। অহেতুক প্রীতির এরূপ উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত অতি বিরল। ফলতঃ তিনিই সাধ্বী যিনি আত্মসুখে উপেক্ষা করিয়া পতির সুখেই সুখ বোধ করেন।

আর একটী কথা। এই উপাখ্যানে দেখিলাম 'নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথক যজ্ঞঃ'। ইহা আলোচনা করিলে বোধ হয় পতি-পত্নী এমনি এক অচ্ছেদ্য ধর্ম্মসূত্রে গ্রথিত যে পুরুষের অস্তিত্বেই স্ত্রীর অস্তিত্ব, তাহার আর স্বতন্ত্রতা কিছুই নাই, পুরুষ ধর্ম্মকার্য্য করিবে কিন্তু স্ত্রী হৃদয়ের সহিত তাহার সহকারিতা করিলেই তাহার ধর্ম্মসাধন হইল। একেই বলে পরম সাম্য অথবা তদপেক্ষাও অধিক একাত্মতা। যাঁহারা বিষয়সর্ব্বস্ব তাঁহারা স্ত্রী-

দংশন করে, যাহাতে জীব-শরীর বিদীর্ণ হইয়া প্রবলতর রক্ত-প্রবাহে যথেষ্ট পরিমাণে গরল নিক্ষিপ্ত হয়, ততক্ষণ তাহার মৃত্যু হয় না। ফণাধর সর্প সতেজে উত্থিত হইয়া সক্রোধে দংশন করিলে প্রায়ই নিস্তার নাই। সেই জন্য চলিত ভাষায় একটী প্রবাদ আছে যে, 'তেড়ে ফুঁড়ে কামড়াইলে আর রক্ষা কোথা।' নতুবা সর্প, ভয়ে পলায়ন করিতে করিতে দংশন করিল অথবা কোনরূপ সঙ্কীর্ণ স্থানে বদ্ধ হইয়া ফণা বিস্তার করিতে না পারিয়া আত্ম-রক্ষার জন্য সভয়ে আঘাত করিল, এমত অবস্থায় আহত ব্যক্তি যদি বিশেষ সুস্থ সবল হয়, তাহা হইলে ঔষধাদি সেবন করিলে, সামান্যতই সর্প-দ্রষ্ট ব্যক্তির জীবন রক্ষা পায়। সাপুড়ে-গণ এই সকল কৌশল অবগত হইয়াই গহ্বর বিবর হইতে নির্ভয়ে সর্প বাহির করিয়া থাকে।

অনেকেই বলিয়া থাকেন যে সর্প বায়ু-অভাবেও জীবিত থাকিতে পারে, কিন্তু বস্তুত তাহা নহে। কোন একটি তেজস্বী বিষধর সর্পকে ধৃত করিয়া কোন প্রকার বায়ু-সমাগম-শূন্য পাত্রে অথবা বোতল প্রভৃতির মধ্যে বদ্ধ করিয়া রাখিলে অত্যল্প কাল মধ্যেই মৃত্যু-মুখে নিপতিত হয়। সর্প যখন গহ্বর বিবর মধ্যেই অবস্থান করে, তখন সে ঊর্দ্ধ-মুখ হইয়াই থাকে। এবং এরূপ গর্ত্ত মনো-নীত করিয়া লয়, যাহাতে সহজে বায়ু হিল্লোল প্রবিষ্ট হইতে পারে। ব্যালধীগণ বিবর মধ্যে সর্প আছে, কি না, তাহা জানিবার জন্য তাভ্যন্তরে একগাছি দীর্ঘ তৃণ প্রবিষ্ট করিয়া দেয়, সর্প থাকিলে তাহার নিশ্বাস প্রশ্বাস দ্বারা তৃণটি কম্পিত হয়, এবং ব্যালধী সর্পের অবস্থান বুঝিতে পারিয়া তাহাকে ধৃত করিবার চেষ্টা পায়। বিষধর সর্প গমনাগমন করে, কি না; বিবর মুখের মৃত্তিকার মসৃণতা এবং তাহার গন্ধাস্বাদ লইয়াই তাহারা তাহা অবগত হইয়া থাকে। শীতকালে উদ্ভিদ ও জন্তুবিকার প্রভৃতি গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা অ-নেক অল্প হইয়া থাকে, সুতরাং তজ্জাত দূষিত বাষ্পের বহু পরিমাণে অল্পতা হয়; তন্নিবন্ধন বিষধর সর্পগণ তাহারদিগের প্রধানতম খাদ্য অভাবে এবং কতক দূর শীত-প্রভাবেও নির্জীব নিস্তেজ এবং মৃতবৎ হইয়া অবস্থান করে। বিষধর-সর্প-গরল, সর্প-শরীর, এবং সর্প-নির্ম্মোক পর্য্যন্ত ঔষধার্থে এতদ্দেশীয় চিকিৎ-সায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

বিষধর সর্প ভিন্ন আরো বহু জাতীয় সর্প আছে, তাহারাও মঙ্গলময় ঈশ্বরের রাজ্যের ব্যর্থ সৃষ্টি নহে। তাহারাও দিনরাত্রি পূর্ণ-মঙ্গল বিশ্ব-পরিপালক পরমেশ্বরের উদ্ভিদ ও জীব রাজ্যের অসম্ভাবিত কল্যাণ সাধন করিতেছে। বিষহীন সর্প সকল * দিবা-লোকে মনুষ্যের গৃহ-প্রাঙ্গণে, গৃহমধ্যে, গৃহ-প্রাচীর প্রভৃতিতে জলাশয়ে, এবং তট গুল্ম লতিকায় সর্ব্বদা সঞ্চরণ করিয়া ভেক কীট পতঙ্গ ইন্দুর মাকড়শা টিকটিকি আর-শলা ইত্যাদি ভক্ষণ করত গৃহস্থের গৃহ ও ক্ষেত্রকণ্টক সকল বিনষ্ট করিয়া থাকে। শস্য-ক্ষেত্র তরু-শাখায় গুল্ম-গুচ্ছে লতিকা-গাত্রে সঞ্চরণ পূর্ব্বক পত্র পুষ্প ও ফল-সংহারক কীট সকল যেরূপে অবিশ্রামে অতি সঙ্কট ও সংকীর্ণ স্থানে যাইয়া সংহার করে, তাদৃশ কৌশলে শস্য রক্ষা করা মনুষ্যের পক্ষে নিতান্ত অসাধ্য।

ফল-শস্য রক্ষার জন্য বিশ্বশিল্পী মহান্ পুরুষ যেরূপ বিচিত্র কৌশলে কতকগুলি সর্প-শরীর নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাহা সন্দর্শন করিলে তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন না করিয়া মানব-আত্মা কখনই নিরস্ত থাকিতে পারে

* হেলে ঢোড়া জল-ঢোড়া কালনাগিনী লাউডগা ইত্যাদি

না। লাউডগা প্রভৃতি কয়েকটী সর্প এ প্রকার বর্ণে রঞ্জিত, এরূপ আকারে গঠিত যে সামান্য কীট পতঙ্গের কথা দূরে থাকুক, অলাবু লতিকা প্রভৃতি হইতে সহসা তাহারদিগের প্রভেদ নির্দ্দেশ করা বিদ্যা-বুদ্ধি-সম্পন্ন মনুষ্যের পক্ষেও অনেক সময়ে দুঃসাধ্য হইয়া উঠে। তুলসী-শাখা কর্ত্তন করিতে গিয়া অনেক স্থলে গৃহস্থ তাহারদিগকে দ্বিখণ্ড করিয়া ফেলিয়াছে, দেখা গিয়াছে। আকার ও বর্ণ-গুণে বৃক্ষ লতার সহিত তাহারা এমনই অভেদ রূপে অবস্থান করে যে, তরু পুষ্প ও ফল সংহারক কীট পতঙ্গাদি সহজে তাহারদিগের অবস্থান বুঝিতে পারে না। মেটলে জল-ঢোড়া প্রভৃতি সর্পের সহিত বহুবিধ পঙ্কজ ও জলজ মৎস্য কীটাদিরও আকার ও বর্ণগত বিশেষ প্রভেদ দৃষ্ট হয় না।

সংসারের প্রত্যেক ঘটনায় প্রতি পদার্থে করুণাময় মঙ্গল-স্বরূপ ঈশ্বরের স্নেহ করুণা ও মঙ্গল ভাব জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। একটু যত্ন-চেষ্টা করিয়া জ্ঞাননেত্র উন্মীলন করিলেই তাহা সকলেরই প্রত্যক্ষ হইতে পারে। কিন্তু আমরা এমনই বিমূঢ়, যে তাঁহার সৃষ্ট রক্ষিত ও পালিত জীব হইয়াও অনেক সময়ে আবার তাঁহারই পূর্ণ মঙ্গল-স্বরূপে সন্দিহান হইয়া থাকি। তাঁহার দুরবগাহ গম্ভীর জ্ঞান কৌশল সকল ক্ষুদ্র বুদ্ধির আয়ত্ত করিতে না পারিয়া তাঁহার সৃষ্টির দোষ ঘোষণায় অগ্রসর হই! হে মানব! তুমি সৃষ্ট আশ্রিত অপূর্ণ জীব, তুমি তাঁহার নিত্য উদার সদাব্রতের চির-ভিখারী হইয়া তুমি তোমার ক্ষীণ বুদ্ধি অপূর্ণ জ্ঞানে কেমন করিয়া সেই শুদ্ধ-বুদ্ধ মুক্ত-স্বরূপের—সেই পূর্ণ জ্ঞান অনন্ত মঙ্গলময়ের নিগূঢ় কৌশল-কলাপের মর্ম্মভেদ করিতে সমর্থ হইবে। আপনার ক্ষুদ্রতা ক্ষীণতা এবং অজ্ঞতা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিয়া তাঁহার শুভকর কল্যাণকর সুবিধানে নিঃশংসয় হইয়া কায়মনোবাক্যে তাঁহারই মহিমা প্রচার কর—তাঁহারই মঙ্গলভাব কীর্ত্তন কর।

নিশীথ-চিন্তা।

(৪৭৪ সংখ্যক পত্রিকার ১৯৫ পৃষ্ঠার পর।)

(৩৭)

ইহ জীবনে আমাদের গৌরব কি? পারলৌকিক জীবনের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত হওয়াই আমাদের ইহ জীবনের প্রকৃত গৌরব। যিনি পারলৌকিক জীবনের জন্য যতদূর প্রস্তুত হইয়াছেন তিনি ততদূর গৌরবান্বিত। ধনের গৌরব নাই, উচ্চ পদের গৌরব নাই, যশের গৌরব নাই, গৌরব আছে কেবল অবিনশ্বর আত্মার সর্ব্বাঙ্গীন ও পূর্ণ উন্নতির! দেখা যায় মানুষের হৃদয়ে গৌরব লাভের একটা বলবতী ইচ্ছা আছে। মানুষ যখন স্পষ্ট বুঝিবে যে আত্মার সর্ব্বাঙ্গীণ ও পূর্ণ উন্নতি লাভই আমাদের প্রকৃত গৌরব এবং এক্ষণে যেমন ধন বা উচ্চপদ বা যশোলাভে মানুষ ব্যগ্র হয় যখন ঐ প্রকৃত গৌরব লাভে সেইরূপ ব্যগ্র হইবে তখন পৃথিবী এক নূতন শ্রী ধারণ করিবে। আত্মার সর্ব্বাঙ্গীণ ও পূর্ণ উন্নতি লাভই আমাদের প্রকৃত গৌরব মানুষকে ইহা বুঝানই ধর্ম্মপ্রচারকের প্রধান কার্য্য।

(৩৮)

প্রত্যেক মনুষ্য যদি বিশ্বাস করিতে পারে যে সকলের পরিণাম এক—সে সকলেই অনন্ত উন্নতির অধিকারী, ঈশ্বরের অনন্ত প্রেমের পাত্র, তাহা হইলে পৃথিবী হইতে শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্ট বোধ অন্তর্হিত হয়। মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ ও নিকৃষ্টের অবস্থা এই পৃথিবীতেই থাকিবে, কিন্তু পৃথিবীর অপর পারে তাহা ক্রমে অন্তর্হিত হইবে, অতএব এই

পৃথিবীতে যিনি শ্রেষ্ঠ, নিকৃষ্টকে হেয়জ্ঞান করা তাঁহার পক্ষে অন্যায় এবং যিনি নিকৃষ্ট, শ্রেষ্ঠকে অনধিগম্য অত্যুচ্চ মহান জীব মনে করা তাঁহার পক্ষে মূর্খের কাজ।

(৩৯)

ঈশ্বর পূর্ণ প্রেমময়, তিনি সকলকেই সমান চক্ষে দেখেন, কাহাকেও ঘৃণা বা হেয়জ্ঞান করেন না,তবে যে আমাদের নিকৃষ্ট আমরা তাহাকে কেন ঘৃণা বা হেয়জ্ঞ করিব? পূর্ণ প্রেমের দিকে আমাদিগের গতি, অতএব পার্থিব জীবনের অবস্থা-বৈচিত্র্য-প্রভাবে যাহারা আমাদের নিকৃষ্ট হইয়াছে তাহাদিগকে ঘৃণা করিয়া কেন আমরা আমাদিগের হৃদয়কে কলুষিত করিব, আত্মার যে অনন্ত গুণ তাহা নিষ্প্রভ করিয়া ফেলিব?

(৪০)

পরলোকে সকল মনুষ্য জ্ঞান প্রীতিতে উন্নত হইয়া এক পিতার সন্তানের ন্যায় গভীর সৌহার্দ্দভাবে আবদ্ধ হইবে। আমাদিগের জীবন অনন্তকালস্থায়ী হইবে একথা যেমন সত্য, সেই অনন্ত জীবনে আমরা সকলে হৃদয়ের ভ্রাতার ন্যায় অবস্থিতি করিব এ কথা তেমনি সত্য। এখানে যাহারা পরম শত্রু সেখানে তাহারা পরম মিত্র ভাবে অবস্থিতি করিবে। এ জীবনে আমি তোমার শত্রুতাচরণ করিয়াছি, তুমিও আমার শত্রুতাচরণ করিয়াছ কিন্তু সে অনন্ত জীবনে আমরা আহ্লাদের সহিত তৎসমস্ত বিস্মৃতির গর্ভে নিক্ষেপ করিয়া পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিব। এ জীবনে তুমি ক্রোধ বা ঈর্ষা বা লোভ-পরবশ হইয়া এক নির্দ্দোষ ব্যক্তিকে হত্যা করিলে, মনে করিও না যে চিরকাল তোমার সহিত তাহার হত ও হত্যাকারীর সম্বন্ধ থাকিবে। পরলোকে এমন সময় আসিবে যখন তোমরা দুই জনে হৃদয়ের সহিত পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিবে। এইরূপ আমরা সকলে এককালে অবিচ্ছেদ্য প্রেম-বন্ধনে আবদ্ধ হইব। আমরা সকলে অনন্ত কালের বন্ধু গভীর রূপে হৃদয়ে ইহা প্রতীতি করিয়া, আইস এখন হইতেই আমরা আমাদের হৃদয় হইতে বিদ্বেষ, ঈর্ষা, ক্রোধ ও শত্রুভাব অতল জলে ডুবাইয়া দিই।

(৪১)

(মানুষ বড় সংকীর্ণ হৃদয়, এই জন্য কোন বিষয়ে মত বিরোধ হইলেই মানুষের সহিত মানুষের হৃদয়-বিরোধ উপস্থিত হয়। মত-বিরোধ হউক কিন্তু হৃদয়ের বিরোধ হইতে দিব না যিনি পৃথিবীতে ঈশ্বরের রাজ্য বিস্তার করিতে চাহেন তিনি এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়া ইহা দ্বারাই স্বীয় জীবন নিয়মিত করেন।) মত-বিরোধ থাকিলেও যদি আমরা হৃদয়-বিরোধ হইতে না দিই তাহা হইলে পৃথিবীতে ক্রমে মত-বিরোধের প্রাবল্য হ্রাস পাইবে। তুমি ব্রাহ্ম, তোমার এক জন সহধর্ম্মী খ্রীষ্টান হইয়া গেল, তুমি অমনি তাহার সহবাস পরিত্যাগ করিলে। এরূপ করিয়া তুমি কি কখন তাহাকে তাহার ভ্রম বুঝাইয়া দিতে পারিবে? কিন্তু তুমি তাহার সহিত সহবাস পরিত্যাগ না করিয়া যদি তুমি তাহার প্রতি পূর্ব্বের ন্যায় অনুরাগ ও প্রেম দেখাইতে থাক এবং বন্ধুভাবে তাহার ভ্রম অপনোদন করিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে তুমি এক দিন তাহাকে তোমার মতাবলম্বী করিতে পার। অতএব দেখ মত-বিরোধ হইলেও যদি মানুষ হৃদয়-বিরোধ হইতে না দিয়া স্নেহের সহিত বন্ধুভাবের সহিত পরস্পর পরস্পরের মত-বিরোধ দূর করিতে চেষ্টা করে তাহা হইলে পৃথিবীতে ক্রমে মত-বিরোধের প্রাবল্য হ্রাস পাইয়া এক মত স্থাপন হইতে পারে।

(৪২)

কেহ কেহ বলেন যে মত-বিরোধ হইলে হৃদয়-বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। এ সঙ্কীর্ণ হৃদয়ের কথা, উদার হৃদয়ের নহে। যিনি উদার-হৃদয়, তাঁহার সহিত কাহারও মত-বিরোধ হইলে হৃদয়-বিরোধ হয় না। তোমার সহিত মত-বিরোধ হইলেও তোমার প্রতি তাঁহার হৃদয়ের প্রেম হ্রাস পায় না। মত-বিরোধ হইলেই প্রেম হ্রাস হইবে, ইহা সঙ্কীর্ণ ও ক্ষীণ হৃদয়ের ধর্ম্ম, এবং যত কেন মত-বিরোধ হউক না কখনই প্রেম হ্রাস পাইবে না ইহা উদার ও বলীয়ান হৃদয়ের ধর্ম্ম। যিনি উদার ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্ম নামে পরিচিত হইতেছেন, আশা করা যায় তিনি স্বীয় হৃদয়কে এরূপ উদার ও বলীয়ান করিতে সক্ষম হইয়াছেন।

(৪৩)

(প্রেমময়ের অনন্ত জগতে প্রেমেরই জয়। পরলোকে এক সময় আসিবে যখন আমাদিগের মধ্য হইতে মত-বিরোধ অন্তর্হিত হইবে, কিন্তু আমাদের মধ্য হইতে প্রেমের [illegible] কখন বিলুপ্ত হইবে না, অতএব মত বিরোধ জন্য হৃদয় হইতে প্রেম অপসারিত করিও না, প্রেমের উপর মতের অন্যায় প্রভুত্ব বিস্তৃত হইতে দিও না।)

(৪৪)

যিনি নিকৃষ্টের নিকৃষ্টতা সত্ত্বেও তাহাকে ভাল বাসেন, বিরোধীর বিরোধিতা অগ্রাহ্য করিয়া তাহাকে ভাল বাসেন, শত্রুর শত্রুতা ভুলিয়া গিয়া তাহাকে ভাল বাসেন, অপ্রেমের নানা কারণ বর্ত্তমান থাকিলেও যিনি সকলকে প্রেম করিতে পারেন তিনিই ঈশ্বরকে ভাল বাসিবার, হৃদয়ে প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেম পোষণ করিবার উপযুক্ত হইয়াছেন। যে ব্যক্তি শত্রুকে, মত-বিরোধীকে ও নিকৃষ্টকে ভাল বাসিতে পারে না, সে যদি তোমাকে আসিয়া বলে যে ঈশ্বর-প্রেমে তাহার প্রাণ উন্মত্ত, তাহা হইলে তাহার কথা বিশ্বাস করিও না—সে মিথ্যাবাদী বা ভ্রান্ত।

ক্রমশঃ

ব্যাখ্যান-মঞ্জরী।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের

ব্যাখ্যানমূলক পদ্য।

(অগ্রহায়ণ মাসের পত্রিকার ১৭৫ পত্রের পর।)

জড় রাজ্য বদ্ধ [illegible] নিয়ম শৃঙ্খলে।
নিরূপিত পথে সদা সমভাবে চলে॥
আসে ঠিক যে সময়ে উদিবে তপন।
এক তার কোন দিন [illegible] হবে [illegible]॥
শশী [illegible] কা[illegible] [illegible] [illegible]।
পরশে শশীর বলে [illegible] চলে সাগর॥
প্রকৃতি স্বাধীন নহে—না জানে আপন।
অন্ধ হবে তাঁর কার্য্য করিছে সাধন॥
প্রকৃতি মৃত্যু। ভাব করিছে [illegible]।
কিন্তু আত্মা [illegible]; [illegible]॥
[illegible] জানন্তু ভাব [illegible] ন।
শুদ্ধ যার— [illegible] ভাবে [illegible]॥
[illegible]।
[illegible] [illegible] হইচ্ছে উন্নতি সোপানে॥
শরীর—ইন্দ্রিয়—তারে বাঁধিবারে চায়।
কিন্তু যবে "রক্ষ" বলি তাঁর ক্রোড়ে ধায়॥
তাঁহাতে নির্ভর ক[illegible] – [illegible]।
[illegible] ধর্ম্ম [illegible] সেই [illegible]
সেই বলে করে সেই অন্তরে বিজয়।
মলিন কামনা ত্যজে মলিন [illegible]।
আপন ইচ্ছায় সেই শ্রেয় পথ ধরে।
তাঁরে করি ধ্রুব-তারা [illegible] বিচরে॥
এত যে মলিন আত্মা এত দীন হয়।
তাঁহার অধীন যবে হয় সে স্বাধীন॥
ধর্ম্মের নিয়ম সেই করিতে পালন।
তাঁর পদে আপনারে করে সমর্পণ॥

নিজ অনুরাগ ভরে হয় আগুয়ান।
সহস্র কণ্টক বিঘ্ন হয় তৃণজ্ঞান॥
তাঁর বলে যেই বলী কিভয় তাহার।
ভকত হৃদয়ে বিভু থাকি অনিবার॥
সংসারের প্রলোভন করি নিরসন।
লয়ে যান যথা তাঁর অমৃত ভবন॥

দেখ তবে যে নিয়ম করিয়া মঙ্গল।
লয়েন আত্মারে তিনি নিজ পদতল॥
সে নিয়ম যবে আত্মা করয়ে পালন।
তাঁহার অধীন দাস থাকে অনুক্ষণ॥
তাঁর সনে হয় তার জীবনের যোগ।
তাঁর সহবাস করে নিরত সম্ভোগ॥
তাঁহার দাসত্বে হয় জীবন সফল।
দূরে যায় হৃদয়ের অশিব সকল॥
তিনি পিতা—পুত্র কন্যা নর নারীগণে।
দেখিছেন সদা স্নেহ প্রীতির নয়নে॥
মনে প্রীতি-ভরে মোরা তাঁর পানে চাই।
তাঁহার প্রেমের দৃষ্টি দেখিবারে পাই॥
বলিছেন তিনি কিবা অমিয় বচন।
তাঁর কাযে দাও তুমি যা আছে আপন॥
আপনারে জ্ঞান ধর্ম্মে কর গরীয়ান্।
জগতের হিতে সবে দাও মন প্রাণ॥
তাঁর উপদেশ তুমি করিলে গ্রহণ।
তাঁহাতে সমর্থ তব হইবে জীবন॥
যবে পাপে অনুতাপে করিবে ক্রন্দন।
করিবেন তিনি তব অশ্রু বিমোচন॥
পাপ তাপ নিবারিয়া শুভ মতি দানে।
তুষিছেন তিনি কিবা আপন সন্তানে॥
তিনি পিতা—প্রতি দিন দেন অন্ন পান।
করেন্ দুর্গতি দুঃখ হতে পরিত্রাণ॥
ভক্ত জনে প্রেম তিনি করেন বর্ষণ।
দেখা দেন হৃদি রূপ অভয় শরণ॥
তিনি পিতা আমাদের—রাখি এই মনে।
বুঝহ সম্বন্ধ কিবা হয় তাঁর সনে॥
এস সবে মিলে করি তাঁর আরাধনা।
তাঁহারে পাইতে সবে করি গে প্রার্থনা॥
অমৃতের পুত্র কন্যা আমরা সবাই।
অমৃত চাহি গে চল সবে তাঁর ঠাঁই॥

যে কাতরে তাঁর কাছে চায় সেই ধন।
তাহার প্রার্থনা তিনি করেন পূরণ॥

সে অমৃত নর নারী সবে যাতে পায়।
তাহার সুন্দর তিনি করেন উপায়॥
আছে ত সবার হৃদি তাঁহার আভাস।
সাধু ভক্ত হতে হয় তাহার বিকাশ॥
তাঁর প্রিয় ভক্ত জনে করিয়া প্রেরণ।
করিছেন আপনারে সর্ব্বত্র ঘোষণ॥
ভক্তের হৃদয়ে বিভু করেন বিহার।
দিতেছেন ভক্তে সদা আনন্দ অপার॥
ভক্তে যবে দেন তিনি বিপদ দুর্দিন।
তাঁরে পেয়ে ভক্ত করে সে দিন সুদিন॥
যেমন সুবর্ণ শুদ্ধ অগ্নির দহনে।
সে রূপ ভকত চিত্ত দুখের জ্বলনে॥
অন্তরের মলা তার ক্রমে দূরে যায়।
নব প্রেম লাভ করে বিধির শিক্ষায়॥
ভকত তাঁহার করে কীর্ত্তন শ্রবণ।
তাঁহার বন্দন হৃদে তাঁর দরশন॥
তাঁর সহ যে সময় করেন যাপন।
ভকত জানেন তাহা যথার্থ জীবন॥
ভকত জীবন দেখি শুনিয়া বচন।
জীবনে আলোক পায় জন সাধারণ॥
যিনি ভক্ত-তরী দেন জগৎতারণে।
বলিহারি তাঁর গুণ না যায় কথনে॥

প্রার্থনা।

হে ঈশ্বর! বঙ্গ তুমি চির দীন হীন।
দুর্ভাগ্য-তিমির তার বাড়ে দিন দিন॥
কত ক্লেশ দুঃখে তাহা হয় জর্জ্জরিত।
দিবা নিশি হয় তার ক্রন্দন উত্থিত॥
পরাধীন হয়ে তার নাহিক উপায়।
কিন্তু তুমি একমাত্র তাহার উপায়॥
কর নাথ! কৃপা করি এ দেশ উদ্ধার।
দয়া করি হর তার হর দুঃখ ভার॥
তব ধর্ম্ম হৃদি হৃদি করিয়া প্রেরণ।
বঙ্গের সন্তাপ দুঃখ কর বিমোচন॥
দেখুক সকলে তব করুণা অপার।
করুক তোমারে ভক্তি ভরে নমস্কার॥

উপর ব্রাহ্মসমাজের সমস্ত আশা ভরসা স্থাপন করিয়াছিলেন, তিনিও একটী সর্ব্ব-প্রধান সৎশিষ্যকে হারাইলেন।

উজ্জ্বল নক্ষত্র কিবা বঙ্গের খসিল,
মহাদ্রুম বাত্যাহত পড়িল ভূতলে।
ভারত অমূল্য নিধি কিবা হারাইল,
কেশব ! তোমার তরে কাঁদিছে সকলে।

শুভক্ষণে জন্ম তব ভারত ভিতরে,
ভারতের তরে তুমি সঁপিলে জীবন।
রহে তব সুধা বাণী সবার অন্তরে,
রবে তাহা প্রতিধ্বনি ব্যাপিয়া ভুবন ॥

যে বাণী আত্মার তব জ্বলন্ত উচ্ছ্বাস,
যে আত্মা নিরত ভরা স্বর্গীয় প্রেমেতে।
সে বাণী স্বর্গের সুধা করিত আভাস,
জুড়াত সবারে কিবা প্রেমাশ্রু জলেতে।

ভক্ত মহাজন তুমি ছিলে এ ধরায়,
নিজের অমৃত তুমি বিলালে ভুবনে।
তব কথা শুনি নিতি আত্মার আত্মায়,
শরণ লইত সবে পিতার চরণে ॥

অকালে নিলেন পিতা তোমারে তুলিয়া,
পৃথিবী তোমার তরে করে হাহাকার।
তাঁর ইচ্ছা কর পূর্ণ স্বরগে থাকিয়া,
চির শান্তি হোক এবে তোমার আত্মার।

ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

রাগিণী বারোঁয়া—তাল ঠুংরি।

বিনা সাধকে, কে জানে কত সুখ সাধনে
সে কেমনে জানে বল? হৃদি যে বেঁধেছে পাষাণে ॥
মধুর প্রণয় ভরে, হৃদি পূরে, হৃদি পূরে,
ভেসে যায় প্রেম-নীরে, প্রেম-মুখ দরশনে ॥
সে যে প্রেম চমৎকার, কে তোলে তুলনা তার।
বলিতে কি বাক্য আছে, আরে বলিবে কেমনে।

রাগিণী মুলতান—তাল একতালা।

আমায় এই ভিক্ষা দেও হে নাথ। রয় যেন মন তোমার পদে।
মোহ-মদে মত্ত হোয়ে, রইনে যেন দুঃখের হ্রদে ॥
সংসারেরি সুখ যত, চাইনে হোতে তাতে রত।
ও জানি জানি ভাল জানি, ও তায় দুঃখ ঘটে পদে পদে ॥

রাগিণী মুলতান—তাল একতালা ॥

গেলরে দিন গেল গেল, হোল নারে ব্রহ্ম-সাধন।
এমন মানব-জীবন বিফলে যায়, কই কারে আর মনের বেদন ॥
ব্রহ্মেরি সাধন, নয় রে এমন, চাই তাহে ভাই অটল মন,
ও রে বিষয়ে বৈরাগ্য ধরি, গভীর প্রেমে হও মগন ॥

রাগিণী বারোঁয়া—তাল ঠুংরি।

আরে চিন্‌লে না মন।
কে তোমার সুখ-ভূমি, হৃদয়-রতন ॥
হৃদয়েরি সার ধনে: পাসরিবে কেমনে,
মজিলে অসার প্রেমে, দিবা নিশি অনুক্ষণ ॥
সুখময় প্রেম-হার—কারে দাও উপহার,
পরিহরি প্রেমাধার, কারে কর আলিঙ্গন ॥
অতুল শোভাধর, ছাড়ি সেই সুধাকর,
পাইতে অমৃত রাশি, কোথায় কর ভ্রমণ

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

হৃদয়-সিংহাসনে ও কে বিরাজে।
রবি চন্দ্রমা মলিন তাঁর রূপের কাছে ॥
সুখময় কলেবর, মনোহর শোভাধর,
কে তুলে তুলনা তাঁর, অতুলা বলে যারে ॥
গাঢ় অনুরাগ ভরে, প্রীতি হার লইয়ে করে,
সাজাও হৃদয় রাজে যে রূপে সাজেলে সাজে ॥

ললিত মধুর স্বরে, সেবকে বিমুগ্ধ করে,
শ্রবণে রোমাঞ্চ হয়, মন আনন্দে নাচে

রাগিনী ঝিঁঝিট—তাল আড়াঠেকা

ই লও উপহার—আনন্দ অশ্রু বারি।
আইল কেমনে [illegible]
অরূপ-রূপ মাধুরী।
অধীন মলিন জন—এই করে আকিঞ্চন,
[illegible]

শারদীয় উৎসব।

অগ্রহায়ণ মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় আমরা "শারদীয় উৎসব" শিরস্ক এক প্রস্তাব প্রকাশ করি। পৌষ মাসের পত্রিকায় শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয় তাহার প্রতিবাদ করেন। প্রথমোক্ত প্রস্তাবের লেখক আত্ম-পক্ষ সমর্থন করিয়া আমাদিগকে এক পত্র লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

"শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের পত্র পাঠ করিয়া ক্ষুন্ন হইলাম। আমাদিগের যুবক বন্ধু আমাদিগের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন নাই। আমাদিগের প্রস্তাবের এই উদ্দেশ্য যে শারদীয় উৎসবের দিন আমাদিগের দেশের লোকে যে শক্তি অন্ধ রূপে উপাসনা করে সে শক্তি কাহার ও তাহা কি রূপ প্রকার তাহা তাহাদিগকে উক্ত উৎসবের দিন বুঝা-ইয়া দিতে এবং সজ্ঞানে সেই শক্তির প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ করিতে শিক্ষা দিতে ব্রাহ্মেরা যত্নবান হয়েন। এক্ষণে শাস্ত্রী মহাশয় বলিতেছেন যে উক্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ জড়োপাসনা। আমরা জিজ্ঞাসা করি আদি ব্রাহ্মসমাজে উপা-সনার সময় আমরা গায়ত্রী ধ্যান কালে যাই জগৎ-প্রসবিতা পরম দেবতার জ্ঞান ও শক্তি [illegible] ার জ্ঞান ও শক্তি প্রত্যাহার করিয়া তাহাদের উপাসনা করা হইল? এ কোন্ দেশীয় কথা? তিনি কি বলিতে পারেন যে ঈশ্বরকে আমি সম্মান করি, ঈশ্বরের গুণকে আমি সম্মান করি না? মানবীয় গুণের সম্মান ও সম্বর্দ্ধনা আছে; ঐশী গুণের কি সম্মান ও সম্বর্দ্ধনা নাই? ঐশী গুণের প্রতি সমুচিত শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রকাশ করা কি জড়োপাসনা হইল? শাস্ত্রী মহাশয় যেমন বলিয়াছেন যে ঈশ্বর হইতে তাঁহার গুণ প্রত্যাহার করিলে সে গুণ কুহক হইয়া পড়ে আমরাও তেমনি বলিতে পারি যে গুণ হইতে ঈশ্বরকে পৃথক করিলে ঈশ্বরও কুহক হইয়া পড়েন। পাছে লোকে সন্দেহ করে যে আমরা শক্তির উপাসনা প্রবর্ত্তিত করি-তেছি এই জন্য আমরা তাহাকে শক্তির উপাসনা বলি আমাদিগের প্রস্তাবে তাহার বিশেষ লক্ষণা করিয়াছি। আমরা বলি-য়াছি "শক্তির উপাসক হওয়া অর্থাৎ একান্ত চিত্তে শারীরিক মানসিক সকল প্রকার শক্তি লাভ করিতে চেষ্টিত হওয়া"। ইহাতে শক্তির উপাসনা সচরাচর আমাদিগের দেশে যে অর্থে লইয়া থাকে সে অর্থে আমরা লই না তাহা স্পষ্ট রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে। আমাদিগের প্রস্তাব সম্বন্ধে কতকগুলি কঠোর শব্দ প্রয়োগ করিবার পূর্ব্বে শাস্ত্রী মহাশয়ের এই সকল বিষয় ধীরতার সহিত বিবেচনা করা উচিত ছিল। তাঁহাকে আমরা একটি কথা বলিতে চাই। তর্কে তীব্র ভাষা ব্যবহার লোকের মনে প্রবোধ না জন্মাইয়া তাহাদিগকে কেবল চটাইয়া দেয়। পবিত্র ধর্ম্ম বিষয়ে তর্কের সময় তীব্র ভাষা ব্যবহারের কাল অনেক দিন হইল গত হইয়াছে।

আমরা যে প্রস্তাব লিখিয়াছি তাহা অ-কাট্য নহে। আমরা আত্মম্ভরিতা পূর্ব্বক

কোন মত ব্রাহ্মসমাজে প্রচলিত করিতে চাহি না। পাছে আমাদিগের ভ্রম হয় এই জন্য আমাদিগের প্রস্তাব সম্বন্ধে ব্রাহ্ম সাধারণের অভিপ্রায় প্রার্থনা করিয়াছিলাম। শাস্ত্রী মহাশয় যে আমাদিগের প্রার্থনা পূরণ করিয়াছেন তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট বাধিত হইলাম।"

একাদশ কল্প

১ম ভাগ

৪৮৭ সংখ্যা　　ফাল্গুন ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫৪　　শক ১৮০৫

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

চতুঃপঞ্চাশ সাংবৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

১৮০৫ শক ১১ মাঘ বৃহস্পতিবার।

প্রাতঃকাল।

ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

রাগ ভৈরব—তাল আড়া চৌতাল।

শুভ্র আসনে বিরাজ অরুণ ছটামাঝে,
নীলাম্বরে, ধরণী পরে কিবা মহিমা তব বিকাশিল।
দীপ্ত সূর্য্য তব মুকুটোপরি, চরণে কোটি তারা মিলাইল,
আলোকে প্রেমে আনন্দে সকল জগত বিভাসিল।

সঙ্গীতান্তে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যায় এইরূপ উদ্বোধন করেন।

আজ মাঘের একাদশ দিবস। এই শুভ দিনে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এই শুভ-প্রদ মুক্তি-প্রদ ব্রাহ্মসমাজ এই বঙ্গভূমিতে প্রথম প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি এই পবিত্র দিবসেই নানা আবরণ আচ্ছাদন উন্মোচন করিয়া ভারতের ব্রহ্মজ্ঞানরূপ উজ্জ্বল মহারত্ন সকলের সমক্ষে ধারণ করেন, এই জনই মাঘের পবিত্র একাদশ দিবস আমারদের নিকট স্মরণীয়।

ভারতের ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় নদী অন্তঃসলিলা সরস্বতীর ন্যায় লোক-সাধারণের চক্ষে অদৃশ্যপ্রায় হইয়াছিল, এই শুভ দিনে শুভ ক্ষণে তিনি তাহার রুদ্ধপথ সকল সরল করিয়া—বাধা প্রতিবন্ধক সকল অন্তরিত করিয়া দিয়া তাহার প্রবাহ-বেগ বৃদ্ধি করিবার প্রথম সূত্রপাত করেন। তিনি সেই পুণ্য-সলিলে শুদ্ধ ভারতবাসীদিগকে নয়, সমগ্র পৃথিবীর সমুদায় মনুষ্যজাতিকে কৃতপুণ্য করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হন—পবিত্র ব্রহ্মোপাসনা অরণ্য হইতে নগরে, নির্জ্জন হইতে সজনে, গিরি-গুহা হইতে লোকসাধারণের মধ্যে প্রথম প্রচার করেন, এই সকল কারণেই প্রতিবর্ষে আমরা সস্পৃহ-নেত্রে এই পুণ্য-দিনের প্রতীক্ষা করিয়া থাকি। সেই জনাই মাঘের পবিত্র একাদশ দিবসকে আমরা এত প্রেমের চক্ষে সন্দর্শন করি।

ঈশ্বর-প্রসাদাৎ এখন সেই মঙ্গল মুহূর্ত্ত সম[illegible]াত হইয়াছে। এই শুভ দিন উপলক্ষে আ[illegible]দের উপরে পূর্ণ মঙ্গল-স্বরূপ ঈশ্বরের

যে অজস্র করুণা বর্ষিত হইয়াছে, এই শুভ ঘটনাসূত্রে সেই আর্য্যকুলদেব আমারদের প্রতি—এই দীনহীন উপায়বিহীন বঙ্গবাসীদিগের প্রতি যে অতুলন স্নেহ প্রেম প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা প্রতিজনে প্রত্যক্ষ প্রতীতি করিয়া আইস সকলে আজ এই বিমল প্রাতঃকালে আনন্দমনে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতি সহকারে তাঁহার পূজার্চ্চনায় প্রবৃত্ত হই।

রাগিণী আলাইয়া—তাল আড়াঠেকা।

সংসারেতে চারিধার করিয়াছে অন্ধকার,
নয়নে তোমার জ্যোতি অধিক ফুটেছে তাই!
চৌদিকে বিষাদঘোরে ঘেরিয়া ফেলেছে মোরে
তোমার আনন্দ মুখ হৃদয়ে দেখিতে পাই।
ফেলিয়া শোকের ছায়া মৃত্যু ফিরে পায় পায়,
যতনের ধন যত কেড়ে কেড়ে নিয়ে যায়।
তবু সে মৃত্যুর মাঝে অমৃত মুরতি রাজে
মৃত্যুশোক পরিহরি ওই মুখ পানে চাই।
তোমার আশ্বাস বাণী শুনিতে পেয়েছি প্রভু
মিছে ভয় মিছে শোক আর করিব না কভু।
হৃদয়ের ব্যথা কব, অমৃত যাচিয়া লব,
তোমার অভয় কোলে পেয়েছি পেয়েছি ঠাঁই।

অতঃপর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন স্বরকণ্ঠের সহিত এইটী উপদেশ পাঠ করেন।

বস্তু যত পুরাতন হয় তাহার উপর মনুষ্যের তত যত্ন ও শ্রদ্ধা বাড়ে। পুরাতন বস্তু যেমন অতীত কালের একটা সুখদ স্মৃতি আনিয়া দেয় তেমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের তৎকালীন উৎকর্ষাপকর্ষেরও একটা পরিচয় দিয়া থাকে। এই জন্য প্রাচীন বস্তুর উপর মনুষ্যের এত যত্ন ও শ্রদ্ধা। অদ্য আমি যে উপদেশটী পাঠ করিতে উঠিলাম প্রাচীনতাই ইহার একটী বিশেষ আকর্ষণের কথা। যখন এই গৃহে এই সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতির মূল ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয় তখন সেই ৫১ শকের সেই সর্ব্বপ্রথম মাঘোৎসবে পণ্ডিত সুধার্ম্মিক রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ইহা পাঠ করিয়াছিলেন। চুয়ান্ন বৎসর পূর্ব্বে যে নিশ্বাস বহিয়াছিল আজ আমরা তাহারই সহিত নিশ্বাস সংযোগ করিতেছি। এই প্রাচীনতাই এই উপদেশের প্রধান আকর্ষণ, ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার দিবস সর্ব্বপ্রথম ১১ মাঘ স্মরণ করাইয়া দেওয়াই ইহার কার্য্য। যাঁহারা মহাত্মা রামমোহন রায়ের সহিত উপবিষ্ট হইয়া এই উপদেশ শুনিয়াছিলেন হয় তো তাঁহাদের মধ্যে এখন এখানে কেহ নাই, অনেকেই কালের অন্ধকার গর্ভে লীন হইয়াছেন সুতরাং আমাদের মধ্যে এই জ্ঞানগর্ভ উপদেশ পুরাতন হইলেও সম্পূর্ণ নূতন।

ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা দিবসীয় প্রথম ১১ মাঘের উপদেশ।

১৭৫১ শক। ১১ মাঘ শনিবার।

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণোনির্ব্বেদমায়াৎ
নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।

মুণ্ডকশ্রুতিঃ।

কর্ম্মের দ্বারা যে যে স্বর্গাদি লোক প্রাপ্তি হয় সেই সকল লোকের পরীক্ষা করিয়া অর্থাৎ অনিত্যতা জানিয়া ব্রাহ্মণ বৈরাগ্যকে আশ্রয় করিবেন যেহেতু অনিত্যের দ্বারা নিত্য বস্তুর প্রাপ্তি হয় না॥

অস্থিস্থূণং স্নায়ুযুতং মাংসশোণিতলেপনং।
চর্ম্মাবনদ্ধং দুর্গন্ধি পূর্ণং মূত্রপুরীষয়োঃ॥
জরাশোকসমাবিষ্টং রোগায়তনমাতুরং।
রজস্বলমনিত্যঞ্চ ভূতাবাসমিমং ত্যজেৎ॥

মনুঃ।

শরীরে অস্থি সকল স্তম্ভ স্বরূপ হয় ও শিরা সকল রজ্জু, মাংস শোণিত উপরি লেপন, আর চর্ম্ম দ্বারা আচ্ছাদিত, মলমূত্রে পূর্ণ, অতএব দুর্গন্ধযুক্ত, এবং জরা শোক ইহাতে আচ্ছন্ন, রোগের আশ্রয়স্থান, সর্ব্বদা

কাতর ও বিষয়-বাসনায় ব্যাকুল, অল্পকাল-স্থায়ি, পঞ্চভূতনির্ম্মিত যে এই শরীর ইহাকে সেই প্রকারে ত্যাগ করা উচিত যাহাতে পুনরায় গ্রহণ না করিতে হয়।

অন্য অন্য উপাসনা বহির্ব্যাপারের ও দ্রব্যাদির যে প্রকার সাপেক্ষ হন ব্রহ্মবিদ্যা সেরূপ নহেন, কিন্তু বিবেক অর্থাৎ বস্তু বিচার ও বৈরাগ্য অর্থাৎ বৈরক্তি এই দুয়ের সর্ব্বথা সাপেক্ষ হইয়াছেন। সেই বৈরক্তিরূপ যে অন্তঃকরণের ভাব তাহার প্রতি বিবেক কারণ হয়েন, যেহেতু প্রত্যেক বস্তু যথার্থ বিবেচনাধীন অনিত্য ও ত্যাজ্যরূপে প্রতীত হয়, আর ঐ প্রতীতির পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের দ্বারা সেই সকল বস্তুতে ঔদাস্য জন্মিয়া থাকে, যাহাকে বৈরাগ্য শব্দে কহা যায়। ইহাকে উদাহরণ দ্বারা ব্যক্ত করা যাইতেছে। প্রথমতঃ সামান্য পদার্থের বিবেচনা; দেশ কাল গ্রহ নক্ষত্র ঋতু অয়ন বৎসর ইত্যাদি সামান্য পদার্থ অর্থাৎ জনসমূহের সহিত সাধারণরূপে সম্বন্ধ রাখে, যেমন দেশ আদৌ বিবেচনায় অতি বিস্তীর্ণ ও নানাবিধ প্রার্থনীয় বস্তুর উৎপত্তি স্থান হইয়াছে, পরে বিশেষ বিবেচনায় ইহার পুনঃ অবস্থান্তর দেখিতেছি। কখন শস্যপূর্ণ কখন শস্যরহিত, কখন শুষ্ক কখন জল-প্লাবিত কখন আরোগ্য স্বচ্ছন্দতা কখন মারীভয়, কখন নিরুৎপাত কখন উৎপাতযুক্ত, এই সকল অবস্থান্তরের পুনঃ পুনঃ আলোচনায় দেশসংক্রান্ত বিষয়ে বিশেষ স্নেহ না হইবার সম্ভাবনা। সেইরূপ কাল যদ্যপিও সকলের আশ্রয়-স্বরূপ হইয়াছেন তত্রাচ বিশেষ বিবেচনায় কালকৃত সুখ ও দুঃখ তুল্যরূপে দেখিতেছি অর্থাৎ এক কালে কেহ উৎসব কেহ বা শোক করিতেছে. এবং কেহ বা অধিকারযুক্ত কেহ বা অধিকারচ্যুত হয়, কেহ বা বিভবান্বিত কেহ বা বিভবরহিত হয় ইত্যাদি। এবং সূর্য্যাদি গ্রহ সকল যদ্যপি সংসার নির্ব্বাহের কারণ হইয়াছেন তথাপি বিশেষ দৃষ্টিতে কখন উদয় কখন অস্ত কখন তেজস্বী কখন তেজোহীন হয়েন, সুতরাং অবস্থার স্থৈর্য্য ও গুণ প্রদানের সমতা নাই। এবং ঋতু অয়ন বৎসর ইহারা অত্যন্ত উপকারী হইয়াও ব্যক্তিভেদে ও বৃক্ষভেদে ও শস্যভেদে কখন উপকার কখন বা অপকার করিতেছেন অতএব এই দেশ কালাদি সকলের অবস্থার অনিত্যতা, শ্রেয় ও অশ্রেয় এই উভয়-মিশ্রিত হয়, ইত্যাদি আলোচনাতে এ সকলকে উপাদেয় ও ইষ্টরূপে বোধ হয় না। পরে এই অনুভবের দ্বারা বৈরাগ্য উৎপন্ন হইয়া নিত্য সুখের বাসনা হয়। দ্বিতীয়তঃ বিশেষ পদার্থের বিবেচনা যাহা প্রত্যেক বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির সম্পর্কীয় হয়, যেমন অর্থ বৃত্তি অমাত্য কুটুম্ব জ্ঞাতি পুত্র ভার্য্যা শরীর ইত্যাদি; তাহার আদৌ অর্থাদি অর্থ ঐ প্রত্যেক ব্যক্তির আহার বাস গার্হস্থ্য স্বচ্ছন্দতা ও এবং সংসার নির্ব্বাহের কারণ হইয়াছে, কিন্তু বিশেষ বিবেচনায় তাহার উপার্জ্জন ও চোর অগ্নি রাজা বিপক্ষ হইতে রক্ষণ অতিশয় কষ্টের কারণ হয় এবং তাহার প্রতি যত পরিমাণে স্নেহ তাহার বিয়োগে তত পরিমাণে শোক হয় বরঞ্চ তাহার বিয়োগে কোন কোন লোকের মৃত্যুও হইতেছে, অতএব এরূপ বিশেষ বিবেচনা থাকিলে অর্থের সহিত সেই প্রকার স্নেহ থাকে যাহার দ্বারা তাহার বিয়োগে অতিশয় দুঃখ না জন্মে। সেই প্রকার অমাত্য কুটুম্ব জ্ঞাতি ইহাঁরা যদ্যপিও সাহায্যের কারণ হয়েন কিন্তু ভূরি ভূরি স্থলে দুঃখেরও কারণ হইয়াছেন। যাহার মনোনীত না হইবেক তিনিই ক্রোধ করেন, কেহ বা ক্রোধ করিয়া অনিষ্ট চেষ্টা করেন এবং পুত্র যাহা হইতে প্রিয় কেহ নাই তিনি আজন্ম শ্রম ও ভয়ের কারণ হয়েন, আর তাঁহার কোন অযশস্য ও অপমানের ক্রিয়া

হইলে সে ক্রিয়া অত্যন্ত মনোদুঃখের কারণ হয় এবং তাঁহার দৈবাৎ মরণ হইলে অতিশয় শোক বরঞ্চ কোন কোন স্থানে মৃত্যুও দেখিতেছি। সেইরূপ ভার্য্যা যদ্যপি তাবৎ গার্হস্থ্যের কারণ ও বংশের আমূল হইয়াছেন কিন্তু বিবাহ দিবসাবধি ধনোপার্জ্জনে ব্যাকুল ও তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণে ব্যগ্র করেন এবং তাঁহার কোন মিথ্যা কলঙ্ক হইলেও প্রাণ সংহারের কারণ হয় ও তাঁহার বিয়োগ অতি কষ্টের নিমিত্ত হইয়া থাকে। এক্ষণে অতি নৈকট্য সম্বন্ধীয় যে শরীর তাহার বিবেচনা কর্ত্তব্য, যদ্যপি ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের সাধন ঐ শরীর হইয়াছে তথাপি তুল্যরূপেই সুখের ও দুঃখের আস্পদ দেখিতেছি। ইন্দ্রিয়ের দ্বারা রূপ রস গন্ধাদি বিষয় গ্রহণ শরীরের ধর্ম্ম কিন্তু ঐ রূপ রসাদি কখন বা হেয় কখন উপাদেয় সুতরাং ইহার দ্বারা কখন সুখ কখন বা দুঃখ উৎপন্ন হয়, এবং অত্যন্ত সাবধান থাকিলেও রোগাদি উপস্থিত হইয়া মহা ব্যামোহের কারণ হয়, মার্জ্জন প্রক্ষালনের কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইলে ক্লেদ ও ঘৃণাপাত্র করে এবং ক্ষুধা তৃষ্ণাদির নিবৃত্তি করিলেও বারংবার উপস্থিত হয় ও কাতর করে, আর কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতি ইহার ধর্ম্ম, যাহা হইতে লৌকিক উৎপাত ও গ্লানি এবং পরত্র নরক জন্মে, বিশেষত অভিমান যাহা আপনার দোষকে দেখিতে দেয় না বরঞ্চ দোষকে গুণরূপে দেখায়। অতএব প্রত্যক্ষে দেখ অতি নিকট যে দেহেন্দ্রিয়াদি আর অতিদূর যে গ্রহ নক্ষত্রাদি ইহার মধ্যে কেহ এমত নহে যে কেবল সুখের প্রতি কারণ হইয়া থাকে, কিন্তু সকলেই সুখ ও দুঃখ উভয়ের কারণ হয়, সুতরাং এ সকল কেহ ব্যক্তির বিশেষ আসক্তির যোগ্য হইতে পারে না, এ নিমিত্ত এ সকলের সহিত সম্বন্ধ রাখিয়াও অন্তঃকরণে নিঃসম্বন্ধবৎ আচরণ করিবেক, যাহাতে বিয়োগ সময়ে অতিশয় দুঃখিত না হইতে হয়।

বহির্ব্যাপারসংরম্ভো হৃদি সঙ্কল্পবর্জ্জিতঃ।
কর্ত্তা বহিরকর্ত্তান্তরেবং বিহর রাঘব॥

যোগবাশিষ্ঠ।

বাহ্যেতে ব্যাপার-বিশিষ্ট হইয়া কিন্তু মনে সঙ্কল্প-বর্জ্জিত হইয়া আর বাহ্যেতে আপনাকে কর্ত্তা দেখাইয়া আর অন্তঃকরণে আপনাকে অকর্ত্তা জানিয়া হে রাম লোকযাত্রা নির্ব্বাহ কর

বিপ্রযোগং প্রিয়ৈশ্চৈব সংযোগঞ্চ তথাঽপ্রিয়ৈঃ।
জরয়া চাভিভবনং ব্যাধিভিশ্চোপপীড়নং॥

মনু।

প্রিয় যে পুত্র ভার্য্যাদি তাহাদের সহিত বিয়োগ এবং অপ্রিয় যে শত্রু প্রভৃতি তাহাদের সাহিত্য এবং জরা দ্বারা অভিভূত হওয়া ও ব্যাধির দ্বারা পীড়া ইত্যাদির সর্ব্বদা আলোচনা করিবেক।

পূর্ব্বলিখিত বিবরণ দ্বারা ইহা নিশ্চিত হইতেছে যে ঐ সকল পূর্ব্বোক্ত সামান্য ও বিশেষ পদার্থ ঘটিত যে সুখ তাহা দুঃখমিশ্রিত হয় অতএব সে সুখের উপাদেয়ত্ব কোন মতে হইতে পারে না। এ কারণ এই যে এক অন্তঃকরণের নিশ্চয় অর্থাৎ আমি জ্ঞান পূর্ব্বক পরের অনিষ্ট করি না ও যথাসাধ্য ধর্ম্মে যত্ন করি এবং এই অনির্ব্বচনীয় জগতের কারণ যে পরমেশ্বর তাঁহার শ্রবণ মননে যথাশক্তি উদ্যুক্ত এবং তাঁহাকে সর্ব্বব্যাপি ও সাক্ষাদ্দ্রষ্টা জানিয়া তৎকর্ত্তৃক নিয়মের উল্লঙ্ঘন করিতে নিবর্ত্ত হই, এরূপ নিশ্চয় জন্য যে সুখ তাহার বিনাশ নাই। যদ্যপিও বৈরাগ্য সকল-আশ্রমির সাধনের উপযোগী হয়, বিশেষত গৃহস্থের অত্যন্ত উপকারক দেখিতেছি যেহেতু ধন বৃত্ত্যাদির উপার্জ্জন ও বিরহ এবং পুত্র মিত্র কলত্রাদির সংযোগ ও বিয়োগ ইহা সকল গৃহস্থাশ্রমির

প্রতিই অধিক সম্ভাবিত হয়, অতএব বিবেক দ্বারা ঐ সকল বিষয়ে চিত্তের অধিক আসক্তি না থাকিলে ধনাদি প্রাপ্তি সময়ে উৎসাহ ও মত্ততা উপস্থিত না হইয়া অন্যের দ্বেষ্য ও উপহাস্য হয়েন না, এবং ধন বৃত্ত্যাদির বিয়োগকালে বিষয়াবদ্ধ সাধারণ লোকের ন্যায় ব্যাকুল ও হতজ্ঞান না হইয়া ইহকাল পরকাল রক্ষণে অসমর্থ হয়েন না॥

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥

ভগবদ্গীতা।

অর্থাৎ বিষয়ে আসক্ত না হইয়া পরমেশ্বরার্থ কর্ম্ম করিতেছি এই জ্ঞান পূর্ব্বক যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে সে পাপে লিপ্ত হয় না। অতএব বিবেক ও বৈরাগ্য শরীরনির্ব্বাহের অতিশয় উপকারী হয়েন।

এক্ষণে সমতানুসারে এই সভাস্থ প্রত্যেক আশীর্ব্বাদ পাত্রকে এই প্রাচীন শ্লোকের দ্বারা আশীর্ব্বাদ করিতেছি,

যদ্ভয়াদ্বাতি বাতোঽয়ং সূর্য্যস্তপতি যদ্ভয়াৎ।
যস্মাদ্ধিয়ঃ প্রবর্ত্তন্তে স বো ভর্ত্তা ভবিষ্যতি॥

যাঁহার ভয়েতে বায়ু দিবা রাত্রি বহিতেছেন ও যাঁহার ভয়ে সূর্য্য কালে কালে উত্তাপ দিতেছেন ও যিনি সকলের অন্তর্যামী হইয়া বুদ্ধিবৃত্তিকে প্রেরণ করিতেছেন তিনি তোমাদের প্রত্যেকের প্রতিপালন করুন॥

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পরে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বেচারাম চট্টোপাধ্যা[য়]
এই উপদেশ পাঠ করেন।

আবিরাবীর্ম্ম এধি।

"হে স্বপ্রকাশ! আমার নিকট প্রকাশিত হও" সমুদায় নরনারীর হৃদয় কন্দর হইতে সর্ব্বদাই এই প্রার্থনা-বাক্য বিনির্গত হইতেছে। সকলে জাগ্রত জীবন্ত দেবকে প্রত্যক্ষ করিবার জন্য তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া প্রাণ মন শীতল করিবার নিমিত্ত ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে। সমগ্র মনুষ্যসমাজের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর দেখিবে যে, সকল নর নারী তাঁহাকে দেখিবার জন্য কত প্রকার যাগ যজ্ঞ কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত রহিয়াছে। তাঁহার সেই অপ্রতিম সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিবার নিমিত্ত কত লোকে কত প্রকার আয়োজন করিতেছে। যাঁহার অনুপম সৌন্দর্য্য চন্দ্র-সূর্য্য গ্রহ তারা প্রকাশ করিতে পারে না, সমুদায় বিশ্ব সংসার যাঁহার জ্ঞান-শক্তির মাত্রাও প্রদর্শন করিতে সমর্থ হয় না, সেই বুদ্ধি কল্পনার অতীত-মূর্ত্তি চিত্রকর সামান্য তুলিকা দ্বারা আর কি অঙ্কিত করিবে? ক্ষুদ্র পার্থিব উপাদানে সেই অরূপী অপ্রতিম পরব্রহ্মের প্রতিমা কে আর নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ হইবে? কিন্তু তাঁহার সঙ্গে আমাদের আত্মার এমনই নিগূঢ় সম্বন্ধ, তিনি আমাদের আত্মার এমনই প্রিয়ধন যে, তাঁহার দর্শন-লাভের দুর্জ্জয় পিপাসায় মানব হৃদয় দিনযামিনী অস্থির ও ব্যাকুল হইয়া রহিয়াছে। এই আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতা নিবন্ধন ভাব-প্রধান কল্পনা প্রবল হৃদয় হইতে এই মর্ত্তলোকে পরব্রহ্মের নাম রূপ কল্পনা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। তাহাতেও মানবআত্মার গভীরতর প্রার্থনা পূর্ণ হয় নাই, তাহাতেও মনুষ্যের আয়োজন আকিঞ্চন সংসিদ্ধ হয় নাই। তথাচ সে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেছে, "আবিরাবীর্ম্ম এধি।" সে আপনি আপনার ভাব ও কল্পনা হইতে মুক্ত দেখিয়া আপনিই "স এব নেতি নেতি" "ইহা নহে ইহা নহে" বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে। যাঁহার জ্বলন্ত জ্যোতির একটি স্ফুলিঙ্গ সূর্য্যকে চির-প্রজ্জ্বলিত করিয়া রাখিয়াছে, যাঁহার সৌন্দর্য্যের কণামাত্র পূর্ণিমার চন্দ্রকে শোভা সৌন্দর্য্যের একায়ন করিয়া তুলিয়াছে,

যাঁহার জ্ঞান-প্রেমচ্ছটা পুষ্পরাজিকে বিচিত্র বর্ণে চিত্রিত, বিচিত্র কৌশলে পূর্ণ ও শোভিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহার ছায়াও সে স্বীয় নির্ম্মিত পদার্থে সন্দর্শন করিতে না পাইয়া নিরাশ হইয়া তাঁহাকে আত্মাতে দর্শন করিবার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইয়াছে।

আত্মাতেই সেই শোভা সৌন্দর্য্যের কর তেজোময় অমৃতময় পূর্ণ পুরুষের জ্বলন্ত প্রভা। আত্মাতে উজ্জ্বল অন্তশ্চক্ষু দ্বারা তাঁহাকে দেখিতে গেলে আর মনুষ্যকে নিরাশ হইতে হয় না। চর্ম্মচক্ষু উন্মীলন করিয়া বাহ্য পদার্থে তাঁহাকে সন্দর্শন করিতে গেলেই আমরা নিরাশ হই। চর্ম্মচক্ষু যখন এই জড় সূর্য্যের প্রতিই দৃষ্টিপাত করিতে পারে না, শীতরশ্মি সুধাময় চন্দ্রের প্রতিও যখন একদৃষ্টিতে দীর্ঘকাল চাহিয়া থাকিতে সমর্থ হয় না, তখন সে আর সেই জ্যোতির জ্যো[illegible]কে কেমন করিয়া প্রত্যক্ষ করিবে। অথচ আমারদের আত্মা ব্রহ্মদর্শনের নিমিত্ত সতৃষ্ণভাবে কাতর-প্রাণে দিন যামিনী প্রার্থনা করিতেছে "আবিরাবীর্ম্মএধি" হে স্বপ্রকাশ! আমার নিকট প্রকাশিত হও। জ্ঞান-গোচর পরব্রহ্মকে জড়নেত্রে কোনরূপেই দেখা যায় না। আত্মার চক্ষু, সেই দিব্য জ্ঞান-চক্ষুই সেই পরমাত্মাকে দেখিতে পায়। নির্ম্মল নিস্তরঙ্গ সরোবরে যেমন সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তেমনি পবিত্র পরিশুদ্ধ হৃদয়-দর্পণে পরব্রহ্মের অনুপম সৌন্দর্য্য প্রতিফলিত হইয়া থাকে। সূর্য্যের ন্যায় সেই সূর্য্যের সূর্য্য জ্যোতির্ম্ময় স্বপ্রকাশ পরমেশ্বর অন্তরাকাশ আলো করিয়া প্রকাশ পাইতেছেন। তাঁহাকে উজ্জলতররূপে দেখিতে গেলে অন্তরাকাশের প্রতি অন্তশ্চক্ষু উন্মীলিত করিতে হইবে। অন্তশ্চক্ষুকে দিন দিন জ্যোতিষ্মান করিতে হইবে। অন্তশ্চক্ষু জ্ঞানচক্ষুর যে পরিমাণে বল-বৃদ্ধি হইবে, সেই পরিমাণেই আমরা তাঁহার দর্শনলাভে সমর্থ হইব। দেখ, সূর্য্য তো গগনমণ্ডল আলোকিত করিয়া আমারদের মস্তকের উপরে প্রকাশ পাইতেছে; দুগ্ধপোষ্য বালকেরও চক্ষু আছে; আর আমরাও চক্ষুষ্মান্। কিন্তু বালকের চক্ষু ক্ষীণজ্যোতি বলিয়া সে সূর্য্যের প্রতি নেত্র-উন্মীলন করিতে পারে না, সূর্য্যের জ্বলন্ত জ্যোতি তাহার চক্ষু ধারণ করিতে সমর্থ হয় না বলিয়াই সে সূর্য্য দেখিবামাত্র চক্ষু নিমীলিত করিয়া ফেলে। আমারদের চক্ষু কালক্রমে সবল ও সতেজ হইয়াছে, আমারদের চক্ষুর জ্যোতি যতদূর বর্দ্ধিত হইবার তাহার চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছে। আমরা সূর্য্যের আলোকে বিচরণ করিতেছি, আহ্লাদের সহিত সূর্য্যের উদয়াস্ত দেখিতেছি। তেমনি যাঁহারদের অন্তশ্চক্ষু ক্ষীণজ্যোতি, স্বপ্রকাশ পরমেশ্বর তাঁহারদের অন্তরাকাশে প্রকাশিত থাকিলেও তাঁহারা তাঁহার প্রতি চক্ষু উন্মীলন করিতে পারেন না, তাঁহার জ্বলন্ত জ্যোতি তাঁহারদের দুর্ব্বল অন্তর-নেত্র ধারণ করিতেই সমর্থ হয় না।

সূর্য্য জড় পদার্থ এবং পরিমিত; আমারদের চর্ম্মচক্ষুও জড় ও পরিমিত। কিন্তু যাঁহাকে দেখিবার জন্য আত্মা হাহাকার করিতেছে, তিনি মহান্ অনাদ্যনন্ত পূর্ণ ব্রহ্ম। আর আমারদের আত্মা তাঁহার সৃষ্ট আশ্রিত, ক্ষুদ্র ও পরিমিত। ক্ষুদ্র হইয়া সেই মহান্‌কে পরিমিত হইয়া সেই অপরিমেয়কে কোন প্রকারেই আত্মা এককালে পূর্ণরূপে আপনার আয়ত্ত করিতে পারে না। আয়ত অন্তশ্চক্ষু সেই পূর্ণ পুরুষ পরব্রহ্মকে সম্পূর্ণরূপে কখনই আপনার দৃষ্টির আয়ত্তাধীন করিয়া লইতে সমর্থ হয় না।

আমাদের আত্মা যেমন "হে স্বপ্রকাশ! আমার নিকট প্রকাশিত হও" বলিয়া রোদন

করিতেছে, পুত্রবৎসল পরব্রহ্মও তেমনি তাঁহার দর্শন-পিপাসু সাধকের নিকট প্রকাশিত হইবার জন্য উন্মুখ রহিয়াছেন। আমাদের উন্নতিশীল আত্মার অন্তশ্চক্ষুর বলাধানের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ক্রমশঃ আত্ম-স্বরূপ প্রকাশ করিতেছেন। মাতা যেমন ক্ষুধার অনুরূপ অন্ন দিয়া দুগ্ধপোষ্য শিশুকে পালন ও পোষণ করেন, ঈশ্বরও তেমনি মর্ত্তালোকে সাধকের অন্তশ্চক্ষুর বল-বীর্য্য ও ধৃতি-শক্তি বুঝিয়াই তাহার সন্নিধানে স্বীয় অতুলন মঙ্গল-জ্যোতি বিকীর্ণ করেন। তাহাতেই আমরা এখানে কৃতার্থ হই। উপযোগী অন্নপান জীর্ণ করিয়া বালক যেমন আবার ক্ষুধিত পিপাসিত হইয়া মাতার নিকট আহার চায়, আমারদের আত্মাও তেমনি অন্তশ্চক্ষুর বলাধানের সঙ্গে সঙ্গে আরো পিপাসাতুর হইয়া ঈশ্বরের অধিকতর সৌন্দর্য্য—তাঁহার আরো উজ্জ্বলতর প্রকাশ দেখিবার জন্য আকুল প্রাণে প্রার্থনা করে, "আবিরাবীর্ম্মএধি" হে স্বপ্রকাশ! আমার নিকট প্রকাশিত হও। মাতা সন্তানের বর্দ্ধন-উন্মুখ শরীরের ক্ষুৎপিপাসা শান্তির জন্য যেমন বলপুষ্টিকর পার্থিব অন্ন পান বিধান করেন, পরমমাতা পরমেশ্বরও তেমনি উন্নতিশীল পিপাসাতুর আত্মার দুর্নিবার্য্য ব্রহ্মদর্শন-পিপাসা শান্তির নিমিত্ত নিত্য স্বীয় নবতর কল্যাণতর মঙ্গলরূপ ও সত্য-স্বরূপ প্রকাশ করিতে থাকেন। উন্নতিশীল আত্মা যত জ্ঞান প্রেমে, প্রীতি-পবিত্রতায় উন্নত হইতে থাকে, এবং তাহার ব্রহ্ম-দর্শন লালসা যত বর্দ্ধিত হয়, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ততই অধিকাধিক রূপে, আত্মস্বরূপ প্রকাশ করিয়া তাহার আনন্দ উৎসাহ, আশা অধিকার আরো বর্দ্ধিত করিয়া দিয়া পুণ্যের উপযুক্ত পুরস্কার, সাধনের অনুরূপ ফল প্রদান করেন। উন্নতি-শীল অমর আত্মার উন্নতির শেষ নাই, ঈশ্বরেরও আত্ম-স্বরূপ প্রকাশের বিরাম নাই। সুতরাং কি ভূলোক কি দ্যুলোক, কি দেবলোক কি ব্রহ্ম-লোক, আত্মা যে লোকে যে অবস্থায় অবস্থান করুক, "আবিরাবীর্ম্মএধি" তাহার এ প্রার্থনা-বাক্যের আর পরিসমাপ্তি হইবে না! মানব-আত্মা ভূমিষ্ঠ হইয়া যে এই প্রার্থনা-সূত্র অবলম্বন করিয়াছে, অনন্ত কালেও এ প্রার্থনার শেষ হইবে না। এমন সময় কখনই উপস্থিত হইবে না, মানব-আত্মা কখনই এমন অবস্থায় উপস্থিত হইবে না, যখন তাহার ব্রহ্ম-দর্শন-লালসা এক-কালে তৃপ্ত হইবে, তাহার আধ্যাত্মিক ক্ষুৎ-পিপাসা একবারেই শান্ত হইবে। এখানে শুক্ল প্রতিপদে চন্দ্র বক্র-রেখার ন্যায় আকাশে উত্থিত হইয়া পক্ষকাল নিত্য নূতন বর্দ্ধিত আকারে প্রকাশ পাইতে থাকে, তাহাতেই পৃথিবীর নিত্য শোভা, দর্শকের নিত্য নূতন আনন্দ। কিন্তু অন্তরাকাশে সেই অনন্ত-জ্ঞান-প্রেম-চন্দ্র, সাধকের অন্তশ্চক্ষুর ঈষৎ উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে যে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করেন, অনন্ত কালেও সাধক তাঁহার পূর্ণ প্রতিমা সন্দর্শন করিতে পারিবে না, সুতরাং তাঁহার হৃদয়-রাজ্যে নিত্য নূতন সৌন্দর্য্য, নিত্য নূতন আনন্দ উৎসব উপস্থিত হইবে। তাঁহার ব্রহ্ম-দর্শন-জনিত নিত্য নবতর কল্যাণতর আনন্দ-উৎসাহ বর্দ্ধিত হইতে থাকিবে। মর্ত্তালোকে চন্দ্র-দর্শন-জনিত হর্ষ-উল্লাস যেমন এক পক্ষের মধ্যেই চরম সীমাপ্রাপ্ত হয়, ব্রহ্ম-দর্শন-জনিত নিত্য নূতন আনন্দ উৎসবের অনন্তকালেও শেষ হয় না, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি-তই হইতে থাকে। সেই জন্যই ধর্ম্ম-জনিত উৎসব-আনন্দ পুরাতন হয় না; সেই কার-ণেই প্রকৃত সাধক উপাসকের উৎসাহ, অধ্যবসায় খর্ব্ব হইতে দেখা যায় না। এক-

বিধ পার্থিব দ্রব্য সামগ্রী, পার্থিব শোভা-সৌন্দর্য লইয়া পুনঃ পুনঃ যে কার্য্যের অনুষ্ঠান হয়, তাহার আর দীর্ঘকাল মহত্ত্ব ও অভিনবত্ব থাকিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু উন্নতিশীল আত্মার অনন্ত-উন্নত পূর্ণব্রহ্মকে লইয়া যে উৎসব আনন্দ, তাহার নিত্য নূতনত্ব—নিত্য নবীনত্ব রক্ষিত হয়। সেই জন্যই মাঘের এই পবিত্র একাদশ দিবসীয় মহোৎসব প্রতি বর্ষেই নূতন। যদিও দেশ-কাল অবলম্বন করিয়া ইহার অনুষ্ঠান হয়, সত্য বটে; কিন্তু দেশ কালের সহিত ইহার কিছু বিশেষ সম্বন্ধ নাই। ইহার যোগ সেই দেশকালাতীত পর ব্রহ্মেরই সঙ্গে। যাঁহারা কেবলই দেশ কালের প্রতি দৃষ্টি করিয়া এই উৎসবক্ষেত্রে উপনীত হন, তাঁহারা সেই সার্দ্ধ শতাব্দীর পুরাতন অট্টালিকা—সেই অনির্দ্দেশ্য-কাল-পরম্পরা-প্রচলিত প্রাচীনতম বেদ-বাক্য শ্রবণ উচ্চারণ করিয়া এই উৎসবের মহত্ত্বে। বিশেষ কিছু গভীরত্ব ও অভিনবত্ব অনুভব করিতে পারেন না। আত্মোন্নতির প্রতিই যাঁহাদের বিশেষ যত্ন, পর ব্রহ্মের প্রতিই যাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি, তাঁহারাই প্রতি বর্ষে এই উৎসবের অভিনব ভাব প্রত্যক্ষ প্রতীতি করিয়াই কৃতার্থ হয়েন। তাঁহারা জীবন-পথে অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গেই দিন দিন ঈশ্বরের অধিকতর উজ্জ্বলতর প্রকাশ আত্মান্তররূপে সন্দর্শন করিয়া নিত্য নূতন আনন্দ নিত্য নব উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া থাকেন। শরীর অবসন্ন ইন্দ্রিয় সকল হীনবল হইয়া পড়িতেছে সত্য বটে, কিন্তু আত্মা ভগ্ন-পিঞ্জর-স্থিত বিহঙ্গের ন্যায় ক্রমাগত মুক্তাকাশে—সেই শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত স্বরূপ ঈশ্বরের অনুপম মঙ্গল জ্যোতিতে বিচরণ করিবার জন্য পথ অন্বেষণ করিতেছে। "আবিরাবীর্ম্মএধি" এই সুধাময় মঙ্গল-গীত গান করিতেছে। বসন্ত বায়ুর প্রতি হিল্লোল যেমন শরীরে নূতন স্ফূর্ত্তি আনিয়া দেয়, ধর্ম্ম-ঈশ্বর-ঘটিত প্রতি উৎসব তেমনি সাধকের আত্মাতে নবতর কল্যাণতর আনন্দ আনয়ন করে।

হে পরমাত্মন্। তোমার প্রতি যাঁহার দৃষ্টি, তাঁহার নিকটে সকলই নূতন। তুমি যাঁর অন্তরাকাশে শুক্লপক্ষীয় চন্দ্রের ন্যায় নিত্য নবতর কল্যাণতর রূপে প্রকাশিত হও, তোমার অমৃত-জ্যোতিতে সে ভূলোক দ্যুলোক, বাহ্য ও অন্তর জগৎ নব সাজে সজ্জিত দেখে। এখনই তুমি আত্মাতে উজ্জ্বলতররূপে প্রকাশ পাইতেছ, তোমার মঙ্গল কিরণ সকলই সুধাময় সকলই অমৃতময় আনন্দময় অবলোকন করিতেছি। এই আনন্দ উৎসবের মধ্যে আমরা কেবল তোমাকেই দেখিতেছি। আমারদের আর কোন কামনা, কোন প্রার্থনা নাই; কেবল সকলে একতানে এই প্রার্থনা করি "আবিরাবীর্ম্মএধি" হে স্বপ্রকাশ! আমারদের নিকটে দিন দিন আরো অধিকতর উজ্জ্বলতররূপে প্রকাশিত হও।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রহ্মসঙ্গীত

রাগিনী রামকেলী—তাল কাওয়ালি।

প্রভু দয়াময়, কোথাহে দেখা দাও,
বিপদ মাঝে বল কারে ডাকি আর,
তুমিই এক মম ভরসা
প্রিয়জন একে একে কে কোথা চ'লে যায়
একেলা ফেলি আঁধারে,
শূন্য হৃদয় মম পূর্ণ কর নাথ,
পূরাও এই আশা।

রাগিনী আসোয়ারি—তাল আড়াঠেকা।

কি দিব তোমায়! নয়নেতে অশ্রুধার,
শোকে হিয়া জরজর হে।

দিয়ে যাবহে তোমারি পদতলে, আকুল
এ হৃদয়ের ভার।

রাগিণী পারাভৈরবী—তাল মধ্যমান।

পাপ তাপে জরজর, প্রভুগো ত্রাণ কর অধমে,
আর সহেনা।
তব পথ ছাড়ি আর যাব না, প্রভুগো,
ঘুচাও এ যাতনা।

রাগিণী আলাইয়া—তাল ধামাল।

কেরে ওই ডাকিছে, স্নেহের রব উঠিছে
জগতে জগতে, তোরা আয়, আয়, আয়, আয়!
তাই আনন্দে বিহঙ্গ গান গাহে, প্রভাতে,
সে সুধাস্বর প্রচারে।
বিষাদ তবে কেন, অশ্রু বহে চোখে
শোক-কাতর আকুল কেন আজি!
কেন নিরানন্দ, চল সবে যাই—
পূর্ণ হবে আশা।

রাগ ভৈরব—তাল ঝাঁপতাল।

সকলেরে কাছে ডাকি, আনন্দ-আলয়ে থাকি
অমৃত করিছ বিতরণ,
পাইয়া অনন্ত প্রাণ জগত গাহিছে গান
গগনে করিয়া বিচরণ।
সূর্য্য শূন্য পথে ধায়, বিশ্রাম সে নাহি চায়
সঙ্গে ধায় গ্রহ পরিজন,
লভিয়া অসীম বল, ছুটিছে নক্ষত্র দল
চারিদিকে চলেছে কিরণ।
পাইয়া অমৃত ধারা নব নব গ্রহ তারা
বিকশিয়া উঠে অনুক্ষণ,
জাগে নব নব প্রাণ, চির জীবনের গান
পূরিতেছে অনন্ত গগন।
পূর্ণ লোক লোকান্তর, প্রাণে মগ্ন চরাচর,
প্রাণের সাগরে সন্তরণ,
জগতে যে দিকে চাই, বিনাশ বিরাম নাই,
অহরহ চলে যাত্রীগণ।
মোরা সবে কীটবৎ, সম্মুখে অনন্ত পথ
কি করিয়া করিব ভ্রমণ।
অমৃতের কণা তব পাথেয় দিয়েছ প্রভো,
ক্ষুদ্র প্রাণে অনন্ত জীবন।

ভজন—তাল ছেপ্‌কা।

তোমারেই প্রাণের আশা কহিব।
সুখে দুখে শোকে আঁধারে আলোকে
চরণে চাহিয়া রহিব।
কেন এ সংসারে পাঠালে আমারে
তুমিই জান তা' প্রভুগো।
তোমারি আদেশে রহিব এ দেশে
সুখ দুখ যাহা দিবে সহিব।
যদি বনে কভু পথ হারাই প্রভু
তোমারি নাম লয়ে ডাকিব,
বড়ই প্রাণ যবে আকুল হইবে
চরণ হৃদয়ে লইব,
তোমারি জগতে প্রেম বিলাইব,
তোমারি কার্য্য যা সাধিব,
শেষ হয়ে গেলে ডেকে নিয়ো কোলে
বিরাম আর কোথা পাইব।

রাত্রিকাল।

অখিল জগতের যিনি জনক জননী, যিনি পিতার পিতা মাতার মাতা, মাতৃস্নেহ যাঁহার স্নেহের ছায়া মাত্র, যিনি গুরুর গুরু পরম গুরু, যিনি নিজে অশব্দমস্পর্শ হইয়াও নিঃশব্দে আমাদিগকে উপদেশ দেন, যিনি এই আলোকমালার মধ্যে বিদ্যমান রহিয়াছেন, প্রতিজনের হৃদয়-সিংহাসন আলো করিয়া যিনি দীপ্তি পাইতেছেন, তিনিই আমাদের উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। মৃদু মন্দ সমীরণ যেমন প্রস্ফুটিত কুসুমের মধ্যে সঞ্চরণ করে, তিনি তেমনি আজ উৎসবের দিনে এই পবিত্র স্থানে ব্রাহ্মদিগের প্রস্ফুটিত হৃৎকমলে সঞ্চরণ করিতেছেন। জীবনের

এই পবিত্র মুহূর্ত্তে—এস ব্রাহ্মগণ! যাঁহাকে আমরা নির্জ্জনে নিভৃত নিলয়ে প্রেমের কুসুম উপহার দিয়া থাকি, আজ সকলে মিলিয়া তাঁহার চরণে ভক্তি-পুষ্প বিকীর্ণ করি, শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার পূজা করিয়া জীবন সার্থক করি।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শম্ভুনাথ গড়গড়ি উল্লিখিত রূপ উদ্বোধন করিয়া পরিশেষে এই উপদেশ পাঠ করেন।

অতুল যাঁর করুণা, অনুপম যাঁর দয়া, যিনি স্নেহের আকর প্রেমের সাগর, হৃদয়ের প্রিয়ধন, নয়ন-অঞ্জন সন্তাপ-হরণ, জগতের আনন্দ-সুধাকর, তিনি আমাদের সম্মুখে অনুপম জ্যোতিতে প্রকাশিত হইয়াছেন। তাঁহাকে লইয়াই আমাদের উৎসব! সংসারের দুঃখ দারিদ্র্য শোক সন্তাপ মোহ কোলাহল বিস্মৃত হইয়া, আজ বিশেষ রূপে তাঁহার দর্শন লাভ করিব বলিয়া আশা-পথ নিরীক্ষণ করিতেছিলাম, এখন আমরা চরিতার্থ হইলাম। তাঁহার পবিত্র কিরণ-স্পর্শে হৃদি-স্থিত প্রীতি-কুসুম বিকশিত হইয়াছে। এস আমরা অনুরাগভরে এই কুসুম দ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া জীবন সার্থক করি। সংসারের ক্ষণভঙ্গুর বস্তুর নিমিত্ত আমরা সন্তাপাশ্রু বর্ষণ করিয়া দীন ভাব ধারণ করিয়া থাকি, আজ এস প্রেমাশ্রুপাত দ্বারা দগ্ধ হৃদয়কে শীতল করি। মোহ-মদ পান করিয়া রসনায় আমরা বৃথা প্রলাপ বাক্য উচ্চারণ করিয়া থাকি, আজ এস যিনি রস-স্বরূপ তৃপ্তি-হেতু, তাঁহাকে ডাকিয়া রসনা-নামের সার্থক্য সম্পাদন করি, তাঁহার পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া—উৎসাহের সহিত উচ্চারণ করিয়া আকাশকে পূর্ণ করি। সেই আনন্দময়কে স্মরণ করিয়া পুলকে পূর্ণ হই এবং সকলে একহৃদয় হইয়া বলি,

তব নাম স্মরণে, প্রফুল্লিত মনে
সুখে যায় জীবন।
স্বর্গের সুধারাশি, বহে রাশি রাশি,
সে জলেতে ভাসি আনন্দ কেমন॥
চলে মনের তরি, বিশ্বাসে নির্ভর করি,
সংসারেরই পার, সেই শান্তি-নিকেতন॥

এই অধস্থ মর্ত্যলোকে থাকিয়া চল আজ ব্রহ্ম-ধামে যাই। শর যে প্রকার লক্ষ্যকে বিদ্ধ করিয়া তাহাতে প্রবিষ্ট হয়, এস আজ সেই প্রকারে তাঁহাতে প্রবিষ্ট হই—তাঁহার ধ্যানে নিমগ্ন হই, সংসার-বন্ধন আপনা হইতে খুলিয়া যাইবে, বসন্ত-সমীরণের ন্যায় আনন্দ-সমীরণ হৃৎপদ্মকে স্নিগ্ধ ও আন্দোলিত করিবে।

আজ ব্রহ্মোৎসব—একথা স্মরণ মাত্রেই উচ্চারণ করিবা মাত্রেই শরীর রোমাঞ্চিত ও মন পরমানন্দে পূর্ণ হইয়াছে। যিনি অতি আদরের ধন, নিভৃত নিলয়ে যাঁর প্রেম-মুখ দর্শন করিয়া ক্ষণ-ভঙ্গুর অসার বস্তুর প্রতি আসক্তি-বিহীন হই, যাঁর অতুল প্রীতির সহিত, এই ক্ষুদ্র প্রীতি সংযুক্ত করিয়া জগৎ সংসার ভুলিয়া, উদাস ভাব প্রাপ্ত হই তিনি আজ আমাদের সকলের মধ্যে। "মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে" "জগতের মধ্যস্থিত পূজনীয় পরমাত্মাকে সমুদায় দেবতারা নিয়ত উপাসনা করিতেছেন" আজ আমরা মলিন মানব হইয়াও দেবতাদিগের সহিত সমান অধিকারী। আজ সকলে মিলিয়া তাঁর পূজা অর্চ্চনা করিতেছি—তাঁর পবিত্র চরণে ভক্তি-পুষ্প বিকীর্ণ করিতেছি। আজ সেই ব্রহ্মপরায়ণ ঋষি-কুমারের সহিত এক-হৃদয় হইয়া বলিতেছি,

"শৃণ্বন্তু বিশ্বেঽমৃতস্য পুত্রাআ যে ধামানি দিব্যানি তস্থুঃ। বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।

হে অমৃত পুরুষের পুত্রেরা! দ্যুলোক

ও ভূলোক-নিবাসী দেব মনুষ্যেরা। শ্রবণ কর আমরাও আজ ধূলিময় পিঞ্জর-নিবাসী হইয়া তাঁর প্রসাদে তাঁহাকে জানিয়াছি এবং সাক্ষাৎ পিতা মাতারূপে তাঁহাকে এখানে বর্ত্তমান দেখিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেছি। আজ আনন্দের সীমা কোথায়। সব সুহৃদে মিলে তাঁহাকে ডাকিতেছি, আজ আনন্দের সীমা কোথায়। আমাদের যার যাহা সম্বল আছে তাহা তাঁহার চরণের নিকট আনিয়াছি, তিনি গ্রহণ করিবেন বলিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিয়াছি। ঐ দেখ, সুহৃদগণ, আজ ভক্তির উৎস প্রেমের উৎস স্বর্গাভিমুখে উৎসারিত হইতেছে, প্রবল বেগে উচ্ছ্বসিত হইয়া তাঁহার চরণাভিমুখে যাইতেছে, তাঁর অমৃত কিরণ তাহার উপর পতিত হইয়া কি মনোহর দৃশ্যই প্রদর্শন করিতেছে! আমরা ধন্য হইলাম—আমরা কৃতার্থ হইলাম। আমরা এখন কোথায়? আমরা এখন তাঁহাতেই রহিয়াছি—তাঁহার অমৃতময় ক্রোড়েই রহিয়াছি। আমরা এখন কি দেখিতেছি? সেই প্রেমছবি সুধার সার—যাহা হৃদয়ে শত শত বার জাগিতেছে,—তাহাই দেখিতেছি। এই উপাসনাশীল ব্রহ্ম-পরায়ণ সাধুদিগের মণ্ডলে সেই প্রেম চন্দ্রের স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না বিকীর্ণ দেখিতেছি। সেই নির্ম্মল প্রেমের আবেশে কি এক আশ্চর্য্য ভাবান্তর প্রাপ্ত হইয়া বলিতেছি,

"কেবা ভুলিবে তোমারে, পেয়ে তোমার
প্রীতি-সুধা, দেখে তোমার করুণা
গতির গতি তুমি, অনাথ-নাথ, কে না পায়
তব ছায়া।
দীনবন্ধু তুমি, যে দিকে দেখি, দেখি তোমারি
প্রেম।

এই পবিত্র স্থানে, পবিত্র মুহূর্ত্তে পরমেশ্বরের কৃপায় আমরা যেমন এই অমূল্য প্রেম-রত্ন লাভ করিতেছি সংযতেন্দ্রিয় হইয়া, ব্রতপরায়ণ হইয়া ইহাকে কি তেমনি হৃদয়ে সমস্ত জীবন রক্ষা করিতে চেষ্টা করিব না? রত্ন লাভ করা অপেক্ষা রত্ন রক্ষা করা কঠিন। আমাদের উৎসাহ, আমাদের আনন্দ কি এই উৎসব ক্ষেত্রের আলোক নির্ব্বাণের সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বাণ হইবে? সে প্রেমস্বরূপকে এই পবিত্র উৎসব-ক্ষেত্রে দেখিয়া ভক্তি চক্ষু জ্ঞান-চক্ষু কৃতার্থ হইল, পাপরূপ শলাকা দ্বারা আবার কি তাহাকে অন্ধ করিতে হইবে? আমরা কি সেই প্রেমে উন্মত্ত হইব না? সেই প্রেম যদি হৃদয়ে ধারণ করি, তবে হৃদয় মধুময়—বাক্য অমৃতময়—ও কর্ম্ম পরিশুদ্ধ হইবে। অতি দুশ্চর ধর্ম্ম সাধনও সহজে সম্পন্ন হইবে। সেই প্রেমের স্পর্শ মণিকে যদি স্পর্শ করিয়া থাকি, তবে আমাদের জীবন উৎসবময় এবং আমাদের গৃহ স্বর্গতুল্য হইবে। তথায় পিতৃভক্তি মাতৃভক্তি গুরুভক্তি ভ্রাতৃস্নেহ দাম্পত্য প্রেম সংসত্য দয়া দাক্ষিণ্য প্রভৃতি সদগুণ সকল প্রস্ফুটিত হইয়া মনোহর সুগন্ধ বিস্তার করিবে, এবং দিনে নিশিতে ব্রহ্মোৎসবের উৎস উৎসারিত হইতে থাকিবে। হে সজ্জন সাধু সকল! বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, ব্রহ্ম নামের মহিমা অতি অল্প লোকেই বুঝিতেছে—এই বিশাল ভারতের অত্যল্প স্থানেই ব্রহ্মোৎসবের ক্ষেত্র লক্ষিত হইয়া থাকে। অনেক নর নারী অদ্যাপিও ঘোর কুসংস্কার ও অজ্ঞান-তিমিরে আচ্ছন্ন রহিয়াছে—ব্রহ্মজ্ঞানের অভাবে প্রকৃত উৎসবের অভাবে ব্রহ্মোৎসবের অভাবে তাহাদের জীবন মৃতসমান হইয়া রহিয়াছে। আজ এই উৎসবের দিনে, তাহাদের জন্য মন কেমনই ব্যাকুল হইতেছে—ভাবিতেছি কত দিনে সেই শুভ দিন উদয় হইবে, যখন সমুদয় ভারতবাসী এক-হৃদয় হইয়া ব্রহ্মোৎসব-ক্ষেত্রে

অবতীর্ণ হইবে। যখন সকলে ভারতের উৎসব দিনের ব্রহ্ম মুহূর্ত্তে, একমেবাদ্বিতীয়ং উচ্চারণ করিয়া ভারতকে বিকম্পিত করিবে। যখন গৃহে গৃহে ব্রহ্ম-পূজার আয়োজন হইবে—যখন তাঁহার স্তব স্তুতিতে আকাশ পূর্ণ হইবে। যখন ব্রহ্ম-সংগীতের ধ্বনিতে গৃহ দ্বার উদ্যান কানন গিরি কন্দর মধুময় হইবে,যখন সকলে ব্রহ্মপরায়ণ এবং ভক্তিতে তদ্গত-প্রাণ হইয়া বলিতে থাকিবে,

"ধন্য ধন্য ধন্য আজি, দিন আনন্দকারী,
সবে মিলে তব সত্য ধর্ম্ম ভারতে প্রচারি।
হৃদয়ে হৃদয়ে তোমারি ধাম, দিশি দিশি তব পুণ্য নাম,
ভক্ত জন সমাজ আজ, স্তুতি করে তোমারি॥
নাহি চাহি ধন জন মান, নাহি প্রভু অন্য কাম,
প্রার্থনা করে তোমারে, আকুল নর নারী॥
তব পদে প্রভু লইনু শরণ, কি ভয় বিপদ কি ভয় মরণ,
অমৃতের খনি পাইনু যখন,জয় জয় তোমারি।"

হে দেব! তোমার কৃপা ভিন্ন সে শুভ দিন কি প্রকারে উদয় হইতে পারে? আমরা অতি দুর্ব্বল কৃপাপাত্র, আমাদের এমন কি পুণ্য-বল জ্ঞান-বল যে তদ্দ্বারা আমরা দেশব্যাপী ব্রহ্মোৎসব প্রবর্ত্তন করিতে পারি। তোমার কৃপাই আমাদের সর্ব্বস্ব। তুমি ভারতের প্রতি এমন কৃপা কর যাহাতে শীঘ্র তাহার সেই শুভ দিন উপস্থিত হয়।

নাথ! আজ উৎসবের দিনে তোমার কিরণ-স্পর্শে যেমন অনুপম আনন্দ লাভ করিতেছি—তোমার প্রেম-মুখ দেখিয়া যেমন জ্ঞান-নেত্রকে সফল করিতেছি, চির দিন যেন এই প্রকারে তোমাকে চক্ষে চক্ষে রাখিতে পারি—আজ যেমন হৃদয়-সিংহাসন আলো করিয়া বসিয়া আছ—আর কখন যেন ইহাকে শূন্য ও বিষাদপূর্ণ দেখিতে না হয়, আজ যেমন তুমি আমাদিগকে তোমার অভয় ক্রোড়ে অমৃতময় ক্রোড়ে স্থান দিয়াছ—কৃপা করিয়া আর কখন আমাদিগকে পরিত্যাগ করিও না। আমরা যে তোমার—তুমি যে আমাদের, তুমি আমাদের হৃদয়ে আর আমরা তোমার হৃদয়ে। তোমাকে লাভ করাই আমাদের উৎসব, তুমি এই উৎসবে ভারতের মুখ পৃথিবীর মুখ উজ্জ্বল কর। তোমার নিকটে আমাদের এই নির্ম্মল কামনা, তুমি তাহা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

রাগিণী মিশ্র—ঝাঁপতাল।

হাতে লয়ে দীপ অগণন চরাচর কার
সিংহাসন নীরবে করিছে প্রদক্ষিণ?
চারি দিকে কোটি কোটি লোক, লয়ে
নিজ সুখ দুঃখ শোক,চরণে চাহিয়া চিরদিন।
সূর্য্য তাঁরে কহে অনিবার "মুখ পানে
চাহ একবার, ধরণীরে আলো দিব আমি।"
চন্দ্র কহিতেছে গান গেয়ে, "হাস প্রভু
মোর পানে চেয়ে, জ্যোৎস্না সুধা বিতরিব
স্বামি।"

রাগিণী দেশ—তাল আড়াঠেকা।

অনিমেষ আঁখি সেই কে দেখেছে,
যে আঁখি জগত পানে চেয়ে রয়েছে।
রবি শশি গ্রহ তারা, হয় নাক দিশে হারা,
সেই আঁখি পরে তারা আঁখি রেখেছে।
তরাসে আঁধারে কেন কাঁদিয়া বেড়াই,
হৃদয়-আকাশ পানে কেন না তাকাই।
ধ্রুব-জ্যোতি সে নয়ন জাগে সেথা অনুক্ষণ,
সংসারের মেঘে বুঝি দৃষ্টি ঢেকেছে।

দক্ষিণী সুর—তাল একতালা।

অন্তরতম সখা
অন্তরে দেহ দেখা।

আমি যে তোমা-হারা
ভ্রমিতেছি একা।
"কোথা প্রভো, কোথা প্রভো,
কোথা তুমি"
ডাকিছে দিবানিশি,
তবুও কি এ দীন জনে
দেবেনাগো দেখা?
এসো প্রভো, এসো প্রভো,
এসো এসো।
হা! নাহি যে সাড়া।
রজনী এল,
দিন যে গেল
মিছে চলে।
থেকোনা থেকোনা দূরে,
শরণ দেও হে চরণতলে,
তোমা বিহনে গো
হিয়া দহে সন্তাপে।

কর্ণাট ভজন—তাল একতালা।

সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে
শোন শোন পিতঃ।
কহ কানে কানে শুনাও প্রাণে প্রাণে
মঙ্গল বারতা।
ক্ষুদ্র আশা নিয়ে, রয়েছে বাঁচিয়ে,
সদাই ভাবনা—
যা কিছু পায় হারায়ে যায়
না মানে সান্ত্বনা।
সুখ আশে দিশে দিশে
বেড়ায় কাতরে—
মরীচিকা ধরিতে চায়
এ মরু প্রান্তরে।
ফুরায় বেলা, ফুরায় খেলা
সন্ধ্যা হয়ে আসে,
কাঁদে তখন আকুল মন
কাঁপে তরাসে।
কি হবে গতি, বিশ্ব পতি,
শান্তি কোথা আছে।
তোমারে দাও, আশা পূরাও
তুমি এসো কাছে।

শান্তোদান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ।

ধর্ম্ম কি? আপনার প্রতি অন্যের প্রতি ঈশ্বরের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করাই ধর্ম্ম। শাস্ত্রকারেরা এই ধর্ম্মের পথকে শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় অতি দুর্গম করিয়া বলিয়াছেন। ইন্দ্রিয়াসক্ত বিলাস-পরায়ণ দুর্ব্বল-চিত্ত ব্যক্তিগণ এ পথের পথিক হইতে পারে না। এ পথে চলিতে হইলে আধ্যাত্মিক বল প্রয়োগ করিতে হয়। সেই বল প্রয়োগেই আত্মার স্বাস্থ্য জন্মে। সেই স্বাস্থ্য হইতেই শান্তি লাভ হয়। শান্তিই ধর্ম্মের পুরস্কার। দুরারোহ ধর্ম্মাচলে আরোহণ করিতে হইলে, আপাততঃ ক্লেশ হয় বটে, কিন্তু একবার উঠিতে পারিলে ইহার উপরিস্থ স্নিগ্ধ সমীরণ সেবনে অপার আনন্দ লাভ হয়। নিশ্চেষ্ট জড়প্রায় উৎসাহহীন মলিন হীনচেতা দুর্ব্বল লোক কি ধর্ম্ম সাধন করিতে পারে? ধার্ম্মিক আধ্যাত্মিক রাজ্যে বীরের ন্যায় সঞ্চরণ করেন। তিনি নির্ভীক নিঃশঙ্ক চিন্তাশীল ও ব্রতপরায়ণ। তিনি কি প্রবৃত্তি-স্রোতে তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যান? প্রতিস্রোতে যাইতে যে বলের প্রয়োজন তিনি সেই বল সঞ্চয় ও প্রয়োগ করেন

সুচতুর প্রহরী যেমন সতর্কভাবে দুর্গ রক্ষা করে, তিনি তেমনি সাবধানের সহিত আত্মরক্ষা করেন। পাছে কোন দোষ কোন ত্রুটি কোন পাপ আত্মাকে স্পর্শ করে, তার জন্য তিনি পূর্ব্ব হইতেই উপায় অবলম্বন করেন। তিনি নিমেষের নিমিত্তও আত্ম-বিস্মৃত নহেন। তিনি যত্নের সহিত আত্মানু-

সন্ধান করেন। হৃদয়ের মধ্যে কোথায় কোন্ দোষ কি ত্রুটি কি পাপ কেমন অবস্থায় আছে তাহা তিনি তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সহিত অনুসন্ধান করেন। তিনি আপনাকে মার্জ্জনা করেন না; তিনি আত্মদোষে অন্ধ নহেন। জানিয়া শুনিয়া তিনি পাপরূপ কাল সর্পকে হৃদয়ে স্থান দেন না। তিনি শান্তির প্রার্থী, পাপ শান্তির বিরোধী—এপ্রকার পাপ স্মরণেও তাঁহার হৃৎকম্প উপস্থিত হয়, তিনি সতত ইহা হইতে দূরে থাকিতে হৃদ্গত চেষ্টা করেন।

তিনি আপনার দুঃখের কারণ আপনি হন না। যে আপনার দুঃখের কারণ আপনি হয়, সে আত্মঘাতী—তিনি আত্মঘাতী হইতে পারেন না। তিনি অমৃতের প্রার্থী।

ধার্ম্মিক ব্যক্তি জানেন আত্মপর সকলেতেই সুখ দুঃখ সমান। ইহা জানিয়া তিনি অন্যের সহিত ব্যবহারকালীন অত্যন্ত সাবধান হয়েন। পাছে আপনার কথায়—ভাবে ভঙ্গীতে ও ব্যবহারে অন্যে ব্যথিত হন—সে দিকে তিনি বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। তিনি নি[illegible]। তিনি প্রমত্তের ন্যায় কথা কহেন না। যে কথায় পরনিন্দা বা আত্মপ্রশংসা প্রকাশ পায় তাহা তিনি পরিহার করিবার অভ্যাস করেন এবং যতক্ষণ না তাহা ভাল করিয়া অভ্যাস করিতে পারেন, ততক্ষণ তাঁহার সুখ শান্তি নাই। তিনি ভাল জানেন যে একটি কথায় এক জনের আমোদ, আর হয় ত অন্যের তাহাতে মৃত্যু। তিনি মন বশীভূত করেন—তিনি জিহ্বা শাসন করেন। তিনি অসাবধান হইয়া হাস্য পরিহাস, বা কৌতুকও করেন না। তিনি ক্রীড়ার সময়েও সাবধান হইয়া ক্রীড়া করেন। চিত্তসংযম বাক্যসংযম করাই তাঁহার ব্রত। কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া অন্যকে লক্ষ্য করিয়া তিনি কোন কথা বলেন না। যে পরের অর্থ অপহরণ করে সে অত্যন্ত ঘৃণিত, আর যে অন্যের যশোহানি করে সে তাহা অপেক্ষাও ঘৃণিত। ধার্ম্মিক ব্যক্তি এ প্রকার গর্হিত কার্য্য হইতে বহুদূরে থাকেন। তিনি কাহার সুখের পথে কণ্টক হয়েন না বরং সহায় হন। তিনি পরের দুঃখে দুঃখী—পরের দুঃখ মোচন করিতে তাঁহার বিশেষ আনন্দ। অন্যের শোকাশ্রু বিমোচন করিতে পারিলে তিনি আপনার হস্তকে পবিত্র জ্ঞান করেন। তিনি সকলকে উদার ও প্রেম-দৃষ্টিতে দেখেন। তাঁহার হৃদয় মধুময় বাক্য মধুময় এবং কার্য্যও মধুময়। সেই সংযতেন্দ্রিয় ধার্ম্মিক আপনার ও অন্যের প্রতি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া প্রশান্ত ভাব ধারণ করেন। তাঁহার প্রশান্ত আত্মা ঈশ্বরের প্রিয় নিকেতন। প্রেমস্বরূপ ঈশ্বরের সুন্দর মুখজ্যোতি তাহাতে কি বিশদরূপেই পতিত হয়! সেই জ্যোতি তাঁহার হৃদয়কে আলোকিত ও মুখমণ্ডলকে প্রফুল্ল করে। এই অন্ধকার সংসারে সেই জ্যোতিই তাঁহাকে পথ প্রদর্শন করে। সকল অবস্থা সকল স্থান ইহার প্রভাবে তাঁহার অনুকূল হইয়া উঠে। ব্রহ্মপূজাই তাঁহার জীবনের লক্ষ্য, অন্যান্য কার্য্য উপলক্ষ্য মাত্র। তিনি সর্ব্বদাই পবিত্র থাকেন। অপবিত্র হইলে, পাছে পবিত্রস্বরূপ ঈশ্বরকে স্পর্শ করিতে না পারেন, পাছে তাঁহার প্রেমমুখ দর্শনে বঞ্চিত হয়েন. ইহার জন্য তিনি সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকেন। সেই অতি আদরের ধনকে তিনি অতি আদরের সহিত হৃদয়ে রক্ষা করেন। কোথায় যাইলে কেমন করিয়া থাকিলে তাঁহাকে ভাল করিয়া উপভোগ করিতে পাইবেন, ইহার জন্যই তিনি ব্যস্ত ও ব্যাকুল। অমৃতস্বরূপ ঈশ্বরের জন্যই তাঁহার পিপাসা। সেই প্রেমস্বরূপের প্রেম-গান তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবা মাত্রই তাঁহার চক্ষু হইতে ধারাবাহী প্রেমাশ্রু

বহিতে থাকে। ধন্য সে হৃদয় যাহার উপর দিয়া ইহা প্রবাহিত হয়। তিনিই ধন্য, তিনিই প্রকৃত ধার্ম্মিক, যিনি এই প্রকারে আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া আপনাকে সংশোধন ও পবিত্র করেন, ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া দুর্জ্জয় বল লাভ করেন, এবং সেই বলে বলীয়ান্ হইয়াই অতি কঠোর ধর্ম্ম সাধনেও কৃতকার্য্য হন। যিনি কোন প্রাণীকে পীড়া না দিয়া অল্পে অল্পে ধর্ম্ম সঞ্চয় করেন, সকল মনুষ্যকে আপনার ন্যায় জ্ঞান করিয়া ভাল বাসেন, এবং স্নেহের আকর প্রেমের সাগর পরমেশ্বরের প্রীতিতে নিমগ্ন হইয়া স্তব্ধ ভাবে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন, মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাহার আত্মায় স্বর্গের সমীরণ প্রবাহিত হইতে থাকে। সে সমীরণ কি স্নিগ্ধ! প্রকৃত ধার্ম্মিক ভিন্ন, হায়! কে তাহা অনুভব করিতে সমর্থ হইবে।

ব্যাখ্যান-মঞ্জরী।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ব্যাখ্যানমূলক পদ্য।

ত্রয়োদশ ব্যাখ্যান।

সৃষ্টি নাহি যবে, কিবা ছিল তবে? সৃষ্টির কারণ যিনি।
আপন ইচ্ছায়, বিশ্ব-সমুদায়, সৃজিলেন একা তিনি॥

ছিল অন্ধকার, চৌদিকে বিস্তার,
জগৎ না ছিল যবে।
ধরণী তপন, গ্রহ তারাগণ,
না ছিল কিছুই তবে॥
সে আঁধার মাঝে, দেখ কে বিরাজে?
অনাদি পুরুষ যিনি।
সৃষ্টির পূরবে, কিছু নাহি যবে,
তখনো ছিলেন তিনি॥
যদি নিভে রবি, শশাঙ্কের ছবি,
তারাগণ পায় লয়।
তবু জ্যোতিঃ তাঁর, মহিমা অপার,
সমান ভাবেতে রয়॥
সৃষ্টির আগেতে, সংকল্প রূপেতে,
এ জগৎ তাঁতে ছিল।
ইচ্ছা হ'ল তাঁর গেল অন্ধকার,
এই বিশ্ব উদ্ভবিল॥
চির নিশা পর, নবীন সুন্দর,
দিবাকর কি উদিল।
কি আশ্চর্য্য শোভা, জগমনোলোভা
কোথা হতে সে আসিল॥
সে নব উদার, ভাব চমৎকার
দর্শ দিল কি ভাতিল।
নবীন গগন, নবীন তপন
সুবরণে কি সাজিল॥
ধরা রবিকর, পেয়ে মনোহর
পাইলেক যেন প্রাণ।
হিমানী গলিল, কঠিন হইয়া,
দিল জীবে বাসস্থান॥
ছিল বাষ্প যত, হ'ল পরিণত,
সাগর প্রভৃতি জলে।
জীব দলে দলে, কিবা জলে স্থলে,
বিহরিল কুতূহলে॥
ধন ধান্য ফলে, সুখাদ্য সকলে,
বসুমতী হ'ল ভরা।
সুবাস সুন্দর, কুসুম নিকর,
করে তারে মনোহরা॥
ভ্রমণে মগন, ধরণী তপন,
ভ্রমে নিজ সহচরে।
তপন বেষ্টন, করে অনুক্ষণ,
না জানে কেন বা করে॥
দেখ এ তপন, অযুত যোজন,
ধরা হ'তে ব্যবধান।
তাহার সহিত, সম্বন্ধ যোজিত,
কে করিল সমাধান?
কার এ যোজনা, কাহার রচনা,
এ জগৎ মনোহর?

কার ইচ্ছামত, চলে অবিরত,
  সমুদায় চরাচর ?
যিনি জ্ঞান-ঘন, সকল কারণ,
  এ সৃষ্টি তাঁহারি হয়।
গগনে গগনে, অযুত তপনে,
  তাঁর নাম সবে কয় ॥
পর্ব্বত তাঁহার, মহিমা অপার,
  ঊর্দ্ধ মুখে গান করে।
নদ নদী সবে, সুমধুর রবে,
  সেই তান কিবা ধরে ॥
করিয়া সৃজন, করেন রক্ষণ,
  সবে তিনি বিধিমতে।
অন্ন সুখ প্রাণ, বল বুদ্ধি জ্ঞান,
  আমাদের তাঁহা হ'তে ॥
মোরা শিশু যবে, তিনি দেন তবে,
  পীযূষ মাতার স্তনে।
করিতে চর্ব্বণ, হলে প্রয়োজন,
  ক্রমে দেন দন্তগণে ॥
রোগে পড়ি যবে, তিনি দেন তবে,
  রোগের ঔষধ কত ;
দয়ায় তাঁহার, মোরা বারে বার,
  সুস্থ হই মনোমত ॥
বিপদে পড়িয়া, কাতর হইয়া,
  ডাকি তাঁরে প্রাণভরে।
তাঁহার আশ্রয়, শরণ অভয়,
  দেন তিনি অকাতরে
পাপেতে মলিন, হয়ে দীন হীন,
  তাঁহার দ্বারেতে যাই।
অনুতাপ বারি, পাপ তাপ হারি
  তাঁহার নিকট পাই ॥
পাপে কাঁদি যবে, দয়াময় তবে,
  হৃদি ধামে দেখা দিয়া।
দেখান তাঁহার, অমৃতের দ্বার,
  যাহে [illegible] জুড়ায় হিয়া ॥
মলিন আত্মার, তিনিই উদ্ধার,
  করিছেন সুকৌশলে।

কতই ঘটনা, করেন প্রেরণা,
  মোহ যায় তার গলে ॥
সহায় শরণ, বিপত্তি ভঞ্জন,
  আমাদের তিনি হন।
কিসে তবে ভয়, কি অভাব রয়,
  পেলে সেই সম্পূরণ ?
জীবনের ভোগ, যবে উপভোগ
  কর—তাঁরে স্মর মনে।
সে ভোগ নিচয়, কি পবিত্র হয়,
  যদি ভুঞ্জ তাঁর সনে ॥
বিষম বিপদ, দেয় তাঁর পদ,
  যদি তাহে ডাক তাঁরে।
হয় ত বিপদ, পরম সম্পদ,
  তাঁর কাছে আনিবারে ॥
যত দিন ভবে, এস মোরা সবে,
  তাঁর বলে হয়ে বলী।
হউক সম্পদ্, হউক বিপদ্,
  তাঁহার পথেতে চলি ॥
তাঁরে পেয়ে যদি, হেথা নিরবধি,
  বিষয়ে মোহিত হবে।
মৃত্যু পর পারে, কেমনে তাঁহারে,
  লইয়া আনন্দে রবে ?
বিহঙ্গ নিকরে, দুই পক্ষ ভরে,
  উঠিছে আকাশ পরে।
তেমতি সুখেতে, অথবা দুঃখেতে,
  তাঁহাতে নির্ভর করে ॥
চলিব যথায়, হৃদয় জুড়ায়,
  অমৃতের নিকেতনে।
যথা প্রেম দাতা, অমৃত বিধাতা,
  ডাকিছেন যোগীগণে ॥
কি তাঁর আহ্বান, শুন দিয়া কান,
  বলিছেন যে বচন।
তাঁর সঙ্গে থাক, তাঁরে সদা ডাক,
  ধন্য হবে এ জীবন ॥
দেখ তাঁর সনে, জীবন যাপনে,
  আত্ম-বল কিবা হয়।

লক্ষ্য মাত্র, সেইরূপ সত্ত্বগুণের প্রাদুর্ভাবই সৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্য, রজস্তমোগুণের সাহচর্য্য তাহার কেবল উপলক্ষ্য মাত্র। রজস্তমোগুণের ঘাত-প্রতিঘাত ভিন্ন সত্ত্বগুণের প্রকাশ সম্ভবে না ইহারই জন্য ত্রয়ীর প্রয়োজন। দীপ বলিবা মাত্র আমাদের লক্ষ্য দীপ-শিখার প্রতিই সর্ব্বাগ্রে ধাবিত হয়, তাহার যে সঙ্গী দুটি—তৈল এবং বর্ত্তিকা, উভয়ের কাহারও প্রতি মনে হয় না; অতএব সৃষ্টি বলিবামাত্র পরমাত্মার প্রতিচ্ছবি যে সত্ত্বগুণ তাহারই প্রতি আমাদের চক্ষু পড়িবে ইহাতে আর বিচিত্র কি? সত্ত্বগুণ শুদ্ধ যে কেবল প্রকাশ-ধর্ম্মী তাহা নহে তাহাতে তাহা আনন্দধর্ম্মীও বটে, সদিচ্ছা-ধর্ম্মীও বটে, সকল শাস্ত্রেরই এইরূপ অভিপ্রায়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে জ্ঞান হইতে প্রেম এবং প্রেমকে [illegible] করিলে [illegible] পুনর্ব্বার বলিতেছি যে, সেখানে যে কোন গুণের কথা উল্লেখ করিয়াছি [illegible] সেইখানেই [illegible] প্রেম এবং [illegible] পরিমাণ বিশেষে [illegible] বুঝিতে হইবে। অতএব ইহা যেন সকলের মনে থাকে, যে সুপরিস্ফুট প্রজ্ঞা, আদর্শ এবং সদিচ্ছাপূর্ণ।

অহংভাব।—

জীবের ত্রিগুণাত্মক পরিমিত অহংভাবকে লক্ষ্য করিয়াই অহংভাব এই শব্দ ব্যবহার করা যাইতেছে। পরমাত্মার ত্রিগুণাতীত অচিন্ত্য অনন্ত অহংভাব আমাদের বুদ্ধির অগোচর সুতরাং বচনের অতীত। যথা সময়ে যথানিয়মে সমুদায় সত্ত্বগুণ অভিব্যক্তি লাভ করিবে, এমন যে একটি বীজ প্রকৃতি আপনার গর্ভে ধারণ করিতেছে, তাহাই প্রজ্ঞা, এবং সেই প্রজ্ঞা বীজের শস্য অভিব্যক্তিই অহংভাব—এই জন্য অহংভাব বাক্যি শব্দের দ্বারা সাংখ্যদর্শন জীবাত্মাকে অহংভাব হইতে ভিন্ন স্বতন্ত্র একটি তত্ত্ব বলিয়া ধরিয়াছেন। কিন্তু আমরা অহংভাবকেই জীবাত্মা বলি; সাংখ্যদর্শন জীবাত্মাকে ত্রিগুণাতীত বলিয়াছেন আমরা পরমাত্মাকেই ত্রিগুণাতীত বলি। আমরা যেখানে পরমাত্মা বলিতেছি, সাংখ্যদর্শন সেই খানে অনন্ত [illegible] রাখিয়া জীবাত্মা বলিতেছেন, এই জন্য আমরা সাংখ্যের মতে সম্পূর্ণ মত দিতে পারি না।

বৃক্ষের বীজকে মনে কর যেন সত্ত্বগুণ, জল বায়ুকে মনে কর যেন রজোগুণ, এবং মৃত্তিকাকে মনে কর যেন তমোগুণ। বীজ প্রথমে মৃত্তিকা এবং জলের সহিত মিশিয়া মিশিয়া এক হইয়া [illegible] যেন, তাহাই সত্ত্বরজস্তমোগুণের সাম্যাবস্থা। কিয়ৎকাল পরে বৃক্ষ যখন উৎপন্ন হয়, তখন তাহাতে বীজেরও অংশ আছে, মৃত্তিকারও অংশ আছে, জল বায়ুরও অংশ আছে ইহা নিঃসংশয়; তাহার পর বৃক্ষের যখন চরম অভিব্যক্তি হয়, তখন উক্ত তিন অংশই সমবেত হইয়া ভবিষ্যৎ বীজাকারে কিম্বা শস্যাকারে পরিণত হয়। প্রকৃতির মধ্যে পরমাত্মার অগ্রপ্রকাশ যে বীজরূপী সত্ত্বগুণ তাহাই প্রজ্ঞা; সেই প্রজ্ঞার শস্যরূপী অভিব্যক্তিই অহংভাব।

এক বীজ যেমন নানা শস্যে পরিণত হয় সেইরূপ এক প্রজ্ঞা নানা অহংভাবে পরিণত হয়। এ জন্য জনে জনে অন্যান্য নানা প্রকার প্রভেদ সত্ত্বেও, সকলেই যে এক প্রজ্ঞা ছাঁচে গঠিত, ইহার অন্যথা দেখা যায় না।

জীবাত্মা যদিও অনেক কিন্তু সকলের মূল স্থান—প্রকৃতির অভ্যন্তরে (ঐশী শক্তির অভ্যন্তরে) একীভূত রহিয়াছে; সকল জীবাত্মার মধ্যে মূলের এই যে একাত্মভাব ইহা পরমাত্মারই প্রতিচ্ছবি-ইহাই মহান্ আদর্শ—ইহাই প্রজ্ঞা। অপিচ ত্রিকালজ্ঞ পরমাত্মার নিকট অনন্ত ভবিষ্যৎ কাল একই বর্ত্তমান কাল। এজন্য প্রকৃতির মধ্য হইতে, সকল জীবাত্মার সমষ্টিস্বরূপ যে, এক পূর্ণ-প্রজ্ঞ মহান্ আদর্শ অনন্ত ভবিষ্যৎ কালে উদ্ভাসিত হইবে, পরমাত্মার নিকট তাহা পূর্ব্ব হইতেই উদ্ভাসিত হইয়া রহিয়াছে। সেই মহান্ আদর্শকে লক্ষ রাখিয়া চলা সকলেরই কর্ত্তব্য; কিন্তু ইহা যেন মনে থাকে যে, কোন জীবাত্মাই পরিমিত কালের মধ্যে সে আদর্শের স্থলাভিষিক্ত হইতে পারিবেন না; তবে যদি কল্পনাতেও এরূপ কদাচিৎ সম্ভবে যে, অনন্ত ভবিষ্যৎ কাল কোন সময়ে বর্ত্তমান হইয়াছে, তবেই বলা যাইতে পারে যে, সেই সময়ে সকল জীবাত্মা একাত্মা হইয়া সেই মহান্ আদর্শের স্থলাভিষিক্ত হইবে। কিন্তু বাস্তবিক এই যে, ত্রিকালাতীত পরমাত্মার ত্রিকালজ্ঞ দৃষ্টিতেই সৃষ্টির সেই চরম আদর্শ বর্ত্তমান রহিয়াছে,—এবং তিনি স্বয়ং সেই আদর্শের স্থলাভিষিক্ত হইয়া প্রকৃতির অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন, কোন সৃষ্ট জীব সে মহান্ আদর্শে পৌঁছিতে পারে না। পরমাত্মা প্রকৃতির আদ্যন্ত অন্তর্বাহ্য সমস্ত ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছেন।

এতক্ষণ যে বিষয়ের মীমাংসা করিলাম, তাহার তাৎপর্য্য কি—উদ্দেশ্য কি—ফল কি—ইহা জানিবার জন্য অনেকে উৎসুক হইতে পারেন। ফল-নিরপেক্ষ হইয়া সত্যের আলোচনা করা কতক দূর পর্য্যন্তই শোভা পায়—শুধু শোভা পায় কেন—নিতান্তই আবশ্যক। কিন্তু তাহার পরক্ষণে এমনি একটি সময় উপস্থিত হয় যে, আর ফলের প্রতি উদাসীন থাকিলে চলে না। সত্যের অবয়বগুলিকে পরস্পর বিযুক্ত করত

এক-একটি করিয়া ক্রমান্বয়ে আলোচনা করা যে সময়ে আবশ্যক, সে সময়ে ফল জিজ্ঞাসা করা নিতান্ত নির্ব্বোধের কার্য্য। কিন্তু যখন সত্যের অবয়ব-গুলি পৃথক্ পৃথক করিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছে, তখন একটু থামিয়া দাঁড়াইয়া দেখা উচিত যে, বিভিন্ন অবয়ব গুলির আগাগোড়া সকল কুড়াইয়া কি পাওয়া যায়—অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলি জোড়া দিলে ফলে কি দাঁড়ায়;—ফল কি—তাৎপর্য্য কি—উদ্দেশ্য কি—এ সকল প্রশ্ন তখনই কেবল শোভা পায়; তাহার পূর্ব্বে তাহার প্রসঙ্গও মুখে আনিতে নাই।

এ পর্য্যন্ত যাহা বলিলাম, সমস্ত একত্র করিলে ফলে এই রূপ দাঁড়ায়;—

পরমাত্মার মঙ্গল ইচ্ছা, অথবা শুভ আশীর্ব্বাদ, প্রকৃতির মধ্যে দিয়া সমুদায় জীবাত্মার সঙ্গম স্থলে (জ্ঞান-নদীর সাগর-সঙ্গম স্বরূপ, মনুষ্যত্বের চরম অবস্থা স্বরূপ) প্রজ্ঞাতে, চির প্রবাহিত রহিয়াছে। তথা হইতে সমস্ত জগতের প্রতি ব্যক্তিতে, প্রতি অহংভাবেতে, প্রবাহিত হইতেছে। কোন অহঙ্কারাভিমানী ব্যক্তি এরূপ মনে করিতে পারেন যে, ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছা কেবল আমাতেই কেন্দ্রীভূত রহিয়াছে, কিন্তু তাহা নিতান্ত অযুক্তি তাহাতে আর সংশয় নাই। সত্য এই যে, তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছা এক জন বা দুই জনেতে সংকুচিত নাই,—প্রত্যুত সকল জীবাত্মার সঙ্গম-স্থলে কেন্দ্রীভূত রহিয়াছে; সকল জগতের যেখানে ঐক্যভাব সেই স্থানেই পুঞ্জীভূত রহিয়াছে। আমরা অহঙ্কারের বিপরীত পথ অবলম্বন পূর্ব্বক প্রজ্ঞাদ্বারে উপনীত হইলে তবেই আমরা তাঁহার সেই আশীর্ব্বাদে পরিপ্লুত হই, রোগ শোক মোহ হইতে নিষ্কৃতি পাই, পরম পুরুষার্থ লাভ করি।

প্রজ্ঞার নিম্নে অহংভাব, প্রজ্ঞার উর্দ্ধে প্রকৃতি (ঐশী শক্তি,) এবং পরমাত্মা। ইহার তাৎপর্য্য এখন আর অপ্রকাশ থাকিতে পারে না। সে তাৎপর্য্য এই,—প্রকৃতির উর্দ্ধে পরমাত্মার পিতৃভাব, এবং প্রকৃতির মধ্যে আত্মা-সমস্তের ভ্রাতৃভাব, দুয়েরই প্রতি যেন আমাদের দৃষ্টি থাকে। পরমাত্মা কোন বিশেষ ব্যক্তির প্রতি পক্ষপাতী, ইহা বলিলে আত্মা সমস্তের মধ্যে যে পরস্পর ভ্রাতৃ-ভাব আছে তাহার বিপক্ষে বলা হয়; আর যদি সাংখ্যের মতানুসারে প্রজ্ঞাবিশিষ্ট প্রকৃতিকে পরব্রহ্ম জ্ঞান করা যায়, তাহা হইলে নিরপেক্ষ সত্যের স্থলে আপেক্ষিক সত্যের অধ্যারোপ করা হয়। যদিও সাংখ্য-মতের সহিত আমাদের এই রূপ অনৈক্য, কিন্তু ইহা আমি সাহস করিয়া বলিতে পারি (সময়ান্তরে প্রমাণও করিব) যে, আমাদের দেশের প্রধান প্রধান তত্ত্বজ্ঞান-শাস্ত্রের ভিতরকার ভাব যাহা, তাহাই আমি বলিয়াছি। এক্ষণে অনুলোম পদ্ধতির অবশিষ্ট পথ অতিবাহন করা যাউক্।

ইণ্ডিয়ান মিসেঞ্জার হইতে উদ্ধৃত।

ALONE WITH THE SOUL

THE atmosphere of the mind must be calm and transparent in order that the rays from heaven may shine upon it. Before the soul can find her consort, she must part company with vain shows. That is the truly auspicious hour of life which reveals, as with a lightning flash, the gulf separating me from my companions, which makes the mind feel its own isolation amid the crowd and tells me that I stand alone in this world. Such a sense of destitution sends a pang through the heart, as I feel that the beloved faces are not truly my own; but it is the agony that leads the spirit towards the Infinite. The search after the Infinite begins only when the Finite has wearied us or abandoned us. The joy of a wedding is ever attended by a shedding of tears between the bride and the companions of her childhood: and so is it at the wedding of the soul with the Supreme. We have to dismiss petty likings and low thoughts that there may be room in the heart for the advent of God. Life is an apprenticeship, and a sore one, and the greatest truth in which we are here instructed is, that we wander lonely and companionless until we feel ourselves in the presence of God. The sum total of life's experience: the centre to which all our knowledge, all the sadness of unsatisfied longing, all the weariness of satiety, converges, is that the aspiration which animates us can be satisfied by God alone: all else falls short of it: in the innermost depths of the soul we cherish, unconsciously and in silence, a secret Ideal, a dim pattern of the unseen Infinite, which persists in us, and which makes us despise the limited and the material. It is a thick veil that shrouds the celestial standard of love and beauty dwelling within us, the pearl of great price mixed up with low emotions and defiling fancies: but there is an intrinsic radiance belonging to that pearl which no dust-

clouds can quench. Dim visions come to us from time to time, the light of the Divine travels to our eyes through the medium of the sublime and the beautiful in Nature; and these visions of a Somewhat that eclipses all the definite perceptions of this world, these glimpses of a Somewhere that alienates the heart from our earthly abode, keep us alive, they sustain us through our trials and disappointments with a sense that there is an infinite prospect in store for us.

The so-called pleasures of life have their chief value in the lesson they impart to us, through sadness and disappointment, that they are not what we inwardly long for. The Ideal is the supreme test which we apply to all things that we meet, in the light of which we judge this world and repudiate it. I would rather have my Ideal intact though the petty resources within my immediate reach should fail and [illegible] me, than consent to come to terms with [illegible] that promised easy fruition. [illegible] the seed of heroism and of [illegible], it is here that the seer and the poet rise above the common level: the Ideal [illegible] vividly in view, it is sought unceasingly through a succession of failures, till at last [illegible] begins to find [illegible] beyond the [illegible] begins to [illegible] with [illegible] and sound of Nature. [illegible] the outward frame of things and [illegible] with the indwelling radiance that animates and sustains all. A new region of unfathomable meaning gradually unfolds itself before the thirsty spirit, a new joy which knows no satiety, a new beauty the end of which we can never see, lifts up our little horizon, and points the way heavenward. To journey in this direction, to cling to the Ideal with perseverance, we require to realise our loneliness and the transient character of our earthly festivities. Before we can catch glimpses of the Infinite, we must persist in refusing admittance to the Finite, or [illegible] make the soul so large and lofty that the Finite could not contain it. It is the [illegible] of the human soul that makes [illegible] wretched and forlorn in this world: the heart that is tempted by the infinite, cannot find satisfaction in the wealth which satisfies us, the vulgar herd. It is the great ones that are the sufferers: they suffer because they cannot rest content with what they easily find. But this wretchedness is the condition that prepares us for the reception of the Eternal: this suffering and discontent is but a temporary and preliminary state introducing us to the Supreme Presence. We ascend heavenward through a series of successive disappointments. The road to the great Affirmation lies through countless negations: the Everlasting Yea is girt about by denials. The man that has caught sight of the secret of life, has had to pass over a weary path of probations and failures. It is solitude, of body and soul, that makes the eye look inward and see the Ideal planted deep into the soul, the Ideal that transcends the material and draws the heart to God.

নূতন পুস্তক।

ব্রাহ্মধর্ম্ম-গীতা।

১ম প্রকরণ।

শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সুপ্রসিদ্ধ ব্যাখ্যান পদ্যে অনুবাদিত ও মুদ্রিত হইল। এরূপ ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মপ্রেম ও ব্রহ্মযোগ বিষয়ক গ্রন্থ অতি বিরল। ইহা সর্ব্বসাধারণের পাঠোপযোগী করিবার নিমিত্ত আমি সরল পদ্যে অনুবাদিত করিলাম। অল্পজ্ঞ বালক ও অল্পজ্ঞ স্ত্রীলোকেও ইহা বুঝিতে পারিবেন। যাঁহারা ধর্ম্মপিপাসু এই গ্রন্থ পাঠ করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য। ইহা উৎকৃষ্ট কাগজ ও উৎকৃষ্ট অক্ষরে মুদ্রিত এবং সুন্দর বস্ত্রে বাঁধান, ইহার মূল্য ১।০ টাকা ও সামান্য বাঁধান মূল্য ১ টাকা। যাঁহাদের আবশ্যক হইবে তাঁহারা আদি ব্রাহ্মসমাজে অনুসন্ধান করিলেই পাইবেন।

শ্রীপ্রিয়নাথ শাস্ত্রী।

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২০ ফাল্গুন বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের চতুর্ব্বিংশ সাম্বৎসরিক মহোৎসব হইবে।

শ্রীঅম্বিকাচরণ সরকার।
সম্পাদক।

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

বর্দ্ধমান চতুর্ব্বিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজ।

২০ ফাল্গুন রবিবার, ১৮০৫ শক।

আজ এই স্থানে এ কি মনোহর দেব দৃশ্য। যে মর্ত্ত্যলোকে কীট পতঙ্গ পশু পক্ষী জীব জন্তু কেবল আহার বিহার লইয়াই উন্মত্ত; যেখানে কেবল রোগ শোক, জরা মৃত্যুরই একাধিপত্য, সেখানে এ কি দৃশ্যমান হর্ষ উল্লাস, মনোহর আনন্দ উৎসব। যেখানে জীবশ্রেষ্ঠ মনুষ্যজাতি সাধারণতঃ নিরবচ্ছিন্ন বিষয়েরই অনুসরণ করিতেছে, ইন্দ্রিয়-সুখের জন্য দিক্ বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হইয়া প্রধাবিত হইতেছে, যাহারা সামান্যতঃ আপনাপন আশা ভরসা পৃথিবীতেই আবদ্ধ করিয়া অবস্থান করিতেছে, সেখানে——সেই মর্ত্ত্যলোকে এ কি দেবস্পৃহনীয় ব্যাপার। যে পৃথিবীতে মনুষ্যের পাদদ্বয় চির আবদ্ধ রহিয়াছে, যাহার আকর্ষণ প্রলোভন অতিক্রম করিয়া মনুষ্য এক পদও ঊর্দ্ধে গমন করিতে পারে না—শুদ্ধ মনুষ্য কেন, এখানকার নদ-নদী সমুদ্র-সাগর পর্ব্বত-অরণ্য জীব-জন্তু সকলই পৃথিবীর দুর্জ্জয় আকর্ষণে ধরা-পৃষ্ঠেই, আকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে—এমন কি উন্নত গিরির শৃঙ্গ, মেঘের জল, বৃক্ষের ফল, এবং প্রক্ষিপ্ত লোষ্ট্র-খণ্ড পর্য্যন্ত ঊর্দ্ধে [illegible] তাহারা পৃথিবীর [illegible] ধরাতলে নিপতিত হইয়া থাকে সেই অধোলোক নিবাসী মনুষ্যের [illegible] সাহসিক কার্য্য। পৃথিবীতেই [illegible] বাস, পার্থিব উপাদানেই তাহার শরীর [illegible] তাহার অন্ন জল; অথচ আজ [illegible] পৃথিবীর প্রতি বিমুখ হইয়া পার্থিব সুখ সম্পদের প্রতি দৃকপাত না করিয়া সংসারের অতীত, ইন্দ্রিয়ের অগম্য, বিষয় লাভ করিবার জন্য চাতকের ন্যায় ঊর্দ্ধ মুখে অবস্থান করিতেছে।

এই লোকারণ্যের [illegible] একবার চাহিয়া দেখ, যেন সেই প্রার্থিত বিষয় লাভে স্থির-নিশ্চয় হইয়া—সেই আকাঙ্ক্ষিত [illegible] নিকটস্থ দেখিয়া, অব্যাকুলিত চিত্তে, [illegible] ভাবে সকলে অবস্থান করিতেছে। মনুষ্য শরীরে এমন কি পদার্থ নিহিত আছে, যদ্দ্বারা সে পৃথিবীর সহস্র বন্ধন ছেদ করিয়া—পার্থিব সকল আকর্ষণ প্রলোভন অতিক্রম করিয়া দেবলোক ব্রহ্মলোকের প্রতি উত্থিত হইতে পারে? সংসারের প্রতি-

কূলে—বিষয়ের প্রতিস্রোতে গমন করিতে সমর্থ হয়? মানব শরীরে এক অজর অমর আত্মা থাকাতেই মনুষ্যের এই অসামান্য বল বিক্রম! সেই উন্নতিশীল আত্মাতে দেবদত্ত অপরাজিত শক্তি নিহিত থাকাতেই তাহার এত দুর্জ্জয় পরাক্রম! সেই আত্মার বলেই সে পৃথিবীর সকল আকর্ষণ, পার্থিব পদার্থ সমূহের সমস্ত প্রলোভন অতিক্রম করিয়া ধরাপৃষ্ঠে উপবেশন পূর্ব্বক দেব-ভোগ্য বিষয় লাভে স্থির-নিশ্চয় হইয়া এই আনন্দ উল্লাস প্রকাশ করিতেছে। মর্ত্ত্যে থাকিয়া সেই অমৃতের আস্বাদ প্রাপ্ত হইয়া স্বচ্ছন্দে তাহা পান করিতেছে।

শারীরিক সুখসেব্য দ্রব্যাদি প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হইলে, রজত কাঞ্চন প্রভৃতি পার্থিব রত্নরাজি হস্তগত করিতে পারিলে, মনুষ্য অমনি স্ফীত হয়, দাম্ভিক উদ্ধত ও উগ্রস্বভাব হইয়া উঠে, কিন্তু সেই দেব ভোগ্য অমৃত ধন লাভের ফল এখনই সকলে প্রত্যক্ষ কর, যে তাহা মনুষ্যকে কেমন শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু ও সমাহিত করিয়া তুলিয়াছে। এই নশ্বর দেহ যদিও এখানে আত্মার অবস্থান-ভূমি, কিন্তু কোটর-কুলায়-শায়ী বিহঙ্গের পক্ষে যেমন আকাশ—মৎ-স্যের পক্ষে যেমন জল, তাহারদিগের প্রকৃত বিচরণ স্থান, আত্মার পক্ষে তেমনি ধর্ম্ম ঈশ্বরই তাহার সুখদ প্রাসাদ এবং বলদ কর্ম্মক্ষেত্র। পিঞ্জরবদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় আত্মা যতক্ষণ বিষয়ের মধ্যে অবস্থান করে সংসারের মধ্যে আবদ্ধ থাকে ততক্ষণই সে শোকার্ত্ত তাপার্ত্ত মলিন ও ম্রিয়মাণ হইয়া থাকে, ততক্ষণই তাহার স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি উদ্যম, বলবিক্রম আমরা অনুভব করিতে পারি না। যখন সে ধর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়, যখন সে ঈশ্বরের মঙ্গল জ্যোতি দেখিতে পায়, তখনই তাহার দেবভাব, তখনই তাহার স্ববিক্রম দীপ্ত পাইতে থাকে। তখন সেই আত্মার সৌন্দর্য্যের নিকটে সকল সৌ-ন্দর্য্যই প্রভাহীন হইয়া পড়ে। তখন সেই আত্মার বল-প্রতাপের নিকটে সকলের বলবীর্য্য পরাভূত হয়। তখন তাহার উন্ন-তির পথ আর কেহই অবরোধ করিতে পারে না। তখন সে পার্থিব সকল আকর্ষণ তুচ্ছ করিয়া একাদিক্রমে দেবলোক ব্রহ্মলোকের প্রতি ধাবিত হইতে থাকে। তখন সে এই পার্থিব পরিবর্ত্তনশীল ক্ষণভঙ্গুর ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্যে প্রকৃত শান্তিপ্রদ মুক্তি-প্রদ কার্য্যের সূত্রপাত করিয়া আপনি কৃতার্থ হয়, এবং পথহারা নিশাগ্রস্ত ভ্রাতৃগণকে জাগ্রত করিয়া তাহারদিগকে প্রকৃত কল্যাণ-পথে অমৃতসোপানে লইয়া যায়। উপস্থিত ব্যাপারই তাহার প্রমাণস্থল।

সংসার অন্ন-জল ধন সম্পদ এবং বহু-বিধ প্রলোভনীয় বিলাস-দ্রব্য প্রদান করিয়া আর তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না, সে সকলই তুচ্ছ করিয়া বিষয়-সংসারের অতীত পদার্থ লাভ করিবার জন্য—সে সেই অনন্ত কালের উপজীবিকা অনন্ত জীবনের সম্বল সংগ্রহ করিবার নিমিত্তই যত্নবান হইয়া থাকে। সে শোকে অবসন্ন, তাপে বিগলিত, জরা-মৃত্যুতেও ভীত হয় না। সহস্র বাধা-বিঘ্নেও ভগ্ন-উদ্যম সহস্রবার স্খলিতপদ হইলেও তাহাকে নিরাশ হইতে দেখা যায় না।

কাহার বলে আত্মার এত বল? কাহার উত্তেজনায় তাহার এত অপরাজিত উদ্যম উৎসাহ যে, যে পৃথিবী হইতে তাহার শরীর, যে পৃথিবীতে তাহার অন্নজল, যে ধরাপৃষ্ঠে অবস্থান করিয়া সে সুখ স্বচ্ছন্দে লালিত পালিত হইয়া থাকে, সেই পার্থিব সুখ-সম্পদের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, পৃথি-বীর সকল অনুরোধ উপরোধ তুচ্ছ করিয়া

পৃথিবীর অতীত পদার্থ লাভের জন্য এত ব্যগ্র? সে সেই সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরেরই বলে—সেই আত্মদা বলদা ব্রহ্মেরই উপদেশ উত্তেজনায় বলীয়ান ও উত্তেজিত হইয়া দেব-গম্য পথে ধাবিত হইতেছে। যাঁহার বলে চন্দ্র-সূর্য্য, গ্রহ-তারা বায়ু-বহ্নি, বজ্র-বিদ্যুতের বল, তিনি বলদান উৎসাহদান করিলে, মনুষ্য কি না করিতে সমর্থ হয়, কোন্ বাধা বিঘ্ন না অতিক্রম করিতে পারে? যাঁহার শাসনে সমুদায় চরাচর—সমগ্র দেব মনুষ্য শাসিত হইতেছে, তাঁহাকে আত্মার নেতা নিয়ন্তা করিয়া—তাঁহার আদেশ উপদেশে পদ-বিক্ষেপ করিলে মনুষ্যের আর পতন-আশঙ্কা কোথায়? সেই অভয়দাতা পরমেশ্বর যাহার সঙ্গী, সে আর কিছুতেই ভীত হয় না। সে অকুতোভয়ে উৎসাহপূর্ণ হৃদয়ে ভয়াবহ সংসারের বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া কল্যাণ-পথেই অগ্রসর হইতে থাকে। ঈশ্বর যে ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, মনুষ্য [illegible] অনুগত আশ্রিত হইয়া চলিলে তাহার প্রতিপদেই শান্তি মঙ্গল, প্রতি মুহূর্ত্তেই আনন্দ উৎসব।

হে সত্যপরায়ণ সাধুসজ্জন সকল! হে ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ধর্ম্মপিপাসু সুধীর জনগণ! একবার আলোচনা করিয়া দেখ, যে কিসের জন্য মনুষ্য পৃথিবীর অসংখ্য অগণ্য জীবজন্তুর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন প্রাপ্ত হইয়াছে, মনুষ্য কিসের সৌন্দর্য্য প্রভাবে পৃথিবীর ভূষণ বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইতেছে? শরীরের সৌন্দর্য্য, ধন-সম্পদের—শিল্প-বাণিজ্যের প্রাচুর্য্য নিবন্ধন তাহার শ্রেষ্ঠত্ব মহত্ত্ব নহে, সে এক আত্মার প্রভাবেই এই মর্ত্ত্যলোকে দেবত্ব ও অমরত্ব লাভ করিয়াছে। এক আত্মার বলেই সে এখানকার জীব জগতের মধ্যে তেজীয়ান্ বলীয়ান্ হইয়া আপনার প্রভুত্ব বিস্তার করিতেছে। মনুষ্য যখন সেই আত্মাকে বিস্মৃত হয়, তখনই সে দেবাধিকার হইতে ভ্রষ্ট হইয়া পশুত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যখন তাহার আত্মার প্রতি দৃষ্টি নিপতিত হয়, আত্মার স্বভাব প্রকৃতি, আশা অধিকার প্রত্যক্ষ প্রতীতি করে, তখনই তাহার চিন্তা ও কার্য্যে দেবভাব প্রকাশ পায়। তখনই সেই আত্মদা বলদা ব্রহ্মের সত্তা সন্নিকর্ষ, সকল আবরণ আচ্ছাদন ভেদ করিয়া তাহার নিকটে দীপ্তি পাইতে থাকে। আত্মার বল-বিক্রম শৌর্য্য-বীর্য্য দেখিয়া সেই আত্মার স্রষ্টা পাতা পরব্রহ্মের সন্নিধানে মনুষ্যের মস্তক মন আত্মা শ্রদ্ধা ভক্তি প্রীতিভরে আপনা হইতেই অবনত হইয়া পড়ে। যখন সে আত্মাকে এবং আত্মার আশ্রয় পরমাত্মাকে দেখিতে না পায়, তখন সে দশদিক্ দুর্ভেদ্য সংশয়-অন্ধকারে আচ্ছন্ন দেখে; তখনই তাহার নিকটে পরলোক ব্রহ্মলোক কিছুই প্রকাশ পায় না। সে উন্নতিশীল অমর-প্রকৃতি লাভ করিয়াও পশু-প্রকৃতির মধ্যে [illegible] আপনার [illegible], ইন্দ্রিয়েরই আপনার সুখ শান্তির একমাত্র স্থান স্থির করিয়া অতি দীন ভাবে কালাতিপাত করে। সে আর ঈদৃশ আধ্যাত্মিক উৎসব আনন্দের তাৎপর্য্য বোধ বা মর্ম্মভেদ করিতে পারে না।

করুণাময় ঈশ্বরকে সকলে মুক্ত হৃদয়ে ধন্যবাদ দাও, উচ্চ রবে তাঁহার মঙ্গলনাম গান কর যে, তিনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে সে সকল বিঘ্ন বিপত্তি হইতে উদ্ধার করিয়া প্রকৃত কল্যাণ-পথ—অমৃত-সোপান প্রদর্শন করিতেছেন। তিনি আত্মদা বলদা হইয়া আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়া ধর্ম্ম কার্য্যে বলদান ও উৎসাহদান করিতেছেন। ভারতের যেরূপ দুঃখ দুর্দ্দশা—বঙ্গের যে প্রকার দুর্গতি অধোগতি, সেই ধর্ম্মরাজ করুণাময় ঈশ্বর এই পবিত্র ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক

না হইলে, তিনি ইহাকে রক্ষা না করিলে কি এই পবিত্র ধর্ম্ম সুরক্ষিত হইত? না এই শত শত আত্মা উদ্যম উৎসাহে প্রেমানন্দে উৎফুল্ল হইয়া সংসারের শোক-তাপ নিরাশ অন্ধকারের মধ্যে এই জ্বলন্ত জ্যোতি বিস্তার করিতে সমর্থ হইত? না এই সকল স্বর্গীয় আনন্দ উৎসবের সূত্রপাত করিয়া মর্ত্তালোকে অমৃত-প্রভা বিকীর্ণ করত মোহ-মুগ্ধ আত্মা সকলকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে পারিত? ইহা কেবল তাঁহারই করুণা! তাঁহারই করুণা! তাঁহার এই জাজ্জল্যমান স্নেহ করুণার—তাঁহার এই জ্বলন্ত মহিমার মধ্যে অবস্থান করিয়া কোন্ প্রাণে আমরা নীরব ও নিশ্চেষ্ট ভাবে কালক্ষেপ করিব? তিনি বিনা আর কাহাকে হৃদয়ের প্রীতি পূজা প্রদান করিব?

পরমাত্মন্! তুমি—কেবল তুমিই আমারদিগের একমাত্র সম্ভজনীয়; আমরা কেবল তোমারই পূজা করিবার জন্য আশা-আনন্দ-পূর্ণ হৃদয়ে এখানে আগমন করিয়াছি। তুমিও তোমার সহস্র জ্যোতিতে অন্তর্বাহ্য আলোকিত করিয়া এখানে প্রকাশ পাইতেছ। চতুর্দ্দিকে তোমারই সত্ত্বা! অন্তরে তোমারই উজ্জ্বল সন্নিকর্ষ অনুভব করিতেছি! তুমি আমাদের প্রীতি-পূজা গ্রহণ কর যে আমরা কৃতার্থ হই!

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

আর্য্য জাতি

কতকগুলি মানবখর্পর পরীক্ষা করিয়া ডাক্তার প্রিচার্ড সর্ব্বপ্রথম এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে প্রাচীন সার্কেসিয় জাতি হইতে আসিয়ার কয়েকটী ও ইয়োরোপের অধিকাংশ জাতি সমুৎপন্ন। তৎপরে বপ প্রভৃতি কয়েক জন ভাষাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিত কোন কোন ভাষার কয়েকটী শব্দের বিকৃত অবস্থার সাদৃশ্য দর্শনে বলেন যে, আসিয়া-বাসী হিন্দু,পার্সি ও আরমানি ও ইয়োরোপ-বাসী কেল্টিক, হেলেনিক ইটালিক বংশীয় মানবগণ এক মূল হইতে উৎপন্ন। এই সকল সিদ্ধান্ত যে কেবল দুর্ব্বল প্রমাণ দ্বারা পরিপোষণ করা হইয়াছে এমত নহে,এই সিদ্ধান্ত-পোষণোপযোগী যুক্তি সমস্তই আনুমানিক। তথাপি অনুমান মূলক যুক্তির অনুসরণ করিয়া কয়েক জন পণ্ডিত একেবারে স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া বসিয়াছেন যে মধ্য আসিয়াতে চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে এক দল মেষপালক বাস করিত। ইহারাই প্রাচীন আর্য্যবংশ। এই বংশীয় কনিষ্ঠ শাখা ইয়োরোপে গিয়া উপনীত হইল। তাহারাই গ্রিক, রোমক, জর্ম্মণ প্রভৃতি জাতিসমূহের পিতৃপুরুষ। আর জ্যেষ্ঠ শাখা হইতে হিন্দু, পার্সি প্রভৃতি আসিয়ার প্রাচীন সভ্য জাতি সমূহ উৎপন্ন। মহোপাধ্যায় ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র "প্রাচীন আর্য্য" জাতির ইতিহাস লিখিতে যাইয়া প্রবন্ধ-আরম্ভেই লিখিয়াছেন যে "ইহাদের সম্বন্ধে যাহা কিছু বলা যাইতে পারে তৎসমস্তই আনুমানিক, অস্পষ্ট ও তিমিরাচ্ছন্ন। সুতরাং তৎ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইবে তাহা সম্পূর্ণ সত্য কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।"*

কোন কোন জাতির ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে ঈশ্বর আদম বা এডেম নামে এক পুরুষ ও হবা বা ইব নামে এক স্ত্রী সৃষ্টি করিয়াছিলেন। এই আদম ও হবা হইতেই জগতে সমস্ত মানববংশের উৎপত্তি। আমাদের আদিধর্ম্মশাস্ত্রকার ভগবান মনু বলেন "ঈশ্বর স্বীয় দেহকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া অর্দ্ধাংশ দ্বারা পুরুষ অপরার্দ্ধে নারী রূপ ধারণ করত তাহাদিগের সংযোগ দ্বারা

* Indo—Aryans Vol. II. p. 427.

স্বামীকে চাষার পুত্র বলিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন। ভারতসন্তানদিগের লেখনী-প্রসূত জগতের প্রাচীন গ্রন্থ বেদ সামান্য নাটকাদি তন্ন তন্ন করিয়াও আর্য্য অর্থে চাষা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। প্রাচীন স্মৃতিশাস্ত্রকারগণ আর্য্য শব্দের এইরূপ লক্ষণ বর্ণনা করিয়াছেন।

> কর্ত্তব্যমাচরন্ কামমকর্ত্তব্যমনাচরন্।
> তিষ্ঠতি প্রকৃতাচারে স বা আর্য্য ইতি স্মৃতঃ॥
>
> (বাচস্পত্য অভিধান।)

অমর কোষ ও শব্দরত্নাবলী প্রভৃতি কোষগ্রন্থে আর্য্য অর্থে শ্রেষ্ঠ, পূজ্য, সৎকুলোদ্ভব প্রভৃতি শব্দ লিখিত আছে। কোন একটী সংস্কৃত গ্রন্থ মধ্যেও কৃষিকরের পরিবর্ত্তে আর্য্য শব্দ প্রয়োগ হয় নাই।

যে সময়ে জগৎপূজ্য পিতৃপুরুষদিগের সমাগমে পঞ্চনদ-বিধৌত প্রদেশ বিমোহিত হইয়াছিল, যে সময়ে সরস্বতীতীরস্থিত পর্ণকুটীরে সরস্বতী জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই সময়ে ভূমণ্ডলে সমাজের সৃষ্টিকর্ত্তা আমাদিগের পিতৃপুরুষগণ আর্য্য আখ্যা ধারণ করেন। সেই সময়ে তাঁহারা কৃষ্ণবর্ণ প্রতিবেশীদিগকে "দস্যু" প্রভৃতি নাম দান করিয়া আপনাদিগের শ্রেষ্ঠত্ব-সংস্থাপন-মানসে এই সম্মানিত সাম্প্রদায়িক আখ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

খৃষ্ট জন্মের বহুকাল পূর্ব্বে গ্রীষ ও রোমের উন্নতি। সেই প্রাচীন উন্নতির সময়ে গ্রীক ও রোমবাসীগণ তাহাদের জাতীয় ইতিহাস লিখিয়া গিয়াছেন। কৈ! সেই সময়ে কোন গ্রীক কিম্বা রোমবাসী আর্য্য-বংশজ বলিয়া আত্মপরিচয় দেন নাই। হিরোদতস্ স্বীয় বিখ্যাত ইতিহাসের সপ্তম অধ্যায়ে পার্সিদিগের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "পূর্ব্বে সকলেই তাহাদিগকে আর্য্য বলিত।" (They were formerly called Arians by all. But when the Calchian Maedea arrived among these Arians from Athens they also changed there name.) আমরা পার্সিদিগকে আর্য্যবংশজ স্বীকার করিতে অপ্রস্তুত নহি। মূল কথা গ্রীক ঐতিহাসিক হিরোদতস্ "আর্য্য" শব্দটী জ্ঞাত থাকিয়া আপনাকে আর্য্যবংশজ বলিয়া কখনও পরিচয় দেন নাই। ইয়োরোপীয় যে সকল পণ্ডিত আর্য্যবংশজ বলিয়া পরিচয় দিতে লালায়িত হইয়াছেন, তাঁহারা স্বদেশীয় সেই প্রাচীন কালের কোন গ্রন্থ হইতে তাহা দেখাইতে পারেন নাই। প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে পণ্ডিতপ্রবর এ, কোরজোন ভারতসন্তান আর্য্যদিগের সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, আমাদের যুক্তি ও মত তদ্দ্বারা যথোচিতরূপে পরিপোষণ হইতেছে। যাহা হউক আমরা কোরজোন সাহেবের যুক্তি সমূহ উদ্ধৃত করিবার পূর্ব্বে স্বদেশীয় একজন পণ্ডিতের কিঞ্চিৎ লেখা পাঠকবর্গকে উপহার না দিয়া বিরত হইতে পারিলাম না।

বাঙ্গালির ন্যায় অনুকরণপ্রিয় জাতি জগতে অতিঅল্পই দৃষ্ট হয়। মেক্সমূলার প্রভৃতি পণ্ডিতগণের প্রোক্ত মতটী প্রচারিত হইলে প্রায় অধিকাংশ বঙ্গীয় লেখক অক্লেশে ও অতর্কিত ভাবে তাঁহার পদানুসরণ করিয়া সাদরে লেখনী সঞ্চালন করিয়াছেন। আমরা পরে দেখাইব যে কেবল একমাত্র এতদ্দেশীয় এক জন পণ্ডিত আমাদের মতানুসরণ করিয়াছেন।

ক্রমশঃ

উদ্দীপন।

ক্রমে দিন ফুরাইল নিকট মরণ।
কৈ হ'ল প্রাণাধার পরমে স্মরণ॥
স্নেহের আকর যিনি প্রেমের আধার।
পেলে না অভাগা মন তুমি তার তার

মন খুলে প্রীতিফুলে গাঁথি ভক্তি-হার।
কৈ বল পরমেশে দিলে উপহার॥
অমূল্য এ অশ্রুবারি অতুল্য রতন।
কৈ বল তাঁর লাগি হইল পতন॥
অস্থায়ী অসার-প্রেমে বদ্ধ হ'য়ে তুমি।
একবারে নেত্রনীরে ভাসাইলে ভূমি॥
হায় হায় ছিছি ছিছি! ফিরে আয় মন
সুধা-ভ্রমে বিষপান ক'র না এমন॥
ছায়াকে পদার্থ ভাব এ কেমন জ্ঞান।
রজনী হইল দিবা দিবা নিশামান॥
পরম পবিত্র যিনি জীবের জীবন।
কৈ মন তাঁর প্রেমে হইলে মগন॥
প্রফুল্ল আনন করি অনুরাগ ভরে।
ভজিলে না এক দিন সে শিব সুন্দরে॥
স্পর্শ করি স্পর্শমণি স্পর্শ সুখ সার।
[illegible] না তিলেক ভোগ জীবনে তোমার
[illegible]য়ের ধনে করি হৃদয় অর্পণ।
কৈ বল এক দিন জুড়ালে জীবন॥
কি ছার বিষয়-সুখ বিষের আধার।
তার তরে দিবা নিশি ভ্রম অনিবার॥
রচনা করিছ গৃহ ইন্দ্রের ভুবন।
পরিছ সুন্দর বস্ত্র নয়নরঞ্জন॥
পাইয়া অস্থায়ী ধন এত অহঙ্কার।
মানুষে মানুষ বোধ কর নাক আর॥
যথাকথঞ্চিৎ করি পর-উপকার।
তাও ভাব লোকে যশ করিবে প্রচার॥
জ্ঞান ধন সার রত্ন করিয়া অর্জ্জন।
বিনীত হইয়া কৈ কর বিতরণ॥
বাহিরে জ্ঞানীর ভাব মনে অভিমান।
এই কি জ্ঞানের চিহ্ন ওহে জ্ঞানবান॥
ধর্ম্ম ধর্ম্ম-মুখে ধর্ম্ম করিছ প্রচার।
ব্যবহারে ধর্ম্মভাব দেখি না তোমার॥
ভাল খেলা খেলিতেছ আসি এই ভবে।
বাতুলে মানিল হার কে না বল কবে?
তোমার এ দীন ভাব দেখিয়া এমন।
আর না হৃদয়ে সহে হৃদয়-বেদন॥

উঠ জীব অচেতন অসার অসার।
পাতিয়া মোহের শয্যা শুয়োনাক আর।
অতি নীচ ডুবাশয় পাপের আশ্রয়।
আর যেন কোন কালে লইতে না হয়॥
বিভুর করুণ জলে পাপের অনল।
এই বেলা বেলা বেলা, করবে শীতল॥
হৃদয়ের দ্বার খুলি সেই প্রিয় ধনে।
ডাকরে নিস্তার লাগি ডাক প্রাণপণে॥
বল বল ওহে দাতা ত্রিলোক-তারণ।
সহে না পাপের তাপ কর নিবারণ॥
[illegible] পাপ [illegible]
[illegible] জ্বালা কর নিবারণ॥
দেখিবে কেমন তিনি করুণা-নিধান।
করিবেন সেই ক্ষণে ক্ষমার বিধান॥
শোকাশ্রু প্রেমাশ্রু রূপ হইয়া [illegible]।
নীরস হৃদয়-ক্ষেত্রে [illegible] বহন॥
[illegible]ন্দের সমীরণ [illegible]।
[illegible] সুগন্ধ কিবা করিবে বিস্তার॥
হায় [illegible] দিন [illegible] হইবে উদয়।
কোথায় বিষয়-সুখ কোথা হবে লয়॥
উঠিবে বিজ্ঞান-[illegible] উথলিবে প্রেম।
তখন কোথায় রবে মণি মুক্তা হেম॥
অনন্ত প্রীতির উৎস [illegible] সার।
খেলিবে তাঁহার সঙ্গে [illegible]।
প্রীতি ভরে ঘন ঘন করি আলিঙ্গন।
জুড়াবে তাপিত হৃদি জুড়াবে জীবন॥
তাই বলি আর কেন অচেতন মন।
এখনো বিলম্ব কর পাইতে সে ধন॥
বিষয় বাসনা ছাড়ি ছাড়ি অভিমান।
কররে সুখেতে কর তাঁরে হৃদি দান॥
সুধাময় হবে প্রাণ সফল জীবন।
শোভিবে সুচারু চাঁদে হৃদয়-গগন॥

জৈনোপাখ্যান*।

এক সময় কোন এক পুরুষ দেশভ্রমণে নির্গত হইয়াছিল। সে পর্য্যটনপ্রসঙ্গে এক ঘোর অরণ্যে প্রবেশ করে। ঐ অরণ্যে বিস্তর তস্কর ছিল। তাহারা ঐ পুরুষের অর্থ লুণ্ঠন করিবার নিমিত্ত উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইল। পুরুষের সঙ্গী [illegible] পলাইয়া গেল। তখন ঐ পুরুষ একাকী অপর এক বিজন বনে প্রবিষ্ট হইল। ভয়ে তাহার প্রাণ ওষ্ঠাগত, সর্ব্বাঙ্গে অনবরত ঘর্ম্ম নির্গত হইতেছে। মুখ রক্তবর্ণ, অনবরত শ্বাস প্রশ্বাস বহিতেছে। কোন দিকে [illegible] কিছুই বোধ নাই। [illegible] দিকে [illegible] মার্ মার্ শব্দে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইয়াছে। এই সময়ে একটা হস্তী তাহার পৃষ্ঠে শুণ্ডাঘাত করিবার জন্য তাহার সঙ্গ লইল। ঐ পুরুষ ঐ হস্তী দ্বারা আক্রান্ত প্রায়। [illegible] কখন পড়িতেছে, কখন উঠিতেছে। এই সময়ে সে এক তৃণাচ্ছন্ন কূপ দেখিতে পাইল। মনে করিল হস্তী তো আমার প্রাণহন্তারক, কিন্তু এই কূপে পড়িলে বাঁচিবার সম্ভাবনা আছে। জীবিতাশা অপরিত্যাজ্য। ঐ পুরুষ বাঁচিবার আশায় কূপে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। ঐ কূপের তটে একটা বট বৃক্ষ ছিল এবং তাহার এক দীর্ঘ মূল ঐ কূপমধ্যে ভুজঙ্গদেহের ন্যায় লম্বিত ছিল। ঐ পুরুষ পড়িবার কালে তাহাতে আটকিয়া গেল এবং তাহা ধরিয়া রজ্জুবদ্ধ ঘটীর ন্যায় ঝুলিতে লাগিল। তৎকালে হস্তীও কূপমধ্যে শুণ্ডাদণ্ড লম্বিত করিয়া উহার মস্তক স্পর্শ করিবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু কৃতকার্য্য হইতেও হইতেছে না।

পরে ঐ দুর্ভাগ্য পুরুষ কূপমধ্যে দৃষ্টি প্রসারিত করিয়া দেখিল তথায় একটা ভীষণ অজগর আছে। অজগরও উহাকে দেখিয়া খাদ্য বস্তু বোধে কূপমধ্যগত দ্বিতীয় কূপের ন্যায় মুখব্যাদন করিল। লম্বমান পুরুষ কূপের চতুষ্পার্শ্বে যমরাজের প্রাণপহারী শরের ন্যায় আর কএকটি সর্প দেখিতে পাইল। ঐ সমস্ত দুষ্ট সর্প ফণমণ্ডল তুলিয়া উহাকে দংশন করিবার জন্য গর্জ্জন করিতে প্রবৃত্ত হইল।

এদিকে আবার শ্বেত ও কৃষ্ণ দুইটী মূষিক চটচটাশব্দে ঐ বটমূল দন্ত দ্বারা ছেদন করিতেছে। হস্তী ঐ পুরুষকে না পাইয়া যেন বট উৎপাটন পূর্ব্বক উহার শাখায় শুণ্ডাঘাত করিতে লাগিল। বটের মূল আন্দোলিত হইতেছে। পুরুষ তাহাতে সুদৃঢ়রূপে কর চরণ বেষ্টন করিল। বটশাখায় একটা মধুক্রম ছিল। হস্তী শুণ্ডাঘাত করিবামাত্র মধুমক্ষিকারা তাহা হইতে চতুর্দ্দিকে উড়িতে লাগিল এবং সুতীক্ষ্ণ তুণ্ড দ্বারা ঐ পুরুষকে দংশন করিতে লাগিল। ঐ দংশনে পুরুষ অতিমাত্র অস্থির। উহার সর্ব্বাঙ্গ মধুমক্ষিকায় আকীর্ণ হইয়া উঠিল। সে কূপ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার চেষ্টা পাইতে লাগিল। তৎকালে ঐ মধুকোশ হইতে মুহুর্মুহুঃ উহার ললাটে মধুবিন্দু পড়িতেছিল। তাহা ললাটপট্ট হইতে গড়াইয়া তাহার মুখে আসিয়া পড়িতে লাগিল। পুরুষ ঐ মধুবিন্দুর আস্বাদে যার পর নাই আপনাকে সুখী বোধ করিয়া কূপে ঝুলিতে থাকিল।

এই উপাখ্যানে একটী সুন্দর রূপক আছে। ইহাতে যে পুরুষ দেখিলাম সে সংসারী জীব, অরণ্য সংসার। পুরুষ সংসারে নিরন্তর দংভ্রম্যমান হইতেছে। হস্তী [illegible] সে নিরন্তর তাহার অনুসরণ ও আকর্ষণ করিবার চেষ্টা পাইতেছে। গভীর কূপ মনুষ্য

* সুপ্রসিদ্ধ জৈন কবি হেমচন্দ্রের স্থবিরাবলী চরিত নামক মহাকাব্য হইতে অনুবাদিত।

অজগর নরক, কএকটী সর্প কাম ক্রোধাদি রিপু। পুরুষ কামক্রোধাদির উত্তেজনায় ভীষন নরকমুখে গিয়া পড়িতেছে। বটমুল আয়ুঃ, শুক্ল কৃষ্ণ যে দুইটি মূষিক দন্ত দ্বারা বৃক্ষের মুলোচ্ছেদ করিতেছে তাহা শুক্ল ও কৃষ্ণ পক্ষ। পক্ষের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি দ্বারা জীবন ক্ষয় হইতেছে। মধুমক্ষিকা সকল জ্বরাদি ব্যাধি। পুরুষ ইহা দ্বারা আক্রান্ত রহিয়াছে। মধুবিন্দু বৈষয়িক সুখ। পুরুষ এই নশ্বর দেহে ব্যাধি দ্বারা উপহত হইয়া এই সুখে আপনাকে সুখী বোধ করিতেছে! অতএব এই সুখে ধিক, কোন্ ধীমান ইহাতে অনুরক্ত হইতে পারে।

ব্রহ্মসঙ্গীত।

পূর্ব্বপত্রিকায় ভ্রমক্রমে এই গীতটী সম্পূর্ণ আকারে প্রকাশ করা হয় নাই এজন্য পুনর্মুদ্রিত করিতে হইল।

রাগিণী মিশ্র—তাল ঝাঁপতাল।

হাতে লয়ে দীপ অগনন চরাচর কার্ সিংহাসন নীরবে করিছে প্রদক্ষিণ ?

চারি দিকে কোটি কোটি লোক, লয়ে নিজ সুখ দুঃখ শোক চরণে চাহিয়া চিরদিন।

সূর্য্য তাঁরে কহে অনিবার "মুখ পানে চাহ একবার, ধরনীরে আলো দিব আমি।"

চন্দ্র কহিতেছে গান গেয়ে, "হাস প্রভু মোর পানে চেয়ে জোৎস্না সুধা বিতরিব স্বামি!"

মেঘ গাহে চরনে তাঁহার "দেহ প্রভু করুণা তোমার, ছায়া দিব, দিব বৃষ্টি জল।

বসন্ত গাহিছে অনুক্ষণ "কহ তুমি আশ্বাস বচন শুষ্ক শাখে দিব ফুল ফল।"

করযোড়ে কহে নর নারী "হৃদয়ে দেহ গো প্রেম-বারি, জগতে বিলাব ভাল বাসা।"

"পুরাও পুরাও মনস্কাম"—কাহারে ডাকিছে অবিশ্রাম জগতের ভাষাহীন ভাষা।

একান্নবর্ত্তিতা।

সম্ভবত এতদ্দেশে কৃষির অবস্থায় একান্নবর্ত্তিতার সৃষ্টি হয়। কারণ ঐ অবস্থায় সমবেত চেষ্টার একান্ত আবশ্যক। যখন অর্থ নয় কেবল সামর্থ্যই জীবিকালাভের হেতু ছিল তখন শ্রমসমষ্টি ভিন্ন তাহা সুলভ হইত না। মৃগয়া ও পাশুপাল্যে বিচ্ছিন্ন ভাব কিন্তু কৃষির অবস্থায় সমাজবন্ধন ও একান্নবর্ত্তিতার প্রণালী। বিবাহ ও দায়াধিকারের নিয়মও ঐ সময়ে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। এবং সামাজিক এমন অনেক আভ্যুদয়িক কার্য্যের ঐ সময়েই সূত্রপাত হয়।

যদিও কৃষির অবস্থায় একান্নবর্ত্তিতার সৃষ্টি হয়, কিন্তু তাহার স্থায়িতার ধর্ম্মই একমাত্র কারণ। মনে কর বিভিন্ন সম্বন্ধে গ্রথিত একটী গৃহস্থ পরিবার আছে। স্বভাবত প্রত্যেক ব্যক্তির মতি ও গতি স্বাধীন, কিন্তু ধর্ম্ম ব্যতীত এই বিভিন্নতার মধ্যে একটী একতা থাকা অসম্ভব। যিনি পরিবারের সংসারের কর্ত্তা তিনি দৃঢ়রূপে কর্ত্তব্য-পাশে বদ্ধ। প্রীতি স্নেহ ক্ষমা সমদর্শিতা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ গুণ লইয়া তাঁহাকে সকলের শীর্ষস্থানে বশিতে হইবে। যাহারা পোষ্য পরিবার তাহারাও কর্ত্তব্যশূন্য নয়, তাহাদিগকেও ভক্তি বিনয় বশ্যতা প্রভৃতি অনেক গুলি অবশ্যপ্রতিপাল্য গুণ অবলম্বন করিয়া থাকিতে হয়। পরস্পরের এই যে কর্ত্তব্য পালন ইহাই ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম ব্যতীত একটী বৃহৎ পরিবারে আর কোনও রূপে একতা রক্ষা হইতে পারে না। এই ভারতবর্ষ ধর্ম্মের বিশ্রাম-ভূমি, এই জন্যই এখানে একান্নবর্ত্তিতা প্রণালী স্মরণাতীত

কাল হইতে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। অধুনা ইহার যা কিছু দোষ প্রদর্শিত হউক না কিন্তু ইহার প্রভাবে আজও এক পিতার পুত্রগণের মধ্যে একজন স্বীয় পৌরুষে অট্টালিকায় সুখভোগ করিতেছে আর অপরে তাহার নিকট পর্ণকুটীরে যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পাইতেছে এরূপ দৃষ্টান্ত এতদ্দেশে অতি বিরল।

কিন্তু এখন দেখিতেছি এতদ্দেশে এই একান্নবর্ত্তিতা-প্রণালী থাকা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া উঠিতেছে। তাহার কারণ নীচ স্বার্থপরতা। নিজের স্ত্রীপুত্রকে সুখে রাখিব এই ভাবই এখন প্রবল। এক কথায় যে ধর্ম্মে এই একান্নের বন্ধন ছিল নীচ স্বার্থপরতা আসিয়া তাহা শিথিল করিয়া দিতেছে। রামের ন্যায় জ্যেষ্ঠ লক্ষ্মণের ন্যায় কনিষ্ঠ এবং সীতার ন্যায় স্ত্রী এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। এতন্নিবন্ধন অনেকের অন্নকষ্ট ও অশান্তি উপস্থিত হইতেছে। সংসারে আবহমান কাল অকর্ম্মণ্য লোক ছাড়া নাই। এবং এরূপ আশা করা যায় যে ইহার সংখ্যা কিয়ৎপরিমাণে চিরকালই থাকিবে। এই পরাধীন দেশে তাহাদের প্রতিপালনের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাও কিছু নাই। এই অবস্থায় কর্ত্তব্য কি। আমাদের মতে একান্নবর্ত্তিতা প্রণালী ভঙ্গ করিয়া এদেশের বিশেষ শ্রেয়োলাভ হইবে না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ধর্ম্মই এই প্রণালীর স্রষ্টা, সুতরাং ধর্ম্ম ছাড়িয়া স্বার্থপরতার অনুবর্ত্তি করিলে হিন্দুসমাজের ভাল হইবে না। অকর্ম্মণ্যকে প্রশ্রয় দেওয়া অবশ্য অধর্ম্ম কিন্তু ইহার আবার প্রতিকারও আছে। এখন যেমন অন্নকষ্ট স্বার্থপরতাকে আনিয়া চিরাগত প্রণালী ভাঙ্গিবার সূত্রপাত করিয়াছে এই অন্নকষ্ট যাহাতে যায় তাহার চেষ্টা আবশ্যক। আমাদের দেশে বর্ণানুসারে কর্ম্মবিভাগ আছে। অর্থকৃচ্ছ্র-কালে ইহা রক্ষা করিলে আর চলিবে না। এই না রক্ষা করিবার প্রথা যে এই দেশে নূতন প্রবর্ত্তিত করিতে হইবে তাহাও নয়। মনু যখন সমাজবন্ধন করেন তখন দেখা যায়, যে ব্রাহ্মণ বৃত্তিবর্জিত হইলে নীচবর্ণোচিত কৃষিকার্য্য আশ্রয় করিতেন। সুতরাং কৃচ্ছ্র-কালের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। হিন্দু-সমাজ এরূপ মনে করিবেন না যে নীচবর্ণোচিত ব্যবসায়ে তাঁহাদের পতন হইবে। যাহার যেরূপ শক্তি যদি সে তদনুরূপ জীবিকার আশ্রয় লয় তাহা হইলে নিশ্চয় বর্ত্তমানের অন্নকষ্ট দূর হইতে পারে। এবং সমাজের ব্যবস্থা-দোষে যাহারা অকর্ম্মণ্য হইয়া আছে তাহারাও যোগ্য ক্ষেত্র পাইয়া কর্ম্মঠ হইয়া উঠে। একান্নবর্ত্তিতার প্রধান দোষ যে অকর্ম্মণ্যকে প্রশ্রয়দান জীবিকার এই নূতন পথ আশ্রয় করিলে তাহার পরিহার হইতে পারে।

ঈশ্বর সাধারণ পিতা। তিনি সকলকে এক প্রীতিসূত্রে বন্ধন করিয়া আপনার সংসার কেমন চালাইতেছেন। তাঁহার প্রাকৃতিক দান তাঁহার সংসারের সাধারণ সম্পত্তি। তাঁহার জল বায়ু নির্ব্বিশেষে সকলেই ভোগ করিতেছে। আর আমরা ক্ষুদ্র মানব, আমরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংসারে তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া কি চলিতে পারি না। একান্নের বন্ধন প্রীতির বন্ধন। ইহাতে পরস্পর পরস্পরের আশ্রয় পায়। একটী বিপদ সমস্ত পরিবারের বিপদ, একটী সম্পদ সমস্ত পরিবারের সম্পদ। রক্তসংস্রব থাকিলেও বিচ্ছিন্ন অবস্থায় এরূপ সমদুঃখসুখতা কিছুতেই থাকে না। যদি পাশ্চাত্য জ্ঞান আমাদের এই চিরন্তন সাংসারিক প্রণালীর মূলে কুঠারাঘাত করে তাহা হইলে বুঝিব আমরা ইহার বিক্রমে যেমন অন্যান্য সুখের সামগ্রী হারাইতে বসিয়াছি তাহার

সঙ্গে এই একটী সুখের সামগ্রীও হারাই-লাম।

ব্যাখ্যান-মঞ্জরী।

শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের
ব্যাখ্যানমূলক পদ্য।

চতুর্দ্দশ ব্যাখ্যান।

তিনি শান্তিদাতা, মঙ্গল বিধাতা, ভবার্ণবে তিনি তরী।
দেন ধর্ম্ম বল, অনন্ত সম্বল, অপার করুণা করি।

এ সৃষ্টি যাঁহার তিনি প্রেমময়।
তাঁর প্রেম দয়া চারি দিকে রয়॥
সুনীল গগনে তাঁহারি তপন।
হিতকর কর করে বিতরণ॥
সুধাকর তাঁর কিবা সুধা ক্ষরে।
তাঁর মেঘ বৃষ্টি-সুধা দান করে॥
তাঁহার কুসুম মধুর বিকাশে।
চারি দিক ভরে তাঁহারি সুবাসে॥
ধন ধান্য ভরা এই বসুন্ধরা।
সুষমা নিকরে কিবা মনোহরা॥
তাঁহার মঙ্গলে জগৎ পূরিত।
তাঁহার দয়ায় সবে আনন্দিত॥
মানুষেরে তিনি করেন সৃজন।
আপনারে তারে দিবার কারণ॥
তাঁর ইচ্ছা এই নর নারীগণে।
পাইবে তাঁহারে জীবন মরণে॥
পাইবে তাঁহারে অনন্ত জীবনে।
থাকিবে আনন্দে সদা তাঁর সনে॥
যেবা লয় তাঁর চরণে শরণ।
পাপ তাপ তার হয় বিমোচন॥
যেবা প্রাণ দিয়া তাঁর কাব করে।
দেখে প্রেমময় থাকিয়া অন্তরে॥
দেন তাঁর সুধা অমৃত সম্বল।
দেন প্রেম শান্তি কতই মঙ্গল॥
অমৃত ভাবেতে হয় সে পূর্ণিত।
তাঁহার রসেতে হয় সে রসিত॥

তাঁর ধর্ম্ম বলে হয় বলীয়ান।
তাঁর দিকে ক্রমে হয় আগুয়ান॥
কিবা দয়া তাঁর—সেই দয়াধন।
করেন আত্মার গঠন এমন॥
তিনি বিনা তার গতি নাহি আর।
আরাম পাবার—হেথা জুড়াবার॥
তাই সদা আত্মা তাঁর পানে চায়।
সংসার ত্যজিয়া তাঁর কাছে যায়।
বিষয়ে তৃপ্তির নাহি যে সংযোগ।
তাই সে করিয়া বিষয় সম্ভোগ॥
কভু নাহি ধন্য আপনারে মানে।
পিপাসিত হয় সেই মধু পানে॥
জনম সার্থক যাহা হেথা দিয়া।
যার বলে আত্মা নিত্য ধামে গিয়া॥
দেবগণ সহ বসি একাসনে।
থাকিবে বিভোর বিভু আরাধনে॥
সেথা গিয়া আত্মা শুধু যাব বলে।
মিলিয়া সতেক ভকত মণ্ডলে॥
সাধিবেক কত প্রেমের ব্যাপার।
দেখিবে কতই আশার সুসার॥

দেখ আত্মা হয় পৃথ্বীর সার।
তাঁরে পাইবার যার অধিকার॥
অমৃত পিপাসু তাহারে করিয়া॥
স্বর্গের আনন্দ হাতে তার দিয়া।
বলিছেন তিনি ইঙ্গিতে কেমন।
"অমৃতের বারি কর বিতরণ॥
অন্ন পান যাহা মোর কাছে পাও।
দীন দুঃখি জনে ভাগ করি দাও॥
করহ প্রচার সে মঙ্গল ভাব।
আমা হতে যার হৃদি আবির্ভাব॥"
কত সাধু তাঁর শুনিয়া বচন।
দীনে অন্ন দিয়া করেন গ্রহণ॥
নরনারী সবে উদ্ধার কারণ।
বলেন তাঁহার কথা অনুক্ষণ॥
যে প্রেম তাঁদের হৃদি নাহি ধরে।
যতক্ষণ তাহা নাহি দেন পরে॥
ততক্ষণ তাঁরা তৃপ্ত নাহি হন।
সব সত্যভাব করিলে অর্জ্জন॥

পৃথিবীতে তাহা প্রচার করিতে,
হোক তাহে দুঃখ সে দুঃখ ভোগিতে,
না ডরেন তাঁরা—শরীর পতন
যদি হয় তাহে—নাহি ভীত হন॥
অন্তরে সাধুর জ্বলে প্রেমানল।
তার কাছে বিঘ্ন ইন্ধন কেবল॥
তুচ্ছ লোক ভয়—তাঁরে বাধা দিতে,
তাঁহার পবিত্র রসনা বারিতে
না পারে কখন—সাধুর হৃদয়
ব্রহ্ম তেজোবলে বলী অতিশয়॥
বিভু মহাজনে করিয়া সৃজন।
জীবের আনন্দ করেন বর্দ্ধন॥
মহাজন মুখে শুনি তাঁর বাণী।
কোটি কোটি আত্মা ধন্য ধন্য মানি॥
ছাড়িয়া মলিন বিষয় পিঞ্জর।
তাঁর প্রেম পথে হয় অগ্রসর॥
তাঁর অভিপ্রায় দেখহ বুঝিয়া।
নর নারী সবে তাঁহারে পাইয়া॥
দেবতা সমান হইবে উন্নত।
তাঁহার চরণে হইবে প্রণত॥
তাঁর প্রেম ভক্তি করিয়া ধারণ।
তাঁর ধর্ম্ম কর যতনে পালন॥

তাঁহার অমৃত ধামে লইবার তরে।
সৃজিলেন দয়াময় মানব নিকরে॥
এ সংসার কর্ম্মভূমি হয় জীবাত্মার।
প্রথম শিক্ষার স্থান হয় ত সবার॥
হেথা থাকি করিবেক রিপুর দমন।
তাঁর উপাসনা বীজ করিবে রোপণ॥
সত্য তীর্থে দয়া তীর্থে করিবে গমন।
জ্ঞান-প্রেম-পুণ্য তীর্থে করিবে মজ্জন॥
তাঁহার প্রসাদে তবে লভিবে সুমতি।
তাঁহার কৃপায় পরে পাইবে সুগতি॥
ধরা হয় জীবাত্মার প্রথম সোপান।
কিন্তু ঊর্দ্ধে কত লোক আছে বিদ্যমান॥
কে জানে তথায় শিক্ষা কত না শিখিবে।
তাঁর প্রেম-অন্ন কত নূতন ভোগিবে॥
প্রিয় জনে মিলি তথা কি সুখে রহিবে।
তাঁর কাছে থাকি তাঁরে ক্রমিক লভিবে॥

যাঁহার অশেষ দয়া পাইছে মানব।
তাঁহার দয়ায় সুখী অন্য জীব সব॥
তাঁর দয়া শত ধারে হইয়া বর্ষিত।
সবাকার প্রতি কিবা হইছে পতিত॥
একবিন্দু জলে দেখ কোটি জীবগণ।
অপার আনন্দে কিবা করে সঞ্চরণ॥
বনে মৃগে সুখে ছায়ে করে রোমন্থন।
পক্ষিগণ করে কিবা মধুর কূজন॥
তাঁহার করুণা দেখ উদ্ভিদ্ নিকরে।
তাঁহার সৌন্দর্য্যে তারা কত শোভা ধরে॥
বরষার বৃষ্টিজলে তরু লতাগণ।
প্রফুল্ল দেখায় কিবা নধর বরণ॥
কিন্তু এ সৃষ্টির শোভা কার তরে হয়?
উদ্ভিদ ইতর প্রাণী ভোগী তার নয়॥
এ জগৎ যাহা হয় শোভার আধার।
অতুলিত সুনিপুণ রচনা যাহার॥
কি বুঝিবে তাহা অন্য প্রাণী সমুদয়।
মানবের তরে তাহা হয় ত নিশ্চয়॥
মানব দেখিয়া এর অদ্ভুত রচন।
জানিবে তাঁহারে যিনি সকল কারণ॥
দেখিবে তাহাতে তাঁর অপার মহিমা।
একটী তৃণেতে যার নাহি হয় সীমা॥
মানুষ সৃষ্টির হয় প্রধান ভূষণ।
জড়—যন্ত্র মাত্র হয়—না জানে আপন॥
পশু পক্ষী নাহি জানে সেই বিধাতায়।
যাঁহার দয়ায় ভোগে সুখ সমুদায়॥
জ্ঞান চক্ষে দেখে তাঁরে মানব নিকরে।
তাঁহার বচন শুনে—তাঁর কায করে॥
তাই তাঁর পুত্র কন্যা নর নারী হয়।
অধম সুখেতে যবে মগ্ন নাহি রয়॥
পিতার মঙ্গল কায বুঝিয়া আপন।
করে যবে প্রাণ পণে তাহার সাধন॥
তাঁরে ভজ নাহি থেকো বিষয়ে ভুলিয়া।
লভহ আনন্দ তাঁর তাঁহাতে মজিয়া॥
তাঁর বিপরীতে গেলে হবে কি মঙ্গল?
নিশ্চয় পতন তাহে—দুঃখই কেবল॥

প্রার্থনা।

মঙ্গল আধার! পথেতে তোমার
আমাদের লয়ে যাও।
অশোক অভয়, শান্তির আলয়
তোমার শরণ দাও॥
তুমি প্রাণ মন কর নিয়োজন
তোমার অমৃত পানে।
তোমা ছাড়া সুখ, নাহি একটুক,
আমাদের এই খানে॥
তোমারে ছাড়িয়া, মোহেতে পড়িয়া
জীবন হয়েছে ভার।
তুমি কৃপা করি, দয়াময় হরি!
হর দুঃখ পাপ ভার॥
তোমা বিনা সুখ, কেবলি সে দুখ,
সে সুখেতে সুখ নাই।
তোমার বিহনে যশো মান ধনে,
তৃপ্তি নাহি কিছু পাই॥
তোমা ছাড়া হয়, ভবে যদি জয়
সেই জয় পরাজয়।
যাতে তুমি নাই, তাহা যদি পাই,
সে লাভে কি লাভ হয়?
দেহ বুদ্ধি বল, ক্ষমতা সকল,
লয়ে যাও তব কাযে।
যাহা কিছু করি, যথায় বিহরি,
রাখি যেন তোমা মাঝে॥
জীবন জীবন! ওহে প্রেমধন!
থাকি সদা তোমা সনে।
এ আশা পুরাও, হৃদি দেখা দাও,
দীন হীন অকিঞ্চনে॥

ইতি চতুর্দ্দশ ব্যাখ্যান সমাপ্ত।

দেব-গৃহে দৈনন্দিন লিপি।

ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫১, শকাব্দা ১৮০২।

১৯ বৈশাখ—অদ্য বৈকালে শ্যা, বাবু, হ, বাবু ও কা, বাবু আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। শ্যা, বাবু বলিলেন যে হ, বাবু সংশয়বাদ পরিত্যাগ করিয়া এক্ষণে হিন্দু হইয়াছেন। প্রত্যহ আসনের উপর বসিয়া গায়ত্রী জপ করেন। হ, বাবু বলিলেন তিনি নিরাকারভাবে গায়ত্রী জপ করেন। আমি বলিলাম অতি উত্তম; এক্ষণে আপনি যে ধর্ম্ম যাজন করিতেছেন তাহাই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম। বিশুদ্ধ হিন্দু ধর্ম্মই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম।

২১ বৈশাখ—অদ্য প্র. বাবুর বাসায় নূতন গবর্ণর জেনরেল লার্ড রিপণের ধর্ম্মমত বিষয়ে কথোপকথন হয়। আমি সে সম্বন্ধে বলিলাম যে প্রটেস্টাণ্ট ধর্ম্ম অপেক্ষা রোমান ক্যাথলিক ধর্ম্ম অধিকতর উপধর্ম্মযুক্ত হইলেও অধিকতর ভক্তিভাব বিশিষ্ট বলিয়া আমার সংস্কার আছে।

২৮ বৈশাখ—অদ্য বয়সী সাহেবের জন্য রামপ্রসাদী গীতের ইংরাজী অনুবাদ সংশোধন করি।

৩০ বৈশাখ—অদ্য বয়সী সাহেবকে পাঠাইবার জন্য বাইবেল হইতে সারসংগ্রহ পুনর্দৃষ্টি করি।

৩১ বৈশাখ—অদ্য বাইবেলের সারসংগ্রহ লইয়া বড় ব্যস্ত থাকি।

১ জ্যৈষ্ঠ—অদ্য স্কুলগৃহে কথোপকথনের সময়ে তারকেশ্বরের মহান্তের বিষয় কথা হয়। শঙ্করাচার্য্য যখন গিরি, পুরী, ভারতী প্রভৃতি কয়েক সন্ন্যাসী সম্প্রদায় স্থাপন করেন তখন অবশ্য তাঁহার এই অভিপ্রায় ছিল যে সেই সম্প্রদায়ের লোকেরা বরাবর সন্ন্যাসী হইয়া থাকিবে কিন্তু এক্ষণে সেই সন্ন্যাসীগণ বড় বড় বিলাসী ও কুচরিত্র জমিদার হইয়া পড়িয়াছে। লোকে শ্রদ্ধাবশতঃ সন্ন্যাসীদিগকে ধন দান করে, সেই ধন পাইয়া সন্ন্যাসীরা বিলাসী হয়। ধর্ম্ম ক্রমে কেমন বিকৃতাকার ধারণ করে। আশ্চর্য্য! তারকেশ্বরের মহান্ত বাহিরে দেখিতে গেলে সন্ন্যাসীর ন্যায়, গৈরিক বস্ত্র পরিধানকারী ও হবিষ্যাসী, কিন্তু চরিত্র সেরূপ নহে। অদ্যও বাইবেলের সারসংগ্রহ লইয়া ব্যস্ত থাকি।

৩ জ্যৈষ্ঠ—অদ্য বয়সী সাহেবকে রামপ্রসাদী গীতের অনুবাদ ও বাইবেল হইতে সারসংগ্রহ প্রেরণ করি।

৮ জ্যৈষ্ঠ—আমি যেখানে অবস্থিতি করি তাহা দেবগৃহ নগরের বাহিরে। অদ্য নগর ভ্রমণ সময়ে একটি কাপড়ের দোকানে দেখিলাম দোকানদার কোন ব্যক্তিকে অপর এক ব্যক্তির সম্বন্ধে বলিতেছে "ও ধরমসে অর্থকো বড়া বোলকে মানতা হ্যায়।" আমি মনে মনে ভাবিলাম যে হিন্দু জাতির মধ্যে সামান্য দোকানদারদিগেরও ধর্ম্ম বিষয়ে কি উচ্চ ভাব! কেবল কল্পিত দেব দেবীতে বিশ্বাস উঠিয়া গেলে এই জাতি কি উৎকৃষ্ট জাতি হইয়া পড়ে!

১২ জ্যৈষ্ঠ—অদ্য আউইদা (Ouida) নামক ইংরাজ রমণী প্রণীত একটি উপন্যাস হইতে ইংরেজ বিবিদিগের নিন্দা অদ্যকার ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রে উদ্ধৃত দেখিলাম।

আউইডা উক্ত উপন্যাসে বিবিদিগকে বিখ্যাত দুশ্চরিত্রা ক্লাইটেমনেষ্ট্রা অপেক্ষাও মন্দ বলিয়াছেন। তিনি তাহাদিগকে এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন "taking their passions as absenthe before dinner, tired of living yet afraid of dying &c" "আহারের পূর্ব্বে লোকে যেমন এবসেন্থী মদ্য পান করে তেমনি তাহারা রিপুর চরিতার্থতা সাধন করে, জীবনে বিরক্ত কিন্তু এদিকে মরণে ভয়"। বিলাতের একটি সম্বাদপত্র ইহাকে "a series of impudent libels" "অতি উদ্ধত ভাবের অমূলক নিন্দাবলী" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইংলণ্ডে সাধ্বী স্ত্রীলোকের অভাব নাই কিন্তু জিজ্ঞাস্য এই যে এ বিষয়ে কোন্ দেশ শ্রেষ্ঠ, ভারত না ইংলণ্ড ?

"রূপবতী সাধ্বীসতী ভারত ললনা—
কোথা দিবে তাদের তুলনা।"

১৩ জ্যৈষ্ঠ—অদ্য বাবু প্যারিচাঁদ মিত্রের প্রণীত "আধ্যাত্মিকা" নামক উপন্যাস পাঠ করি। হিন্দু নারী কিরূপ ধর্ম্মপরায়ণ হওয়া উচিত তাহার একটি আদর্শ এই উপন্যাসে প্রদর্শিত হইয়াছে। যদ্যপি এক্ষণকার কালে এরূপ আদর্শানুসারে কার্য্য করা দুঃসাধ্য তথাপি ইংরাজী সভ্যতার যেরূপ স্রোত পড়িয়াছে তাহাতে এই রূপ আদর্শ পুনঃ পুনঃ প্রদর্শিত হওয়া কর্ত্তব্য। অদ্য "Langhom Hall Pulpit Vol 11, Nos 13—15." পাঠ করি। ইহা বয়সী সাহেবের উপদেশ। নিষ্কাম ভাবে ধর্ম্ম সাধন করা কর্ত্তব্য, পারলৌকিক দণ্ড পুরস্কারের ভয়ে অথবা আশায় করা কর্ত্তব্য নহে, এই তত্ত্ব ইহার মধ্যে একটি উপদেশে বিবৃত আছে। হিন্দুরা কত কাল পূর্ব্বে এই তত্ত্বে উপনীত হইয়াছিলেন! তাঁহাদিগের সমস্ত শাস্ত্রে এই উপদেশ দেদীপ্যমান রহিয়াছে।

১৯ জ্যৈষ্ঠ—অদ্য কল্যকার অর্থাৎ ১৮৮০ সালের ১৬ মের "Sunday Mirror" পত্রিকা পাঠ করি। এই সংখ্যা মিররে ধর্ম্মবিষয়ে অনেক উৎকৃষ্ট প্রস্তাব আছে। পরিশেষে উহাতে বানরের সাধাটানার বিষয় একটি সুন্দর গল্প আছে।

২০ জ্যৈষ্ঠ—১৫ই জ্যৈষ্ঠের "ভারতী" পাঠ করি। "ইউরোপ যাত্রী" শিরস্ক প্রস্তাবটি সুরসিকতা ও মনোরম চটুলতায় উপছিয়া পড়িতেছে। লণ্ডনের কশাইএর দোকান, দরজির দোকান, নাপিতের দোকান, আমোদ-কাল (Season) সকল বিষয়ের বর্ণনা অতি সুন্দর ও প্রতিভাসূচক।

২১ জ্যৈষ্ঠ—অদ্য প্রাতে ভাগলপুরের শ, বাবুর নিকট সাক্ষাৎ করিতে যাই। ইনি সরকারী কার্য্য উপলক্ষে এখানে আসিয়াছেন। ইনি ইহাঁর বিধবা কন্যার বিবাহ দিয়াছেন। এই বিবাহ নিবন্ধন ইহাঁকে অনেক পীড়ন সহ্য করিতে হইয়াছে। আমি আমার অতি নিকট সম্পর্কীয়দিগের মধ্যে বিধবাবিবাহ রীতি প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য যে পীড়ন সহ্য করিয়াছি তাঁহার নিকট তাহার গল্প করিলাম।

২৫ জ্যৈষ্ঠ—অদ্য প্রাতে বেড়াইবার সময় আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে বলিলাম যে চতুর্দ্দিকস্থ প্রকৃতির শোভা একবার অবলোকন কর। যিনি প্রকৃতিকে সর্ব্বদা উপভোগ করেন তিনি কি সুখী! কবি প্রকৃতি-প্রেমী ব্যক্তি সম্বন্ধে যথার্থই বলিয়াছেন।

"His was the breathing balm
His the silence and the calm
Of mute insensate things"
"তাঁরই প্রকৃতির সুগন্ধ নিশ্বাস,
নিস্তব্ধ শান্তির মনোহর বাস"

২৭ জ্যৈষ্ঠ—অদ্য "Dictionary Appendix" পাঠ করি। "Dictionary Appendix" আর কিছু নহে কতকগুলি participle অর্থাৎ ইংরাজী অসমাপিকা ক্রিয়াসংগ্রহ। লেখকদিগের participle বানান জন্য কষ্ট অনুভূত হইয়া থাকে, সেই কষ্ট নিবারণ জন্য এই পুস্তক প্রস্তুত হইয়াছে। ইংরাজেরা সকল বিষয়ে কি সুবিধা করিয়াছে। আশ্চর্য্য! অদ্য ঈশাচরিতাখ্যায়ক ফরাসিস্ গ্রন্থকর্ত্তা রেণার (Renan) বিষয়ক বয়সী সাহেবের উপদেশ পাঠ করি। ঈশার জীবন-চরিত সম্বন্ধে রেণা একতান কি মনোহর 'কবি' ঝাড়িয়াছেন।

২৮ জ্যৈষ্ঠ—অদ্য "আত্মীবাক্য—অধুনাতন" এই শিরস্কে ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে পরম শ্রদ্ধাস্পদ প্রধান আচার্য্য মহাশয় কথোপকথন সময়ে যে উপদেশ দিয়াছিলেন তাহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ জন্য ভাল করিয়া লেখাই। ঐ সকল উপদেশ আমার "মিমোর‍্যাণ্ডম্" পুস্তকে তখন লিখিয়া রাখিয়াছিলাম।

২৯ জ্যৈষ্ঠ—অদ্য আমার মেদিনীপুরের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র শ্রীযুক্ত ক—আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আইসেন। ইনি এখানকার স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন। পুরাতন ছাত্রদিগকে দেখিলে কি আহ্লাদে পরিপূর্ণ হইতে হয়, অধিক বয়স্ক হইলেও বোধ হয় যেন তিনি সেই অল্প বয়স্কই আছেন। বিখ্যাত ইংরাজী গ্রন্থকর্ত্তা গোল্ডস্মিথ তাঁহার যৌবন কালে একটি স্কুলের নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষক ছিলেন। অনেক দিন পরে তাঁহার একটি পুরাতন ছাত্রকে রাজপথে দেখিয়া বলিয়াছিলেন "আমার বালক আইস

কমলানেবু দিব।” তিনি তাঁহাকে ছাত্রাবস্থায় যে কমলানেবু দিয়েছেন তাহা এত দিন পরে তাঁহাকে নায় লইয়া পুনরায় দিতে চাহিলেন। কত যুগ যুগান্তর যে মধ্যে গত হইয়াছে ও তাঁহার ছাত্রটি কত বড় হইয়াছে তাহা তাঁহার কিছুমাত্র অনুধাবন হইল না।

SERMONS OF THE VENERABLE DEVENDRA NATH TAGORE, CHIEF MINISTER OF THE BRAHMO SAMAJ.

SERMON V.

"The eye can not seize Him nor speech, nor the senses, nor austerities nor ceremonial observances. He whose nature has been purified by the grace of divine knowledge sees Him who is without parts in mood meditation."

I have just described the nature of the relation that exists between the human soul and the Supreme Soul and the way by which we associate with Him. He is not perceivable by the eyes. We see the Being who is knowledge itself manifested in our soul. He is beyond the organs of hearing, yet we hear His mandates and instructions. He is beyond all the senses, yet we can grasp His true beautiful and good nature and satisfy ourselves by drinking of His unfading joy. He can not be grasped by the senses, but there is a deep relation between Him and our soul. Becoming pure and spiritual and engaged in meditation, we see Him present in person in the soul. Living with that Great Being, we feel the object of our life fulfilled when I see the eye of His knowledge looking upon me with satisfaction. When I see His eyes cast upon mine, then there is union between Him and me. Try to lift your soul and through your eye of knowledge you will see the looks of God. His looks are looks of love. As is my love so is His. Look at Him with looks of love and you will be able to feel his love for you. But if you look at Him indifferently, you will not be able to perceive the love of Him who is love itself. When looked upon with affection and with love, He appears in a new form. Love is not complete by the love of one party. Love is reciprocal. The love which God bears to us, attracts our love to Him. He is perpetually showering the waters of His love upon us and we feel the object of our life fulfilled by offering Him this insufficeint drop of our love in return. Looked upon indifferently, His pure bright love can not be felt; we then see His looks of love when we see Him with the eyes of pure knowledge and love. His looks are like the affection of a mother, Like the affection of a mother, His heart-cooling looks have kept the whole world moist. The whole universe and the heart of every one of us are moistened by His love. He looks upon every one separately. He alone satisfies the craving for love in every soul. As he would have looked upon me if there were no body else in the world and if I were the only heir of His kingdom. in the same way He looks upon me now amidst these countless creatures of His. A king can not know every subject of his kingdom, but the Father of the universe offers his lap to every one of his sons in this boundless world.

Bow with a grateful heart to Him under whose shelter you have been living from the moment of your birth and who at this moment is distributing His love to every one of us. Offer Him your whole mind and your whole soul. Bow to Him who has been protecting us from our birth. It is through the feeling of affection implanted in the human breast by God that we have been brought up from the moment we came into this world. Whence did this affection come? We did not come into this world knowing it beforehand, when we came into the world we were not blessed with a full knowledge of it. we were once as much without consciousness as a clod of earth, we were once shrouded in darkness, we did not know the whereabouts of things. As soon as we saw the light, affection embraced us, we know not from where. At the moment of birth what qualification and attraction we had, that may induce others to take care of us? Before our birth the Lord did send affection to the breast of the mother. The affection of my mother formed an armour which protected me from all dangers. To preserve our life, the Lord did send affection to the heart of the mother and milk to her breasts. We were once nursed with this affection and this milk. We did not pray for the love of God. It came of its own accord to us and received us. He had loved from a long time. before our birth. Afte

what a long period of time, we knowing of it now, are offering Him our love in return! When we had no teeth he gave us milk; now that he has given us teeth, will He not give uss food? When we had no intellect, he preserved us; now that He has endowed us with intellect will He not protect us? When we were weak and had no protector, He gave us place in his lap and brought us up, and will He forsake us now and deprive us of His love? Then he was our Father, our mother, and our all, at the present moment He is our Father and our mother also and to eternity He will remain so. Deprived of His love, what shall we do with eternal life? Living indifferently to Him, can we remain satisfied to all eternity? We shall then see his wise love more brightly, we shall love Him more abondantly. In loving and being loved by Him, our eternal life will be spent. He has initiated us into this hard earthly life after having taught us virtue and knowledge and clothed us with the impenetrable armour of patience and fortitude. From here we are preparing ourselves for eternal companionship with Him. Let us all be grateful to Him. Seeing Him present, witnessing Him face to face, think the object of your life fulfilled. See His pure love with eyes of love. Behold, there is not another who is a greater friend of us. Before we could pray He had provided for us all that we require, had given us all that we could desire. See on the one hand this broad love of the Lord and on the other look at the nature of this narrow world. In this world you are deceived by him from whom you expect all. You receive cruel wounds from him whom you bring up like your son and whom you expect to be the staff of your old age. Here I offer my whole heart to a friend with sincere love, but he tortures it in different ways. Where you expect gratitude you get ingratitude. Where you expect friendship, there you get enmity. In this dark world on whose love can we depend? whom can we fearlessly trust? We can escape from all kinds of cruel treatment by depending on the love of God whose nature is Truth. If we had been driven away from His love, how miserable would have been our state? Depending on whom could we then have got peace? These weak minded and selfish men are busy with their own concerns. How can they look after other's needs? Living under the shelter of the little, where is our salvation? Behold in this holy temple His generous nature. He here removes our want of love from others by giving as his own love. All the wounds our heart receives from what quarter soever are healed when we go to him. We return disappointed from all upon whom we lean for support. He who is our friend for ever is always with us. Depending on Him we are independent. Independence is our manhood. That is our ornament here. After obtaining salvation, and being freed from worldly infatuation and sorrow and the bonds of the heart the ends of our existence are fulfilled. But will there be an end to that bliss? To all eternity we shall have joy upon joy and love upon love. Forsake not Him from whom we can expect and hope so much. Depending on His love, free yourselves from all ills and diseases of life. He is our greatest friend. He is our adorable Deity. He is the culmination of all our desires. Our prayer to Him is that He be manifest in our hearts for ever as He is manifest to us now in this place of worship. May this stream of joy flow eternally in our hearts. There is no other refuge to us than the Lord, his love is our all.

O great Spirit! fill our souls with thy immortal joy. May my look, be ever fixed on thy looks of love. May my will be bound to Thy mighty will. If I infringe thy laws, inflict thousand punishments on me, but forsake me not. O Friend! without Thee there is no refuge for me.

OM! HE ONE ONLY WITHOUT A SECOND.

প্রাপ্ত স্বীকার।

আমরা কৃতজ্ঞতা সহকারে স্বীকার করিতেছি যে নিম্নলিখিত দুই খণ্ড পুস্তক উপহার প্রাপ্ত হইয়াছি।

"রত্ন-রহস্য" শ্রীযুক্ত বাবু রামদাস সেন কর্ত্তৃক সঙ্কলিত মূল্য ১।০ এক টাকা চারি আনা মাত্র

১২৯১ সালের এক খণ্ড "গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকা"।

গত ২২ ফাল্গুনে আদি ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টী কর্ত্তৃক নিম্ন-লিখিত কর্ম্মচারীগণ নিযুক্ত হইলেন

সভাপতি।

শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসু

শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (পাতুরেঘাটা)
,, নীলমণি চট্টোপাধ্যায়
,, বেচারাম চট্টোপাধ্যায়
,, নবগোপাল মিত্র
,, রাজারাম মুখোপাধ্যায়
,, চন্দ্রশেখর বসু
,, ভৈরবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
,, কালীকৃষ্ণ দত্ত
,, শ্রীনাথ মিত্র
,, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর
,, ঈশানচন্দ্র মুখোপাধ্যায়
,, মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায়
,, দ্বিপেন্দ্রনাথ ঠাকুর
,, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী
,, প্রসন্নকুমার বিশ্বাস

সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

সহকারী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন

তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক।

শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন

শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর।
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

বর্ষশেষের ব্রাহ্মসমাজ আগামী ৩০ চৈত্র শুক্রবার সন্ধ্যা ৭॥ ঘটিকার সময়ে আদি ব্রাহ্মসমাজ গৃহে হইবে

এবং

নববর্ষের ব্রাহ্মসমাজ আগামী ১ বৈশাখ শনিবার প্রত্যূষে ৫ ঘটিকার সময়ে শ্রীযুক্ত প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ভবনে হইবে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের নূতন সংস্করণ। ইহাতে মূল টীকা অর্থ ও তাৎপর্য্য আছে। মূল্য অতি সুলভ ॥০ আট আনা মাত্র। মূল্য সুলভ অথচ পুস্তক খানার ভিতর সমস্তই আছে। ছাপা উৎকৃষ্ট ও পরিশুদ্ধ।

যাঁহাদিগের নিকট তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মূল্য বাকি আছে তাঁহারা দেয় টাকা শীঘ্র পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। অনর্থক মাশুল ব্যয় করিয়া বারম্বার পত্র লিখিয়া বিরক্ত করিতে না হয়, ইহাই বাসনা।

মফসলস্থ যে সকল ব্রাহ্মসমাজে এ বিশেষ ব্যক্তিকে বিনা মূল্যে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা দেওয়া হয় তাঁহারা অগ্রিম ডাক মাশুল প্রেরণ না করিলে পত্রিকা পাঠান যাইবে না।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার একাদশ কল্পের প্রথম ভাগের সূচীপত্র

অকারাদি বর্ণক্রমে একাদশ কল্পের প্রথম ভাগের সূচীপত্র

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

ব্রহ্মবা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

পঞ্চম প্রপাঠকে ঊনবিংশঃ খণ্ডঃ।

তদ্যদ্ভক্তং প্রথমমাগচ্ছেত্তদ্ধোমীয়ং স যাং প্রথমামাহুতিং জুহুয়াৎ প্রাণায় স্বাহেতি প্রাণস্তৃপ্যতি ॥ ১ ॥

'তদ্যদ্ভক্তং প্রথমমাগচ্ছেৎ' তত্রৈবং সতি ভোজনকালে যদ্ভক্তমাগচ্ছেদ্ভোজনার্থং 'তৎ হোমীয়ং' হোতব্যং। তত্র 'সঃ' ভোক্তা, 'যাং প্রথমাং আহুতিং জুহুয়াৎ' তাং কথং জুহুয়াদিত্যাহ। 'প্রাণায় স্বাহা ইতি' অনেন মন্ত্রেণাহুতিশব্দাদবদানপ্রমাণমন্নং প্রক্ষিপেদিত্যর্থঃ। তেন 'প্রাণঃ তৃপ্যতি' ॥ ১ ॥

প্রথমে যে খাদ্য আইসে তাহাকে হবন করিতে হয়। ভোক্তা প্রথমে যে হবন করিবেক তাহাকে 'প্রাণায় স্বাহা' এই বলিয়া আহুতি দিবেক। ইহাতে প্রাণ পরিতৃপ্ত হয়। ১।

প্রাণে তৃপ্যতি চক্ষুস্তৃপ্যতি চক্ষুষি তৃপ্যত্যাদিত্যস্তৃপ্যত্যাদিত্যে তৃপ্যতি দ্যৌস্তৃপ্যতি দিবি তৃপ্যন্ত্যাং যৎকিঞ্চ দ্যৌশ্চাদিত্যশ্চাধিতিষ্ঠতস্তত্তৃপ্যতি তস্যানুতৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিরন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চসেনেতি ॥ ২ ॥

'প্রাণে তৃপ্যতি' 'চক্ষুঃ তৃপ্যতি' 'চক্ষুষি তৃপ্যতি' আদিত্যস্তৃপ্যতি 'আদিত্যে তৃপ্যতি দ্যৌঃ তৃপ্যতি' 'দিবি তৃপ্যন্ত্যাং' যৎকিঞ্চ দ্যৌঃ চ আদিত্যঃ চ অধিতিষ্ঠতঃ' যচ্চ দ্যৌশ্চাদিত্যশ্চ স্বামিত্বেনাধিতিষ্ঠতঃ, তৎ তৃপ্যতি। তস্য তৃপ্তিং অনু স্বয়ং ভুঞ্জানঃ 'তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিঃ অন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চসেন ইতি' ॥ ২ ॥

প্রাণের তৃপ্তিতে চক্ষু তৃপ্ত হয়। চক্ষুর তৃপ্তিতে আদিত্য তৃপ্ত হয়। আদিত্যের তৃপ্তিতে দ্যুলোক তৃপ্ত হয়। দ্যুলোকের তৃপ্তিতে আর আর যা কিছু দ্যুলোক ও আদিত্য আছে তাহা তৃপ্ত হয়। ইহাদের তৃপ্তিতে ভোক্তা স্বয়ং পুত্র ও পশুগণসহ অন্নে, তেজে, ও ব্রহ্মতেজে পরিতৃপ্ত হয়। ২।

বিংশঃ খণ্ডঃ

অথ যাং দ্বিতীয়াং জুহুয়াত্তাং জুহুয়াদ্ব্যানায় স্বাহেতি ব্যানস্তৃপ্যতি ॥ ১ ॥

'অথ' 'যাং দ্বিতীয়াং' জুহুয়াৎ তাং জুহুয়াৎ 'ব্যানায় স্বাহা ইতি' 'ব্যান' তৃপ্যতি ॥ ১ ॥

আর দ্বিতীয় বারে যে হবন করিবেক তাহাকে 'ব্যানায় স্বাহা' এই বলিয়া আহুতি দিবেক। ইহাতে ব্যান তৃপ্ত হয়। ১।

ব্যানে তৃপ্যতি শ্রোত্রং তৃপ্যতি শ্রোত্রে তৃপ্যতি চন্দ্রমাস্তৃপ্যতি চন্দ্রমসি তৃপ্যতি দিশস্তৃপ্যন্তি দিক্ষু তৃপ্যন্তীষু যৎকিঞ্চ দিশশ্চ চন্দ্রমাশ্চাধিতিষ্ঠন্তি তত্তৃপ্যতি তস্যানুতৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিরন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চসেনেতি ॥ ২ ॥

'ব্যানে তৃপ্যতি শ্রোত্রং তৃপ্যতি' 'শ্রোত্রে তৃপ্যতি চন্দ্রমাঃ তৃপ্যতি' 'চন্দ্রমসি তৃপ্যতি দিশঃ তৃপ্যন্তি' 'দিক্ষু তৃপ্যন্তীষু যৎ কিঞ্চ দিশঃ চ চন্দ্রমাঃ চ অধিতিষ্ঠন্তি তৎ তৃপ্যতি' 'তস্য অনু তৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিঃ অন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চসেন ইতি' ॥ ২ ॥

ব্যানের তৃপ্তিতে শ্রোত্র তৃপ্ত হয়। শ্রোত্রের তৃপ্তিতে চন্দ্রমা তৃপ্ত হয়। চন্দ্রের তৃপ্তিতে দিক-সকল তৃপ্ত হয়। দিক সকলের তৃপ্তিতে আর আর যা কিছু দিক ও চন্দ্রমা আছে তাহা তৃপ্ত হয়। ইহাদের তৃপ্তিতে ভোক্তা স্বয়ং পুত্র ও পশুগণসহ অন্নে, তেজে ও ব্রহ্মবর্চসে পরিতৃপ্ত হয়। ২।

একবিংশঃ খণ্ডঃ।

অথ যাং তৃতীয়াং জুহুয়াত্তাং জুহুয়াদপানায় স্বাহেত্যপানস্তৃপ্যতি ॥ ১ ॥

'অথ যাং তৃতীয়াং জুহুয়াৎ' 'তাং জুহুয়াৎ' 'অপানায় স্বাহা ইতি' 'অপানঃ তৃপ্যতি' ॥ ১ ॥

আর তৃতীয় বারে যে হবন করিবেক তাহাকে 'অপানায় স্বাহা' এই বলিয়া আহুতি দিবেক। ইহাতে অপান তৃপ্ত হয়। ১।

অপানে তৃপ্যতি বাক্ তৃপ্যতি বাচি তৃপ্যন্ত্যামগ্নিস্তৃপ্যত্যগ্নৌ তৃপ্যতি পৃথিবী তৃপ্যতি পৃথিব্যাং তৃপ্যন্ত্যাং যৎকিঞ্চ পৃথিবী চাগ্নিশ্চাধিতিষ্ঠতস্তত্তৃপ্যতি তস্যানুতৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিরন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চসেনেতি ॥ ২ ॥

'অপানে তৃপ্যতি বাক্ তৃপ্যতি' 'বাচি তৃপ্যন্ত্যাং অগ্নিঃ তৃপ্যতি' 'অগ্নৌ তৃপ্যতি পৃথিবী তৃপ্যতি' 'পৃথিব্যাং তৃপ্যন্ত্যাং যৎ কিঞ্চ পৃথিবী চ অগ্নিঃ চ অধিতিষ্ঠতঃ তৎ তৃপ্যতি' 'তস্য তৃপ্তিং অনু তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিঃ অন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চসেন ইতি' ॥ ২ ॥

অপানের তৃপ্তিতে বাক্য তৃপ্ত হয়। বাক্যের তৃপ্তিতে অগ্নি তৃপ্ত হয়। অগ্নির তৃপ্তিতে পৃথিবী তৃপ্ত হয়। পৃথিবীর তৃপ্তিতে আর আর যাহা কিছু পৃথিবী ও অগ্নি আছে তাহা তৃপ্ত হয়। ইহাদের তৃপ্তিতে ভোক্তা স্বয়ং পুত্র ও পশুগণসহ অন্নে, তেজে ও ব্রহ্মবর্চসে পরিতৃপ্ত হয়। ২।

দ্বাবিংশঃ খণ্ডঃ।

অথ যাং চতুর্থীং জুহুয়াত্তাং জুহুয়াৎ সমানায় স্বাহেতি সমানস্তৃপ্যতি ॥ ১ ॥

'অথ যাং চতুর্থীং জুহুয়াৎ' 'তাং জুহুয়াৎ সমানায় স্বাহা ইতি' 'সমানঃ তৃপ্যতি' ॥ ১ ॥

চতুর্থ বারে যে হবন করিবেক তাহাকে 'সমানায় স্বাহা' এই বলিয়া আহুতি দিবেক। ইহাতে সমান তৃপ্ত হয়। ১।

সমানে তৃপ্যতি মনস্তৃপ্যতি মনসি তৃপ্যতি পর্জন্যস্তৃপ্যতি পর্জন্যে তৃপ্যতি বিদ্যুত্তৃপ্যতি বিদ্যুতি তৃপ্যন্ত্যাং যৎকিঞ্চ বিদ্যুচ্চ পর্জন্যশ্চাধিতিষ্ঠতস্তত্তৃপ্যতি তস্যানুতৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিরন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চসেনেতি ॥ ২ ॥

'সমানে তৃপ্যতি মনঃ তৃপ্যতি' 'মনসি তৃপ্যতি পর্জন্যঃ তৃপ্যতি' 'পর্জন্যে তৃপ্যতি বিদ্যুৎ তৃপ্যতি' 'বিদ্যুতি তৃপ্যন্ত্যাং যৎকিঞ্চ বিদ্যুৎ চ পর্জন্যঃ চ অধিতিষ্ঠতঃ তৎ তৃপ্যতি' 'তস্য অনু তৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিঃ অন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চসেন ইতি' ॥ ২ ॥

সমানের তৃপ্তিতে মন তৃপ্ত হয়। মনের তৃপ্তিতে মেঘ তৃপ্ত হয়। মেঘের তৃপ্তিতে বিদ্যুৎ তৃপ্ত হয়। বিদ্যুতের তৃপ্তিতে আর আর যাহা কিছু বিদ্যুৎ ও মেঘ আছে তাহা তৃপ্ত হয়। ইহাদের তৃপ্তিতে ভোক্তা স্বয়ং পুত্র ও পশুগণ সহ অন্নে, তেজে ও ব্রহ্মবর্চসে পরিতৃপ্ত হয়। ২।

ত্রয়োবিংশঃ খণ্ডঃ।

অথ যাং পঞ্চমীং জুহুয়াত্তাং জুহুয়াদুদানায় স্বাহেত্যুদানস্তৃপ্যতি ॥ ১ ॥

'অথ যাং পঞ্চমীং জুহুয়াৎ' 'তাং জুহুয়াৎ উদানায় স্বাহা ইতি' 'উদানঃ তৃপ্যতি' ॥ ১ ॥

পঞ্চম বারে যে হবন করিবেক তাহাকে 'উদানায় স্বাহা' এই বলিয়া আহুতি দিবেক। ইহাতে উদান তৃপ্ত হয়। ১।

উদানে তৃপ্যতি বায়ুস্তৃপ্যতি বায়ৌ তৃপ্যত্যাকাশস্তৃপ্যত্যাকাশে তৃপ্যতি যৎকিঞ্চ বায়ুশ্চাকাশশ্চাধিতিষ্ঠতস্তত্তৃপ্যতি তস্যানুতৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিরন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চসেনেতি ॥ ২ ॥

'উদানে তৃপ্যতি বায়ুঃ তৃপ্যতি' 'বায়ৌ তৃপ্যতি আকাশঃ তৃপ্যতি' 'আকাশে তৃপ্যতি যৎ কিঞ্চ বায়ুঃ চ আকাশঃ চ অধিতিষ্ঠতঃ তৎ তৃপ্যতি' 'তস্য অনু তৃপ্তিং তৃপ্যতি প্রজয়া পশুভিঃ অন্নাদ্যেন তেজসা ব্রহ্মবর্চসেন ইতি' ॥ ২ ॥

উদানের তৃপ্তিতে বায়ু তৃপ্ত হয়। বায়ুর তৃপ্তিতে আকাশ তৃপ্ত হয়। আকাশের তৃপ্তিতে আর আর যাহা কিছু বায়ু ও আকাশ আছে তাহা তৃপ্ত হয়। ইহাদের তৃপ্তিতে ভোক্তা স্বয়ং পুত্র ও পশুগণসহ অন্নে, তেজে ও ব্রহ্মবর্চসে পরিতৃপ্ত হয়। ২।

চতুর্বিংশঃ খণ্ডঃ।

স য ইদমবিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি যথাঙ্গারানপোহ্য ভস্মনি জুহুয়াত্তাদৃক্ তৎ স্যাৎ॥১

'সঃ যঃ' কশ্চিৎ 'ইদং' বৈশ্বানরদর্শনং যথোক্তং 'অবিদ্বান্' সন্ 'অগ্নিহোত্রং' প্রসিদ্ধং 'জুহোতি' 'যথা' 'অঙ্গারান্' আহুতিযোগ্যান্ 'অপোহ্য' অগ্নিস্থানে 'ভস্মনি' 'জুহুয়াৎ' 'তাদৃক্' তত্তুল্যং তস্য 'তৎ' অগ্নিহোত্রহবনং 'স্যাৎ' ॥ ১ ॥

যিনি এই বৈশ্বানরদর্শন না জানিয়া হবন করেন তাঁহার সে হবন কার্য্য জ্বলন্ত অঙ্গার পরিত্যাগ করিয়া ভস্মে আহুতি প্রদানের ন্যায় হয়। ১।

অথ য এতদেবং বিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বেষ্বাত্মসু হুতং ভবতি ॥ ২ ॥

'অথ যঃ এতৎ এবং বিদ্বান্ অগ্নিহোত্রং জুহোতি' 'তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু সর্ব্বেষু ভূতেষু সর্ব্বেষু আত্মসু হুতং ভবতি' ॥ ২ ॥

আর যিনি ইহা এই প্রকারে জানিয়া অগ্নিহোত্রে আহুতি দেন, তাঁহার সকল লোকে সকল ভূতে এবং সকল আত্মাতেই হবন কার্য্য সিদ্ধ হয়। ২।

তদ্যথেষীকাতূলমগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েতৈবং হাস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে য এতদেবং বিদ্বানগ্নিহোত্রং জুহোতি ॥ ৩ ॥

'তৎ যথা' 'ইষীকাতূলং' ইষীকায়াস্তূলমগ্রং 'অগ্নৌ' 'প্রোতং' প্রক্ষিপ্তং 'প্রদূয়েত' প্রদহ্যেত ক্ষিপ্রং 'এবং হ' 'অস্য' বিদুষঃ 'সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে' 'যঃ এতৎ এবং বিদ্বান্ অগ্নিহোত্রং জুহোতি' ॥ ৩ ॥

কুশের তুলা অগ্নিতে প্রক্ষেপ করিলে যেমন শীঘ্র দগ্ধ হইয়া যায়, যিনি এই প্রকারে অগ্নিহোত্র জানিয়া হবন করেন তাঁহার সকল প্রকার পাপ সেই রূপ দগ্ধ হইয়া যায়। ৩।

তস্মাদু হৈবংবিদ্যপি চণ্ডালায়োচ্ছিষ্টং প্রযচ্ছেদাত্মনি হৈবাস্য তদ্বৈশ্বানরে হুতং স্যাদিতি তদেষঃ শ্লোকঃ ॥ ৪

'তস্মাৎ উ হ এবং বিৎ অপি চণ্ডালায় উচ্ছিষ্টং প্রযচ্ছেৎ' উচ্ছিষ্টদানং যদ্যপি কুর্য্যাৎ 'হ এব অস্য' চণ্ডালদেহস্থে 'বৈশ্বানরে আত্মনি' 'তৎ হুতং স্যাৎ ইতি' এষঃ শ্লোকঃ' এতস্মিন্ স্তুত্যর্থে মন্ত্রোঽপ্যেষ ভবতি

অতএব এইরূপ বিদ্বান্ যদি চণ্ডালকেও উচ্ছিষ্ট প্রদান করেন, তবে তাহাতে তাহার দেহস্থ বৈশ্বানর আত্মাতেই হবন করা হয়। এ বিষয়ে এই শ্লোক আছে। ৪।

যথেহ ক্ষুধিতা বালা মাতরং পর্য্যুপাসত এবং সর্ব্বাণি ভূতান্যগ্নিহোত্রমুপাসত ইত্যগ্নিহোত্রমুপাসত ইতি ॥ ৫ ॥

ইতি ছান্দোগ্যোপনিষৎসু পঞ্চমঃ প্রপাঠকঃ। ওঁ তৎসৎ।

'যথা ইহ' লোকে 'ক্ষুধিতাঃ বালাঃ মাতরং পর্য্যুপাসতে' কদা নোমাতান্নং প্রযচ্ছতীতি 'এবং সর্ব্বাণি ভূতানি অগ্নিহোত্রং উপাসতে ইতি' 'অগ্নিহোত্রং উপাসতে ইতি' দ্বিরুক্তিরধ্যায়পরিসমাপ্ত্যর্থা ॥ ৫ ॥

যেমন এখানে ক্ষুধিত বালকেরা মাতার উপাসনা করিয়া থাকে, তেমনি সকল পদার্থই অগ্নিহোত্রের উপাসনা করে। তেমনি সকল পদার্থই অগ্নিহোত্রের উপাসনা করিয়া থাকে। ৫।

পঞ্চমপ্রপাঠক সমাপ্ত।

বর্ষ-শেষ ব্রাহ্ম-সমাজ।

৩০ চৈত্র, শুক্রবার। ১৮০৫ শক।

মানব-আত্মা উন্নতিশীল। এই পৃথিবীই সেই আত্মোন্নতি-সংসাধনের প্রথম ক্ষেত্র, ইহাই তাহার শৈশব-কালের শিক্ষা-ভূমি। অন্ধকারাবৃত জননী-জরায়ু হইতে এই শোভা-সৌন্দর্য্য জীবন-জ্যোতি-পূর্ণ ধরাপৃষ্ঠে ভূমিষ্ঠ

হইয়াই যে আত্মার শিক্ষা-সাধন আরম্ভ হয়, অনন্ত কালেও তাহার সে শিক্ষার শেষ হয় না। আত্মা যে অত্যুন্নত বর্দ্ধন-উন্মুখ প্রকৃতি লইয়া পৃথ্বীতলে অবতীর্ণ হয়, যে সকল দেব-দত্ত উচ্চ ভাব, উৎকৃষ্ট বৃত্তিপ্রবৃত্তি-সহ আগমন করে, তৎসমুহের প্রকৃত প্রস্তাবে উদ্দীপন ও বিস্ফুরণ-পক্ষে এখানকার শিক্ষার উপাদান সকলও যেমন অসম্পূর্ণ, সুতরাং পৃথিবীতে তাহার অবস্থান-কালও তেমনি অত্যল্প। এখানে মধুর বসন্ত-সমীরণ যেমন অত্যল্প কালের জন্য প্রবাহিত হয়, তেমনি অত্যুৎকৃষ্ট সুগন্ধি পুষ্প-সকল সংস্বল্প সময়ের জন্যই বিকসিত হইয়া থাকে। আত্মার পক্ষেও সেইরূপ। যে প্রাণ বায়ু—অমৃত-বায়ুর হিল্লোলে আত্মার ভাব কালকা সকল প্রস্ফুটিত হইবে, যে সত্য-জ্ঞান-জ্যোতিতে তাহার বৃত্তি-প্রবৃত্তি সকল প্রবর্দ্ধিত ও পরিণত হইবে, যে অমৃত-বায়ু হিল্লোল, মলয়-সমীরণের ন্যায় এখানে অবাধে চিরদিন প্রবাহিত হয় না, বর্ষা-ঋতুর সূর্য্য-রশ্মির ন্যায় সে সত্য-জ্ঞান জ্যোতি একাদিক্রমে আত্মাতে নিপতিত হয় না বলিয়াই তাহার অমৃত-সৌরভ—তাহার দেব-কান্তি সকল-সময়ে স্ফূর্ত্তি পায় না।

সূর্য্য যেমন সহস্র রশ্মিতে প্রকাশিত থাকিবার তেমনি আকাশে চির-প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে, কেবল ঘন মেঘমালা যেমন সময়ে সময়ে গগন-মণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া সূর্য্যকে দেখিতে দেয় না, তেমনি যে সত্য-জ্ঞান অমৃত-জ্যোতিতে আত্মার ভাব-কলিকা প্রস্ফুটিত হইবে, আত্মার বৃত্তি-প্রবৃত্তি-সকল সবল ও সতেজ হইবে,সেই সত্য-জ্ঞান-অমৃত-স্বরূপ ঈশ্বর,আমাদের অন্তরাকাশে স্বীয় অনন্ত প্রভায় দীপ্তি পাইলেও মোহ-মেঘাবলী তাঁহার প্রাণ-প্রদ মুক্তি-প্রদ কিরণমালা আমারদের আত্মাতে নিপতিত হইতে দেয় না। অন্তরের নীচ কামনা, বিষয়ের ধূলি-কণা সকল আমারদের অন্তশ্চক্ষুকে সময়ে সময়ে অন্ধী-ভূত করিয়া দেয় বলিয়াই আমরা সকল সময়ে গন্তব্য-পথ দেখিতে পাই না। অন্ধের ন্যায় কখন গভীরতর পাপ-কূপে নিপতিত হই, পতঙ্গের ন্যায় ইন্দ্রিয়-সুখের, বিষয়-সুখের চাক্‌চিক্য দেখিয়া বিমুগ্ধ হওত প্রকৃত শিক্ষা-সাধন বিসর্জ্জন দিয়া সেই জ্বলন্ত-অনলে আত্ম-নাশেই প্রবৃত্ত হইয়া থাকি। এই জন্যই মেঘ-বৃষ্টি ঝঞ্ঝা-বিদ্যুৎ-পূর্ণ সময়-কেই লোকে যেমন দুর্দ্দিন বলিয়া উল্লেখ করে, তেমনি এই পৃথিবীতে মনুষ্যের [illegible]তা দুর্ব্বলতা-জনিত শারীরিক মানসিক এবং ধর্ম্ম-নিয়মের ব্যভিচার নিবন্ধন রোগ-শোক,পাপ-তাপ, জরা-মৃত্যুর একাধিপত্য দেখিয়াই এই সংসারকে ভয়াবহ দুস্তর সঙ্কট-সাগর বলিয়া থাকে। বুদ্ধিজীবী জীব যেমন স্বীয় বুদ্ধি-কৌশলে নানা-উপায়ে গৃহদ্বার প্রভৃতি বিবিধ প্রয়োজনীয় দ্রব্য নির্ম্মাণ করিয়া প্রাকৃতিক উৎপাতে সুরক্ষিত হয়, ধর্ম্ম-রত ব্রহ্ম-গত-প্রাণ সাধু ব্যক্তিও তেমনি দেব-দত্ত ধর্ম্ম-বল ও শুভ-বুদ্ধি-প্রভাবে শোক-তাপ মোহ-পাপের প্রবল উপদ্রবের মধ্যেও অনা-য়াসেই আত্ম-রক্ষা করিতে পারে। ঈশ্বর তো আমারদিগকে প্রশাসিত বা প্রপীড়িত করিবার জন্য এখানে প্রেরণ করেন নাই। তিনি আমারদিগকে সুখ-সচ্ছন্দে প্রতিপালন করিবেন, সত্য-জ্ঞান-অমৃত-ভাবে আমাদিগকে পোষণ করিবেন, দুঃখ দুর্দ্দৈবের মধ্যেও শান্তি ও মঙ্গল-পথে লইয়া যাইবেন, এই তাঁহার লক্ষ্য, এইই তাঁহার উদ্দেশ্য। লোকে যেমন স্বীয় সন্তান-সন্ততিকে বিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হয়েন, শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রীর হস্তে ভরণ-পোষণ, শিক্ষা-প্রভৃতি সকল ভার সমর্পণ করিয়া আপনি নিশ্চিন্ত থাকেন, ঈশ্বর আমারদের তেমন পিতা তেমন মাতা নন।

তিনি এই সংসাররূপ প্রথম শিক্ষালয়ে আত্মাকে স্থাপন করিয়া তাহার রক্ষণ ও শিক্ষা-সাধন বিষয়ে উদাসীন নহেন। পাছে সে অযত্নে রক্ষিত হয়, পাছে দেব-ভাব—পিতৃ-ভাবে সে শিক্ষিত না হইয়া ভিন্ন-ভাবে শিক্ষিত হয়, পাছে তাহার স্বভাব-চরিত্র ভিন্ন আকারে গঠিত হয়, অমৃত-সোপান পরিত্যাগ করিয়া পাছে সে বিভিন্ন পথে গমন করে, তজ্জন্য এই বিশাল প্রকৃতি-পটে তাঁহার স্বরূপ জ্বলন্ত স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত থাকিলেও, তিনি প্রতি আত্মার অভ্যন্তরে তাহার শিক্ষা-দাতারূপে অনন্ত উচ্চ ও অদ্বিতীয় আদর্শ হইয়া আপনি সত্য-জ্ঞান, শান্তি-মঙ্গল, অমৃত ও আনন্দ রূপে বিরাজ করিতেছেন। প্রাকৃতিক মেঘ-কুজ্ঝটিকা অন্তরিত করিয়া সূর্য্য সন্দর্শন করাই মনুষ্যের পক্ষে দুঃসাধ্য, কিন্তু পাপ-কলঙ্ক বিমোচন করিয়া—মোহান্ধকার ভেদ করিয়া সেই জ্বলন্ত-জ্যোতি-পূর্ণ ব্রহ্মকে অবলোকন করত তাঁর মঙ্গল-জ্যোতিতে অমৃত-পথে গমন করা মনুষ্যের নিতান্তই যত্ন ও সাধ্যায়ত্ত। যেখানে তাহার যত্ন চেষ্টা বিফল হয়, যখন তাহার ইচ্ছা-স্পৃহা নির্ব্বাণ হয়, তখন সেই পুত্র-বৎসল পরব্রহ্ম তাহার অন্তরের মোহ-মেঘান্তরাল হইতে বিদ্যুতের ন্যায় এক একবার প্রকাশিত হইয়া তাহাকে সচকিত করিয়া তোলেন, তাহার নির্ব্বাণ-প্রায় আশা-প্রদীপকে প্রজ্বলিত করিয়া দেন। দুস্তর সমুদ্র-পথে যেমন নাবিকের বুদ্ধি-বিজ্ঞান-উদ্ভাবিত দিক্ নির্ণায়ক যন্ত্রাদি ভগ্ন বা বিকল হইয়া পড়িলে এক ধ্রুব-তারা দেখাইয়া তাহাকে সুপথে লইয়া যান, তেমনি মানব-আত্মা এই মোহময় সংসারে অসৎশিক্ষা, অসৎ দৃষ্টান্তে এবং বিবিধ আকর্ষণ প্রলোভনের মধ্যে দিশাহারা হইয়া পড়িলে, তিনি তাহার আঁধারের দীপ, অকূলের কাণ্ডারী হইয়া আত্মার অভ্যন্তরেই প্রকাশিত হয়েন। উদ্ধত পিতা-মাতা বা শিক্ষকের ন্যায় তিনি তাঁহার ধর্ম্ম-নিয়মের উল্লঙ্ঘন ও ব্যভিচার-নিবন্ধন কঠোর দণ্ড বা তীব্র তিরস্কার দ্বারা তাহাকে ভয়-তাপে এককালে বিহ্বল করিয়া দেন না। তাঁহার প্রকাশে আত্মা সুপ্তোত্থিতের ন্যায় জাগ্রত ও সচকিত হইয়া উঠে, তাঁহার প্রেমানন দেখিয়া তাহার আশা-ভরসা উদ্দীপ্ত হয়, তাঁহার অকৃত্রিম স্নেহ-পূর্ণ প্রীতি-পূর্ণ অমৃত-ময় উপদেশে, আত্মাতে নূতন বল, নব জীবনের সঞ্চার হইয়া থাকে।

সত্য-জ্ঞান, শান্ত-মঙ্গল, অমৃত-আনন্দ-স্বরূপ ঈশ্বর এই জন্যই নিয়ত আমারদের আত্মাতে প্রকাশ পাইতেছেন যে, আমারদের উন্নতিশীল আত্মা সেই অনন্ত উন্নত, উচ্চ অদ্বিতীয় আদর্শ দেখিয়া শিক্ষা লাভ করুক, সেই পরম পিতার, স্নেহময়ী মাতার সাদৃশ্য লাভ করিয়া ক্রমে দেবত্ব-লাভে সমর্থ হউক, তাঁহার ইচ্ছার ও কার্য্যের অনুসরণ করিয়া পৃথিবীতে সুখ-শান্তি বিস্তার পূর্ব্বক আত্ম-প্রসাদ ও ব্রহ্মানন্দ উপভোগে বল-লাভ ও পুষ্টি-লাভ করুক—সেই পরম পিতার প্রকৃত পুত্র-নামের যোগ্য হউক। যে সকল সাধু-সজ্জন, আত্মাকে ব্রহ্ম-সংস্থিত করিয়া—তাঁহার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আত্মোন্নতির ও ধর্ম্ম-সাধনের চেষ্টা করেন, তাঁহারা যথার্থই পৃথিবীর ভূষণ হইয়া উঠেন। তাঁহারা যথার্থই এই মর্ত্ত্য-লোকে—এই প্রথম শিক্ষালয়ে থাকিয়াই উন্নত-লোকে উচ্চ-শিক্ষা প্রাপ্তির উপযুক্ত হয়েন। পবিত্র ব্রাহ্ম-ধর্ম্মও আত্মার সমক্ষে সেই উজ্জ্বল উন্নত আদর্শকেই ধারণ করিতেছেন। আমরা যখন শান্ত সংযত হইয়া বহির্বিষয় হইতে ইন্দ্রিয় ও মনোবৃত্তি সকলকে সংহরণ পূর্ব্বক স্তব্ধভাবে অন্তরাকাশে সেই সত্য-জ্ঞান, শান্ত-মঙ্গল, অমৃত-আনন্দ-স্বরূপ অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের প্রতি

অন্তশ্চক্ষু উন্মীলন করি, পবিত্র ব্রাহ্ম-ধর্ম্মও সেই সময়ে গম্ভীর স্বরে

ওঁ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি। শান্তং শিবমদ্বৈতং।

এই মহামন্ত্র গান করত কর্ণকুহরে সুধা-বর্ষণ করিয়া আত্মাকে সমাধি-সাধনে বল-দান উৎসাহ-দান করেন। উপাসনা-কালে চিত্ত-বিক্ষেপ দ্বারা লক্ষ্য স্থির না হইলে ব্রাহ্মধর্ম্ম সেই পরম লক্ষ্য নির্দ্দেশ-পূর্ব্বক আত্মাকে ধ্যান ধারণা বিষয়ে সামর্থ্য প্রদান করেন। এই জন্যই এই মহামন্ত্রের এত মাহাত্ম্য! এই জন্যই পবিত্র ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের সর্ব্বোপরি এত শ্রেষ্ঠত্ব—মহত্ত্ব!!

হে ধর্ম্মপরায়ণ ভগবৎভক্ত সকল! আজ্ বর্ষ-শেষের সঙ্গে সঙ্গে এখানকার শিক্ষা-কাল খর্ব্ব হইয়া আসিল। উন্নত লোকে উচ্চ-শিক্ষার সময় ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইল। আজ্ এই বর্ষ শেষ-রজনীতে আইস, সকলে এক বার আলোচনা করিয়া দেখি, আমারদের অন্তশ্চক্ষু কতদূর সেই সত্য জ্ঞান,শান্ত মঙ্গল, অমৃত-আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্ম-দর্শনে সমর্থ হইয়াছে। আমারদের আত্মা কতদূর তাঁহার সাদৃশ্য-লাভে সমর্থ হইয়াছে। আমারদের এখানকার শিক্ষা সাধন কতদূর সুসম্পন্ন হইয়াছে, এখানে আমরা কতদূর উন্নতি-লাভ করিলাম—ধন-সম্পদ্, খ্যাতি-প্রতিপত্তিতে নয়, আমরা কতদূর সেই অনন্ত-উন্নত আদর্শের অনুকরণ করিতে সমর্থ হইয়াছি, কতদূর আমারদের ইচ্ছা তাঁহার ইচ্ছার অনুবর্ত্তী হইয়াছে, তাঁহার ইচ্ছা-স্রোতের সহিত আমারদের কার্য্য-প্রবাহ কতদূর মিলিত হইয়াছে, আমারদের আত্মার ভাব-কলিকা-সকল তাঁহার অমৃত-হিল্লোলে কতদূর বিকসিত হইয়াছে—বৃত্তি-প্রবৃত্তি সকল তাঁর সত্য-জ্ঞান অমৃত-জ্যোতিতে কতদূর বল লাভ ও পুষ্টি-লাভ করিয়াছে, আইস, সকলে তাহাই আলোচনা করি—তাহারই অনুসন্ধান করি

অদ্য-কল্য করিয়া তো পৃথিবীতে আমারদের অবস্থান-কাল ক্রমে নিঃশেষিত হইল। শরীর দুর্ব্বল, ইন্দ্রিয়-সকল হীনবল হইয়া পড়িল,তাহার উপরে কখন যে আমারদিগকে ইহ-লোক পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহার কিছুই স্থির নাই। হয় তো এখনই—এই রাত্রিই আমারদের এখানকার শেষ রজনী হইতে পারে! আমারদিগকে করুণাময় ঈশ্বর এখানে সাধন-রত এবং শিক্ষা-পটু করিবার জন্যই গমন-কাল নির্দ্দেশ করিয়া দেন নাই। আমরা সকল সময়েই উন্নত লোকে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকি, তাঁহার সঙ্গে সর্ব্বদাই যুক্তমনা যুক্তাত্মা হইয়া অবস্থান করি, এইই তাঁহার মঙ্গলময় লক্ষ্য, এইই তাঁহার কল্যাণতর ইচ্ছা! যদি ক্ষীণতা, দুর্ব্বলতা নিবন্ধন আমারদের শিক্ষা-সাধন-বিষয়ে ঔদাস্য ও অবহেলা হইয়া থাকে, আইস,সকলে অনুতপ্ত-হৃদয়ে এখনই তাঁহার শরণাগত হই। কাতর-প্রাণে তাঁহার নিকটে আপন আপন অপরাধ স্বীকার করিয়া যোড়-করে ক্ষমা প্রার্থনা করি। তিনি আমারদের অকৃত্রিম কাতরতা দেখিলে এখনই তাঁহার অমৃত-বিন্দু—মৃত-সঞ্জীবন জ্যোতি বর্ষণ করিয়া আমারদের আত্মাতে নব জীবন প্রেরণ করিবেন

হে করুণাময় ঈশ্বর! আমারদের দোষের অন্ত নাই, অপরাধের সীমা নাই, পাপেরও ইয়ত্তা নাই। আমরা মর্ত্ত্য-জীব হইয়া অনেক সময় কেবল বিষয়-সেবায়, ইন্দ্রিয়-সেবায় অতিবাহিত করিয়াছি। তোমাকে ভুলিয়া সংসারের দাসত্বেই অধিকাংশ কাল ক্ষেপণ করিয়াছি। আত্মার উন্নতি-সাধনে ঔদাস্য অবহেলা করিয়া উন্নত লোকে উচ্চ শিক্ষা প্রাপ্তি-বিষয়ে নিতান্তই অযোগ্য ও

অপ্রস্তুত হইয়া রহিয়াছি। তুমি কৃপা করিয়া আমারদের সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর। আমরা তোমারই চিরাশ্রিত,তোমারই কৃপার ভিখারী! তোমার করুণা-বারি ভিন্ন এ মলিন আত্মা আর কিসে বিধৌত ও বিশুদ্ধ হইবে? তুমি অমৃত জ্যোতি বিকীর্ণ না করিলে এ মৃতকল্প আত্মাতে কে আর নব জীবন প্রেরণ করিবে? তুমিই আমারদের পিতা মাতা, ধাতা-পাতা মুক্তিদাতা সকলই! তোমারই শরণাপন্ন হইতেছি, তুমি আমারদের সকল অপরাধ মার্জ্জনা কর, সকল দোষ ক্ষমা করিয়া আমারদের আত্মাকে নব বলে বলীয়ান্ কর, নবতর কল্যাণতর শিক্ষা-সাধনে সমর্থ কর, শান্তি মঙ্গল অমৃতের সোপান প্রদর্শন কর, বিনীত ভাবে কাতর প্রাণে এই বর্ষ-শেষ-রজনীতে তোমার সন্নিধানে এই প্রার্থনা করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

আত্মসংযম ও ব্রহ্ম-সাধন।

আমরা দেখিতে পাই পৃথিবীতে দুই প্রকার মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকে। কেহবা অসামান্য-প্রতিভাশালী, কেহ বা সামান্য-বুদ্ধি-জীবী। ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় যে স্বভাব একের অপেক্ষা অন্যের প্রতি বিশেষ অনুকূল। ঈশ্বর অগম্য অপার। কেন যে তিনি এ প্রকার করিয়াছেন,তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস প্রভৃতির ন্যায় মনুষ্য সচরাচর জন্ম গ্রহণ করেন না। স্বভাবদত্ত অসামান্য প্রতিভা না থাকিলে কেবল মাত্র পরিশ্রম দ্বারা ইহাঁরা কখনই জগতে এপ্রকার প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিতেন না। বিদ্যা সম্বন্ধে যেমন ধর্ম্মসম্বন্ধেও ঠিক্ তেমনি দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধির যেমন তারতম্য আছে, হৃদয় সম্বন্ধেও তেমনি স্বভাবতঃ ইতর বিশেষ লক্ষিত হইয়া থাকে। স্পষ্টই দেখিতে পাই, এক জনের ধর্ম্ম-ভাব প্রেম-ভাব ঈশ্বর-ভক্তি স্বভাবতই অন্য অপেক্ষা অধিকতর প্রবল। এক জন সহজে ঈশ্বর ও মনুষ্যকে ভালবাসে, অন্যে তেমন পারে না। এক জন অন্য অপেক্ষা সহজে ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ ও কাম ক্রোধাদি রিপু সকলকে নিয়মিত করিতে পারে। এক জন স্বভাবতই শান্ত, আর এক জন স্বভাবতই অশিষ্ট। কিন্তু স্বভাব সর্ব্বোপরি হইলেও অভ্যাস বা সাধন দ্বারা অতি কঠোর কঠিন ব্রতও সম্পন্ন হইতে পারে। অভ্যাসকে দ্বিতীয় স্বভাব বলা যাইতে পারে।

যাঁহারা স্বভাবতঃ ঈশ্বরানুরাগী, তাঁহারা সহজে তাঁহাকে লাভ করেন। কর্ত্তব্য কর্ম্ম, ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন করা, তাঁহাদের পক্ষে নিশ্বাস প্রশ্বাসের ন্যায় সহজ। পরমেশ্বরের নাম শ্রবণ মাত্রেই তাঁহাদের চক্ষু হইতে প্রেমাশ্রুপাত হইয়া থাকে। মনুষ্যের ক্লেশ কষ্ট দেখিলেই তাঁহাদের হৃদয় ব্যথিত হয়। সেই ক্লেশ-ভার নিবারণ করিতে না পারিলে কিছুতেই তাঁহাদের শান্তি অনুভব হয় না। কিন্তু অল্প বা অধিক পরিমাণে [illegible]ভাব—ধর্ম্মের ভাব সকলেরি হৃদয়ে প্রচ্ছন্ন ভাবে আছে। অভ্যাস বা সাধন দ্বারা সেই ভাবের বিকাশ হইয়া থাকে। সাধন শান্তি ও ঈশ্বরলাভের প্রধান উপায়। আমরা যদি শত শত বার ব্রাহ্মসমাজে গমনাগমন করি, সহস্র সহস্র ধর্ম্ম-প্রতিপাদক গ্রন্থ পাঠ করি, এবং বিবিধ ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ ও দান করি, সাধনশূন্য হইলে, এই সকল উপায়ে কখনই শান্তি ও শান্তস্বরূপ ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারিব না। সাধন দ্বারা প্রতিকূল রিপু ও ইন্দ্রিয় বশীভূত হইলে, অস্ফুট মঙ্গলভাব ধর্ম্মভাব প্রস্ফুটিত হইলে,

অবশ্যই মনুষ্য দেবভাব প্রাপ্ত হইতে পারে, নিশ্চয়ই সেই দেবদেবকে হৃদয়ে সাক্ষাৎ দর্শন করিতে পারে। কিন্তু এই সাধন কি সহজেই হইবে? মুখে সাধন সাধন বলিলেই কি ধর্ম্ম সাধন হইতে পারে? কখনই না। সাধনের নিমিত্ত প্রাণ-গত যত্ন চাই, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা চাই, এই এক সাধনের অভাবে আমাদের কি দুর্গতি হইতেছে, তাহা কি আমরা দেখিব না? সাধনের অভাবে মনুষ্য শান্তিহীন হইয়া কি শ্রীহীনই না হইয়াছে। আপনার উপর কর্ত্তৃত্ব স্থাপনের জন্যই আমাদের সাধন। আপনার উপর যার কর্ত্তৃত্ব নাই, তার মত দুঃখী পৃথিবীতে আর কে? এই ত পৃথিবী—মনুষ্য মনুষ্যের প্রতি পিশাচবৎ ব্যবহার করিতেছে—কেহ কাহার সুখ-সৌভাগ্য দেখিতে পারে না—নির্দ্দয়তার প্রবৃত্তি কেমন প্রবল! পরের ধন প্রাণ যশ হানি করিতে কুটিল কুমন্ত্রণা-পরায়ণ ব্যক্তিরা কেমন নিপুণ! আবার রোগ শোক দৈব দুর্ব্বিপাক চারিদিক্ হইতে আমাদিগকে আক্রমণ করিতেছে। তার মধ্যে যদি আপনি ঠিক্ থাকিতে না পারি—আপনার উপর কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করিতে না পারি, তবে আর নিস্তার কোথায়! মনে কর এক জন সম্মুখে আসিয়া—একটা অযথা অপ্রীতিকর কথা তোমাকে বলিল—তীব্র ভাবে ভর্ৎসনা করিল—অপমান করিল, আর তুমি তাহা শ্রবণ মাত্রেই জ্বলিয়া উঠিলে, আত্ম-দমনের শক্তি নাই—"অত্যাচারীর প্রতি অত্যাচার করিও না, সর্ব্বদা আপনি সাধু থাকিবে" এ উপদেশ পালন করিবার অভ্যাস নাই—সুতরাং প্রতিহিংসা ও বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়া কেবল অনল হইতে অনলান্তরে পতিত হইয়া দগ্ধ হইলে। এই যাতনা কি ইচ্ছা পূর্ব্বক চিরদিন সহ্য করিতে হইবে? এই ক্রোধে অন্ধ হইয়া কত লোক আত্মঘাতী হইতেছে—এবং পরের প্রাণ পর্য্যন্ত নষ্ট করিতেছে। এখানে একটি রিপুর কথাই উল্লেখ করা হইল। লোকে বিশেষ বিশেষ রিপু হইতে বিশেষ বিশেষ যন্ত্রণা পাইয়া থাকে। এবং কেবলই যে যন্ত্রণা পাইয়া থাকে তাহা নহে—কোথা মনুষ্য হইয়া সাধন দ্বারা ক্রমে ক্রমে দেবভাবে সমুন্নত হইবে, না এক আত্মদমনের অভাবে পশু হইতে হীনতর অবস্থায় অবনত হয়।

কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুর অধীন যে জীবন, সে কি জীবন না মৃত্যু? তাহা মৃত্যু হইতেও অধিক। কারণ ইহারা মৃত মনুষ্যকে দগ্ধ না করিয়া জীবিত মনুষ্যকে দগ্ধ করে। আত্মদমনের অভাবে যাহারা মুহুর্মুহু দগ্ধ হয়, তাহারা শান্তির রাজ্য হইতে বহু দূরে ভ্রমণ করে। শান্ত স্বরূপের আবির্ভাব সেখানে কখনই সম্ভবিতে পারে না। যেমন নির্ম্মল ও নিস্তরঙ্গ জলে সূর্য্যের মূর্ত্তি প্রতিবিম্বিত হয়, তেমনি নির্ম্মল শান্ত হৃদয়ে পবিত্র মনে—সেই প্রেম-রবির মুখ-জ্যোতি প্রতিফলিত হয়। অতএব অগ্রে আত্মদমন কর—আপনাকে শান্ত কর। যে কোন রিপু যখন প্রবল হইবে তখনই তাহাকে দমন করিতে চেষ্টা করা উচিত। সেই সময়টি বড় কঠিন সময়। সেই সময়ে মনে একটি বিশেষ আবেগ আসিয়া উপস্থিত হয়। অত্যন্ত দৃঢ়তা সহকারে তাহার গতিরোধ করিতে হইবে, খুব জোর করিয়া ধৈর্য্য ধরিতে হইবে। ক্রমে ধৈর্য্য ধারণ অভ্যস্ত হইলে—আমরা এক নবতর স্বর্গীয় ভাব প্রাপ্ত হইব—অত্যন্ত শান্তি প্রাপ্ত হইয়া জীবনের ভাব বুঝিতে পারিব। আমাদের প্রথম উদ্যম যদি বিফল হয়, নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। কারণ দেখা যায় যে কঠিন প্রস্তরোপরি বিন্দু বিন্দু করিয়া জল পড়িয়াও—সময়ে তাহাকে ক্ষয় করিয়াছে, খুব জোরে পড়ি-

য়াছে বলিয়া যে প্রস্তর ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা নহে—অনবরত পড়িয়াছে বলিয়াই—ঐরূপ হইয়াছে—সেই রূপ আমরা যদি পুনঃ পুনঃ রিপুদমনের চেষ্টা করি, একবারে না হয় দুই বারে—দুই বারে না হয় তিন বারে হৃদয়ের সহিত যদি এইরূপ বার বার চেষ্টা করি, যতক্ষণ না কৃতকার্য্য হই ততক্ষণ সিদ্ধি লাভের নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবন করি, সিদ্ধিলাভ না হইলে আহার, বিহার, শয়নে কিছুতেই সুখ নাই—যদি আমাদের এপ্রকার প্রাণগত চেষ্টা হয় তবে সিদ্ধিলাভ করিতে পারি না ইহা অসম্ভব।

একান্তই যদি সংগ্রাম কঠিন হইয়া উঠে, আমরা কি আমাদের জাগ্রত জীবন্ত সেনাপতির নিকট হইতে সাহায্য পাইতে পারিব না? আমাদের প্রার্থনার কি কিছুমাত্র বল নাই? সেই দেবদেব যিনি দেবাসুরের যুদ্ধ আমাদের হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তিনি কি দেবতার জয় দান করিবেন না? তিনি কি অসৎ ভাবের উপর সদ্ভাবকে জয়ী হইতে দিবেন না? অবশ্যই দিবেন। তাঁহার যাহা ইচ্ছা, অবশ্যই তাহা সম্পন্ন হইবে। অতএব আমরা দুর্ব্বল বলিয়া যেন যত্ন চেষ্টায় বিরত না হই। উৎসাহহীন না হই। যিনি সর্ব্বশক্তিমান এবং করুণাময়, হৃদয়ের সহিত যদি তাঁহার নিকট বল ভিক্ষা করি, তিনি কি তাহা দিতে কুণ্ঠিত হইবেন? তাঁর বলে যদি বলীয়ান হই তাহা হইলে রিপুর উপর জয়লাভ করা আর কঠিন কার্য্য বলিয়া বোধ হইবে না। তাঁর যে শরণাপন্ন, তাঁর যে অধীন, সে কি কখন রিপুর অধীন হইয়া থাকিতে পারে? সরল হৃদয়ে পাপের বিপক্ষে কুপ্রবৃত্তির বিপক্ষে রিপুর বিপক্ষে সংগ্রাম কর—তিনি পরিশেষে জয় দান করিবেন ইহাতে আর কিছুমাত্র সংশয় নাই। "পাপী তাপী সাধু অসাধু দিবেন সবারে মঙ্গল ছায়া,
কেবা জানে কত সুখরত্ন দিবেন মাতা লয়ে তাঁর অমৃত নিকেতনে।"

শান্ত হইয়া শান্ত স্বরূপের উপাসনা কর, পবিত্র হইয়া তাঁহার উপাসনা কর। অপবিত্র হইলে সেই পবিত্রস্বরূপের সমীপবর্ত্তী হইতে পারিবে না—দেবস্পৃহনীয় উপাসনার ভাব তোমার হৃদয়ে উদয়ও হইবে না। অতএব পবিত্র হইয়া তাঁহার নাম উচ্চারণ করিও, পবিত্র হইয়া তাঁহার উপাসনা করিতে বসিও। পিপাসু হইয়া সেই অমৃতের প্রতীক্ষা করিয়া থাকিও। সেই অখিলমাতা নিশ্চয়ই আমাদের ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করিবেন। তাঁহার কৃপার উপর নির্ভর করিও, "ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং" এই মন্ত্র জীবনে সাধন করিও। জীবন অমৃতময় হইবে এবং আত্মা সেই সুশীতল ছায়া লাভ করিয়া পরম শান্তি লাভ করিবে।

শিক্ষা ও ব্রহ্মচর্য্য।

চরিত্রের মূল শিক্ষা। সমাজও অপর একটী কারণ। তন্মধ্যে শিক্ষা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ও সমাজ পরোক্ষ সম্বন্ধে প্রত্যেক চরিত্রকে গঠিত করিতেছে। শিক্ষা যে পরিমাণে বিশুদ্ধ হয় চরিত্রশুদ্ধি সেই পরিমাণেই হইয়া থাকে। জ্ঞানে যাহা পাও কার্য্যে তাহাই কর এই তোমার চরিত্র। .... সাক্ষাৎ কারণ সহজবোধ্য, পরোক্ষ কারণ সমাজ। এস্থলে সমাজ বলিতে সামাজিক নিয়ম। এই সামাজিক নিয়ম গূঢ় ভাবে চরিত্রের উপর কার্য্য করে। মনে কর বিবাহ একটী সামাজিক নিয়ম। এই বিবাহ আবার যে সমস্ত মূল নিয়মে প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহার ভালমন্দ গূঢ় ভাবে নিশ্চয়ই লোকের চরিত্রের নিয়ামক হয়। কোন স্থলে হয় ত বিবাহ ধর্ম্মানুকূল ব্যাপার, কোথাও বা হয় ত

ভোগানুকূল ব্যাপার। বিবাহের এই মূল নিয়ম যথায় যেরূপ লোকের চরিত্র সেইরূপেই নিয়মিত হইতেছে। ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। এদেশে এমন অনেক শ্রেণী আছে যাহাদের বিবাহে ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। নিশ্চয় সেই সমস্ত শ্রেণীর লোক হীনচরিত্র। যাহাই হউক এই সামাজিক নিয়মের মূলও আবার শিক্ষা। শিক্ষা যে পরিমাণে বিশুদ্ধ হয় এই সমস্ত সামাজিক নিয়মও সেই পরিমাণে বিশুদ্ধ হইয়া থাকে। সুতরাং এই শিক্ষার উপর যখন চরিত্র ও সামাজিক নিয়মের উৎকর্ষাপকর্ষ সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে তখন বর্ত্তমানে ইহা কিরূপ হওয়া আবশ্যক। আমাদের মতে যাহাতে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মনীতির বল বৃদ্ধি পায় এইরূপ শিক্ষা আবশ্যক? এখন এদেশে সমাজবিপ্লবের সূত্রপাত হইয়াছে। পিতা পুত্রে ভ্রাতায় ভ্রাতায় স্বামী স্ত্রীতে মতবিরোধ। যাহা একের হিতকর অন্যের পক্ষে ঠিক্ তাহার বিপরীত। ইহার কারণ প্রাচীন ও আধুনিক শিক্ষার সংঘর্ষ। প্রাচীন শিক্ষার লক্ষ্য ধর্ম্ম, আধুনিক শিক্ষার লক্ষ্য সংসার। অতি পূর্ব্বে এই ভারতবর্ষে যেরূপ প্রণালীতে শিক্ষা হইত যদিও এক্ষণে তাহার বিলোপ-দশা কিন্তু সেই শিক্ষার ফল লোকে এখনও ভোগ করিতেছে। আধুনিক শিক্ষা ইহার সম্পূর্ণ বিরোধী। ইহা বাহ্য উন্নতির অনুকূল, কিন্তু সূক্ষ্ম বিবেচনা করিয়া দেখিলে বাহ্য উন্নতির বিশেষ প্রয়োজন কি। আমি এক মাসের পথ এক ঘণ্টায় অতিক্রম করিলাম, কি অতিদূরস্থ কোন বন্ধুর সংবাদ এক মুহূর্ত্তে পাইলাম ইহাতে আমার বিশেষ কি হইল। যখন এই সকল উপকরণ এদেশে ছিল না তখন কি দেশ উৎসন্ন হইয়া ছিল? পুণ্যভূমি ভারতক্ষেত্রে আমাদের জন্ম। আমরা চাই আত্মোন্নতি। বাহ্য উন্নতি আমরা কখন কামনা করি নাই সুতরাং এখন যাহা পাইতেছি তাহাতে আমাদের লাভবৃদ্ধি যৎসামান্য, প্রত্যুত যাহা হারাইতেছি সেই ক্ষতি প্রভূততর। এক্ষণে যাহাতে ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম-নীতির অনুশীলন হয় সেই শিক্ষা আমাদের প্রার্থনীয়।

আমরা এমন কিছু বলিতেছি না যে আধুনিক শিক্ষা এখনই এ দেশ হইতে দূর হইয়া যাক্। প্রত্যুত ইহা যে সমস্ত মহোপকারী জ্ঞান বিজ্ঞান এদেশে আনয়ন করিতেছে তাহা কে অস্বীকার করিবে। তবে কথা এই আমাদের দেশীয় শিক্ষা কেন উপেক্ষিত হয়। ইহা ইংরাজীর সহিত কেন না সমান আধিপত্য করিতে পায়। ইহার সম্পূর্ণ প্রবর্ত্তনার ফল এই যে ইহা দ্বারা লোকের একতরপক্ষপাতিনী মতি ফিরিতে পারে। আমাদের প্রাচীন ধর্ম্ম, প্রাচীন নীতি, প্রাচীন সদাচার ও সদ্ব্যবহারের অনুশীলন হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত পূর্ব্বে যে প্রণালীতে শিক্ষা দেওয়া হইত এখন তাহারও প্রবর্ত্তন আবশ্যক। যদিও বর্ত্তমানে তাহার সম্পূর্ণ অনুসরণ অসম্ভব কিন্তু আংশিক কেন না হইবে।

যৌবনেই অসৎ প্রবৃত্তি উদ্দাম হইয়া উঠে। এই জন্য পূর্ব্বে শিক্ষাকালে ব্রহ্মচর্য্য পালনের নিয়ম ছিল। ইহা অবশ্য অতি কঠিন ও কঠোর। কিন্তু বাল্যাবধি এই কঠোর সাধন না করিলে শিক্ষার মূল লক্ষ্য আত্মোন্নতি অসম্ভব হইয়া উঠে। ব্রহ্মচর্য্যের উদ্দেশ্য বিষয়-বিতৃষ্ণা বা ভোগপরিহার*। এই ব্রহ্মচর্য্য উচ্চ জীবন-পথের প্রথম সোপান। এক্ষণে কতক অংশে ইহার প্রবর্ত্তনা আবশ্যক হইয়াছে। এখনকার ছাত্রেরা ভোগরত ও বিলাসী। ইহাঁরা নৃত্যগীতাদি নির্দ্দোষ ও সেব্য মনে করেন। নৃত্য-গীতাদি অবশ্য নি-

* অনেকজন্মবিষয়াভ্যাসজনিতা বিষয়বিষয়া তৃষ্ণা ন সহসা নিবর্ত্তয়িতুং শক্যতে ইতি ব্রহ্মচর্য্যাদি সাধনবিশেষো বিধাতব্যঃ।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ ভাষ্য।

দোষ কিন্তু অনেকটাই ইন্দ্রিয়তৃপ্তির কারণ, সুতরাং ছাত্রজীবনে উহার পরিহার একান্ত আবশ্যক। মধু মাংস গন্ধ দ্রব্য প্রাচীন নিয়মে এখনও পরিহার্য্য। গুরুপত্নী ভিন্ন অন্য স্ত্রীলোকের মুখদর্শন এখনও পরিহার্য্য। আমরা পূর্ব্ববৎ ছাত্রদিগকে ভিক্ষোপজীবি হইতে বলি না কিন্তু তাহাদিগের লোভসংবরণ ও মিতাহার আবশ্যক। মুণ্ডিতমুণ্ড বা জটিল হইতে বলি না কিন্তু যেরূপ বেশভূষায় দীনভাব ও বিনয় রক্ষা হয় এরূপ বেশভূষা আবশ্যক। পূর্ব্বে ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়া আট বৎসর শৌচ ও আচার শিক্ষা করিবার নিয়ম ছিল। পরীক্ষায় শুচি ও সদাচারী হইলে তবে তাহার অধ্যয়নে অধিকার জন্মিত। কেবল অধ্যয়নে অধিকার কেন ধর্ম্মেও অধিকার দেওয়া হইত। সুতরাং এখন শৌচাচার যত্ন পূর্ব্বক শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক। ধর্ম্মের যা কিছু প্রতিকূল তাহা দমন হইলে অনুকূল ভাব সকল সহজেই জাগিয়া উঠে। এই জন্য ব্রহ্মচর্য্যে ধর্ম্মসাধনের ব্যবস্থা ছিল। বাল্যকাল হইতে ধর্ম্মসাধনের নিয়ম থাকাতে উহা সকল অবস্থাতেই সহজ-সেব্য হইত। ধর্ম্ম ও নীতি উভয় অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ব্রহ্মচর্য্যে এই নীতি-শিক্ষায় ঔদাস্য ছিল না। ঈশ্বর ও মনুষ্য উভয়ই শিক্ষার বিষয় ছিল। কিন্তু যাহা জীবনের অপরিহার্য্য স্বার্থ, এখন আমরা তাহা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করি। একজন সাধু যথার্থই কহিয়াছেন 'কি হবে সে জ্ঞানে যাতে তোমারে না পাই।' সুতরাং ধর্ম্ম ও নীতি-শিক্ষা পূর্ব্ববৎ এখনও অপরিহার্য্য। পূর্ব্বে যেমন এই ব্রহ্মচর্য্য ও শিক্ষার কালনিয়ম এবং পাত্রভেদে কালের কল্পভেদ ছিল* এখনও তাহা অনুসরণ করা চাই। এতদ্ব্যতীত পাঁচ বৎসর হইতে ষোল বৎসর পর্য্যন্ত গুরুগৃহে যাইবার নিরূপিত সময় ছিল। ইহার মধ্যে সকলকে অধ্যয়নার্থ যাইতেই হইত। সকল বালকের বুদ্ধি ও স্বাস্থ্য সমান থাকে না সুতরাং যতটুকু বয়ঃক্রমে শিক্ষানুরাগ এবং গুরুগৃহবাসের ক্লেশসহিষ্ণুতা জন্মিবে সেই বয়সেই তাহার গৃহত্যাগ করিতে হইত। এই জন্যই এই কালনিয়ম। কিন্তু বর্ত্তমানে ইহার সম্পূর্ণ ব্যভিচার দেখা যায়। এখন বালকের স্বাস্থ্য ও শিক্ষানুরাগ একটা দ্রষ্টব্যের মধ্যে পরিগণিত হয় না। ইহার ফল অনেক স্থলে রোগ এবং মলিন দর্পণে ছায়াপাতের ন্যায় অস্পষ্ট শিক্ষা।

এইরূপ ব্রহ্মচর্য্যে দীক্ষা অবশ্যই শুভপ্রদ হইবে। যিনি বাল্য হইতে এইরূপে আত্মসংযম অভ্যাস পূর্ব্বক ধর্ম্মরত হন যৌবনে তাঁহার অসৎ প্রবৃত্তি উদ্দাম হইতে পারে না, এবং তাঁহার চিন্তা ও কার্য্য সাধু হয়।

শরীরকে উপেক্ষা করিয়া কেবল মনটী লক্ষ্য থাকিলে উন্নতির অঙ্গপূর্ণ হয় না। এজন্য অনেকে বলিবেন যে ব্যাপক কাল ব্রহ্মচর্য্যের এইরূপ কঠোরতা আশু শরীর পাত করিতে পারে। এই কথাটী বস্তুতই ভ্রমাত্মক। আহারসংযম ও তেজোধাতুর নিরোধ একযোগে থাকিলে শরীরের পুষ্টি হইবে। ব্রহ্মচর্য্যের এইটুকু প্রাকৃতিক ধর্ম্ম। পূর্ব্বে বৎসামান্য-ভিক্ষানুজীবির কঠোর ব্রহ্মচর্য্যেও শরীর উপেক্ষার বিষয় ছিল না †। কিন্তু আমরা ব্রহ্মচর্য্য ও শিক্ষার যে কালনিয়ম এবং পাত্রভেদে কালের কল্পভেদ করিয়াছি সেই কাল অতীত হইলেই গার্হস্থ্য জীবনের আবশ্যক, অর্থাৎ দারপরিগ্রহ। এই প্রাচীন নিয়ম বলবৎ থাকিলে

* ষট্‌ত্রিংশদাব্দিকং চর্য্যং গুরৌ ত্রৈবেদিকং ব্রতং ইত্যাদি মনু।

† তৈলপাত্রমিবাত্মানং দিধারয়িষেৎ গৃহ্য সূত্র।

শরীর ও মন সমভাবে বর্দ্ধিত হইবে সন্দেহ নাই।

আমরা এইরূপ ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা-প্রণালীর অন্তর্নিবিষ্ট হওয়া উচিত বলিয়া যে নির্দ্দেশ করিলাম ইহা উপেক্ষার কথা নয়। এখন আমাদের সামাজিক অবস্থা বড় শোচনীয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি প্রাচীন ও নব্য এই উভয়-বিধ শিক্ষার সজ্বর্ষ সমাজবিপ্লবের সূত্রপাত করিয়াছে। অল্প দিনের পরীক্ষায় দেখা যাই-তেছে বিপ্লবের ফল অশুভ। মনুর সময় হইতে সমস্ত অব্যভিচারি নিয়ম যে এখানে আধিপত্য করিয়া আসিতেছে তাহা নয়। বিপ্লব অবশ্যই হইয়াছে। কিন্তু সেই বিপ্লব এতদ্দেশীয় শিক্ষার ফল। তাহাতে কিছু মাত্র অনিষ্ট হয় নাই। কিন্তু বর্ত্তমান বিপ্লব বিজাতীয় শিক্ষা হইতে উৎপন্ন। দেশাবচ্ছিন্ন ভাবের সহিত ইহার কিছু মাত্র সামঞ্জস্য নাই। এই জন্য ইহার ফল অশুভ। কিন্তু হিন্দুসমাজের গঠন ধর্ম্ম হইতে। ইহার প্রতি-চরিত্র ধর্ম্মমূলক শিক্ষায় প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু এখন উক্ত রূপ ব্রহ্মচর্য্য যদি শিক্ষার মূলে থাকে তাহা হইলে এই হিন্দুসমাজের ভাব বলবৎ কোন আঘাতেই বিধ্বস্ত হইবে না। প্রত্যুত ইহা জ্ঞানে ও প্রাণে পূর্ব্ববৎ একতা রক্ষা করিতে পারিবে। ছাত্রেরাই সমাজের বীজ ও অঙ্কুর। ইহারাই সমাজের বৃক্ষ এবং ফল। এক্ষণে প্রত্যেক গৃহপতির পুত্র ও ছাত্রদিগের এই ব্রহ্মচর্য্য পালনের প্রতি কঠোর দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। এখন উচ্চ শিক্ষার জন্য দুই একটী স্বাধীন পাঠশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই গুলির যাবদীয় ভার দেশীয় বিচক্ষণ পণ্ডিতের হস্তে। পরাধীন পাঠশালার কথা বলিতেছি না কিন্তু ইহাঁরা মনে করিলে উল্লিখিত রূপ ব্রহ্মচর্য্য পালনে অনেকটা সহায়তা করিতে পারেন। এই সমস্ত পাঠশালায় এক একটী ছাত্রাবাস থাকিবে। ইহা প্রাচীন প্রথা অনুসারে ছাত্র-দিগের পক্ষে গুরুগৃহবাসের অনুরূপ হইবে। পুত্রের ব্রতাচরণে তাচ্ছিল্য পাছে বাৎসল্যে উপেক্ষিত হয় এই জন্য তখন গৃহত্যাগ করিয়া কালনিয়মে গুরু-গৃহে থাকিতে হইত। আত্মনির্ভরের ভাব এখনও ব্রাহ্মণ জাতির অধিক। ইহার হেতু পূর্ব্বপুরুষ-দিগের ব্যাপক কাল গুরু-গৃহবাস। সেই গুণ সম্ভবত বংশানুক্রমে সংক্রম করিয়া থাকিবে। সুতরাং ছাত্রাবাসে থাকিলে ছাত্র-দিগের যেমন এই একটী প্রধান গুণ উপার্জ্জিত হইবে তেমনি তাহার সহিত ব্রতপালনের বাধাবিঘ্নও দূর হইতে পারিবে। নিয়ম ভিন্ন কোন কাজই হয় না, ঈশ্বরের বিশ্বরাজ্য নি-য়মে চলিতেছে। কিন্তু এখন শিক্ষার মূল গত নিয়মে উপেক্ষা করাতে সমস্ত বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িতেছে। এই জন্য বলি ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা-প্রণালীর অন্তর্নিবিষ্ট হউক। ইহাতে আমাদের প্রাচীন আচার, প্রাচীন সন্নীতি ও প্রাচীন ধর্ম্ম রক্ষিত হইবে। গৃহে গৃহে পুরুষে পুরুষে স্ত্রীতে স্ত্রীতে পাশ্চাত্য শিক্ষা যে একটা মত-বিরোধ আনয়ন করিতেছে ইহা দূর হইবে। যদি একটী স্বাধীন পাঠ-শালায় এইরূপ প্রাচীন নিয়মে শিক্ষা চলে তাহা হইলে তাহার শুভ ফল ভবিষ্যতে যে দেশব্যাপী হইবে তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

প্রার্থনা।

হে জীবনের জীবন। তোমার প্রসাদে আমরা প্রতি মুহূর্ত্ত জীবন ধারণ করিতেছি কিন্তু তোমাকে ছাড়িয়া আমরা জীবন যাপন করিতেছি। তুমি কতবার আমাদিগকে তোমার পথে যাইতে আহ্বান করিতেছ কিন্তু আমরা এমনি ভ্রান্ত ও অনবহিত যে তোমার

মধুর আহ্বান শুনি না—প্রবৃত্তির বশম্বদ হইয়া বিপথে যাইয়া শোক দুঃখে অভিভূত হইতেছি—অমৃত হইতে বিচ্যুত হইয়া মৃত্যুমুখে নিপতিত হইতেছি। পার্থিব জননী যদি কিয়ৎক্ষণ স্বীয় সন্তানকে সম্মুখে দেখিতে না পান তবে তাহাকে ক্রোড়ে লইবার জন্য যেমন সমুৎসুক হয়েন, সেইরূপ যখন আমরা তোমা হইতে দূরে যাই, সংসারের ক্রীড়নক লইয়া মহামোহে ভুলিয়া থাকি, তখন তুমি আমাদিগকে তোমার অমৃতময় ক্রোড়ে আনিবার জন্য আগ্রহান্বিত হও, আমাদিগের হৃদয়ে দেখা দাও, আমাদিগের সম্মুখে তোমার অতুলন প্রেমানন অমৃত নিকেতন ও অভয় শরণ প্রদর্শন করিয়া আমাদিগকে তোমার প্রতি আকর্ষণ কর। তুমি আমাদিগকে নিয়তই বলিতেছ যে এই পার্থিব জীবন ক্ষণবিধ্বংসী, এখানকার ক্ষুদ্র বিষয় লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া যেন আমরা অনন্ত জীবনের সম্বল না হারাই, যেন এখানে হৃদয়ে তোমার প্রতি প্রেম নিহিত করি—যে প্রেম অনন্ত কালে আমাদিগের উপজীব্য হইবে। তুমি আমাদিগের চিরাভ্যস্ত কুসংস্কার কুটিল কামনা আশা পরিহার করিতে কেমন সুমধুর উপদেশ প্রদান কর, কেমন অনুকূল ঘটনা প্রেরণ কর। নাথ! সাধারণতঃ তুমি সকলকেই এইরূপে তোমার দিকে লইয়া যাইতেছ কিন্তু যে ব্যক্তি চাতকের ন্যায় তোমার প্রতি চাহিয়া থাকে, অনন্যশরণ হইয়া তোমাকে একান্তে ডাকে, তাহাকে তুমি কতই সুখরত্ন প্রদান কর। পুত্র যদি মাতার নিকট যায়, তাঁহার ক্রোড়ে বসে, তবে ত মাতা তাহাকে স্নেহ সম্ভাষণ করেন, তাহার গাত্রমল প্রক্ষালন করিয়া দেন, তাহার শরীরকে নির্ম্মল শোভন ও শ্রীযুক্ত করিয়া দেন, তাহাকে সমাদরে পান ভোজন করান। তেমনি যে সাধক তোমার নিকট আইসে, তোমাকে চায়, তোমার স্নেহপূর্ণ মাতৃনয়নের প্রতি তাহার প্রেম-নয়ন সংস্থাপন করে, তোমাকে জীবন-তরীর এক মাত্র কর্ণধার জানিয়া তোমার প্রতি অচল নির্ভর, অটল বিশ্বাস হৃদয়ের সহিত অর্পণ করে, যে তোমার নিকট তোমার সুশীতল সহবাস, তোমাতে রতি ও মতি প্রার্থনা করে, তুমি তাহার আত্মাকে তোমার স্নেহময় ক্রোড়ে রক্ষা কর, তাহার অমৃত পথের বিঘ্ন কণ্টক সকল অপসারণ করিয়া দাও, তুমি তোমার নিগূঢ় তত্ত্বামৃত দ্বারা তাহার আত্মাকে পোষণ কর, তাহাকে তোমার অমৃত ধামের উপযুক্ত কর। নাথ! তুমি আমাদিগের জীবনকে তোমার সহিত সম্পূর্ণরূপে সংযুক্ত কর। আমাদিগকে সেই জীবন প্রদান কর, যে জীবনের তৃপ্তি তুমি—তোমাকে পাইলে যাহার নির্বৃতির সন্তোষের আর পরিসীমা থাকে না; যাহার আস্বাদন তুমি—তোমার কথা-প্রসঙ্গ, তোমার সহবাস, তোমার অনুধ্যান, তোমার নাম জপ করিতে করিতে যাহার সকল কার্য্য সুখে সম্পাদিত হয়, যাহার ভোগ ও সম্পদ তুমি—শয়নে স্বপ্নে অহরহ তোমাকে পাইয়া আর কিছুরই প্রয়াস করে না; যাহার সহায় শরণ তুমি—তোমাকে অবলম্বন করিয়া যাহা দুস্তর ভবার্ণব পার হইবার আশাতে জীবিত থাকে; যাহার আশা ভরসা তুমি—পার্থিব আশা-তরঙ্গে যাহা আলোড়িত হয় না কিন্তু তোমাকে অধিকতররূপে ইহ জীবনে পরলোকে পাইবার আশা যাহার দিন দিন বৃদ্ধিমতী হইতে থাকে; যাহার লক্ষ্য তুমি—যাহা কেবল তোমাকে সম্মুখে রাখিয়া তোমার প্রেমমুখের প্রতি চাহিয়া তোমার প্রিয় কার্য্য করিবার জন্য সতত উন্মুখ থাকে; যাহার মধ্যবিন্দু তুমি—যে তোমাকে নিয়ত প্রদক্ষিণ করিতেছে, যাহার কার্য্য উদ্যম চিন্তা আলাপ তোমাকেই বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে; যাহার

আলোক তুমি, তুমি যাহার মোহান্ধকার বিনাশ করিয়া তাহাকে ভব-তিমিরে পথ দেখাও, ও তোমার অমৃত নিকেতনে লইয়া যাও। কিন্তু আমরা অতি অভাজন, আমাদিগের কি এমত ভাগ্য হইবে যে আমরা তোমাকে লাভ করিব। আমরা যখন আপনাদের অন্তরের প্রতি চাহিয়া দেখি তখন আপনাদিগের মলিনতা ও অপবিত্রতা জন্য আপনারাই লজ্জিত হই। হে অন্তর্যামিন্! তুমি আমাদিগের মনের ভাব গতি সকলই জান। তুমি এই মলিন পাপী জনগণকে কি উদ্ধার করিবে? কিন্তু তুমি দয়াময়! জন্মাবধি যে যে পাপ করিয়াছি, যে পাপ-চিন্তা পোষণ করিয়াছি তজ্জন্য অনুতপ্ত হইয়া তোমার নিকট ক্রন্দন করিতেছি, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগের চিরসঞ্চিত পাপ তাপ মোচন কর! আমরা একান্তে তোমার শরণাপন্ন হইলাম, তুমি আমাদিগকে সংসারাসক্তি পাপের হস্ত ও পাপপ্রবণতা হইতে রক্ষা কর ও তোমার প্রতি অনুরক্ত কর। হে নাথ! আমাদিগের জীবন যেন তোমাকে পাইয়া সনাথ হয়, তোমাকে লাভ করিয়া যেন আমাদিগের জন্ম সার্থক হয়।

চিতা দহতি নির্জীবং চিন্তা দহতি জীবিতং।

চিতা এই শব্দ শ্রুতিগোচর হইবামাত্রেই শ্মশানের দৃশ্য আমাদের মানস-পথে আপনা হইতেই আসিয়া উপস্থিত হয়। কি ভয়ানক স্থান শ্মশান! যাহাকে দূর হইতে দেখিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। যেন বিষাদ শোক নিরানন্দ নিজ নিজ হস্ত প্রসারিত করিয়া মৃতশরীর দগ্ধ করিতেছে। প্রজ্বলিত হুতাশনে মৃতশরীর কি শ্রীহীন, কি বিবর্ণ, কি বিকৃত, কি মলিন! দেখিলে কাহার না হৃদয় বিদীর্ণ হয়! আবার এই শ্মশানে জীবিত মনুষ্যকে দগ্ধ হইতে দেখিলে আমাদের হৃদয় কেমনই ব্যাকুল হইয়া উঠে! অগ্নি-সংস্পর্শে সচেতন মনুষ্যের কি ঘোর যন্ত্রণা!

পাপ-চিন্তারূপ অগ্নি, পাপজনিত গ্লানিরূপ অগ্নি কি এই প্রজ্বলিত হুতাশন অপেক্ষা তীব্রতর নহে? পাপাত্মার হৃদয় পাপাত্মার সংসার কি এই বাহিরের শ্মশান অপেক্ষা ভয়ঙ্কর স্থান নহে? অগ্নি শরীরকে দগ্ধ করে, পাপ আত্মাকে দগ্ধ করিতে থাকে। পাপাত্মার হৃদয়ের ভিতর প্রবেশ কর, দেখিবে তথায় কামাগ্নি ক্রোধাগ্নি লোভাগ্নি বিদ্বেষ ও হিংসা প্রভৃতি অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া তাহাকে দগ্ধ করিতেছে। ইহা সুখহীন—শান্তিবিহীন ও আনন্দশূন্য। ব্যাকুলতা উদ্বেগ অশান্তি গ্লানি নিরানন্দ ও শোচনার ধূমে ইহা পরিপূরিত। শাস্ত্রকারেরা আত্মঘাতীর নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু যে পাপাত্মা জীবনে জাগ্রত মৃত্যু-যাতনা সহ্য করে, তার মত কৃপাপাত্র আর কে? পাপাত্মা যে আপনিই দগ্ধ হয় তাহা নহে, সে আর সকলকে দগ্ধ করে।

তাহার সংসারের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর কি নিরানন্দময় সে স্থান! কি ভয়ঙ্কর পিশাচ-ভূমি! তাহার ব্যবহারে তাহার স্ত্রী পুত্র পিতা মাতা প্রভৃতি আত্মীয় স্বজন সকলেই ব্যথিত—সকলেই বিষণ্ণ। বিবাদ বিসম্বাদ অস্নেহ অপ্রীতি অভক্তি কি বিভীষিকাই তথায় প্রদর্শন করিতেছে! হায়! সে কি দুর্ভাগ্য যে পাপাচার করিয়া নিজে দগ্ধ হয়, এবং অন্যকেও দগ্ধ করে। সেই আনন্দময় দয়াময় মঙ্গলময় আত্মদাতা আমাদিগকে কি এই জন্য সৃষ্টি করিয়াছেন যে আমরা আপন আপন আত্মায় ইচ্ছা পূর্ব্বক পাপাগ্নি সংযোগ করিয়া দিই। তিনি কৃপা

করিয়া আমাদিগকে যন্ত্রের ন্যায় সৃষ্টি না করিয়া যে স্বাধীন করিয়া দিয়াছেন, এই কি সেই দয়া প্রকাশের—স্বাধীনতা দানের ফল? আমরা অমৃতের পুত্র হইয়া জীবনে কি জাগ্রত মৃত্যু-যাতনা সহ্য করিব? সেই শান্ত-স্বরূপ প্রেমময়ের সন্তান হইয়া জগতে কি ভালবাসা বিস্তার করিতে পারিব না? প্রেমানন্দে শান্তি-সলিলে ভাসিতে পারিব না? এমন কি কখন হইতে পারে?

মানিলাম যে পৃথিবীতে নানা ক্লেশ, নানা বিঘ্ন বিপত্তি, নানা বিপদ আছে, যাহাদের উপর আমাদের হস্ত নাই, তার জন্য আমাদের দুঃখ তত গভীর হয় না। কিন্তু নিজকৃত পাপ-যন্ত্রণা কি তাহাদের অপেক্ষা তীব্রতর নহে? কোন্ দুঃখের সহিত পাপজনিত যন্ত্রণার তুলনা হইতে পারে! হে মনুষ্য! কেন তবে তুমি ইচ্ছা পূর্ব্বক এ যন্ত্রণা সহ্য কর? তুমি পাপের যন্ত্রণা দেখিতেছ—অনুভব করিতেছ, তথাপি কি চেতনা হয় না? পুনঃ পুনঃই কি তাহার সেবা করিতে হইবে? তাঁহার বিদ্রোহী হইলে সত্য সত্যই কি সুখী হইতে পার? তাঁহার প্রতিকূলে যাইয়া যে ফল তাহা ত তুমি প্রত্যক্ষ করিতেছ, তবে কেন যাও? কি মোহ!

"ছাড় মোহ ছাড় ছাড় রে কুমন্ত্রণা।
জান তাঁরে তবে যাবে যন্ত্রণা॥
দেখি তাঁহারে জ্ঞান-চন্দ্র-আলোকে,
নাশ পাপচয়ে, ভাব আনন্দে"॥

তুমি কুমন্ত্রণা—কুটিল চিন্তা—পাপচিন্তা—পাপানুষ্ঠান ত্যাগ কর। ঈশ্বরের নিকট হইতে সকাতরে পুণ্যবারি ভিক্ষা করিয়া পাপানল নির্ব্বাণ কর, এখনও সময় আছে, সময় থাকিতে থাকিতে তাহা নির্ব্বাণ কর। একান্তই তাঁহার শরণাপন্ন হও। এ দগ্ধ হৃদয় শীতল হইবে—তাপিত আত্মা শান্তি লাভ করিবে—শ্মশান-তুল্য সংসার স্বর্গের কুসুম কানন হইবে। তথায় ভক্তি প্রীতি স্নেহ দয়া ক্ষমা ধৈর্য্য প্রভৃতি কুসুম প্রস্ফুটিত হইয়া অপরূপ শোভা ও সুগন্ধ বিস্তার করিবে—ব্রহ্মানন্দের উৎস—প্রেমানন্দের উৎস—যোগানন্দের উৎস উৎসারিত হইবে, তুমি সেই পবিত্র জলে স্নান করিয়া অতি অপূর্ব্ব অবস্থা লাভ করিবে। একবার পুণ্যের চন্দ্রালোকে সঞ্চরণ করিলে, আর পাপাগ্নিতে দগ্ধ হইতে প্রবৃত্তি হইবে না। একবার ভক্তিভরে তাঁর নাম উচ্চারণ করিলে আর অশ্লীল পাপ-কথা মুখে আসিবে না। একবার হৃদয়নাথকে প্রেমভরে হৃদয়-সিংহাসনে বসিতে দিলে আর কেহ তাহা অধিকার করিতে পারিবে না। একবার সেই স্বর্গরাজ্যে প্রেমের রাজ্যে প্রবেশ করিলে, আর তথা হইতে ফিরিয়া আসিতে পারিবে না। একবার তাঁহাকে প্রেমভরে দেখিলে সে মুখখানি আর ভুলিতে পারিবে না—পুনঃ পুনঃ তাহা দেখিতে ইচ্ছা হইবে।

যে দিকে যাইবে সে মুখ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইবে না। প্রেমে জগৎ তন্ময় হইবে। হৃদয় হিরণ্ময় জ্যোতি ধারণ করিবে—শান্তি ও আনন্দের আধার হইবে। সংসার স্বর্গতুল্য হইবে। পৃথিবী ব্রহ্মধাম হইবে।

ধর্ম্মরূপ কাব্য।

(কোন মহিলা-প্রণীত "নীহারিকা" নামক কবিতা পুস্তকের অন্তর্গত "জীবন্তকাব্য" শীর্ষক কবিতা অবলম্বন করিয়া লিখিত।)

যখন তরুণ অরুণের তরল কাঞ্চন কিরণজাল অচল স্থির হিমাদ্রির তুষারমণ্ডিত শিরোদেশের উপর বর্ষিত হইয়া তাহা আশ্চর্য্য শোভায় শোভন করে তখন হিল্লোলে হিল্লোলে বিকম্পিত তাহার অনন্ত সৌন্দর্য্যময় নয়ন-রঞ্জন সুবর্ণ-বিভার কবিত্ব

দেখিয়াছি। কিন্তু ধর্ম্মরূপ পরম কাব্যে প্রদর্শিত যে কবিত্ব সে কবিত্ব আর কোন খানে দেখি নাই। বসন্তে প্রাণ ভরিয়া বিহঙ্গমের মধুর গান শুনিয়াছি, কানন মাঝারে ললিত শিশিরসিক্ত কুসুম-নিচয়ের হৃদয়-মোহনকারী শোভা দেখিয়াছি, সরসী-স্থিত মৃদুল মৃদুল-বায়ু-চুম্বিত ফুল্ল সরোজিনীর হেলুনি দুলনি ও লহরে লহরে হাস্য দেখিয়াছি। সায়াহ্নে যখন গৌরবমণ্ডিতছবি রক্তিম রবি নিজ শিথিল জীবন নীলাম্বু-শয্যায় ঢালিয়া বিশ্রাম জন্য অলস আঁখি মুদ্রিত করে তখনকার আকাশের প্রকৃতির মনোলোভা গাম্ভীর্য্যজড়িত শোভা কতবার স্থির নেত্রে দর্শন করিয়াছি কিন্তু ধর্ম্মরূপ কাব্যে যে সৌন্দর্য্য আছে তাহা কোথাও দেখি নাই! শরৎকালে পূর্ণিমা রজনীতে যখন পূর্ণ শশধর গগন ভালে উদিত হইয়া মর্ত্ত্য লোক ও দ্যুলোক কৌমুদীতরঙ্গে বিভাসিত করে তখন সেই চঞ্চল চন্দ্রমাকরে গম্ভীর সিন্ধুর উচ্ছ্বাস ও কুমুদিনীর হাস্য সম্মুখস্থ দৃশ্যে কতবার প্রাণ ভাসাইয়া দেখিয়াছি, কত বার ধরাতলে বসিয়া অন্ধকারের সঙ্গে মিশিয়া তারকাখচিত অন্ধকার রজনীতে গগনের গাত্রে সহস্র সহস্র হীরকখণ্ডের বিবিধ সৌন্দর্যরাশি আনন্দসাগরে ভাসিয়া দেখিয়াছি কিন্তু ধর্ম্মরূপ পরম কাব্যে প্রদর্শিত যে রূপ শোভা সেরূপ শোভা জীবনে কখন দেখি নাই। বর্ষার আগমনে যখন পূর্ণ তরঙ্গিণীগণ সৌন্দর্য্য-উচ্ছ্বাসে উথলিয়া পড়ে তখন মুগ্ধ প্রাণে সকল ভুলিয়া সে শোভা দেখিয়াছি কিন্তু ধর্ম্মরূপ কাব্যের একাধারে যেমন অপ্রতিম অপার্থিব শোভা রহিয়াছে এমন শোভা কখন দেখি নাই। ভূলোকে ত্রিদিবের হাস্য-স্বরূপ অনন্ত সৌন্দর্য্য-রাশি এই পরম কাব্যের পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে কি শোভা ধারণ করিয়া মধুর ভাবে দীপ্তি পাইতেছে। নিত্য বসন্তের বায়ু, সঙ্গীতের চিরোচ্ছ্বাস, শত শারদীয় শশীর গৌরব কিরণ অবিরাম এই কাব্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। এই কাব্য হৃদয় বিমুগ্ধ করিয়া মধুর সঙ্গীত-স্বরে দিবারাত্রি প্রাণের উপর উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বাসে সুধা ঢালিতেছে। এই কাব্য দেখিয়া হৃদয় সুখেতে নৃত্য করিতেছে। কতবার নীরব হইয়া নির্জ্জনে বসিয়া ভাবি আহা! সংসার-ভবনে এত শোভা কে আনয়ন করিল। বালকের সুধাময় হাস্য, বিজয়ীর জয়োচ্ছ্বাস, দীর্ঘ বিরহের পরে মিলন ও প্রাণে প্রাণে শতবার সুখময় আলিঙ্গন, সুদীর্ঘ নিশাবসানে সুখ স্বপ্নের বশে বিলোকিত প্রবাসী পুত্রের মুখমণ্ডল দর্শন অতি মধুর কিন্তু এ কাব্য তদপেক্ষাও মধুর। প্রণয়াস্পদের প্রতি দৃষ্টিতে স্বর্গীয় সুধার বৃষ্টি হইতে থাকে এবং তরলিত মাদকতা জীবনে বর্ষিত হইতে থাকে, নয়নের নীরব ভাষা দ্বারা কত প্রেম কত আশা প্রকাশিত হয়; এরূপ ভালবাসার অনন্ত সঙ্গীত এই কাব্যে নিহিত রহিয়াছে। যেমন এক বৃন্তে দুইটি ফুল অশেষ সৌরভে ফুটিয়া হৃদয়মোহনকারী পূর্ণবিকশিত শোভা ধারণ করিয়া নয়ন বিমুগ্ধ করত দীপ্তি পায় তেমনি এই কাব্যে মধ্যাহ্ন-রবিকরের ন্যায় প্রখর জ্ঞান সুস্নিগ্ধ সুখকর চন্দ্ররশ্মির ন্যায় মনোরম প্রেমের সহিত মিলিয়া দুই চিত্র একচিত্রে অপূর্ব্ব পরিণতির ন্যায় হাস্য করিতেছে। কত বিজ্ঞান ও কবিত্ব, কত দর্শন ও সাহিত্য, কত শত শত ইতিহাস এই কাব্যের সঙ্গে অভেদে জড়িত রহিয়াছে এবং অঙ্কে অঙ্কে বর্ণে বর্ণে মধুর রূপে চিত্রিত রহিয়াছে। কতবার প্রীতিভরে এ কনক কাব্য দেখিয়া আমার মন নয়ন মুদ্রিত করিয়া হৃদয়ে তাহার প্রণেতাকে দেখিয়াছে। আকাশ ধরণীতল সকল স্থল এই কাব্যময় দেখি। চক্ষু সুখে প্রসারণ করিয়া দেখি চারিদিক এই

কাব্যে অনুক্ষণ ভাসিতেছে। ভক্তি, প্রেম ও সরলতা সুখে সম্মিলিত হইয়া সৌন্দর্য্য-নির্ঝর দ্বারা নিত্য শোভা বর্ষণ করিয়া এই কাব্যকে আলোকিত করিয়াছে। এই কাব্য অশরীরি ও সকলই মানসময়, অতি মনোহর। এই কাব্য যত পাঠ করি ততই অন্তর অতৃপ্ত থাকে। সুখে এই কাব্য পাঠ করিয়া কবিত্ব-তরঙ্গে হৃদয় ভাসাইয়া নীরবে পঠিত বিষয় স্মরণ করি ও সুখ-স্বপ্নের রাজ্যে বিচরণ করি। ত্রিদিব-সঙ্গীত দ্বারা হৃদয় শীতল করিয়া এই কাব্যের প্রাণের নিশ্বাস অনিবার সুধাসিক্ত নন্দন সৌরভ আমার প্রাণে ঢালিতেছে। দিবসের কোলাহলে অথবা বিশ্রাম সময়ে এই কাব্য চিন্তা করিয়া সমান আনন্দ পাইয়া থাকি। শোনিতে শোণিতে যেন তাহা অনুক্ষণ বহিতেছে। সতত আমি এই কাব্য দেখিতে পাই। তাহাতে দূরতা ও নৈকট্য নাই। এ কাব্য আমি জীবন ভরিয়া পাঠ করিব এবং জগৎকে ভুলিয়া ইহা সদা ভাবিব। নূতন নূতন তান শিখিয়া এই কাব্যের গান গাইব। সে সময় প্রতিধ্বনি বিভোর অন্তরে কাব্যের যত মাধুরী অম্বরে বিস্তৃত করিবে। তারকাগণ জাগিয়া অনেক নেত্র খুলিয়া একত্র মিলিত হইয়া এই কাব্যের শোভা দেখিবে এবং মৃদুল হাসিয়া আঁখি আবার মুদ্রিত করিবে। এই কাব্য আমাকে শোক দুঃখ সহিতে এবং মিথ্যাপবাদের তীব্র কণ্ঠ শ্রবণ করিয়া আমার শিথিল হৃদয়কে দৃঢ় করিতে শিখাইবে। যত দিন না অন্তিমের তীরে পৌঁছি তত দিন এই কাব্যের সাহায্যে নিজ অবস্থায় সদা সন্তুষ্ট ও সদা পুলকিত থাকিয়া এই সংসার-সাগরে জীবন-তরী বাহিয়া যাইব। আজীবন প্রীতিভরে এই কাব্য অকাতরে পাঠ করিয়া মোহিত হইয়া এই ধরাধামে অবস্থান করিব এবং শান্তির ধারায় জীবন শীতল করিব। জগতে আমার একমাত্র আশ্রয় এই নিরুপম কাব্য। তাহার জীবনে আমার জীবন, এমন জীবন্ত কাব্য কোথাও দেখি নাই।

A SERMON.

PREACHED AT THE LANGHAM HALL FEBRUARY 3RD 1884.

BY

REV. CHARLES VOYSEY, B. A

PSALM cxix. 160,—*Thy word is true from everlasting.*

As we have lately been considering the Bible and its interpreters, and many persons have rightly concluded that we do not believe in what is universally called "Divine Revelation," a term applied e.g., to the Bible alone as the inspired word of God, it will be fitting to answer the enquiries of those who ask us what we mean by the expression 'word of God' which we still use and which is found in our Prayer Book. To this question I now invite your attention. While we deny that there exists anywhere, or has ever existed, that which is universally spoken of under the term "Divine Revelation," given by God to man in a formal authoritative manner or ratified by credentials which cannot be questioned, we do not deny that individual men have been the subjects of Divine communications and the recipients of Divine truth. We affirm, not merely the possibility, but the fact of men having received into their souls convictions subsequently verified, which they themselves believed had been taught them from above. How this communication has been made we have no means of determining. It may have been by the natural working of the human mind itself, constituted by God for this purpose, or it may have been by the direct utterance, so to speak, of the Spirit of God to the spirit of man, yet in neither case miraculous. As we read in the Book of Job. "There is a spirit in man and the inspiration of the Almighty giveth them understanding" We cannot, I say, hope to discover the process of this Divine communication or "inspiration" as it is called. But the belief in it is so general, and the cases in which holy and truthful men have claimed to have received it are so numerous, that it is at least worthy of our consideration and ought not to be ignored. Men certainly do grow wiser and better, and each successive generation owes some of its advancement to the counsels or example of the few who have been most devoted to God, i.e., most earnest and single minded in

their pursuit of truth, and most anxious to become good and holy. These men who thus push on the world from stage, ever onwards and upwards, claim that God has helped them has spoken to their souls, has enlightened their dark and uncertain pathway, and has answered their prayers for wisdom and moral strength. It is hard to believe that in this they were entirely deluded.

We have retained in our Prayer Book an expression here and there which I have often felt in reading might be gravely misunderstood In one of our opening prayers we say "Lead us, O God by thy light in our search for thee." In the next prayer we say "May we learn this day some new lesson out of thy law, some fresh story of thy love" In the prayer for clergy and ministers we ask God "to replenish them with the truth of thy doctrine." In the prayer for the Church Militant we pray "that with meek heart and due reverence we may hear and receive thy holy word." And in the prayer of St. Chrysostom we pray that God would "grant us in this world knowledge of thy truth." In the Collects similar expressions are to be occasionally found.

Now it is necessary to observe that in no one of these passages is the phrase God's law, God's word, to be confounded with any written document such as the Bible or the decrees of Councils and Popes, or with Articles, Church Catechisms, or Confessions of Faith. Not that any of these is absolutely destitute of God's truth, the Bible above all containing it abundantly. but we mean by God's truth that which is true so far as we can discover it; by God's law we mean His Government of the Universe moral and physical, by laws which cannot be broken, and by God's word we mean all those inward monitions, those holy desires, and those good counsels which when they are heard in our hearts somehow seem to us to be invested with Divine authority. Our prayers for heavenly light and for more and more truth are thus only the spoken expression of our most favourite pursuit in our daily lives. Whatever is true is God's truth. There really is no distinction between the two, only that we imply our deep reverence for truth, as such, [illegible] call it God's truth, or by a figure of speech call it "God's holy word."

So too when we speak of God's law we mentally put the highest conceivable sanction upon every impulse within to do that which is lawful and right, and to conform ourselves—our souls and bodies—to that Divine will which we discern in operation around us, and whose voice we hear in our consciences.

The use of such phrases cannot reasonably be condemned when rightly understood; and so long as we are religious at all we cannot but identify the discovery of all truth with the revelation of the Divine mind; the recognition of all invariable sequence as the unfolding of His law, and every holy impulse to work and to live righteously as His holy word.

But now let us ask ourselves, since we deny the existence of any external infallible verbal "revelation," as that term is generally understood, by what right do we nevertheless maintain that God has revealed some truth to man, has actually made known His will and moves the hearts of men to forsake the evil and follow that which is good?

The first, and perhaps the least assailable ground on which this claim stands is that the earth on which we dwell and the sun, moon, planets and stars by which it is apparently surrounded, are actual revelations of truth, once, it is true, frightfully misread and misinterpreted, and even now only partially and very imperfectly known, but, even so, confirming with ever increasing fulness the ancient apostrophe—"The heavens declare the glory of God, and the firmament sheweth his handy-work." Yet inasmuch as the earliest observers of nature read its open records falsely, and only after the lapse of cycles of ages has man begun to read aright its simplest and plainest lessons, we see that the "revelation" has been made by man's own gradual progress, by the opening of his own eyes, and by the increasing light which observation and experience have been ever shedding since he begun to muse upon the wonderful works of God. We cannot believe in two Gods, in one who made the world, and in another who made man, so we naturally identify the one who rules the outside and visible world with Him who giveth man wisdom and teacheth man knowledge. God has thus been revealing some of the processes of His own order in the universe by opening the eyes of man to perceive these ineffable secrets. In this

sense we claim that every scientific discovery, whether by telescope, or microscope, or spectroscope, whether in dynamical or chemical operations, in the construction of a sun and star, or of the eye of an insect, in the history of our own globe, and of the various species of living creatures which have in an unbroken chain occupied its surface—in any and every case of the discovery of positive truth we discern, I say, the actual revelation of God to men.

There seems to be a wide distinction between the assertion "God is Love" and the multiplication table. But the latter is just as much entitled to be called God's truth as the former, because both alike are true, though the former is a matter of faith and the latter of demonstrable knowledge. When Kepler after one of his grand discoveries, exclaimed "O God I think Thy thoughts after Thee!" it was no figure of speech or flight of rhetoric, but a plain statement of fact that the human mind had actually perceived a truth which was then and there present to the Eternal and Supreme Mind, and without which Divine thought or truth the observed phenomenon could not have taken place. All truths so far as they are pure truths and complete in themselves—a most important consideration—have a right to be called Divine Truths, truths present to the Divine mind and forming necessary parts in the actual order of the universe.

In the same way the history of man is a revelation of God's law. The History of man, not the Histories which alas! are sadly unveracious and need constant re writing, but the actual course of Humanity upon earth, so far as it is discoverable, is eminently a Divine revelation, an expression of God's law in Moral Government. We have but to read how man emerged from the level of the beast and through the slowest possible stages rose step by step to what he now is; and then notice how, with every stage in this ascent, he gained greater and greater capacities for a still higher developement and we are brought face to face with a Divine revelation of God's purpose with our race. It is plainly written that we are destined for perpetual progress, which is so far from having reached its zenith, has scarcely begun its heavenly course. While the books and Bibles and ancient legends all babbled of primæval perfection and bid us regard mankind as having fallen from the highest estate of a created being and is for ever falling lower from that pristine glory, the Book of God tells us that all the history of mankind has been the very reverse of this; that man began at the lowest depths and has gradually risen higher and higher out of them, that the perfection said to be lost has never yet been attained, and instead of receding further and further from it, every succeeding generation finds him a step nearer to the far-off consummation. Just as God has taught man science, so He has taught and is further teaching us His truth by the march of events and the unfolding of man's wondrous capacities.

Again, does not God speak to us by our circumstances, by our condition of life, by the claims mede upon us in our several callings? While we are yet childten He bids us by nature conform ourselves to the will of those on whose love and care we are dependent. When we are grown up, the necessity for supporting life bids us take to some honest and useful industry; or if circumstances are such as to preclude the necessity for working for bread, a plentitude of claims arises on every hand courting our devotion and our careful service. God's Law of Duty is written upon our hearts. It matters little how it came there; but every relation in life ves us in some duties which we know full well we ought to perform and by performing which we shall be acting in harmony with the wishes of the Supreme. Only in the rarest cases is there any lack of indication as to what our duty really is; and when the case is doubtful we are held blameless if we do that which we think is the best.

I now come to the last and perhaps most importan of all the ways in which God speaks to man. And in treating at all of this sacred theme I am fully aware of the fact that to some persons it is entirely foreign and unintelligible, more difficult of explanation than the variety of colours to one who was born blind. We cannot help this. We can but give our solemn and truthful assurance, that, whether we are mistaken or not, we are verily conscious of communion with God and of receiving from Him, in answer to our cry for wisdom and strength, some response which

we take to be His voice. The up lifted soul in its extremity of doubt and qerplexity has been soothed to rest by some whisper of assurance, some word of guidance which it cannot but accept as from the mouth of God.

All the so-called "revelations" which have been of any real value to the world, were first proclaimed by those who assured us that they had sought the Lord by diligent and fervent prayer and that He had spoken to them and cheered them and given them His holy light. The precious words of Hebrew Psalmist and Patriarch and Prophet which are dear to us this day and are sweet musitc to us in our exile from the churches, were for the most part written under a vivid sense of real communion with God. And the reason why we value them so highly is because they correspond in a great measure with our own happy experience of the same holy communion.

"I sought the Lord and He heard me: yea he delivered me out of all my fear." "Teach me, O Lord, the way of thy statutes," a prayer answered by the assurance, "Good and upright is the Lord, therefore will he teach sinners in the way." Whatever theory may be held to explain these experiences, still they are facts which remain and cannot be explained away. Viewed in the light of an incalculable privilege for every individual who may enjoy it, this communion between God and the soul is neither to re doubted nor neglected. But the moment we attempt to transfer the answers graciously given to our prayers in an authoritative manner to sway the hearts and minds of others, we put them at once dig a pitfall fo the feet of those whom we would fain guide. Again and again I must repeat that God's word so spoken is for each man's own self alone, for his own enlightenment, comfort or direction not for the enlightenment, comfort or direction of any one else. We may gladly tell to others what we have heard and seen nay it is our paramount duty to do this—but only that we may lead them to go and pray likewise, to seek from the living God for themselves some light and peace and truth.

"Of His deliv'rance I will boast
Till all that are distressed.
From my example comfort take
And charm their griefs to rest."

Like a Father, God will not permit of an interloper or intercessor between Himself and His child. He would draw all men unto Him and therefore we become traitors to Him and to our brethren when we turn His blessed whisperings to ourselves into second-hand mandates for the control of others.

I do not hesitate to say that we who call ourselves Freethinkers and Rationalists would all be the better for more prayer and private meditation with God. So repulsive were the old ideas associated with religion and prayer, that it is no wonder that many who begin to think for themselves should end by giving up prayer entirely. But there be a grain of truth in the religious experience of the holy men of old who drew out of the Fountain of Living Waters so much to slake their burning thirst for truth, and to refresh their fevered souls by the wayside of their pilgrimage; if there be in every deed a Mind that knows, and a Heart that feels for and loves His children, we are defrauding ourselves of our most priceless privilege and forswearing our heavenly birth-right in ceasingto pray, in refusing to place ourselves at our Father's footstool to be taught by His blessed Spirit and enlightened by His holy word.

To those who know nothing at all about it, this may seem sentimental and unreal. I cannot hope to persuade them. But those whose lives have been at rare intervals, it may be, blessed and brightened by such gleams of heavenly light, I do earnestly beseech to cultivate this spirit of prayer and aspiration—not merely to go down on bended knee at stated intervals, though that may be useful—but to acquire the habit of lifting up their souls in a spirit of childlike receptiveness, asking to be taught to believe only what is true and to be strengthened to do only what is right. The world owes its best inheritance to men who thus lived suppliant at the mercy seat of God. And for aught we know this is still to be the appointed channel of God's revelation to the world. Such dependence upon Him and prayer for His guidance never yet clouded the brightest intellect, confounded the deepest philosophy, or hindered the discovery of one useful invention Never yet was a man who waited truly upon God, less manly, less noble, less heroic, less tender less just, less merciful, less loving for having had God for his friend. God alone knows and the souls who were thus blessed, how much of their genius, their wisdom and their moral beauty was drawn directly from above. The old words of Moses are still true, "Man doth not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God."

বিজ্ঞাপন।

আগামী ২০ শে বৈশাখ বৃহস্পতিবার শ্যামবাজার ব্রাহ্মসমাজের একবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষে নন্দনবাগানস্থ যুক্ত বাবু কাশীশ্বর মিত্র মহাশয়ের ভবনে প্রাতে ৭ ও সন্ধ্যা ৭॥০ ঘটিকার সময় ব্রহ্মোপাসনা হইবে।